ভারত-সমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়।

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব গীতা উপদেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ ও মহানুভব
কাশীরাম দাসের গ্রন্থ প্রভৃতি অবলম্বনে কুরুপাণ্ডবীয়
চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া লিখিত।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ,

প্রণীত।

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "উৎসব" অফিস হইতে

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৬২নং বহুবার ষ্ট্রীট,

শ্রীরাম প্রেসে, শ্রীমতিলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৯ সাল

মূল্য—আবাধা—২৲ টাকা মাত্র।

ভাল কাপড়ে বাঁধাই—২।০ টাকা মাত্র।

প্রথম সংস্করণের

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমহাভারত পঞ্চম বেদ। বেদ প্রবেশে সকলের সামর্থ্য নাই, এজন্য বেদে সকলের অধিকার নাই। ভগবান্ ব্যাসদেব ভারত ইতিহাসের ঘটনাবলী উল্লেখ কালে বেদের শিক্ষা ইহার অন্তর্ভূত করিয়াছেন। ইতিহাসের ঘটনা-বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া জীব আপন কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হউক, কৌরবচরিত্র দেখিয়া অধর্ম্মপথ ত্যাগ করুক, পাণ্ডবচরিত্র আদর্শ করিয়া ধর্ম্মের জন্য সমস্ত যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা সহ্য করুক, "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া জীবনকুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণসারথির সাহায্যে মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করুক, ইহাই করুণাময় ভগবান ব্যাসদেবের অভিপ্রায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারত-হারগুচ্ছের কৌস্তুভমণি। মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘটনাবলী এই হারের পূর্ব্বভাগ, মধ্যে গীতা কৌস্তুভমণি এবং শেষ অংশ উত্তরভাগ।

কিরূপে ধর্ম্ম-অধর্ম্মের দুইটী সূক্ষ্ম বীজ আপন আপন শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বিশেষের সাহায্য লইয়া সেই অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ বহ্নি ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হইয়াছিল গ্রন্থকার কুরুবালকগণের শিক্ষা বর্ণনা প্রসঙ্গে তৎসমুদয় বর্ণনা করিয়া শিক্ষার্থিদিগের সম্মুখে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রস্ফুট আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

অপিচ গ্রন্থকার কুরুপাণ্ডবীয় চরিত্র এমন সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যাহাতে গীতা স্বাভাবিকরূপে মেরুদণ্ড স্থান লাভ করিয়াছে। এই ব্যাখ্যা প্রক্ষিপ্তবাদ বহুল সমাজের বহু উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদে লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে—স্থানে স্থানে ভাব, উপদেশ ও বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ে কাশীদাসী মহাভারত হইতেও সঙ্কলিত হইয়াছে।

গীতার কঠিন তত্ত্ব আলোচনা কালে স্বতঃই ভারত-সমর আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয়। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া গীতা অধ্যয়ন সময়ে পাণ্ডব-চরিত্র গ্রন্থকারের চিত্তকে সর্ব্বদাই সরস রাখিত, এই জন্য গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় বা ভারত-সমরকে

সমগ্র গীতার প্রথম অংশ বলা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে "গীতা-পরিচয়" প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সনের গত বৈশাখ মাস হইতে "উৎসব" নামক মাসিক পত্রিকায় মূল গীতা, টীকা ও প্রশ্নোত্তর সহ নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে। পত্রিকায় বাহির হইলেও মূল গীতা পুস্তকের উপযোগী করিয়াই বাহির করা হইতেছে। আমরা পাঠক মহাশয়গণের কাহারও কাহারও নিকট হইতে সংবাদ পাইতেছি যে সমগ্র গীতা শীঘ্র প্রকাশিত হওয়া সকলের বাঞ্ছনীয়। এই আগ্রহ বিস্তারিত দেখিলে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে গীতা বাহির করিব। আপাততঃ উৎসব পত্রিকায় মূল গীতা অধিক পরিমাণে বাহির করিতে চেষ্টা করা হইবে।

গীতা পূর্ব্বাধ্যায় বা ভারত-সমরের কিয়দংশ "অর্চ্চনা" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গবাসী বসুমতী প্রভৃতি কালকাতার সাপ্তাহিক পত্র এবং মফঃসলের পত্রিকাদিতে যেরূপ প্রশংসা বাহির হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায় ভারত-সমর পাঠক পাঠিকাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারিবে। বিশেষতঃ টাঙ্গাইল ৺কালী বাড়ীতে ইহা তিন বৎসর ধরিয়া পঠিত হয়। শ্রোতৃবর্গ সকলেই একবাক্যে পুস্তক প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন।

সমগ্র পুস্তক প্রায় ৫০ ফর্ম্মায় শেষ হইবে। স্থানীয় কলেজ ও স্কুলের ছাত্রবর্গের আগ্রহাতিশয্যে প্রথম খণ্ড বাহির হইল। দ্বিতীয় খণ্ড সত্বর প্রকাশিত হইবে। অমলমতি বিস্তারেণ।

টাঙ্গাইল
৩০শে আষাঢ়
১৩১৩ সন।

প্রকাশক।
শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

৺শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

ভারত সমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি।

শ্রীভগবানের কৃপায় "ভারত সমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়" পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হইল। ১৩১৩ সাল হইতে "উৎসব" মাসিক পত্রিকায় ইহা ধারাবাহিক রূপে বাহির হওয়ায় অনেকেই পুস্তকাকারে ইহাকে প্রকাশ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এই জন্য ইহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বাধ্য হইয়া আমরা ইহার কতক অংশ লইয়া প্রথম খণ্ড নাম দিয়া বাহির করি এবং দ্বিতীয় খণ্ড বা সমগ্র পুস্তক পরে বাহির করিব স্বীকার করি। কিন্তু যে কারণেই হউক আমরা এইদীর্ঘকাল দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সক্ষম হই নাই। পরন্তু প্রথম খণ্ডও ফুরাইয়া যায়। তদবধি বহু লোকের আগ্রহাতিশয্যেও আমরা এতদিন সমগ্র পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি নাই। বলা বাহুল্য প্রথমতঃ এই পুস্তক পাঠে আমি নিজে যেরূপ উপকৃত হইয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয়তঃ আমার কয়েকজন উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত বন্ধুকে ইহার প্রথম খণ্ড পড়িতে দিয়াছিলাম তাঁহারাও ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ এবং উপকৃত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ ৺কাশীধামে ২নং রাণামহল ৺চৌষট্টি যোগিনী ঘাটের উপরের আশ্রমে এই পুস্তক ধারাবাহিকরূপে মাসাবধি পাঠ করা হইয়াছিল—সেখানেও বহু শ্রোতা এই পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। আমার বিশ্বাস যাঁহারা সাধন ভজন দ্বারা জীবন গঠন করিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে সাধনার বহু উপাদান পাইবেন। এই সব কারণেই এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে আছে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই সংস্করণে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল না, কেবল "শ্রীভারত সাবিত্রী" মূল এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ সহ এই পুস্তকের শেষে সন্নিবেশিত হইল।

পরিশেষে বক্তব্য "শ্রীরাম প্রেসের" সত্বাধিকারী এবং কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরি প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে এবং যত্নে এই পুস্তক এত শীঘ্র প্রকাশিত হইল এই জন্য আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি। অলমতি বিস্তরেণ।

১৩২৯ বঙ্গাব্দ
১৯শে ফাল্গুন শনিবার
দোল পূর্ণিমা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক।

গীতা পূর্ব্বাধ্যায়

বা

ভারত সমর।

প্রস্তাবনা।

গীতাতে সকল প্রকার মানুষের সকল প্রকার কর্ত্তব্য নিশ্চয় করা হইয়াছে। যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে জীবের সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়, গীতা সেই ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। ইহাই আদি ধর্ম্ম---ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। প্রাচীন ঋষিগণ এই ধর্ম্ম আচরণ করিতেন, রাজর্ষিগণ এই ধর্ম্ম আচরণ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন।

ভারত সমর কাল্পনিক নহে---সত্য ঘটনা। একবার কুরুক্ষেত্র দেখিয়া আইস, ভ্রম ভাঙ্গিবে। দ্বাপরের প্রধান ঘটনা এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। মহাভারত শুধু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইতিহাস নহে। ইহা ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধই মহাভারতের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ঘটনা। ইহার চরিত্রগুলি চিরদিন নূতন থাকিবে। আমরা যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ ও দুর্য্যোধনাদি প্রধান প্রধান কৌরবগণের চরিত্র এই পুস্তকে বিশ্লেষণ করিব। কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ এবং কর্ণ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করিব মাত্র।

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ—এই তিন বীরপুরুষ যেন জীবের কর্ত্তব্য শিক্ষা জন্য। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এই তিন চরিত্রই জটিল---জটিল বলিয়া ইহারা এত বরণীয়। ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরব অপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে স্নেহ করিতেন। যুধিষ্ঠিরাদি ইহাঁদের নিতান্ত প্রিয়। তথাপি দুর্য্যোধনের নিকট ইহারা নানা প্রকার উপকার পাইয়াছেন। ইহারা কৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন নহেন। প্রাণে পাণ্ডবের পক্ষ হইয়াও ইহারা দুর্য্যোধনের জন্য পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধ কর্ত্তব্যানুরোধে। সকলেই জানিতেন, যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ। কিন্তু

নিয়তিবশে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের পক্ষ। একদিকে প্রাণহানি অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা রক্ষা। দুর্য্যোধনের অন্নগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অধর্ম্ম পক্ষে যোগ দিয়া জীবন বলি দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ জানিয়াও তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যদি ইঁহারা পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতেন তবে ইঁহাদিগকে কৃতঘ্ন হইতে হইত।

গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা

নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা ৩৪।১২

গোঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও ভগ্নব্রত ব্যক্তিদিগের নিষ্কৃতি সাধুগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতিবিধান কুত্রাপি নাই। রামায়ণে যে উক্তি, মহাভারতেও তাই। শান্তিপর্ব্বে ১৭২ অধ্যায় বলিতেছেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, রাক্ষসেরাও তাহাকে ভোজন করে না। বরং ব্রহ্মঘ্ন সুরাপায়ী তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে, কিন্তু যে কৃতঘ্ন তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, রাক্ষস ও অন্যান্য কীটেরাও তাহাকে ভক্ষণ করে না। রামায়ণ বলেন "কৃতঘ্ন সর্ব্বভূতানাং বধ্যঃ" "তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভূঞ্জতে"। এই শিক্ষায় জাতি গঠিত হইয়াছিল। রাজপুত শিখ প্রভৃতি বীরগণের মধ্যে এখনও আছে "যাহার নিমক খাইয়াছি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না।" ভীষ্ম দ্রোণ এই জন্যই আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, তথাপি কৃতঘ্ন হইতে পারিলেন না।

আর কর্ণ! কর্ণ যুধিষ্ঠিরেরও জ্যেষ্ঠ। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কর্ণ ইহা জানিতেন কুন্তীও ইহা জানিতেন, আর জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ। কর্ণ বাহিরে নিতান্ত কঠোর ব্যবহার করিলেও ভ্রাতৃস্নেহ বিসর্জ্জন দেন নাই। জ্যেষ্ঠ হইয়াও কনিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। যুদ্ধে কপটতা করেন নাই। তখনও ভারতবাসী কপটতা শিক্ষা করে নাই, দুর্য্যোধনের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া আপনার সহোদরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হয়েন নাই। ভিতরে পাষাণ চাপা দিয়া কর্ত্তব্য করিয়াছেন, প্রাণ হারাইবেন জানিয়াও কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করেন নাই। হায়! কবে ভারতবাসী আবার কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করিবে? গৃহশত্রু দ্বারাই জাতির উচ্ছেদ সাধন হয়, কৃতঘ্ন ব্যক্তির কপটাচারেই জাতির জীবন ধ্বংস হইয়া যায়। মহাভারতের চরিত্রসমূহে মানবজাতির শিক্ষণীয় কতই আছে!

সংক্ষেপতঃ ভারতের শিক্ষা এইঃ—জীব শোকমোহাক্রান্ত হইলেই স্বধর্ম্ম

ত্যাগ করে ও পরধর্ম্ম গ্রহণ করে। পরধর্ম্মাচরণই জীবের সর্ব্বদুঃখের কারণ। পরধর্ম্ম স্বভাবের প্রতিকূল। কিরূপে জীবের সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হয়, ভারত তাহাই দেখাইতেছেন। সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি করিতে হইলে দুঃখটাও দেখান আবশ্যক। ভারত সমরে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ও বলা হইয়াছে। যতদিন মানবহৃদয় থাকিবে, যতদিন শোক মোহ থাকিবে, ততদিন কুরুক্ষেত্র সমর, গীতা ও সমরাবসানে কুরুপাণ্ডবদিগের আচরণ জীবের সর্ব্বশিক্ষার শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। আর একটী কথা—এই গ্রন্থে যাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে তাহার কোনটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধির জন্য, কোনটী বা গৌণভাবে চিত্ত-প্রকৃতিস্থ করিয়া যাহাতে চিত্ত ঈশ্বরানুরাগ লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা মাত্র। ঈশ্বরানুরাগ ভিন্ন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। আর্য্যশাস্ত্রে কোথাও প্রলাপ বাক্য নাই। বুঝিবার দোষে প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। এ দোষ শাস্ত্রের নহে, আমাদের, কারণ যাহাদের লক্ষ্য ঠিক আছে তাহাদের বৃথা প্রলাপে রুচি হয় না।

রায় কালীপ্রসন্ন সিংহ বাহাদুর অনূদিত মহাভারত এবং কাশীরামের মহাভারত অবলম্বনে গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় লিখিত। উক্ত মহোদয়গণের সাহায্যে মহাভারত ও গীতার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এই প্রয়াস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা—কুরুক্ষেত্র, গীতা ও মহাভরত।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

আজিও সমন্তপঞ্চক মহাতীর্থে বহুলোক নিত্য স্নান করে। কুরুক্ষেত্রে সমন্তপঞ্চকতীর্থ। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয়ে নদীর মধ্যবর্ত্তী। থানেশ্বর হইয়া কুরুক্ষেত্রে যাইতে হয়।

ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে জামদগ্ন্য পরশুরাম পিতৃবধবার্ত্তা শ্রবণে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন এবং ক্ষত্রিয়রুধিরে শোণিতময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করেন। সেই শোণিতময় পঞ্চহ্রদের সন্নিধানে যে সকল প্রদেশ আছে তাহারই নাম পরম পবিত্র সমন্তপঞ্চকতীর্থ। কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে এই সমন্তপঞ্চকতীর্থে কুরু ও পাণ্ডবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়।

যাঁহার নাম হইতে কৌরব বংশের উৎপত্তি তাঁহারই নাম অনুসারে সমন্ত পঞ্চকের নাম কুরুক্ষেত্র। রাজা কুরু আপন রাজধানী প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া এইস্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। কাল-ক্রমে কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র হইয়া উঠে৷ এখনও কুরুক্ষেত্রে ভারতসমরের স্মারক অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

দীর্ঘে প্রস্থে দশ যোজন ব্যাপিয়া সৈন্য সজ্জিত হইয়াছে। বিস্তীর্ণ কুরু-ক্ষেত্রে স্থান নাই। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধার্থে এখানে সমবেত। প্রতি বীরহৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে—কিন্তু সে অগ্নি উৎপত্তি স্থান ভিন্ন কিছুই দগ্ধ করিতেছে না। অচিরে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটিবে। যে অগ্নি ব্যাপার অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া সংঘটিত হইয়াছিল,—যে অগ্নিকাণ্ডে কুরুকুল ভস্মীভূত হইয়াছিল,—যে মহাসমরান্তে একপক্ষে তিনটী ও অন্যপক্ষে সাতটী ভিন্ন সমুদয় অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছিল,—যে অগ্নিকাণ্ড আবহমান কাল হইতে জগতকে দগ্ধ করিতেছে—সেই অগ্নিকাণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তে গীতা উপদিষ্ট হইয়াছিল।

যে দিক দিয়াই দেখ—ব্যষ্টি বা সমষ্টি, যে ভাবেই বল, ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ লইয়া এই মায়িক সংসারাড়ম্বর। এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের, জ্ঞান ও অজ্ঞানের মায়িক বিসম্বাদ মিটিলেই প্রকৃতি ক্ষোভশূন্যা। তখন যে অনন্ত জলধিবক্ষে এই পরিদৃশ্যমান জলবুদ্বুদ্ ভাসিয়াছিল আবার তাহাতেই ইহা বিলীন হইল। ইহাই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা, এখন সৃষ্টি নাই। ইহাই মহাপ্রলয়। যে মায়া সাহায্যে "এক" "বহু" হইয়াছিলেন, মায়া অন্তে এক একই রহিয়াছেন। ভেদাভেদ সমস্তই মায়া জন্য। যুদ্ধও ভেদ জন্য। প্রকৃতি হইতে এই ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ দূর হইলেই প্রকৃতির বিরাম ও লয়। জীবও নিজ হৃদয়ে যে মুহূর্ত্তে এই বিবাদ মিটাইল, যে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্ম পরাজিত হইল, জ্ঞান প্রকাশে অজ্ঞান দূর হইল, জীব সেই মুহূর্ত্ত হইতে ভবসংসারের সমাধিমগ্ন হইল। কিন্তু যতদিন অধর্ম্মের জয় ততদিন প্রকৃতির বৈষম্য —ততদিন সৃষ্টি বিস্তার। অধর্ম্মের জয়ে সৃষ্টি-বিস্তার সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অধর্ম্ম জয়ের ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সত্যযুগে দেবাসুরের যুদ্ধ, ত্রেতায় রামরাবণের যুদ্ধ, দ্বাপরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এবং কলিযুগে প্রতি জীবহৃদয়ে ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের ঘোরতর বিবাদ। যে অধর্ম্ম-প্রবাহ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদিতে ইহার এক একটা নাম আছে আর্য্যজাতি এই অধর্ম্মকে পাপ, অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, জড়, তমঃ ইত্যাদি বহু নাম দিয়াছেন। জিন্দাভেস্তায় ইহার নাম আহরিমান বা অন্ধকার, বাইবেলে ইহার নাম শয়তান। এই অধর্ম্মকে পরাজয় জন্য নানাজাতির মধ্যে নানাপ্রকার উপদেশ আছে। "আর্থার" (Arthur) ইহার উচ্ছেদসাধনার্থ "নাইটহুড্" সৃষ্টি করেন। আর্য্যজাতির সমাজ, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার সমস্ত কার্য্য, সমস্ত অনুষ্ঠান এই অধর্ম্ম অজ্ঞান বা মায়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য। আর্য্যজাতি এই অধর্ম্ম কিরূপে জয় করিতে হইবে তাহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করেন। ধন-শক্তি জ্ঞান শক্তি, দেবশক্তির পদতলে পশু-শক্তির একত্র সমাবেশ আবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধির জন্য শুভেচ্ছা আবশ্যক —পরে কর্ম্ম করিলেই এই অসুর জয় হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও এই আবহমান কাল প্রধাবিত ধর্ম্মাধর্ম্ম যুদ্ধের অঙ্গ। যুদ্ধটী ঐতিহাসিক হইলেও ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন অন্তর্নিহিত যুদ্ধই বাহিরে

আকার গ্রহণ করে মাত্র। মানুষ কিছুই নহে, অন্তর্নিহিত স্বভাবের মূর্ত্তি মাত্র।

"বক্ষ্যমান মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্দ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। অন্যদিকে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্দ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীসুত নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। মূল শ্লোক এই :—

"দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা,
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে-
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী।
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে-
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥"

কেহ কেহ এই দেখিয়া মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব উড়াইয়া দিতে চাহেন। "মহাভারত রূপকমাত্র," "কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আঁটিতে পারে না" ইত্যাদি মতগুলি বড়ই ভ্রমাত্মক। কর্ণাল, আমিন, বাণগঙ্গা, ভীষ্মশরশয্যার স্থান, গীতা উপদেশ প্রভৃতি স্থান এবং কুরুক্ষেত্রের আধুনিক অবস্থা ইঁহারা যদি স্বচক্ষে দর্শন করেন, তবে এই ভ্রমাত্মক মত দিয়া সাধারণের বিশ্বাস নষ্ট করিবার প্রয়াস হইতে ইঁহারা নিশ্চয় বিরত হইবেন।

কিন্তু বলিতেছিলাম—অগণিতকুরুসৈন্য অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় এখনও স্থির হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখনও কুরুবংশধ্বংসকারী অনলরাশি দিগন্ত ছড়াইয়া পড়ে নাই।

কখনও জলভরা মেঘ দেখিয়াছ? যে মেঘমালা দেখিতে দেখিতে দিবসের আলোকরাশি ডুবাইয়া ক্ষণকালমধ্যে দশদিক অন্ধকারে ছাইয়া ফেলে? মেঘ জলপূরিত অথচ বৃষ্টি হইতেছে না। অচিরে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিন্তু এখনও প্রকৃতি নিস্তব্ধ, যেন মৃদুশ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এখনও স্থির। এই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন।

যে ক্রোধানল অষ্টাদশ দিবসে পৃথিবীর ভার লাঘব করিয়াছিল, সেই অনলরাশির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি কোথায়, কিরূপে আরম্ভ হইল? জানিবার কথা বটে।

আমরা এই পুস্তকে এই যুদ্ধের উৎপত্তি ও বিস্তৃতিও দেখাইব। আর যদি দিন পাই, যুদ্ধের অবসানও দেখাইব। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিক্ষা—যে শিক্ষায় নীচত্ব দূর হয়, যে শিক্ষায় মনুষ্য কর্ম্ম করিতে করিতে একদিকে পরমানন্দ প্রাপ্তি, অন্যদিকে জগচ্চক্র পরিচালনপূর্ব্বক জীবে দয়া করিতে পারে, তাহাও দেখাইব।

কুরু বালকদিগের বাল্যক্রীড়া, বিদ্যাপরীক্ষা, জতুগৃহদাহ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, লক্ষণাহরণ, সুভদ্রাহরণ, রাজসূয় প্রভৃতি হইতে দেখান যাইবে কিরূপে এই প্রলয়কারী সমরানল বর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিরূপে সময়ে সময়ে প্রসারিত হইয়া ইহা দুই একবার বাহিরে দগ্ধ করিয়াছিল, কিরূপে পরক্ষণেই আবার নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

রাজসূয়যজ্ঞের পর দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবনির্ব্বাসন, অজ্ঞাতবাস, বিরাটরাজ্যে ক্ষুদ্র যুদ্ধ, এতাবৎ হইতে দেখাইব কিরূপে ইহা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুরুকুল গ্রাস করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখাইব কিরূপে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত গীতা উপদেশ দিবার প্রকৃত সময়। প্রধান কর্ত্তব্য প্রতিপালনের পূর্ব্বে কিরূপে কর্ত্তব্য প্রতিপালনকারীর প্রবুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, ইহাও দেখান হইবে। ভারতযুদ্ধের পর গীতাউত্তরাধ্যায়েও ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন কোন্ উপায়ে শোক মোহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মনুষ্য পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রথমেও যে শিক্ষা, শেষেও সেই শিক্ষা। সর্ব্বত্রই আর্য্যশাস্ত্রের এক লক্ষ্য—সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি। ইহারই অন্য নাম মোক্ষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কুরু বালকদিগের বাল্যক্রীড়া।

স্থূলক্ষ্য একটী শুক্রকীটাণু মধ্যেও একজন মহাপুরুষ শায়িত থাকেন ক্ষুদ্র একটী বটবীজ মধ্যে প্রকাণ্ড একটী বটবৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে। কাল সেই মহাপুরুষকে প্রবুদ্ধ করে, কালে ঐ বটবৃক্ষ প্রকাশিত হয়।

শতাধিক কুরু-বালক একত্রে অধ্যয়ন করে, একত্রে ক্রীড়া করে। দ্রোণাচার্য্য ইঁহাদের গুরু। দ্রোণ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, এজন্য দ্রোণ আচার্য্য গুরুশ্রেষ্ঠ।

বালকেরা এক সঙ্গে ক্রীড়া করিত, কিন্তু কে জানিত ইহাদের মধ্যে কুরুকুল বিনাশের উপাদান রহিয়াছে, কে জানিত ইহাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক ধর্ম্মপুরুষ আছেন, কে জানিত ইহাদের মধ্যে সর্ব্বগুণান্বিত ভগবৎকৃপাপাত্র এমন মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া ভগবান্ জীব নিস্তারের সর্ব্বপ্রকার উপায় প্রকাশ করিবেন, যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা জগতের জন্য কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানপথ উন্মুক্ত করিবেন, যে ধর্ম্মময়ী গীতা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অব্যভিচারিণী দাস্য ভক্তি প্রদান করিবে, যদ্দ্বারা "জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ," যে গীতাশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ভগবান্ স্বয়ং জীবকে আশ্রয় প্রদান করিবেন, যে গীতা আশ্রয় করিয়া ভগবান্ পরস্পরবিরোধী প্রাণিসঙ্ঘের প্রতিপালন করিবেন, কে জানিত এই বালকদিগের মধ্যে এই সমস্ত মহাপুরুষ লুক্কায়িত আছেন। কাল ইহাদিগের প্রকাশক।

বালকেরা বালকের ক্রীড়া করিত। সমস্ত বাল্য ক্রীড়াতেই ইহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। ইহাদের মধ্যে একটী বালক, স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক সবেগে গমন, লক্ষ্যাভিহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়ায় অন্য সকলকে পরাস্ত করিত, এই বালকটী সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, সে

"যাইতে পবন সম, সিংহ সম হাঁকে
আস্ফালনে গজ সম, মেঘ সম ডাকে।"

বালক দ্রুতবেগে ভুজাস্ফালন করিয়া যখন কুরুবালকদিগের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইত, তখন দশ বিশ জনকে ভূমি পাতিত করিয়া যাইত। ক্রীড়া করিবার সময় এই বালক অন্য বালকদিগের মস্তকে মস্তকে সংঘট্টন করিয়া দিত। কখন অন্য বালকদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশ ধারণপূর্ব্বক এমন বেগে আক্রমণ করিত যে, কেহ ক্ষতজানু, কেহ ক্ষতমস্তক, কেহ বা ক্ষতস্কন্ধ হইয়া প্রাণ নাশ ভয়ে পরিত্রাণার্থ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিত। তাহার উৎপীড়নে দশ বিশ জন বালক একত্র হইয়া যখন তাহাকে সাপটাইয়া ধরিত, প্রবল পরাক্রমশালী এই বালক অবহেলে "শরীর ঝাঁকার" দিয়া মুক্ত হইত, পরে দুই হস্তে দুই চারি জনের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রাকারে ভ্রমণ করিয়া

ছাড়িয়া দিত; উহারা মৃতকল্প হইয়া কতক্ষণ পড়িয়া থাকিত। জলক্রীড়া কালে এই দুরন্ত শিশু এককালে পাঁচ সাত জনকে জল মধ্যে ডুবাইয়া রাখিত এবং প্রাণ মাত্র রাখিয়া ছাড়িয়া দিত। যৎকালে অন্য বালকেরা ফল চয়নার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিত তখন এই প্রচণ্ড শিশু পদাঘাতে সেই বৃক্ষ কম্পিত করিত। তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া ফলের সহিত বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইত। বাল্যকাল হইতেই সকলে ইহাকে যমের সমান দেখিত। ইহার ক্রিয়াকলাপ অসাধারণ, বল-সংস্থিতিও তদ্বিকাশের পরিচায়ক, অথচ ইহার হৃদয় বাল্যকালের সরলতা মাখা। এই বালক বড় হইয়া কুরুক্ষেত্র সমরে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিল। একবারে একশতজনকে বিনাশ করিয়াছিল, এবং এক জনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপানে নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিল।

দুর্য্যোধন বাল্যকাল হইতেই চিন্তা করিত

"বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল
ইহার জীবনে নাই আমার কুশল।"

এই কাল হইতেই ভীম দুর্য্যোধনের বিদ্বেষভাব সঞ্চারিত হইতে লাগিল। ভীম ও দুর্য্যোধন ঠিক এক দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দুর্য্যোধনের জন্ম সময়ে বালক গর্দ্দভের মত চীৎকার করিল, লোকে বুঝিল দুর্য্যোধন হইতে কুরুকুলের অন্ত হইবে। ভবিষ্যদ্দুর্ঘটনার সূচনা দুর্নিমিত্তের দ্বারাই হইয়া থাকে।

দুর্য্যোধন অধর্ম্মবীজ; তাহার বিকাশও তদ্রূপই হইবে। যে বাল্যকালে সাধারণতঃ লোকের প্রতিহিংসা থাকে না, সেই কাল হইতেই দুর্য্যোধন শত্রুসংহার চিন্তা করিত—ভাবিত

"ভীমে মারি চারি ভাই রাখিব বান্ধিয়া
তবে ত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়া।"

দুর্য্যোধন ভাবিল—যখন ভীম পুরোত্থানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব। যেমন বাসনা জাগিল, অমনি কার্য্য হইতে চলিল। জল বিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসনবিরচিত কম্বলনির্ম্মিত বিচিত্র গৃহ প্রস্তুত হইল, গৃহে গৃহে অশেষ প্রকার ভোগ্যবস্তু সঞ্চিত হইল। গৃহে গৃহে অত্যুন্নত পতাকা সমূহ উড্ডীন হইল। দুর্য্যোধন জলক্রীড়ার জন্য পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিল। সরলান্তঃকরণ যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন। বৃকোদর উদরসেবায় ব্যগ্র পাপাত্মা দুর্য্যোধন ভীমকে বধ করিবার আশয়ে মিষ্টান্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া

স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভ্রাতার ন্যায় ভীমের বক্ত্রে বিষ মিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিল, ভীম সরল হৃদয়ে প্রীতিপূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করিল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন মনে মনে হাসিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। বালকদিগের জলক্রীড়া সাঙ্গ হইল। সকলে বিহারগৃহে গিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিল, বিচিত্র অলঙ্কার ধারণ করিল। কেবল একাকী ভীম বিষ ভক্ষণ ও ব্যায়ামাধিক্য বশতঃ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছদেশে শয়নমাত্র নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকল্প হইল। দুর্য্যোধন সেই অবসরে তাহাকে লতাপাশে বন্ধন করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল। ভীম সংহারে দুর্য্যোধনের এই প্রথম উদ্যম।

গঙ্গা জলে পতিত হইয়া ভীম কালকূট প্রভাবে নিঃসংজ্ঞ হইল। তাহার উপর ভীমকে সর্পে দংশন করিল। বিষে বিষ ক্ষয় হইল, জলে থাকিবার জন্য শীঘ্র ভীম বিষমুক্ত হইলেন। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, ভীম ভাসিতে ভাসিতে পাতালপুরে বাসুকিভবনে নীত হইয়াছিল। অষ্টম দিবস পরে নিদ্রাভঙ্গ হয়। বাসুকি ভীমকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র জানিয়া অমৃত পান করাইলেন, এবং প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করিলেন। খলের বুদ্ধিরচিত চাতুরী-জাল যে বিধাতার অদ্ভুত নিয়মে অনেক সময়ে বহির্ঘটনায় প্রতিহত হয়, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এদিকে সকলে বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত, কেবল ভীম নাই। সকলে রথে অশ্বে গজে উঠিল। ভীমের অনুপস্থিতি ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির প্রথম অনুভব করিলেন। যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হইলেন।

"ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
সবে আছে না দেখি কেবল ভীম বীর॥
ফল হেতু ভীম কিবা গিয়াছে কাননে।
গঙ্গাজলে গেল কিম্বা বিহার কারনে॥"

ভ্রাতৃগণ চারিদিকে ভীমের অনুসন্ধান করিল।

"কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ মধ্যভাগে।
ভীম ভীম বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিকে॥"

কিন্তু ভীমের সন্ধান কেহ পাইল না। যুধিষ্ঠিরের মুখ শুকাইল, ভাবিলেন ভীম অগ্রে গিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের মনে তখন পর্য্যন্ত কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি ধর্ম্মবৃক্ষ, ধর্ম্মের সারল্যই ভূষণ। যুধিষ্ঠির বাড়ী আসিলেন, জননীকে

অভিবাদন করিলেন, জিজ্ঞাসিলেন, "মা! বৃকোদর যে গৃহে আসিয়াছে তাহাকে দেখিতেছি না কেন? সে কোথায় গিয়াছে? তুমি ত ভীমকে কোথাও পাঠাও নাই? সেখানে উদ্যান বন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, ভাবিলাম ভীম আগেই বাড়ী আসিয়াছে। মা! এখানেও ত দেখিতে পাইতেছিনা, মা! ভীমের জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।" যুধিষ্ঠির কাঁদিতেছেন। যুধিষ্ঠিরের ক্রন্দনে কুন্তী ভয় পাইয়াছেন বলিতেছেন, "বৎস আমি ত ভীমসেনকে দেখি নাই, সে ত গৃহে আইসে নাই, দেখ সে কোথায় গেল!" কুন্তী তখন দ্রুতপদে বিদুরের নিকট গমন করিলেন, আজ কুন্তী আলু থালু কুন্তলা, বড়ই চঞ্চলচিত্তে বলিতেছেন, "ক্ষত্ত! অদ্য কুমারগণ উদ্যান বিহারে গিয়াছিল, সকলে আসিয়াছে ভীমসেন আইসে নাই। ভীম কোথায় রহিল কেহ তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহাকে দেখিতে পারেনা। দুষ্ট কি আমার ভীমসেনকে প্রাণে বধ করিয়াছে? ক্ষত্ত! আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না।"

বিদুর স্তম্ভিত হইয়াছেন। অগ্রেই কুন্তীকে সাবধান করিতেছেন 'কল্যাণি! ও কথা আর মুখে আনিও না। চণ্ডাল দুর্য্যোধন এ কথা শুনিলে বড়ই উপদ্রব করিবে। তুমি কাঁদিও না, ভীমের জন্য কোন চিন্তা নাই। মহামুনি ব্যাস বলিয়াছেন, তোমার পুত্রগণ দীর্ঘায়ু। পৃথিবীতে পাণ্ডবেরা অবধ্য। তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। তুমি ভাবিত হইও না। ভীমসেন শীঘ্রই আগমন করিবেন।' তখন বিদুর চারিদিকে ভীমের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

আটদিন কাটিয়া গেল। কুন্তী পুত্রশোকে উঠিতে পারেন না, আট দিন আহার নিদ্রা নাই। প্রথম প্রথম ঘর বাহির করিয়াছিলেন, কেহ আসিলেই জিজ্ঞাসা করিতেন "ভীমের কি সংবাদ পাওয়া গেল?" দণ্ডে শতবার এইরূপ করিতেছেন। ক্রমে শরীর দুর্ব্বল হইল। যুধিষ্ঠিরও মৃতপ্রায় হইয়াছেন। চক্ষু হইতে নিরন্তর অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না। ভ্রাতা চারিটী যুধিষ্ঠিরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়।

হঠাৎ অষ্টম দিনে ভীমসেনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নাগলোকে সকলে ভীমকে সচেতন দেখিয়া বাড়ী আসিতে বলিল।

"চারি ভাই শোকাকুল কাঁদয়ে জননী
অষ্টদিন হৈল কেহ তত্ত্ব নাহি জানি।"

নাগগণ ভীমকে বিহার উদ্যানে পৌছিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। ভীমসেন

বাড়ী ফিরিল। প্রথমে আসিয়া জননীকে প্রণাম করিল, পরে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া কনিষ্ঠগণের মস্তক আঘ্রাণ করিল।

"আনন্দিত যুধিষ্ঠির দেখি বৃকোদর।
হরিষে চক্ষুর জলে সিক্ত কলেবর॥
জিজ্ঞাসেন কোথা ভাই এতদিন ছিলা।
আমা সবা পরিহরি কেমনে রহিলা॥"

"আমা সবা পরিহরি কেমনে রহিলা" যুধিষ্ঠিরের এই এক বাক্য কতদূর হৃদয় প্রকাশ করিতেছে?

ভীমসেন, দুর্য্যোধনের দুষ্ট চেষ্টিত অবধি পাতালপুর হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

বিবরণ শুনিয়া যুধিষ্ঠির চমকিত হইলেন। বলিলেন, আমরা এখন হইতে পরস্পর পরস্পরের রক্ষণ বিষয়ে সচেষ্ট থাকিব। আর আমাদের এই সব কথা যেন কোন প্রকারে কেহ জানিতে না পারে বা বুঝিতে না পারে। আরও দেখ--

"দুর্য্যোধন দুষ্টে কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ॥"

পাণ্ডবেরা সাবধান হইয়া চলিতে লাগিল। ধর্ম্মপ্রাণ হইলেও কর্ম্মপথে বহির্জগতের উপর সাবধান লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, এতদ্দ্বারা ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, শকুনি নানাবিধ উপায়ে হিংসা করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু বিদুরের পরামর্শে পাণ্ডবদিগের কোনই অনিষ্ট হইত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্যা পরীক্ষা।

ক্রমে কুরুবালকেরা দ্রোণ গুরুর নিকট দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিল। বহু দেশ দেশান্তর হইতে অনেকানেক রাজকুমার, দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষার্থে আগমন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র কর্ণের সহিত এই সময়ে দুর্য্যোধনের পরিচয়। কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানা প্রকার অবমাননা করিতে লাগিল। কিন্তু

সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে অর্জ্জুন ভুজবলে, উদ্যোগ ও ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় গুরু দ্রোণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল, নকুল ও সহদেব অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন কিন্তু যুধিষ্ঠির কেবল উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইল।

বালকেরা কৃতবিদ্য হইল—দ্রোণাচার্য্য ইহাদের পরীক্ষা করিবেন, স্থির করিলেন। কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পী দ্বারা একটী কৃত্রিম নীলপক্ষ পক্ষী নির্ম্মাণ করাইলেন। ভাসপক্ষীকে একটী বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোপিত করাইলেন। প্রথমেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা। আচার্য্য, প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে ঐ পক্ষী লক্ষ্য করিতে বলিলেন। আর সমবেত সমস্ত রাজকুমার-দিগকে বলিলেন, "তোমরা সকলে শীঘ্র শরাসনে শর সন্ধান করিয়া আমার আদেশবাক্য অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ করিতেছি। মদীয় বাক্য অবসান না হইতে হইতেই ঐ লক্ষ্যেব শিরশ্ছেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে হইবে।' দ্রোণ প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর? "হাঁ দেখিতেছি' ধর্ম্মপুত্র এই উত্তর করিলেন।

দ্রোণ। ধর্ম্মপুত্র তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন ভ্রাতৃগণকে কি দেখিতেছ বল? উত্তর হইল, উপরে পক্ষী এবং "নীচেতে তোমারে দেখি স্থাব সহোদরে"। দ্রোণ অসন্তুষ্ট হইলেন, হাত হইতে ধনুঃশর কাড়িয়া লইয়া "ঠেলা মারি করেন বাহির।" শত ভ্রাতা দুর্য্যোধন ভীমসেন প্রভৃতি সকলেই এইরূপে তিরস্কৃত হইল গুরু তখন হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে ধনুঃশর দিলেন। অর্জ্জুন লক্ষ্য স্থির করিল, আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ?

"অর্জ্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি
বৃক্ষমধ্যে সবে দেখিবারে পাই পাখী।"

আচার্য্য প্রীত হইলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, শকুন্তকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করিতেছ? "না, কেবল মস্তকটি দেখিতেছি।" দ্রোণ আরও সন্তুষ্ট হইলেন। এরূপ লক্ষ্য স্থির না হইলে কি ভগবানের সখা হওয়া যায়, না ধর্ম্মবৃক্ষের স্কন্দ হওয়া যায়?

দ্রোণ। "লক্ষ্য ভেদ কর" এই কথা উচ্চারণ করিতে না করিতে পক্ষী ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইল। গুরু অর্জ্জুনকে বহুবিধ সম্মান করিলেন, আর "ক্রোধে দুর্য্যোধন ভাবে মরণ সমান।"

আর একদিন ভাগীরথী সলিলে দ্রোণ স্নান করিতেছেন, বালকেরা স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া উপবে দাঁড়াইয়া আছে। এক কুম্ভীর দ্রোণের জঙ্ঘা-দেশ গ্রহণ করিল। দ্রোণ নিজেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু পরীক্ষার্থ শিষ্যদিগকে সসম্ভ্রমে আদেশ করিলেন "আমাকে কুম্ভীর বিনাশ করে, তোমরা পরিত্রাণ কর।" অন্যান্য রাজকুমারেরা ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। অর্জ্জুন আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পাঁচ বাণে জলমগ্ন কুম্ভীরকে প্রহার করিলেন। কুম্ভীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দ্রোণ শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে অর্জ্জুনকে প্রধান বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মশিরা নামক অস্ত্র প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, বৎস! মনুষ্যলোকে তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই জন্মিবে না। ভীম ও অর্জ্জুন উভয়েই দুর্য্যোধনের ভীতির কারণ হইয়া উঠিল।

বালকদিগের শিক্ষা শেষ হইয়াছে, দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন, আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ সকলে কৃতবিদ্য হইয়াছে, এক্ষণে কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, ভীষ্ম, ব্যাস ও বিদুর সন্নিধানে ইহারা আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় প্রদান করিবে। আপনার অনুমতির অপেক্ষা; অনুমতি মিলিল। দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূমিতে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেন। ঐ স্থান তরু-গুল্মবিহীন, পরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইল। তখন দ্রোণ শুভ নক্ষত্র যোগ সম্পন্ন তিথি বিশেষে বীরসমাজে ডিণ্ডিম প্রচার করতঃ ঐ স্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজশিল্পিগণ রঙ্গভূমি মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ এক এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিল। পুরবাসিগণ অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকা সকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সকলে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বালকেরা সকলেই আপন আপন বিদ্যা প্রকাশ করিল। দুর্য্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধ করিল। উভয়ের ক্রোধোদ্রেকের সম্ভাবনা দেখিয়া পিতার অনুমতিক্রমে অশ্বত্থামা উভয়কে নিরস্ত করিলেন। সর্ব্বশেষে অর্জ্জুন অদ্ভুত শস্ত্রবিদ্যা প্রকাশ করিলেন। দর্শকগণ পুনঃ পুনঃ একবাক্যে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া সবাষ্প স্তন্যধারা পুত্রবৎসলা পৃথার উরস্থল সিক্ত হইতে লাগিল।

বিদ্যা পরীক্ষান্তে অর্জ্জুন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। প্রথম হইতেই ভীমার্জ্জুন

দুর্য্যোধনের চক্ষুঃশূল। ক্রমে বিদ্বেষভাব আরও পরিপুষ্ট হইতে চলিল। যখন সকলে রঙ্গভূমে অর্জ্জুনকে ধন্য ধন্য করিতেছিল, সেই সময়ে সূতপুত্র কর্ণ বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন।

কর্ণের সাজসজ্জা, বড়ই সুন্দর। আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন-শোভিত মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত, অঙ্গে সহজাত কবচ, কটিদেশে খড়্গ। কর্ণ উন্নতকায়, কর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কর্ণ, কুন্তীর কানীন পুত্র।

কর্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া, অর্জ্জুনের মত বিদ্যা দেখাইল। দুর্য্যোধন অমনই কর্ণের সহিত বন্ধুতা করিল, বলিল, আজ হইতেই তুমি আমার বন্ধু, এক্ষণে আমার সহিত বিষয় ভোগ বাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষ পক্ষের মস্তকে পদাপণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিও। অর্জ্জুন হইতে আর ভয় নাই মনে ভাবিয়া দুর্য্যোধন আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

কর্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিল। অর্জ্জুন অনাহুত ব্যক্তির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে প্রস্তুত নহেন বলিলেন—

"অনাহুত কর দ্বন্দ্ব আসিয়া সভায়।
ইহার উচিত ফল পাইবে ত্বরায়॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন।
আসিয়া আপনি খায় বিনা নিমন্ত্রণ॥
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেইজন।
সেই গতি মমস্থানে পাইবি এখন॥"

"নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন" ইত্যাদি উপদেশটি বহুমূল্য বটে, এটি অভ্যাসের উপযুক্ত। তথাপি কর্ণ বহু কথা কহিতেছে। তখন অর্জ্জুন আচার্য্যের অনুমতি লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

সেই রঙ্গভূমে দুইটী দল হইল, কিন্তু কৃপ কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণ সূতপুত্র বলিয়া রাজপুত্রের সহিত যুদ্ধে অনধিকারী। যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। ভীমসেন কর্ণকে বহু কটূক্তি করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল।

"কেহ বলে ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ।
কেহ বলে দ্বন্দ্বে আর নাই প্রয়োজন॥"

যাহা হউক যুদ্ধ থামিয়া গেল। দুর্য্যোধন নির্ভয় হইল, যুধিষ্ঠির ভীত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভাবিতেন—

"কর্ণ সম বীর আর নাহি যে সংসারে
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের অন্তরে।"

যুধিষ্ঠির কর্ণকে যদি সহোদর বলিয়া জানিতে পারিতেন, বলা যায় না, তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কিরূপ দাঁড়াইত।

দুর্য্যোধন অধর্ম্ম বৃক্ষ, তাহার ছায়া তাহার দলের সকলকেই স্পর্শ করিয়াছে কিন্তু কর্ণ সেই অধর্ম্ম বৃক্ষেব স্কন্দ। তাহার রণদক্ষতাকে আশ্রয় করিয়াই অধর্ম্মবৃক্ষের প্রসার হইয়াছিল। কর্ণ সমরাগ্নির প্রধান উদ্দীপক। দুর্য্যোধনের দক্ষিণ হস্ত; কুপরামর্শের মূল ভিত্তি।

বালকদিগের অস্ত্রপরীক্ষা শেষ হইল। দ্রোণাচার্য্য গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। দ্রোণ বাল্যসখা দ্রুপদ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া কুরুকুলে গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে কুরুপাণ্ডবের সাহায্যে দ্রুপদ রাজাকে পরাস্ত করিলেন। চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ পাঞ্চাল দ্রোণেব অধিকারভুক্ত হইল। দ্রোণ অহিচ্ছত্রা নগরীর রাজা হইলেন। অর্জ্জুন দ্রুপদকে পরাস্ত করিয়া অহিচ্ছত্রাপুরী দ্রোণকে দান করিলেন।

ব্রহ্মশক্তি যে ক্ষত্রবল সাহায্যে বহির্জগতে অধিক কার্য্যকরী হয়, ব্যাসদেব এখানে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। দ্রুপদ রাজা আপনাকে হীনবল দেখিয়া ব্রহ্মবলে পুত্রলাভ করিবাব বাসনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দ্রুপদযজ্ঞে দ্রোণ সংহারার্থ যে পুত্র জন্মে তাহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ঐ যজ্ঞ হইতে সংসাব ললামভূতা যে কন্যারত্ন উৎপন্ন হয়, তাহার নাম যাজ্ঞসেনী বা দ্রৌপদী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম অংশ।

মন্ত্রণা।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষেক কাল উপস্থিত হইল। পাণ্ডবের শুভ্র যশোরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাণ্ডবেরা অনেকানেক ভূপালকে সামন্তরাজ শ্রেণীভুক্ত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে লাগিলেন।

এদিকে যাবতীয় পুরবাসিগণ পাণ্ডবদিগকে অশেষ-গুণ সম্পন্ন দেখিয়া সভা

মধ্যে তাহাদের গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে লাগিল। কি সভা মধ্যে কি চত্বরে একত্র হইলেই লোকে বলিতে লাগিল যে মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ তনয় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপযুক্ত। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া রাজ্য পান নাই তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মও রাজ্য লইবেন না, অতএব আমরা তরুণ বয়স্ক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষেক করিব।

দুর্য্যোধন পৌরগণের বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষ্যান্বিত হইল এবং সত্বর ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন পূর্ব্বক নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

এ পর্য্যন্ত আমরা অধর্ম্ম বৃক্ষের মূল ধৃতরাষ্ট্রের কথা ভাল করিয়া উত্থাপন করি নাই। লোকে অহর্নিশ পাণ্ডবদিগের গুণ কীর্ত্তন করে, অন্ধরাজ আর শুনিতে পারেন না। ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদয় সাধুভাব দূষিত হইল। তাঁহার পুত্রগণের গুণ ত কেহ বলে না-- অন্ধের মতিচ্ছন্ন হইল। অন্ধের "শয়নে নাহিক নিদ্রা না রুচে আহার।" বৃদ্ধ রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রী কণিককে ডাকাইলেন। কণিক উপদেশ দিল "ব্যাধি অগ্নি রিপু আর জল" এক সমান। শত্রু বলিষ্ঠ হইলে বিনয়ে কার্য্যসিদ্ধ করা আবশ্যক। তাহার শত অপমান সহ্য করিয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া রাখিবে কিন্তু সময় পাইলেই শত্রুকে ভূমিতে আছড়াইয়া মারিবে। অন্ধরাজ মনে মনে তাহাই ঠিক করিলেন। পাণ্ডবের বিনাশ ভিন্ন তাঁহার বা তাঁহার সন্তানগণের সুখ নাই স্থির করিলেন। ক্রোধ বৃক্ষের মূলে অন্ধতা। অধার্ম্মিক সাম দান ভেদ অপেক্ষা দণ্ডেরই অধিক আশ্রয় লয়।

ধৃতরাষ্ট্র আপন মনের কথা কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারেন না। কুঅভিসন্ধি মনে মনেই রহিয়াছে। এই সময়ে দুর্য্যোধন পিতার নিকটে মনোদুঃখ জানাইল "পিতঃ আজ তোমাকেও প্রজাগণ অবজ্ঞা করিতেছে, সকলে কুন্তীপুত্রকে পতি ইচ্ছা করিতেছে, যখন তোমার এই দশা তখন "আমা সবাকারে আর না গণিবে প্রজা।" দুর্য্যোধনের চক্ষে জল আসিল। দুর্য্যোধন কাতর প্রাণে বলিতে লাগিল---

"অকারণে জন্মে যেই পরভাগ্যজীবী
অকারণে আমারে ধরিল এ পৃথিবী"

ক্রমে সে স্থানে দুঃশাসন কর্ণ ও শকুনি আসিয়া জুটিল। মন্যুময় বৃক্ষ, মূল, স্কন্ধ, শাখা, পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। সকলের মুখেই এক কথা। ধৃতরাষ্ট্রের মনে কুঅভিপ্রায় উদিত হইয়াছে। মনে মনে সব ঠিক হইয়াছে

কিন্তু কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত হইবে? পাণ্ডু যেমন নামমাত্র রাজা ছিল, আমি সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলাম, পাণ্ডুপুত্র কিন্তু পাণ্ডু অপেক্ষাও আমাকে মান্য করে। ইহাদিগকে কিরূপে দূর করিব? অন্ধরাজ দুর্য্যোধনকে সঙ্কটের কথা বলিলেন। আরও সঙ্কট এই, ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সর্ব্বদাই পাণ্ডবের পক্ষপাতী।

দুর্য্যোধন উপায় ঠিক করিল, বলিল ভীষ্মাদিকে ধন দিয়া বশ করিব, বিশেষ উহারা সেবক। "সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার"। আপনি বৃথা ভাবনা ত্যাগ করুন, পাণ্ডবদিগকে নগরের বাহির করিয়া দিউন। বারণাবতে পাঠাইয়া দিউন। দুর্য্যোধন আরও বলিল—

"হেথা আমি নিজরাজ্য স্ববশ করিলে
এ স্থানে আসিবে পুন কতদিন গেলে"

ধৃতরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হইল। বলিল, দেখ এই কথা নিরবধি আমার চিত্তে জাগিতেছে কিন্তু—

"পাপ কর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচারে বড় ডরি"

অন্ধ লোকাচার ভয়ে কিছুই করিতে পারেন না। এখন উপায় ঠিক হইল। দুর্য্যোধন বহু অর্থাদি দিয়া মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন, ইহারা নিরন্তর যুধিষ্ঠিরের নিকট বারণাবতের প্রশংসা করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির সরল সুতরাং সহজেই জালে পড়িলেন; পুণ্যক্ষেত্র বারণাবত কেমন নগর দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ দিকে রাজা বড় জেদ করিতে লাগিলেন। রাজা সপরিবারে যুধিষ্ঠিরকে পাঠাইতে চাহেন। যুধিষ্ঠির কিছু সন্দিগ্ধ হইলেন।

"দেখিবার ইচ্ছা মাত্র হইল আমার
এখনি যাইতে বলে সহ পরিবার।"

ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের মনে ধারণা হইল যে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের উচ্ছেদসাধনে চেষ্টা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অংশ।

জতুগৃহ দাহ।

বৎসরাবধি পাণ্ডবেরা বারণাবতে বাস করিবেন স্থির হইল। পূর্ব্ব হইতে বিদুর সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। গৃহ পরীক্ষা করিয়া সকলে

বুঝিলেন জৌঘর। গৃহ, ঘৃত ও জতু মিশ্রিত বসাগন্ধেপরিপূর্ণ। ভীম ক্রুদ্ধ হইলেন। ইচ্ছা, হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যান। যুধিষ্ঠির নিষেধ করিলেন।

"যুধিষ্ঠির কহেন এ নহে সুবিচার
এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার।
দুর্য্যোধন বিচার করিবে নিজ চিতে
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে।
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ
তার হাতে সর্ব্ব সৈন্য সর্ব্ব রত্ন ধন।
কি কাজ বিবাদে ভাই না যাব তথায়
নির্ধন নিঃসৈন্য আমি নাহিক সহায়।
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব
আমরা যে জানি ইহা কারে না বলিব।

ধর্ম্মের বিচার, ধীর গম্ভীর ও চাঞ্চল্যশূন্য। পাঁচ ভাই এইরূপ বিচার স্থির করিলেন। প্রতিদিন মৃগয়াছলে পথ ঘাট জ্ঞাত হওয়া উচিত; সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলেও সমস্ত পথ জানা যায়, নক্ষত্র দ্বারা দিঙ্‌ নির্ণয় হয়, ইন্দ্রিয়-গণকে বশে রাখিলে কখন অবসন্ন হইতে হয় না, ইহাও বিদুরের সঙ্কেত। পাণ্ডবেরা তাহাই করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা সর্ব্বদা সতর্ক। এ দিকে বিদুরও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি খনককে পাঠাইলেন।

পাণ্ডবদিগের মনে ঘোরতর অবিশ্বাস আসিয়াছে। কে কখন কোন্ সূত্রে আসিয়া কোন্ অনিষ্ট সাধন করিয়া যায়, এ জন্য পাণ্ডবেরা পরীক্ষা না করিয়া কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। পাণ্ডবেরা বিদুরেও এইরূপ সতর্ক। ইহারা ধার্ম্মিক। যে জ্ঞানরত্ন হারাইয়া মানুষ আত্মপ্রজ্ঞাভ্রষ্ট হয় ও দেহ পৃথিবীতে আসিয়া পান্থশালার ষড়দস্যুর হাতে পড়ে, ইঁহারা সে রত্ন সযত্নে রক্ষা করিতেন, বহিদস্যুতা ভয়ে টিকিতে পারিবে কেন?

খনক আসিল। যুধিষ্ঠির পরীক্ষা করিয়া জানিলেন খনক বিদুরপ্রেরিত। আপনার লোক দেখিলে দুঃখের কথা বাহির হয়, অজাতশত্রু অক্রোধী যুধিষ্ঠির দুষ্ট কৌরবের চরিত্রে ব্যথিত হইয়াছেন, সকলের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে কুরুক্ষেত্র সমরে দুষ্ট কুরুকুল সংহার হইবে কিরূপে?

খনককে পাইয়া যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেনঃ—

"অরধানে দেখ দুষ্ট কৌবব বচিত
স্বর্ণ জতুগৃহ বাঁশ সংযোগে বচিত।
চতুর্দ্দিকে গড় দেখ গভীব বিস্তাব
অক্ষৌহিণী বলে পুবোচন বাখে দ্বাব।
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে
উপায় কবিয়া মুক্ত কব ছয় জনে।"

বিপদ বুঝিয়া দেখ। ঘবে অগ্নি লাগিলে পলায়নেব পথ বন্ধ। জতুগৃহেব চাবিদিকে গভীব গড। একটি মাত্র দ্বাব। বলপূর্ব্বক পলায়ন অসম্ভব। অক্ষৌহিণী সেনা দ্বাব বক্ষা কবিতেছে।

লাল জল ও মাটী মিশ্রিত কবিয়া গৃহেব সর্ব্বস্থানে প্রলেপ দেওযা হইয়াছে। অস্থিব মত কঠিন শুষ্ক পদার্থে গৃহ নির্ম্মিত। গৃহেব পশ্চাতে ভিতবে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ ভিন্ন মুক্তিব অন্য উপায নাই।

প্রায় এক বৎসব হইতে চলিল। বিদুবেব পবামর্শে খনক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত কবিতে আসিয়াছে। সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইল। সুডঙ্গেব মুখে কবাট। উপবে মাটি দিয়া চাবিদিগেব মৃত্তিকা সমান কবিযা বাখিল। জতুগৃহেব চাবিদিকে পুরোচন যে গভীব গর্ত্ত কাটিয়াছিল, খনক তদপেক্ষা অধিক নিম্নে খনন কবিয়া চলিল। জতুগৃহ হইতে গঙ্গাতীব পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইল। গঙ্গা এস্থানে মুক্তবেণী। ঠিক বলা যায় না, যেন মা পতিতপাবনা মুমুক্ষুকে প্রথমে এই স্থানে আনয়ন কবিয়া মুক্তিব পথ দেখাইয়া দেন। এই ঘাটেব নাম মুক্তবেণী ঘাট। আব যে ঘাটে স্নান কবিলে প্রিয়সঙ্গে কখনও বিয়োগ ঘটে না, তাহাব নাম যুক্তবেণী ঘাট।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসব কাটিয়া গেল। পুবোচন বুঝিল যে পাণ্ডবদিগেব বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যুধিষ্ঠিব পুবোচনেব মনেব ভাব বুঝিলেন। ভ্রাতাদিগকে বলিলেন, সম্প্রতি আমাদিগেব পলায়নেব সময় উপস্থিত হইয়াছে। আজ বাত্রে পুবোচন জতুগৃহে অগ্নি প্রদান কবিবে, সকলে সাবধান থাকিও।

এখানে ভক্ত কাশিবাম গল্পচ্ছলে একটী সুন্দর উপদেশেব অবতাবণা কবিয়াছেন। মূলে এ গল্প নাই; একান্ত নির্ভব ভক্তকে শ্রীভগবান্ কিরূপে বক্ষা কবেন তাহা বুঝান হইতেছে।

দিবাভাগে কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণভোজন কবাইলেন। ক্ষুধাতুবা এক নিষাদী কালপ্রেবিত হইয়া পঞ্চ পুত্রেব সহিত ভোজন কবিতে আসিল। নিষাদী ঐ বাত্রি কোথাও গেল না, জতুগৃহে অবস্থান কবিল।

নিষাদীব নাম কুন্তী। পৃথা নিষাদীব স্বামীব নাম জিজ্ঞাসা কবিল। স্বামীব নাম পাণ্ডু। পঞ্চপুত্রেব নাম যুধিষ্ঠিবাদি। আশ্চর্য্য ঘটনা বটে।

পৃথা জিজ্ঞাসা কবিলেন তোমাব এ দুর্গতি কিসে হইল? নিষাদী আপন দুঃখেব কথা বলিতে লাগিল,—

নিষাদী বলিতে লাগল,—

নিত্য কর্ম্ম মৃগয়া কবেন মোব স্বামী
উদবার্থে মাংস বিক্রী কবিতাম আমি
স্বামী গেল জাল নিয়া মৃগয়া কাবণ
না পাইল মৃগ বহু কবি অন্বেষণ।
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে নিজ মনে
হেন কালে এক মৃগী দেখিল নয়নে।
মৃগীব প্রসবকাল আসি উপস্থিত
হেন কালে ব্যাধ তাবে বেড়ে চাবি ভিত।
একদিকে অগ্নি দিল জাল আব দিকে
অন্যদিকে শ্বাং ছাড়ি দিল অতি বেগে।
আপনি যে ধনু ধবি অস্ত্র নিল হাতে
ব্যাকুল হইয়া মৃগী চাহে চাবি ভিতে।
চাবিদিক নিবখিয়া পথ না পাইল
কাতবা হইয়া মৃগী স্থিব দাঁড়াইল।
দেখিলে মৃগীব ভাব মনে হেন লয়
নগতিবিস্থতে নাথ মৃগী যেন কয়।
হে কৃষ্ণ হে আর্ত্তত্রাতা যাদবনন্দন
এ মহা সঙ্কটে মোবে কবহ তাবণ।
তৃণ, জল খাই কাবো হিংসা নাহি জানি
তবে কেন ব্যাধ মোব হবয়ে পবাণি?
এইরূপে মৃগী যেন কাতবা হইয়া
বক্ষা কব জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া।

হবিণী স্থিব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নেত্র দিয়া জলধাবা পড়িতেছে, উর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া মৃগী যেন কাতরে দীনবন্ধুব শবণ লইতেছে।

কাতর হইলেই জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। ইহাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মৃগীর কাতরোক্তি বুঝি ভগবানের কর্ণে পৌঁছিল।

শুনি নারায়ণ হয়ে সদয় অন্তর
মেঘে আজ্ঞা দিল মেঘ ঘন বরিষয়।
অগ্নি নিভাইল ; জাল উড়িল বাতাসে
অকস্মাৎ এক ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশে।
ব্যাধশিরে তখনই হইল বজ্রাঘাত
চারিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ।
দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল
যথা স্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল।

আজি চতুর্দ্দশীর রাত্রি। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। বহু নাই, সমস্তই এক হইয়া গিয়াছে। যেন রজনী বহুদৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করিয়া কাহারও সহিত মিলনসুখ অনুভব করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর আসিল। দূরে শৃগাল শব্দ করিয়া দ্বিতীয় প্রহর জানাইল। জৌগৃহস্থিত পেচকেরা চীৎকার করিল।

জতুগৃহের দ্বাররক্ষা করিতেছে পুরোচন। যুধিষ্ঠির, ইঙ্গিত করিলেন ভীমসেন সর্ব্বাগ্রে পুরোচনগৃহে অগ্নিপ্রদান করিল। শাস্ত্রে আছে ক্ষত্রিয় দুর্বৃত্তের দণ্ড না দিলে ক্ষত্রধর্ম্ম পালন হয় না। জৌগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিল। লাক্ষাগৃহ একবারে জ্বলিয়া উঠিল। তখন জননীর সহিত পঞ্চ ভ্রাতা খনকনির্ম্মিত সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই রজনীতে বিশাল জতুনির্ম্মিত প্রাসাদ পুড়িয়া ভস্মরাশি হইল। আর ঐ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল পুরোচন। গ্রামবাসিগণ অগ্নি দেখিয়া হাহাকার করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিল। ঘৃত, তৈল, বসা এবং লাক্ষার গন্ধে বুঝিল জতুগৃহ। ধৃতরাষ্ট্রকে শতমুখে গালি দিল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে দেখিল পুরোচন পুড়িয়া মরিয়াছে। সকলে বলিল :—

নির্দ্দোষী জনের হিংসা করে যেই জন
এইরূপে শাস্তি তারে দেন নারায়ণ।

খনক জতুগৃহ পরিষ্কার করিবার ছলে স্বকৃত গহ্বর এরূপে পুরাইয়া দিল যে কেহই উহার বিন্দু বিসর্গ অনুসন্ধান পাইল না।

পাণ্ডবেরা সকলের প্রিয় হইয়াছিল। পাণ্ডবদিগের শোকে গ্রামবাসিগণ

হাহাকাব কবিয়া উঠিল। তাহাদেব গুণ স্মবণ কবিয়া এবং ধৃতবাষ্ট্রেব দুর্ব্যবহাব দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া বলিল :—

এইক্ষণে আমা সবাকাব এই কাজ
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনাব মাঝ।
ধৃতবাষ্ট্রে বল না কবিহ কিছু ভয়,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোব হ'ল দুবাশয়।

সক্ষম ব্যক্তি মূক ও কার্য্যপ্রাণ হয কিন্তু অক্ষমলোকেব গালাগালি বস্তুতামাত্রেই নিবাবিত হওয়া চিবন্তন বাতি। তাহাই এখানে দর্শিত হইল।

হস্তিনাপুবে এ সংবাদ পৌঁছিল। অন্ধবাজা শোকে অচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন,—

"আজ জানিলাম আমি পাণ্ডুপ নিধন
ভ্রাতৃশোক নাছিল এ সবাব কাবণ।"

এ ক্রন্দন অতিবঞ্জিত ক্রন্দন নহে। ধৃতবাষ্ট্রচবিত্র ব্যাসদেব সেরূপ রূপ কবেন নাই। ইহা স্বার্থান্ধ অবিবেকী জনেব ক্ষণস্থায়ী সত্য সন্তাপ।

যতই কুঅভিপ্রায় থাক্ না কেন, সকল প্রকাব লোকেব নিকট অন্ততঃ এক এক মূহূর্ত্তেও ভ্রাতৃশোক দুষ্পবিহার্য্য। লক্ষণেব শক্তিশেলে বাম বিলাপ কবিয়াছিলেন,

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ
তং দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদবঃ।

পাণ্ডবদিগেব ও কুন্তীব মৃত্যুসংবাদে গান্ধাবী প্রভৃতি স্ত্রীগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণাদি মর্ম্মাহত হইলেন। বিদুব বড়ই চঞ্চল হইলেন। খনক এখনও ফিবিয়া আইসে নাই। বিদুব একজন কৈবর্ত্তকে গঙ্গা পাব কবিযা দিবাব জন্য পাঠাইযা দিয়াছেন। উহাব আগমন প্রতীক্ষায় বিদুব বড়ই উদ্বিগ্ন বহিলেন।

ধৃতবাষ্ট্র যথা সময়ে পাণ্ডবদিগেব শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সমাপন কবাইলেন। সুদূব দ্বাবকাতেও পাণ্ডবদিগেব উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কুন্তী বসুদেবেব সহোদবা। বসুদেবেব নিকট জতুগৃহদাহ সংবাদ পৌঁছিল। বসুদেব সাত্যকিব প্রতি জতুগৃহদগ্ধ পাণ্ডবদিগেব অস্থিসংস্কাবের ভাবার্পণ কবিলেন। ঠিক এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাব পিতা সত্রাজিৎ সংহাবকাবী ভোজপতি শতধন্বাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা কবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অংশ।

বন ভ্রমণ।

হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদিগের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকার রজনীতে পাণ্ডবেরা সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একে রাত্রি-জাগরণ, তাহাতে নিবিড় বন, চারিদিকে লতা বৃক্ষ কণ্টক। মধ্যে মধ্যে বন্য জন্তুর ভীষণ গর্জ্জন। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না। রাজমাতা, রাজকুমার কেহই আর চলিতে পারেন না। কতকদূর আসিয়া কুন্তী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন ভীম মাতাকে মস্তকে, নকুল সহদেব দুই ভ্রাতাকে দুই স্কন্ধে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে দুই হস্তে ধরিয়া বায়ুবেগে বন ভাঙ্গিয়া চলিল। রাত্রি থাকিতে থাকিতেই সকলে জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন। কুলুনাদিনী কুলুকুলুধ্বনি করিয়া তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়াছেন। পাণ্ডবেরা দুঃখ যাতনায় বড়ই ব্যথিত কিন্তু সর্ব্বসন্তাপ-সংহর্ত্রী সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী শৈলসুতা সপত্নী মা জাহ্নবীর কুলুধ্বনির বিরাম নাই। গঙ্গার জল গভীর, বৃকোদর গঙ্গাজল পরিমাণ করিয়া দেখিলেন তরণী ভিন্ন পারের উপায় নাই। সকলে চিন্তাকুল হইলেন। আবার ওদিকে পূর্ব্বাকাশে উষা গোলাপী আঙ্গুলে মুখ মুছিতে মুছিতে বিক্ষিপ্ত কেশ-পাশ সরাইতে সরাইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হঠাৎ এক কৈবর্ত্ত একখানি নৌকা বাহিয়া আনিল। কৈবর্ত্ত দূর হইতে প্রণাম করিয়া বিদুরের সমাচার জানাইল। ধর্ম্মরাজের অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য ম্লেচ্ছভাষায় সঙ্কেত বাণী উচ্চারণ করিল। আহা! শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত জনের জন্য সমস্তই প্রস্তুত থাকে। শ্রীভগবানই ভক্তের জন্য ভাবেন। ভক্তের ভাবনা ভুলে হয়।

যুধিষ্ঠির বুঝিলেন এ ব্যক্তি বিদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত। জীবনদাতার পুনঃ পুনঃ উপকার স্মরণ করিয়া চক্ষে জল আসিল। যুধিষ্ঠির মাতা ও ভ্রাতাগণের সহিত নৌকায় আরোহণ করিয়া দাসকে বলিলেন "দাস! তুমি খুল্ল-তাতকে আমাদের প্রণাম জানাইও তিনি ভিন্ন পাণ্ডবের বন্ধু আর কে আছে? তাঁহার কৃপাতেই পাণ্ডব জীবিত রহিয়াছে। ভাগ্যে থাকে আবার দর্শন মিলিবে।

কৈবর্ত্ত গঙ্গা পার করিয়া দিয়া নৌকা লইয়া উত্তরমুখে হস্তিনাপুরাভিমুখে ফিরিল। পাণ্ডবেরা দক্ষিণ মুখে চলিলেন। ঐ স্থানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। উত্তরবাহিনী গঙ্গার মাহাত্ম্য অধিক। চিত্ত উৎপত্তি স্থানে চলিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে জীবও পরমানন্দে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ এই উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান আহ্নিক করিয়া পাণ্ডবেরা পরমানন্দ লাভ করিলেন।

দক্ষিণে যাইতে যাইতে আবার এক গভীর বন দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সকলে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বহুদূর অতিক্রম করিলেন, ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িল। ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রমে সকলে কাতর। কুন্তী আর চলিতে পারেন না।

"বহুদূর আইলাম অরণ্য ভিতর
তৃষ্ণায় আকুল নাহি চলে কলেবর।"

সকলে বিশ্রাম করিতে যান কিন্তু যুধিষ্ঠির মাতা ও ভ্রাতাদিগের জন্য বড়ই ভীত। ভাবিতেছেন পুরোচন কি জীবিত? না মরিয়াছে? যদি দুষ্ট দুর্য্যোধন আমাদের মন্ত্রণা জানিতে পারে তবে এখানেও যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হইয়া আসিবে আমাদের লোকবল নাই। এখানে বিশ্রাম করা উচিত নহে। কিন্তু, সকলে তৃষ্ণায় আকুল, কেহই আর হাঁটিতে পারে না।

সকলকে এক বটমূলে উপবেশন করিতে বলিয়া বৃকোদর জলান্বেষণে বাহির হইলেন। নিবিড় অরণ্য। বড় বড় বৃক্ষ ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কোথাও লতাপুঞ্জ লম্ফেঝম্ফে বৃক্ষের শিখরদেশে উঠিয়াছে। সেখানে সূর্য্যকিরণ পাইয়া আনন্দে আহার করিতেছে এবং শির দোলাইয়া নৃত্য করিতেছে। ভীম জলান্বেষণ করিতে করিতে বহুদূরে আসিয়াছেন, কোথাও জল নাই। শেষে উচ্চ এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। জলচরের শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দুই ক্রোশ দূরে জলাশয় মিলিল। জল মিলিল, কিন্তু পাত্র নাই। কিসে জল লইয়া যাইবেন? রাজপুত্রের পক্ষে ইহা অসহ্য। ভীম জলে নামিয়া উদর পূর্ণ করিয়া জলপান করিলেন, শেষে আপনার উত্তরীয় ভিজাইয়া জল লইয়া চলিলেন।

"দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ
ক্ষণমাত্রে বাহুড়িল পবননন্দন॥"

ভীম ফিরিয়া আসিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিলেন সকলে ধুলায় পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে; রাজমাতা, রাজপুত্র অনাথ-

জনের মত বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। ভীমের চক্ষে জল আসিল - বিলাপ করিয়া ভীম বলিতে লাগিলেন :—

বসুদেবভগিনী যে কুন্তী ভোজসুতা
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ পাণ্ডুর বনিতা।
বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর
নিদ্রা নাহি হ'ত যার তাহার উপর।
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে
হরি হরি বিধি কেন লিখিল কপালে।

মাতার পদতলে যুধিষ্ঠিরাদি -ভীম আবার বলিতে লাগিলেন :—

কমল অধিক যার কোমল শরীর
হেন ভাই ভূমিতলে লোটাইছে শির।
তিন লোক ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন।
সহজ মনুষ্য প্রায় ভূমিতে শয়ন।
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন জন ?
হেন ভাই কেন হায় ভূমিতে শয়ন ?
সুন্দর নকুল সহদেব পূর্ণকাম
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্ব গুণধাম।

বিলাপ করিতে করিতে এই দুরবস্থার কারণে লক্ষ্য পড়িল। দুর্য্যোধন জ্ঞাতি। লোকে জ্ঞাতি সাহায্যে বিপদ হইতে রক্ষা পায় কিন্তু,

দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতি বৈরী।
গৃহ ত্যাগি যার হেতু বনে বনচারী॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র সেহ দুষ্ট কারল অনীতি॥

ভীমের হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে। ভীম প্রতিজ্ঞা করিতেছে আমি এই দুষ্টদিগকে বিধিমতে শাস্তি দিব। সমস্ত কৌরবকুল বিনাশ করিব। ক্রোধে ভীমের শরীর কম্পিত হইতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। ভীম করে কর মর্দ্দন করিতে লাগিল। আবার নিদ্রিত যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। বড় দুঃখে ভীম বলিতে লাগিল,-

"এত দুঃখ সহ কেন আমার ঈশ্বর"

আমার ঈশ্বর! কত ভ্রাতৃস্নেহ, কত ভ্রাতৃভক্তি এই দুই কথায় প্রকাশ

করিতেছে। ধর্ম্মবৃক্ষের আশ্রয়ে বাহিরের দুঃখের ভিতর দিয়া কতই সুখের ছায়া উকিঝুকি মারিতেছে।

"এত দুঃখ সহ কেন আমার ঈশ্বর
কটাক্ষেতে আজ্ঞা পেলে দিই যমঘর"

ভীম আপনিই মীমাংসা করিতেছে—

মহাধর্ম্মশীল তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর
তেই এত দুঃখ পাও গুণের সাগর।

ভীমের প্রতি সম্বোধন আদরমাখা প্রাণগলা। ভীম স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ। তাহাতে অনুভূতি সকল অবাধে ভাসিয়া উঠে। তাহার সংযম যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মের আশ্রয়ে শ্রেষ্ঠভক্তির সাহায্যে তাহার সুবৃত্তিগুলি যেন প্রস্ফুরিত ও কুবৃত্তিগুলি দমিত হইতেছে। ভীম ভিতরে গলিয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ তাঁহার গুণের সাগর। ধর্ম্মরাজ বড় দয়াময় তাই আজও নিধনে আজ্ঞা করিতেছেন না, নতুবা এখনি গদার আঘাতে পাপিষ্ঠকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি। কখন ভাবিতেছে—

কোন্ মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন্ জন
ত্রাই দুষ্ট দুর্য্যোধন রাখয়ে জীবন।
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠিরে করে পাপাচার
সে কারণে এত দুঃখ আমা সবাকার।
কোন্ কর্ম্মে অশক্ত যে হই আমা সব
তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব।

ক্রোধ ভিতরে ভিতরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অন্ধরাজা, শকুনি, কর্ণ, দুর্য্যোধন আজ আমাদের এই দুর্গতি করিয়াছে। শত শতবার ক্রোধাগ্নি ভিতরে জ্বলিতে লাগিল। ক্রোধভাব পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত হইতে লাগিল। কেবল যুধিষ্ঠিরের জন্য এই অন্তঃপ্রধূমিত অগ্নিরাশি বাহিরে বিস্তারিত হইতেছে না। পুনঃ পুনঃ অত্যাচারে ধর্ম্মপুত্রও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরবাক্যই কুরুক্ষেত্র সমরানলে শেষ ফুৎকার। আমরা ক্রমে ইহা দেখাইব।

সেই নিবিড় অরণ্যানি মধ্যে সকলে এখনও নিদ্রিত। ভীম একাকী জাগিয়া রহিয়াছেন। কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছেন না। অকস্মাৎ ভীম সেই নির্জ্জন কাননমধ্যে এক স্ত্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন। ধীরে ধীরে ভীমের নিকটে আসিয়া স্ত্রীলোকটী প্রণাম করিল এবং নিকটে উপবেশন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় অংশ।

হিড়িম্ব বধ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সহিত এ ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই। তথাপি পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃস্নেহ, ভীমের চরিত্র, বীরজননী কুন্তীর অদ্ভুত কার্য্য সমস্তই উল্লেখযোগ্য।

পাণ্ডবেরা যে কাননে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই বনের রাজা এক রাক্ষস। রাক্ষস জাতি মনুষ্য অপেক্ষা বলবান। মনুষ্য পশু ইত্যাদি জন্তু ইহাদের খাদ্য। ইহাদের আরও এক অদ্ভুৎ শক্তি এই যে ইহারা কামরূপী। ইচ্ছামত নানাপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারে।

ভীম বৃক্ষতলে জাগিয়া বসিয়া আছেন, আর সকলে নিদ্রিত। অনতিদূরে বিশাল এক শালবৃক্ষের উপর হইতে এক রাক্ষস পাণ্ডবদিগকে অবলোকন করিতেছিল। রাক্ষস দেখিতে অতি ভীষণ। দন্তপাটী অতি বিকট, জিহ্বা কর্ণ অতি দীর্ঘ, চক্ষুদ্বয় কূপসদৃশ, সর্ব্বথা রক্তবর্ণ। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া, রাক্ষস বড়ই হৃষ্ট হইয়াছে, রাক্ষসের জিহ্বা লালান্বিত হইতেছে। বড় বড় কঠিন ঊর্দ্ধ কেশপাশ প্রায়ই দণ্ডায়মান হইতেছে। রাক্ষস মনুষ্য দেখিয়া যেরূপ কার্য্য করিতেছিল তাহা দেখিয়া উহার মনের ভাব বিলক্ষণ অনুমান করা যায়। নিশাচর ঊর্দ্ধাঙ্গুলি দ্বারা শিরঃ কণ্ডূতি করিতে করিতে মুখব্যাদান পূর্ব্বক জৃম্ভণচ্ছলে পুনঃ পুনঃ পাণ্ডবদিগকে "তেরছ" অবলোকন করিতে লাগিল। ক্রমে লালসা আরও বর্দ্ধিত হইল। রাক্ষস তখন আপন ভগ্নীকে ডাকিল।

নিশাচরের নাম হিড়িম্ব। ভগ্নীর নাম হিড়িম্বা। হিড়িম্বা নিকটে আসিল। "ভগিনি! আমি চিরদিন উপবাসী"। রাক্ষস আবার বলিতে লাগিল "আজ বহুভাগ্যে মানুষ আসিয়াছে। তুমি শীঘ্র গিয়া উহাদিগকে লইয়া আইস। আগে হইতে খাইয়া আসিও না। যেটা উহাদের মধ্যে বলশালী সেইটাকে সংহার করিও না। বিড়াল যেরূপ মূষিকের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে তাহাকে একটু একটু আহার করে, আমি সেইরূপে ঐটাকে আহার করিব।

আর যদি নিতান্তই লোভ সম্বরণ করিতে না পার, সর্ব্ব কনিষ্ঠটাকে খাইতে খাইতে এবং উদর তৃপ্তি করিতে করিতে শীঘ্র আসিও। যাও যাও, বিলম্ব করিও না।”

হিড়িম্ব চিরদিন উপবাসী। কাথটা ঠিক। কতই খায় তথাপি মাংস না পাইলে রাক্ষসদিগকে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে শোনা যায় বটে। যে দিন মাংস আইসে সেদিন সকল রাক্ষসই মহা আনন্দ প্রকাশ করে। কতবার উদরে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে বলে, রে দগ্ধোদর! ছাই ভস্ম দিয়া নিত্য তোমার পূরণ করি, আজ মাংস আসিয়াছে, কত সুখ তুমি পাইবে, প্রস্তুত হও।

যাহা হউক নিশাচরী আসিল। হঠাৎ প্রবল বলশালী ভীমসেনের মনোহর মূর্ত্তি চক্ষে পড়িল। হিড়িম্বা দূর হইতে ঘন ঘন ভীমের প্রতি সতৃষ্ণাবলোকন করিতেছে, ভাবিতেছে কি সুন্দর মূর্ত্তি। যেন সুমেরু শৃঙ্গ অথবা বিশাল শালক্রম। মানুষে এত সৌন্দর্য্য আছে? রাক্ষসী ভীমকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছে। ভীমকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত কামরূপা নিশাচরী সুন্দরী কামিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি হিড়িম্বা প্রণাম করিয়া সলজ্জভাবে ভীমের নিকট আসিয়া বসিয়াছে।

পরিচয় জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে হিড়িম্বা নিজের ও ভ্রাতার পরিচয় দিল এবং ভ্রাতার অভিপ্রায় জানাইল। হিড়িম্বা রাক্ষসী হইলেও সরলা। আসক্তিতে আরও সরল হইয়াছে। ভীমকে যে সে চায় তাহাই অকপটে ভীমকে জানাইল। রাক্ষসী, রাক্ষসীর ভালবাসার কথা কহিল। বলিল, তুমিই আমার স্বামী। তুমি আজ্ঞা কর আমি হিড়িম্ব হস্ত হইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করি। জল, স্থল, অম্বরতলে যেখানে বলিবে সেইখানে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। তুমি আমার কামনা পূর্ণ কর। তুমি আমার প্রভু, আমায় অগ্রাহ্য করিও না।

ভীম কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। রাক্ষস রাক্ষসীকে কীট জ্ঞান করে। ভীম বিরক্ত হইল। বলিল, রাক্ষসি! তোর যাহা ইচ্ছা হয় কর, তোর ও তোর ভ্রাতার ভয়ে আমি কাতর নহি। রাক্ষসের ভয়ে আমি মাতা ও ভ্রাতাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিব না। ইচ্ছা হয় তোর ভ্রাতাকে গিয়া সংবাদ দে।

সংবাদ দিতে হইল না। হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া সেই ঊর্দ্ধকেশ, কৃষ্ণকায়, বিকটদশন, ভীষণবদন রাক্ষস বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া তাহার সমীপে আপনি আসিতেছে। দূর হইতে ভগ্নীর ব্যবহার দেখিয়া রাক্ষস বুঝিল

হিড়িম্বা ভীমের প্রতি আসক্তা। হিড়িম্ব দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিতে করিতে, হস্তে হস্ত আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রে ভগিনীকেই সমুচিত দণ্ড দিতে চায়, কিন্তু তাহা পারিল না। অগত্যা ভীমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল। ভীম রাক্ষসকে কিঞ্চিৎ দূরে লইয়া গিয়াছেন কিন্তু যুদ্ধশব্দে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কুন্তী জাগ্রত হইয়া দেখেন সম্মুখে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক কন্যা বসিয়া রহিয়াছে।

হিড়িম্বার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন, যেখানে ভীমেব সহিত রাক্ষসের যুদ্ধ হইতেছিল, সত্বর সেইখানে উপস্থিত হইলেন ও ভীমের আততায়ী রাক্ষসকে আমরা সকলে মিলিয়া বিনাশ করি, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এই বাক্যে ভীম ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধে শক্তি বাড়িল। তখন চড় চাপড় ও মুষ্ট্যাঘাতে ভীমসেন দেখিতে দেখিতে রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন।

বনভূমিব কিঞ্চিৎ দূরেই জনপদ থাকিবে, পাছে হিড়িম্ব বিনাশের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এই ভাবিয়া অর্জ্জুন পরামর্শ দিলেন এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অতি শীঘ্র অন্যত্র গমন করা কর্ত্তব্য। সকলের মত হইল। ছয় জনে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। হিড়িম্বাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল, হিড়িম্বা সঙ্গ ছাড়ে না। ভীম ক্রুদ্ধ হইলেন। ইচ্ছা রাক্ষসীকে বিনাশ করেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির নিষেধ করিলেন। স্ত্রীজাতি অবধ্য। তখন হিড়িম্বা কুন্তীর নিকট মনোবেদনা জানাইল। হিড়িম্বা বলিতে লাগিল—আমি তোমাব ঐ পুত্রের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছি। তোমাব পুত্রের জন্য কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃত্যাগ করিয়া তোমার সন্তানকে ভজনা করিলাম। তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করাও।

সব ত্যজি ভজিলাম তোমার নন্দন
এক্ষণে অন্যথা আমি লইনু শরণ।
শরণাগতেরে ক্রোধে না হয় উচিত
আপনি করহ দয়া বুঝি সমুচিত।
সদাই সেবিব আমি তোমার চরণে
বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধারিব বনে।
আজ্ঞা কর আমা ভজিবারে বৃকোদরে
নহিলে ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে।

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিলেন। ধর্ম্মরাজের দয়া হইল। উভয়ে অনুমতি করিলেন। হিড়িম্বা ভীমকে লইয়া গেল। হিড়িম্বার এক পুত্র জন্মিল। নাম ঘটোৎকচ। এই ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্র সমরে বহু উপকার করিয়াছিল। ভীম রাক্ষসী ও ঘটোৎকচের সহিত যথাসময়ে ধর্ম্মরাজের নিকটে আগমন করিলেন। 'স্মরণ করিলেই আমরা আসিব' প্রতিশ্রুত হইয়া হিড়িম্বা পুত্রের সহিত বিদায় লইল।

পাণ্ডবেরা আরও উত্তরে যাত্রা করিলেন। সকলে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

"পরিধান বল্ক শোভে শিরে জটাভার।
কোথাও ব্রাহ্মণ কোথা তপস্বী আকার।"

পথে লোক দেখিলে বনে লুক্কায়িত হয়েন। একস্থানে এক রাত্রির অধিক বাস করেন না। এইরূপে পাণ্ডবগণ ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল, মৎস্য দেশ ইত্যাদি স্থানে বহুক্লেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন।

এই রাজপুত্র ও রাজমাতার ক্লেশ স্মরণ করিলে সংসারের উৎপীড়নের মধ্যে দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি আইসে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় অংশ।

একচক্রা ও বক বিনাশ।

এই সময়ে ব্যাসদেবের সহিত পাণ্ডবদিগের দেখা হইল। ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। পরামর্শ দিলেন যতদিন তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ না হয় ততদিন যেন পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। পাণ্ডবেরা তাহাই করিলেন। একচক্রায় পাণ্ডবেরা একমাস বাস করেন।

একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে পাণ্ডবেরা বাসা লইলেন। সকলেই ছদ্মবেশী। ছদ্মবেশে পাঁচ ভাই নগর হইতে ভিক্ষা করিয়া দিবাবসানে বাড়ীতে আইসেন। কুন্তী রন্ধন করিয়া অর্দ্ধেক বৃকোদরকে এবং অপরার্দ্ধ

আর পাঁচজনের মধ্যে বিভাগ করেন। এই ভাবে রাজপুত্র ও রাজমাতার দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। পশ্চিম গগনে কুঙ্কুম বর্ণের মেঘমালা খেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে বড় বড় কৃষ্ণবর্ণের রেখাজাল চারিদিক আচ্ছন্ন করিল। কুন্তী একাকিনী ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। চারি ভাই ভিক্ষার্থ গিয়াছে। ভীম অদ্য ভিক্ষায় যান নাই।

যে ব্রাহ্মণের গৃহে পাণ্ডবেরা বাস করিতেছিলেন সে ব্রাহ্মণ পরম ধার্ম্মিক। ব্রাহ্মণী পতিব্রতা। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর এক পুত্র ও এক কন্যা, এই লইয়া ব্রাহ্মণের সংসার। আজ ব্রাহ্মণ বিপদগ্রস্ত। কুন্তী লোকের বেদনা সহ্য করিতে পারেন না। এতটুকু হৃদয় না থাকিলে বুঝি পাণ্ডবজননী হওয়া যায় না। অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের গৃহে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। ভীম মাকে সংবাদ জানিতে বলিলেন। কুন্তী যাইবার সময় বলিতেছেন ভীম! এই ব্রাহ্মণ আমাদের বড় উপকারী। অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ আজ বোধ হয় বিপদে পড়িয়াছেন। ক্রন্দন শব্দে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। এ বিপদ হইতে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতে হইবে।

"উপকারী জনের সাহায্য নাহি করে।
পরলোকে পাপ হয় অযশ সংসারে' ॥

ভীম সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। কুন্তী ভীমের আশ্বাস পাইয়া ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজমাতা দরিদ্র ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ গিয়াছেন, গোপনে থাকিয়া তাহাদের দুঃখের কথা শুনিতেছেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিতেছেন—"পূর্ব্বেই তো বলিয়াছিলাম যে দেশে রাক্ষসের উপদ্রব সে দেশ বসবাসযোগ্য নহে।" তুমিই পিতামাতার স্নেহে দেশ ছাড়িলে না, বল দেখি এখন কিরূপে প্রতিকার হয়? কিন্তু শোন! তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, আমার গৃহিণী। তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম মান। তোমার পুত্র ও কন্যা এখনও বালকবালিকা মাত্র। একদণ্ড তোমায় না দেখিলে বাঁচে না। তোমাকে রাক্ষসের মুখে দিলে, সংসার রক্ষা হয় না। আমার কন্যাও অপূর্ব্ব সুন্দরী। কন্যাদানে স্বর্গবাস হয়। কন্যাকে রাক্ষসের মুখে অর্পণ করিয়া কুযশ কিনিব কিরূপে? পুত্রটি শিশু। বিশেষ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, একদিনও সাধ মিটাইয়া ভগবানের সেবা করিতে পারিলাম না। আমার সকল কার্য্যই অসম্পূর্ণ রহিল। আমার এই শিশুপুত্রকে যত্নে প্রতিপালন করিও,

আমার দেহান্তে এই পুত্র শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা আমার উদ্ধার করিবে। পরলোকের সহায় আমার এই পুত্র। সকল দিক বিচার করিলাম- আমিই এই দেহ রাক্ষস মুখে সমর্পণ করিব। তুমি যত্নে সংসার পালন করিও। আমি দীননাথের শ্রীচরণে তোমাদের সমপণ করিয়া যাইতেছি। আমার পরিবর্ত্তে তিনি তোমাদের ভার লইবেন। ব্রাহ্মণ কাঁদিতেছে, যাইতে উদ্যত— ব্রাহ্মণী হাত ধরিল। প্রভু! যাইও না, তোমার অশ্রুজল আমি দেখিতে পারি না। তুমি এত দুঃখিত কেন স্বামিন্। আমি থাকিতে তোমার দুঃখ কি? আমি যাইব। দেখ আমাকে নিষেধ করিও না। তোমার অভাবে সকলেই একবারে মরিবে। আমি তোমা ভিন্ন জানি না। তোমার অদর্শন একদিনও সহ্য করিতে পারি না, তোমার মরণে আমি সহমৃতা হইব। বল, তখন পুত্র কন্যার দশা কি হইবে? আর যদি তোমার আজ্ঞায় এই দেহ রক্ষা করি তথাপি শিশুপালনে আমার শক্তি কোথায়? আমরা দরিদ্র অনাথ। অনাথের বহু কষ্ট। এই রাক্ষস-পীড়িত দেশে আমার রক্ষক কে হইবে? কন্যাকে দরিদ্রের হস্তে সমপণ করিলে তাহারও দুঃখের ইয়ত্তা থাকিবে না। অল্প বয়সেই পুত্র ভিক্ষুক হইবে। কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিবে না। ভিক্ষুকের ধর্ম্মপালনের অবসর কোথায়? পুত্র এইরূপে বেদবিমুখ হইবে। এই সমস্ত কারণে আমি দেখিতেছি তোমার যাওয়া অনুচিত। ব্রাহ্মণী আবার বলিতে লাগিল—

"অপত্য নিমিত্ত তুমি করিলে সংসার।
কন্যা পুত্র দুই গুটি হ'য়েছে তোমার॥
কন্যাদান কর আর পড়াহ বালকে।
পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাক সুখে॥"

আমি না থাকিলে তোমার গৃহস্থালী চলিবে, কিন্তু তুমি না থাকিলে সব শূন্য হইয়া যাইবে। আরও দেখ

"ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন॥
সঙ্কটে তারায় স্বামী দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ ইহলোকে॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামীর প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সম্মান॥"

সর্ব্বশাস্ত্র এই কথা বলিয়াছেন। তুমি অন্যান্য বলির আয়োজন করিয়া দাও। আমি রাক্ষসের নিকট যাইতেছি। পতিব্রতা স্ত্রীর বাক্যে ব্রাহ্মণ আরও অশান্ত হইয়া উঠিলেন।

সম্মুখে কন্যা। মা বাপের দশা দেখিয়া কন্যার অন্তর বিদীর্ণ হইতেছে। কন্যা বলিতে লাগিল:—মা! তোমরা অনাথের মত কাঁদ কেন? মা! আজ যদি তুমি যাও তবে আমার এই ভাই, এই বালক একদিনেই মরিবে। কুলক্ষয় হইবে, পিণ্ডলোপ হইবে। কিন্তু আমি কন্যামাত্র, এক দিন ত আমাকে পরের হাতে সঁপিতেই হইবে। ইহা বিধাতার নিয়ম। অন্যকে ত দিবেই তবে এখন রাক্ষসকে দিয়া তোমাদের জীবনরক্ষা কর। তোমরা থাকিলে মা, আমার মত কন্যা আবার হইবে। বিশেষ আমার উপর আশা কি? আমার পুত্র জন্মিলে তোমাদের পরকালের কার্য্য হইবে? কিন্তু এ ত বহুদিনের কথা। আমার পুত্র তোমাদের উদ্ধার করিবে? সম্প্রতি আমি তোমাদের উদ্ধার করিব।

মা! এতক্ষণ কাঁদেন নাই। বালিকা-কন্যার মুখে জ্ঞানের কথা শুনিয়া মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মার ক্রন্দনে কুমারী কন্যাও কাঁদিতে লাগিল। সকলে কাঁদিতেছে, শিশু বালক তখন স্থির থাকিতে পারিল না। যাহা করিল তাহাতে সকলে সেই বিষাদ মধ্যে ক্ষণিকের তরে দুঃখ ভুলিল।

বালক ক্রন্দনপর পিতা মাতা ও ভগ্নী—জনে জনের মুখে হাত দিয়া ক্রন্দন নিবারণ করিতেছে। একগাছি তৃণ হস্তে তুলিয়া বলিতেছে "তোমাদের কিছুই সাহস নাই। রাক্ষসের আবার ভয় কি? এই বাড়ির প্রহারে আমি রাক্ষস বিনাশ করিব। কোথায় রাক্ষস রহিয়াছে আমাকে দেখাইয়া দাও।" ক্ষুদ্র হস্তে তৃণ গাছি কাঁপিয়া উঠিল। সকলে হাসিয়া উঠিল—ক্ষণকালের তরে ক্রন্দন নিবৃত্ত হইল। এই অবসরে কুন্তী ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত রজনীব্যাপী জ্বরযন্ত্রণা—প্রপীড়িত রোগীর নিকট প্রভাত-সমীরণ যেমন সর্ব্বসন্তাপহারী বলিয়া বোধ হয়, চিরবঞ্চিত নিরাশ সাধকের আসন্নকালে দয়মান দীর্ঘ-নয়না অরুণাধরজিতবিম্বা জগদম্বার সহাস্য মূর্ত্তি যেমন নবজীবন প্রদান করে, করুণার্দ্র-নয়না কুন্তীদেবীর আগমনে ব্রাহ্মণসংসারে তাহাই হইল। সকরুণ বাক্যে মৃতের উপর সুধা বর্ষণ করিতে করিতে কুন্তী দুঃখের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন—

চালের বাতার ভিতর হইতে একটা টিক্‌টিকি ঠিক্ ঠিক্ করিয়া উঠিল। আবরণ শূন্য চালের ভিতর দিয়া একটী নক্ষত্র উজ্জ্বল দেখাইল। ব্রাহ্মণ অতিশয় দুঃখে বলিতে লাগিলেন—"মা! আমার দুঃখ মানুষে মোচন করিতে পারিবে না। বক্ নামে এক রাক্ষস এই রাজ্যে বাস করে। তাহাকে এই রাজ্যের রাজা বলিলেও হয়। এই রাজ্যের সমস্ত লোক তাহার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, প্রতি রাত্রে একটী শকট পূর্ণ করিয়া বিংশতি থালী পরিমিত অন্ন, দুইটী মহিষ ও একটী মনুষ্য তাহার জন্য দিতে হইবে। বহু দিন পরে অদ্য আমার পালা উপস্থিত হইয়াছে। আমি দরিদ্র, আমি বলির অন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছি, কিন্তু মানুষ কাহাকে দিব মা? আর যদি দিতে না পারি তাহা হইলে রাক্ষস সকুটুম্ব আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে। এই ভার্য্যা, এই পুত্র, এই কন্যা ও আমি এই চারি জনের মধ্যে কাহাকে দিব মা? সুহৃদ্ কুটুম্বের মধ্যে কাহাকেও যে বলি কিম্বা অর্থ দিয়া মানুষ কিনিয়া দিই, এরূপ ইচ্ছাও হয় না, সামর্থ্যও নাই। তাই ভাবিতেছি, যখন কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ যাইতে পারিবে না, যখন কাহারও কাহাকেও ত্যাগ করিবার শক্তি নাই, তখন সকলে মিলিয়া রাক্ষসের খাদ্য হই, ইহাই স্থির করিতেছি।

কুন্তীর চক্ষে জল আসিল। ব্রাহ্মণের জন্য কুন্তী এক পুত্রকে রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিবেন স্থির করিলেন। অদ্ভুত জননী এই কুন্তী। কুন্তী বলিতে লাগিলেন—আমার পাঁচ পুত্র। তোমাদের সকুটুম্বে রাক্ষসের মুখে যাইতে হইবে না। আমার এক পুত্র রাক্ষসকে দিব। ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়াছে; ভাবিতেছে এই দেবীমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তিতে এ কঠিন কাজ কি হয়? কিন্তু অবিশ্বাসের কারণ ত দেখিতেছি না—বাক্যে সান্ত্বনার সময়ত এ নয়। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল—"মা! তুমিত এ ভাল বলিতেছ দেখিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণী আমার গৃহে অতিথি। আপনার প্রাণ দিয়া অতিথির প্রাণ রক্ষা করিতে হয়, আর আমি অতিথির প্রাণবিনাশ করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিব? মা! এই পত্রাগ্রবিলম্বিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী প্রাণের জন্য ধর্ম্ম মজাইব? বেদে আত্মদানেও ব্রাহ্মণরক্ষা কবিতে হয় বলা হইয়াছে, আর আমি ব্রাহ্মণ বলি দিয়া আত্মরক্ষা করিব?"

কুন্তী বলিলেন—ব্রাহ্মণ, আমি আপনার কথা সব জানি কিন্তু আমি কাহারও বেদনা সহ্য করিতে পারি না।

ব্রাহ্মণ—মা! এমন কথা আর বলিও না। যুগ যুগান্তর ধরিয়া কি আমায় পাপে ডুবাইতে চাও? আর মা! তুমিই বা কিরূপ জননী?

কুন্তী ব্রাহ্মণকে সাহস দিলেন, বলিলেন "ব্রাহ্মণ, মাতার শত পুত্র থাকিলেও কখনও পুত্রের অনাদর হয় না। কিন্তু জানিবেন আমার আশ্রয় গোবিন্দ। বিশেষ আমার পুত্রগণ মহাপরাক্রমশালী। আমার বিদ্যমানে ইহারা রাক্ষস বিনাশ করিয়াছে। রাক্ষসের কি সাধ্য আমার সন্তান বিনাশ করে? নতুবা মা হইয়া কোন্ সাহসে আমি আপন সন্তানকে রাক্ষসেব মুখে দিতে চাই?" কুন্তীর বাক্যে ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করিলেন। ব্রাহ্মণ কুন্তীর সহিত ভীমের নিকটে গমন কবিলেন। বলির অন্যান্য আয়োজন ছিল। ভীম রাক্ষসের নিকট চলিল।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতেছেন। অন্ধকার-রাক্ষস কানন গহ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে উকি মারিয়া দেখিতেছে, ক্রমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিল। শকটারোহণে ভীম রাক্ষসউদ্দেশে চলিয়াছেন, এদিকে চারি সহোদর ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। যুধিষ্ঠিব দুই একজন প্রতিবেশীর মুখে কথাটাব কিছু আভাস্ পাইয়াছিলেন। দ্রুতপদে জননীর নিকট আগমন করিয়া জননীকে একান্তে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! যাহা শুনিতেছি তাহা কি ঠিক? ভীম কোথায় মা? সে কি আপন ইচ্ছায় গেল অথবা তোমার অভিমতে? বৃকোদর কাহার বুদ্ধিতে এ কর্ম্ম করিয়াছে?

কুন্তী—আমি পাঠাইয়াছি; ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য এবং নগর রক্ষার জন্য। ইহাতে ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি দুইই আছে।

জননীর কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের মুখ শুকাইল। বড়ই কাতর হইয়া যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন :—

"না গণিলা আমা সবা যশ অপযশ,
কোন্ বুদ্ধে মাতা হেন করিলা সাহস?
এমন দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে,
মা হইয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে।
পুত্রের ভিতর পুত্র কর কি বিশেষে,
সবে প্রাণ রাখিয়াছি যাহার আশ্বাসে।
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি যথাস্থানে বাসি,
পুন রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ।

যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পাই সবে।
স্কন্ধে করি নিল সবা হিড়িম্বক বনে।
হিড়িম্বে মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে॥
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস ভক্ষণে,
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে?"

"মা! আমাদিগের বাঁচিয়া ফল কি? মা হইয়া তুমি এমন কাজ যখন করিয়াছ।" অভিমানে যুধিষ্ঠিরের আঁখি ছলছল করিতেছে। কখন ক্রোধ হইতেছে—মাতা এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ দেবী। তথাপি যুধিষ্ঠির বলিতেছেন:—

"গর্ভে ধরি হেন কাজ কেহ নাহি করে,
বেদে ধর্ম্মে নাহি ইহা সংসার ভিতরে।
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী,
দুঃখ পেয়ে হতবুদ্ধি হৈলা বনবাসী।"

যুধিষ্ঠিরের সরোদন তিরস্কারে কুন্তীর মাতৃত্ব জাগিল—"আমি কি রাক্ষসী?" কুন্তী বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি মা নই? একদিনও কি ভীমকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া পোষণ করি নাই? ছি ছি—আমি মা—আমি জানি আমার স্নেহ কতদূর। তুমি কি বুঝিবে যুধিষ্ঠির, আমার প্রাণ আছে কি না? তুমি কি করিয়া বুঝিবে মায়ের প্রাণে সন্তানকে রাক্ষসমুখে সমর্পণ করিলে কি হয়? তথাপি এই দুষ্কর কার্য্য আমি করিয়াছি। শোন কেন করিয়াছি? আমি ভীমের পরাক্রম জানি। প্রসব করিয়া এই পুত্রকে কোলে তুলিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। তুলিতে চেষ্টা করিলাম, ভীম পড়িয়া গেল। আমরা তখন পতির সহ বনবাসিনী। হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকা হইতে যে মহাশালবন আরম্ভ হইয়াছে তাহা অতিক্রম করিলে নাগাশত পর্ব্বত; আরও পরে চৈত্ররথ পর্ব্বত, কালকুট পর্ব্বত, গন্ধমাদন, তাহার পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। ঐ সরোবর পার হইয়া হংসকূট। আমরা হংসকূট ছাড়াইয়া শতশৃঙ্গোপরে ঋষিদিগের সহিত তখন তপস্যা করিতাম। শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে তোমাদের জন্ম হয়। ভীমকে আমি তুলিতে পারিলাম না, ভীম পড়িয়া গেল। পড়িল এক পর্ব্বতশৃঙ্গে; তুমি আশ্চর্য্য মানিবে। গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। সেই সময়ে যে দৈববাণী হইয়াছিল তাহা আজও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। ভীমকে সংহার করিতে পারে এমন কোন ব্যক্তি নাই।

যুধিষ্ঠির! বারণাবতে তুমি স্বয়ং স্বচক্ষে ভীমের পরাক্রম দেখিয়াছ, হিড়িম্ববধ ও হিড়িম্বাবরণ দেখিয়াছ। শুধু ভীমের পরাক্রম দেখিয়াই আমি ভীমকে রাক্ষসমুখে দিই নাই। আমি জানি আমার সন্তান সংসারে অবধ্য। ইহা ব্যাসবাক্য, কখন মিথ্যা হইবার নহে। আমি ইহাতেও কি নিশ্চিন্ত? তুমি মায়ের প্রাণ কিরূপে বুঝিবে যুধিষ্ঠির? তুমি কি জান না তোমরা গোবিন্দচরণাশ্রিত? তুমি কি জান না আমি নিত্য তাঁরে বড়ই কাতরপ্রাণে ডাকিয়া থাকি—আমি তাঁহাতেই তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদ এবং গোবিন্দকৃপায় একটা রাক্ষস কি ছার, যুধিষ্ঠির—শত শত রাক্ষস ভীম অবহেলে বধ করিবে। নতুবা মা হইয়া এমন পাষাণী কে আছে যে নিজের সন্তান রাক্ষসের মুখে তুলিয়া দিতে পারে?" বলিতে বলিতে কুন্তীর চক্ষে বিদ্যুৎঝলক দিতেছে কুন্তী আবার বলিতে লাগিলেন। কুন্তীর লক্ষ্য ধর্ম্মের দিকে!

"উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে সেই জন,
তার সম পুণ্য বাপু না করি গণন।
বিশেস গো, বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ,
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ।
বাজ্যরক্ষা দ্বিজরক্ষা আর যে পৌরুষ,
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলে বিরস?"

হায় সব বিচার ছাড়িয়া দিলেও আমি শুধু ধর্ম্মের জন্য নিজের পুত্র শতবার রাক্ষসের মুখে দিতে পারি। যুধিষ্ঠির! তোদের অপেক্ষা আমি গোবিন্দকে অধিক ভালবাসি। তোদের দিলে যদি তাঁর প্রীতি হয় আমি হাসিতে হাসিতে তাহাও পারি। তোমাদিগকে রাক্ষসে সমর্পণ করিলে যদি তাঁর আজ্ঞা পালন হয়, তাহাও স্বচ্ছন্দে পারি। যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জান। ভাবিয়া দেখ গোবিন্দের কাছে তোমাদিগকে রাখিতে চাই কেন? আমার গোবিন্দ আদি পুরুষ, সর্ব্ব কারণের কারণ, সর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয়, অজম, অমর, সনাতন বিভু। আমি চাই যে আমার সন্তান অমর হউক। এই জন্যে অমরের কাছে তোমাদের সমর্পণ করিতে চাই। যাহা আমার প্রিয় তাহা দিয়াই গোবিন্দ প্রীতি প্রার্থনা করি। বৎস, বল দেখি তোমরা ছাড়া আমার আর কি প্রিয় আছে?" কুন্তী কাঁদিতেছেন; বীর মাতার তেজপূর্ণ বিচারবিশুদ্ধ, প্রেমপূর্ণ বাক্যে

যুধিষ্ঠিরের চিত্তের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই মাতার উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আজ আপনাকে শ্রুত ধন্যবাদ দিতেছেন, বলিতেছেন—

পর দুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয়,
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয়?
পরপুত্রত্রাণ হেতু নিজ পুত্র দিলা,
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে উদ্ধার করিলা।
তোমার পুণ্যেতে মাতঃ তরিব বিপদে,
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে।”

যুধিষ্ঠির প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন মার আশীর্ব্বাদে একটা রাক্ষসবিনাশ ভীমের নিকট কি ছার কর্ম্ম। ধর্ম্মরাজ তখন মাতাকে বলিয়া দিলেন “মা! তুমি ব্রাহ্মণকে সাবধান করিয়া আইস যেন এ কর্ম্ম প্রকাশ না হয়।” কুন্তী তাহাই করিলেন। এ দিকে বৃকোদর সমস্ত রাত্রি শকটে চড়িয়া প্রভাতে রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন সমস্ত রাত্রি আহার নাই, সঙ্গেও অন্ন পায়স ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ছিল। বৃকোদরের ক্ষুধা—বিলম্ব সহিল না। বককে নাম ধরিয়া ডাকিলেন “বক শীঘ্র আয় আমি ভীম আসিয়াছি।” এই বলিয়া ভীম আহারে বসিলেন। ‘আমার খাদ্য হইয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাক’ নিশাচর ক্রোধে থরথর কম্পিত হইতেছে। দূর হইতে ভীমকে ভয় দেখাইতে দেখাইতে গালি দিতে দিতে ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে, হুঙ্কার করিতে করিতে আসিতেছে। ভীমের দৃক্‌পাৎ নাই, ভীম অন্ন খাইতেছেন নিশাচর গর্জ্জন করিয়া ভীমের পৃষ্ঠে বজ্রসম প্রহার করিল, তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাই।

“পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে সহেন হেলায়,
পায়সান্ন খায় বীর বসি নিঃশঙ্কায়।”

শেষে রাক্ষস বৃক্ষ উপাড়িয়া প্রহার করিল। তথাপি তাই—এবারে কেবল ভীম বাম হস্তে বৃক্ষটী কাড়িয়া লইলেন। রাক্ষস নানাপ্রকারে প্রহার করিতেছে—জোরে ধাক্কা দিয়া আহার ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে—ভীম আহার ছাড়িয়া নড়ে না। ভোজন শেষ হইল—আচমন হইল তখন ভীম ধীরে ধীরে রাক্ষসের দিকে ফিরিলেন; তখন দুই জনে তুমুল বাহুযুদ্ধ হইল। ভীমের পরাক্রমে রাক্ষস পরাস্ত হইল, তখন ভীম বিপরীত দিক হইতে দুই জানু পৃষ্ঠের উপর আনিয়া বকের দেহ, মধ্যে ভাঙ্গিয়া দুইখানা করিলেন, মহাশব্দ করিয়া বক

প্রাণত্যাগ করিল। বকের অনুচর মধ্যে কেহ কেহ ঐ বন ত্যাগ করিয়া বনান্তরে পলায়ন করিল। কেহ আসিয়া ভীমের শরণাপন্ন হইল। 'আর নগরবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞায় ভীম তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন বকের মৃতদেহ ভীম নগর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বাড়ী আসিলেন। মাতা ও ভ্রাতাদিগকে সমস্তই বলিলেন। নগরের লোক নিঃশঙ্ক হইল। সন্ধান করিয়া সকলে ব্রাহ্মণের নিকট জানিল কোন ব্যক্তি সদয় হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়াছেন। এই অবধি একচক্রার ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদিগকে দেবতা বোধে পূজা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রথম অংশ।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

বাল্যকাল হইতে কুরুপাণ্ডবের বিদ্বেষভাব। বাল্যক্রীড়া, বিদ্যাপরীক্ষা, জতুগৃহদাহ, ইত্যাদি ব্যাপারে দেখাইয়াছি সেই বিদ্বেষভাব কিরূপে কিরূপ ভাবে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল, বার বৎসর ধরিয়া যে রোষানল সমুত্থিত হইতেছিল, তাহা আবার উদ্দীপিত হইল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে এই বিদ্বেষাগ্নি প্রথম আহুতি গ্রহণ করিল।

জতুগৃহদাহের পর দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। একচক্রা নগরে এক মাস হইয়া গেল। পূর্ব্বের মত এখানে ভিক্ষা মিলে না এবং বহুদিন এক স্থানে বাস করাও কর্ত্তব্য নহে। পাণ্ডবেরা অন্যত্র গমন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। ব্যাসদেবের নিকট অঙ্গীকার স্মরণ হইল।

এক ব্রাহ্মণ বহু তীর্থপর্য্যটন করিয়া একচক্রায় আসিয়াছেন। পরিব্রাজকের সহিত পাণ্ডবদিগের পরিচয় হইল। তাঁহার মুখে পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের দয়ার পরিচয় পাইলেন। আরও শুনিলেন দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীর আশ্চর্য্য স্বয়ম্বর হইবে। পাণ্ডবেরা ব্যাসদেবের অপেক্ষায় রহিলেন।

দুই এক দিবস মধ্যে ব্যাসদেব আসিলেন। ব্যাসদেব স্বয়ম্বরের সংবাদ দিলেন

এবং বলিলেন 'স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে একলক্ষ ভূপতি উপস্থিত হইবে, কিন্তু যে লক্ষ্য ভেদ করিবে আমি তাহাকে সম্মুখে দেখিতেছি! ব্যাসদেব অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন। ব্যাসদেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। পাণ্ডবেরা কুন্তীর সহিত উত্তর মুখে চলিলেন, নানা দেশ নদ নদী অতিক্রম করিয়া শেষে রাত্রিকালে জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রয়াগ গঙ্গায় চিত্ররথ নামক এক গন্ধর্ব্ব বাস করিতেন। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে যুদ্ধে জয় করিলেন। কার্য্য-কালে গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে সহায়তা করিবে স্বীকার করিয়া বিদায় লইল। গন্ধর্ব্বের পরামর্শ মত পাণ্ডবেরা কেবল ঋষির ভ্রাতা ধৌম্যকে আপনাদের পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা এখনও ছদ্মবেশী। অনেক ব্রাহ্মণ পাঞ্চাল দেশে যাইতেছে, পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হইলেন, এক কুম্ভকার গৃহে আশ্রয় লইলেন। এখানেও ভিক্ষাবৃত্তি উপজীবিকা। রাজা দ্রুপদ অভিলাষ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এই অভিলাষ কাহারও নিকট প্রকাশিত হয় নাই। যখন জতুগৃহে পাণ্ডববিনাশ সংবাদ রাজার কর্ণে গেল, রাজা বহু অনুসন্ধান করাইলেন। সংবাদ পাইলেন না। দ্রুপদ জানিতেন পাণ্ডবেরা অবধ্য। স্বাভিলষিত পাত্র পাইবার অভিলাষে এক সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন। কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন 'যে ব্যক্তি শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি কন্যাদান করিবেন।' চারিদিক হইতে ভূপালগণ আসিতে লাগিল। নগরের ঈশান কোণে পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ম্বর-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে তোরণ রাজি। চারিদিকে সৌধাবলী। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিম ভূমিতে মণিময় শিলাপট্ট। দ্বার সকল সমসূত্রে বিন্যস্ত। সোপানমার্গ সমূহ সুসংঘটিত। মধ্যে মধ্যে চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম। স্থানে স্থানে মহামূল্য আসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যা। সর্ব্বস্থান সুবাসিত গন্ধবারি দ্বারা পরিষিক্ত। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত হইতেছে। কোথাও বাদ্যোদ্যম, বহুস্থানে মহোৎসব। সাগর অবধি যত রাজা সকলেই সমাগত ও রমণীয় বেশ ভূষা ধারণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল, সভা আরম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃত-স্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষা ধারণ করিয়া বিচিত্র কাঞ্চনীমাল্য হস্তে নৃপ সমাজে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিলেন, বাদ্যকরেরা বাদ্য বন্ধ করিল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর ভ্রাতা—যজ্ঞ হইতে ভ্রাতাভগ্নীর উৎপত্তি—ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন ভগ্নীসমক্ষে রাজাদিগের নাম গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগ্নীকে দেখাইয়া দিতেছেন—দেখ পাঞ্চালি, দুর্য্যোধন সহ দুর্ম্মুখ দুঃশাসন প্রভৃতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র রাধেয় কর্ণের সহিত তোমার নিমিত্ত এই সভায় সমাগত। ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রৌণী, কৃপ, সোমদত্ত প্রভৃতি কৌরব সহায় নরপতিগণ কোটী কোটী রথ অশ্ব পদাতি সহ স্বয়ম্বরে আগমন করিয়াছেন। গান্ধাররাজকুমার শকুনি বিরাটরাজ ও তৎপুত্রদ্বয় শঙ্খ ও উত্তর, সুশর্ম্মা ও তাহার পুত্রগণ, চেকিতান ও ভগদত্ত ও তৎপুত্র শল্য, রুক্মাঙ্গদ কৌরব্য, সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা, যদুবংশীয় সাত্যকি, উদ্ধব অক্রূর, বাসুদেব শাম্ব প্রভৃতি, সিন্ধু দেশাধিপতি জয়দ্রথ, কোশলাধিপতি শিশুপাল এবং মগধাধিপ জরাসন্ধ প্রভৃতি নরপতিগণ অদ্য তোমার নিমিত্ত এস্থানে সমাগত।

ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালিকে পরিচয় দিতেছেন আর সেই সভাস্থ ভূপালবৃন্দ পুরাকালে দেবগণ পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতীকে যেরূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন সেইরূপ এই ত্রিভুবনললামভূতা সঞ্চাবিণীদীপতুল্যা দ্রুপদরাজবালাকে পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার যুগল, যম, কুবের প্রভৃতি দেবগণ রাজসভায় আগমন করিলেন। নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব্ব, চারণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও দৈত্য, গুহ্যক দেবর্ষি, অপ্সর প্রভৃতি সকলেই ঐ রাজসভায় আসিতে লাগিলেন।

বলদেব ও জনার্দ্দন সেই সয়ম্বর দেখিতে দ্রুপদ সভায়, আগমন করিয়া-ছিলেন, কৃষ্ণের আগমনে সভামধ্যে নানাপ্রকার বাগবিতণ্ডা হইতে লাগিল —মূলে ইহা নাই, কাশীরাম ভক্ত, অনেক স্থলেই তিনি মূলের সহিত ঠিক রাখিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন, কোথাও কোথাও যাহা সন্নিবেশিত

করিয়াছেন তাহা ভক্তির কথা, আমরা আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাশীরামের সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিও দেখাইব।

রাজগণ সভাস্থলে উপবেশন করিলে মহাস্বন্ দুন্দুভি ধ্বনিতে গগন মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, বেণু বীণা পনব নিনাদে চারিদিক পরিপূরিত হইল,' নারায়ণ সভাস্থলে আগমন করিয়াই শঙ্খ ধ্বনি করিলেন, পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পরিপূরিত হইল, অন্য বাদ্যধ্বনি মন্দীভূত হইয়া গেল।

গোবিন্দের আগমনে বহু রাজা আসন পরিত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সত্রাজিৎ, শল্য, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি নরপতিগণ, কৃতাঞ্জলি করিয়া গোবিন্দচরণে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন, আর শিশুপাল, জরাসন্ধ, দন্তবক্র প্রভৃতি দুষ্ট ভূপালগণ বিদ্রূপ হাস্য করিয়া উঠিল।

শিশুপাল সর্ব্বসমক্ষে হাততালী দিয়া হাসিয়া বলিল "একি রাজগণ কাহাকে প্রণাম করিতেছে, এ কি দেবতা, এ কি পশুত্ব খণ্ডন করিয়া কামনা পূর্ণ করিতে পারে?" দুর্ম্মতি শিশুপাল বার বার কৃষ্ণনিন্দা করিল, বলিল, "গোপাল সুন্দর শঙ্খ বাজাইতে পারে বোধ হয় দ্রুপদ সেই জন্য ইহাকে বাদ্যকরদিগের সহিত বাজাইবার জন্য বরণ করিয়াছে।"

শিশুপালের বাক্য শেষ হইল তখন জরাসন্ধ ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল :—

> "জরাসন্ধ বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান্,
> তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান?
> এ সভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম,
> গোপসুতে প্রণাম কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম?
> নন্দ গোপগৃহেতে আছিল চিরকাল
> গোপ অন্ন খাইয়া রাখিল গরুপাল।
> সর্ব্বলোকজ্ঞাত খ্যাতি ভারত ভূমিতে
> জানিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কিমতে?"*

ভীষ্ম কিছুই উত্তর করিলেন না, কেবল একবার সজলনয়নে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যাঁহার দর্শনে জীব আপনহারা হয়, যাঁহার দর্শনে সব

ভুল হইয়া যায়, ভীষ্ম তাঁহার দিকে চাহিয়া আত্মহারা হইতেছেন প্রাণ আপনা হইতে যেন উচ্চারণ করিতেছে—

"দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব খণ্ডন মুনিজন-মানসহংস
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুল-নলিন-দিনেশ।
মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন সুরকুল-কেলি-নিদান
অমল-কমল-দল-লোচন ভব মোচন ত্রিভুবন-ভবন-নিধান।
জনকসুতা-কৃতভূষণ জিত-দূষণ সমর-শমিত-দশকণ্ঠ
অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর শ্রী-মুখ-চন্দ্র-চকোর।
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরুকুশলং প্রণতেষু।"

হে দেব, হে হরে তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি, প্রণত জনের কুশলবিধান করুন। ভীষ্ম মনে মনে এই করিতেছেন, হঠাৎ বাহিরে লক্ষ্য পড়িল।

"ভীষ্ম বলিলেন এত তত্ত্ব নাহি জানি
পুরাতন জ্ঞানীবৃদ্ধ লোকমুখে শুনি।
গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর।

ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে।
এমন বিরাট কত এসরেণু প্রায়
সে পরম অর্কেতে ভাসে দণ্ডে হয় লয়।

সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার
মায়াতে মানুষদেহ দেব নিরাকার।
লীলায় হইল যার চরাচর জন
নাভি কমলেতে স্রষ্টা করিল সৃজন।

ললাটে জন্মিল ধাতা চক্ষুতে তপন
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিঃশ্বাসে পবন।
ব্রহ্মকীট হইতে যতেক মহীপাল
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল।

হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন
সে কারণে শিরে বন্দি গোপাল চরণ।

পঞ্চমুখে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ
চারিমুণ্ডে বিধাতা সহস্র মুণ্ডে শেষ।
হেন জনে প্রণমিতে আমি কিহে গণি
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি।"

ভীষ্মের বাক্যে জরাসন্ধ হাসিয়া উঠিল। ভক্তির কথা শুনিলে সকল জরাসন্ধই হাসিয়া উঠে। জরাসন্ধ বলিতে লাগিল—"ভীষ্ম! তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তুমি বিষম ধন্ধে পড়িয়াছ, এই গোপাল আমার ভয়ে মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারাবতী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এ যদি নারায়ণ, তবে আমাব ভয়ে পলাইবে কেন?" বচসায় ভীষ্মের ক্রোধোদয় হইতেছে, কৃষ্ণনিন্দা স্থানে থাকিতে পারিতেছেন না।

"এই আমি এথা হৈতে যাই অন্য স্থানে
দুর্জ্জনের পাপসঙ্গ ত্যজি প্রাণপণে।
কৃষ্ণনিন্দা স্থানে আমি তিলেক না থাকি
নিন্দুকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি।"

ভীষ্ম অন্যত্র গিয়া উপবেশন কবিলেন। সেই সভায় ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় পাণ্ডবেবা উপবিষ্ট আছেন। যদুপতি পাণ্ডবসখা। বার বার পাণ্ডবদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। বলভদ্রকেও জানাইলেন, কিন্তু কথাটী বলভদ্রের কাণে গেল না, কেন গেলনা, পরে ইহা জানা যাইবে। অন্যান্য রাজকুমারেরা কৃষ্ণার রূপে এত মগ্ন হইয়াছিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে লক্ষ্য কবিতে কাহারও অবসর ছিল না। লোক সর্ব্বদাই আপনার রাগ দ্বেষের চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত, তাই ভাল বস্তু লক্ষ্য করিতে পারে না। কাশাবাম এই লক্ষ্যভেদ কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে জরাসন্ধ, পবে দুর্য্যোধন, বিরাট, সুশর্ম্মা কীচক, শিশুপাল, ভগদত্ত প্রভৃতি নরপতিগণ লক্ষ্যভেদ চেষ্টা করিল, কিন্তু ধনুঃ স্পর্শ-মাত্র কেহ আহত, কেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—তাহাদের অঙ্গের আভরণ সমূহ ইতস্ততঃ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল; প্রধান প্রধান নবপতিগণের এই অবস্থা দেখিয়া অন্য কেহ বড় একটা সাহস করিল না। দ্রৌপদী লিপ্সা এককালে অন্তর হইতে নিরস্ত হইয়া গেল। তখন কর্ণ অবহেলে ধনু উত্তোলন করিলেন, জ্যা রোপণ করিলেন। পাণ্ডবেরা ভাবিলেন "কর্ণ লক্ষ্য ভেদ করিবে" কিন্তু কর্ণ সূতপুত্র, ক্ষত্রিয়ের স্বয়ম্বরে সূতপুত্রের অধিকার নাই। দ্রৌপদী মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'সূতপুত্রকে বরণ করিব না' কর্ণ

সূর্য্য সন্দর্শন করিয়া শরাসন ত্যাগ করিলেন। ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্য নানা কারণে লক্ষ্যভেদে নিরস্ত হইয়াছিলেন, কাশীরাম •ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। রাজগণ বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। দ্রুপদরাজের উপর কটূক্তি বর্ষিত হইতে লাগিল। সকলে দ্রুপদকে উপহাস করিল—মিথ্যা স্বয়ম্বর করিয়া আমাদিগকে আনিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ ক্রোধপ্রকাশ করিল। মূলে এইরূপ আছে। আমরা কাশীরামেব বিস্তারিত বিবরণ দেখাইব। বর্ণনা প্রকৃত বিষয়কে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে সমর্থ। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন —

"ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যত জন
যে বিন্ধিবে তাবে কৃষ্ণা করিবে বরণ।"

কিন্তু কোন রাজাই অগ্রসর হইতেছেন না। বলভদ্র ব্যস্ত হইয়াছেন। আজ বহুদিন হইয়া গেল। বাম, কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, আজ ১৫শ দিবস আমরা দ্বারাবতী ছাড়িয়াছি। এ স্বয়ম্বরে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। গোবিন্দ, বামকে আর একদিন অপেক্ষা কবিতে বলিলেন। স্বয়ম্বর লইয়া কিছু কৌতুক হইবে। এই সভায় একজন মাত্র আছে যে এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে।

"কৃষ্ণ! পৃথিবীব কোনও রাজাই যে কার্য্যে সক্ষম নহে, এমন কে আছে যে সেই কার্য্য কবিবে? কে সেই নবশ্রেষ্ঠ? তোমা বিনা অন্য নরশ্রেষ্ঠ কে আছে?" কৃষ্ণ পার্থের নাম করিলেন।

বলরাম বলিতে লাগিলেন—সভামধ্যে কেহই ত লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না, আব যে পারিবে সে দ্বাদশ বৎসর মরিয়াছে। তবে আর বিলম্ব করিতে বল কেন?

রাম, পূর্ব্বে কৃষ্ণেব বাক্য তত লক্ষ্য করেন নাই। কৃষ্ণ পুনরায় সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। ভূভার হরণের নিমিত্ত পাণ্ডব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বিনাশে কাহারও সামর্থ্য নাই।

বলদেবের আগ্রহ উদ্দীপিত হইল, বাম জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোন্ বেশে কোন্খানে আছে পঞ্চজনে
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি কারণে?"

গোবিন্দ অঙ্গুলী তুলিয়া রামকে দেখাইয়া দিতেছেন—ঐ দেখুন ব্রাহ্মণ—বেশে পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণসভা মধ্যে বসিয়া আছে। দ্রুপদপুত্র ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিলেই ধনঞ্জয় উঠিবে।

বলদেব কিন্তু দুর্য্যোধনের পক্ষপাতী। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দেখাইলেন।

"শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্ঠির পানে
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরস বদনে।
তৈল বিনা তাম্রবর্ণ লোমাবলী চুলি
মাথে তালপত্র ছত্র স্কন্ধে ভিক্ষাঝুলি।"

বলদেব দেখিলেন, বলিলেন "দেখ কৃষ্ণ, একবার দুর্য্যোধনের দিকে তাকাইয়া দেখ। মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজা দুর্য্যোধন কেমন দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছে। দরিদ্র ভিক্ষুক মহাক্লিষ্ট অতি দুঃখিত যুধিষ্ঠিরের সহিত কি রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনের তুলনা হয়? যুধিষ্ঠির কি দুর্য্যোধনের সমকক্ষ?" কৃষ্ণ হাসিলেন। তাঁহার চক্ষে সব সমান হইলেও তিনি ভক্তপ্রিয়। মাধব ভবিষ্যৎ দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"গোবিন্দ বলেন অবধান মহাশয়
পাপাত্মা সে দুর্য্যোধন জানিহ নিশ্চয়।
পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নিতি
পশ্চাৎ হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি।
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মিজন
দুঃখ সুখ দিন কত দৈবের লিখন।"

এখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষত্রিয় সকলকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু রাজগণ অধোমুখ হইয়াছেন, আর কেহই উঠিতেছেন না। তখন দ্রুপদকুমার ডাকিয়া বলিতেছেন—

"দ্বিজ হোক ক্ষত্র হোক বৈশ্য শূদ্র আদি
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি।
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মোর পণ
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল নন্দন।"

শুধু ক্ষত্রিয় নহে। চারি জাতির মধ্যে যে কেহ, এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্ত যদি লক্ষ্যভেদ করিতে পারে—যে পারিবে, দ্রৌপদী তাহার হইবে। ফাল্গুনী চঞ্চল হইয়াছেন। পুনঃ পুনঃ যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিতেছেন, যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে অনুমতি করিলেন। ধনঞ্জয় সভা হইতে উঠিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল ব্রাহ্মণ কোথায় যাও? সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয়গণ যে কার্য্যে অসমর্থ, ব্রাহ্মণকুমার কিরূপে সেই কার্য্য

করিতে সাহস করিতেছে? হয় এই বিপ্র বড়ই গর্ব্বিত নতুবা কন্যা দেখিয়া পাগল হইয়াছে। ইহাকে ধরিয়া বসাইয়া দাও। তখন দুই চারিজন ব্রাহ্মণ পার্থকে ধরিয়া বসাইলেন। পার্থ রসিতেছেন। ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। কিন্তু আর কালবিলম্ব করিতে পারিতেছেন না। যুধিষ্ঠিরের দিকে অবলোকন করিতেছেন—ইচ্ছা, ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণদিগকে বুঝাইয়া দেন। এমন সময় কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন। এটুকু কাশীরামের স্বকপোলকল্পিত।

"শঙ্খনাদ শুনি পার্থ হবেন উল্লাস
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস।
উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর।
গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠেন অর্জ্জুন
পুনঃ গিয়া ধরিলেন সব দ্বিজগণ।"

মূলে আছে লক্ষ্যভেদের পরে ভার্গবকর্ম্মশালে পাণ্ডবদিগের সহিত রামকৃষ্ণের প্রথম পরিচয়।

ধনঞ্জয় দ্বিতীয় বার উঠিয়াছেন—সকলে ধরিয়াছে। এক দ্বিজ বলিতেছেন:—

শুন দ্বিজ কি দেখিয়া হইলে বাতুল
তব কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল।
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ
বলিবেক লোভী এই যত দ্বিজগণ।
সভা হৈতে সবাকারে দিবে খেদাইয়া
পাবার থাকুক কার্য্য লইবে কাড়িয়া।
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল।

কাশীরাম এ স্থানে যে ব্রাহ্মণগণের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা যথার্থ ব্রাহ্মণগণের স্বভাব নহে। কাশীরাম অধঃপতিত জাতিব্রাহ্মণ আঁকিয়াছেন। "যে ব্রাহ্মণ দুই চারিটা ব্রহ্মাণ্ড গ্রাহ্য করেন না, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে চন্দ্র সূর্য্যের গতি স্থগিত করিতে পারেন, যে ব্রাহ্মণ লোকের শোক শান্তির জন্য উপদেশ করেন—

"ব্রহ্মাণ্ড কোটয়োনষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো গতাঃ
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্ব্বে কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে।"

সেই ব্রাহ্মণ কখনও এই পত্রাগ্রবিলম্বিত শিশিরবিন্দুবৎ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য হীনতা করিতে পাবেন না। এই তুচ্ছ জীবনের জন্য অর্থলোভ, ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা হেয় আর কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অথচ সংসারী শাস্ত্রে তাহাব বড়ই নিন্দা দেখা যায়।

অধীত্য বেদ শাস্ত্রাণি সংসারে রাগিনশ্চ যে।
তেভ্যঃ পরো ন মূর্খোঽস্তি স্বধর্ম্মাঃ শ্বাশ্বশূকরৈঃ॥
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য বেদ শাস্ত্রাণ্যধীত্য চ।
বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ॥
নাতঃ পরতরং লোকে ক্বচিদাশ্চর্য্যমদ্ভুতং।
পুত্রদারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে॥
ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ।
স বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ॥
১।১৪।৫২ দেঃ ভাঃ।

জ্ঞানী অথচ সংসারী ইহা অসম্ভব। যাহা হউক অর্জ্জুন মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যাহাই হউক তাঁহাতে ভক্তি করিলে সমাজের উপকার এবং যিনি ভক্তি করেন তাঁহারও উপকার। লোককে দোষদৃষ্টিতে দেখিলে হৃদয়ে দোষের ভাগ জাগ্রত হইয়া উঠে। দোষ জাগ্রত করা কাহারও জীবনের লক্ষ্য নহে। গুণেই সকলের প্রয়োজন। গুণে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গুণেই লক্ষ্য পড়িবে।

ভক্তির পাত্র হউক বা না হউক, যে ব্যক্তি ভক্তি করে তাহার উপকার আছেই; যে ভক্তি পায় তাহারও পরম উপকার সাধিত হয়। আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝিতে পারিলে, জাতিমর্য্যাদা লঙ্ঘন যে ঘোর অনিষ্টকর ও একটা অসামাজিক কার্য্য, অর্জ্জুন তাহা জানিতেন।

কিন্তু বলিতেছিলাম, কাশীরাম যে ব্রাহ্মণের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ব্যাস-দেবের সময়ের ব্রাহ্মণের নহে। ব্যাসদেবের সময়ে আমরা অর্থলোভী, শিশ্নো-দরপরায়ণ, লোকপ্রতারণার্থ জপপূজাশীল, নিস্তেজ ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই না। সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের তপস্যায় বল ছিল ব্রহ্মবস্তুর দিকে লক্ষ্য ছিল, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন পদার্থছিল না, ইহ পরলোকে এমন কোন ভোগের বস্তু ছিল না,

যাহা ব্রাহ্মণকে ভুলাইতে পারিত, ব্যাসদেব তাহাই দেখাইয়াছেন। ব্রাহ্মণকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিতেছিলেন, আমরা মূল মহাভারত হইতে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রাহ্মণেরা বলিতে লাগিলেন :—এই ব্রাহ্মণ হয় গর্ব্বিত নতুবা মোহপ্রাপ্ত নতুবা লোভচপল। তাই পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া এরূপ কার্য্য করিতেছে। কেহ বলিতেছে তোমরা ইহাকে নিবারণ করিও না। নিশ্চয়ই আমরা উপ হাসাস্পদ হইব না, আমাদের কোন প্রকার লাঘবও হইবে না এবং আমরা রাজাদিগের দ্বেষ্যও হইব না। দেখ এই সুন্দর যুবা পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, ইহার আকৃতি প্রশান্ত ও গম্ভীর, গতি মৃগেন্দ্রবৎ, বিক্রম গজেন্দ্রতুল্য, ইহার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দৃষ্টে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ইনি কখনই বিফল-প্রযত্ন হইবেন না। দেখ ইঁহার কি জ্বলন্ত উৎসাহ, যে অক্ষম সে কখনই কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না। ফলে এই ত্রিভুবনে ব্রাহ্মণের অসাধ্য কি আছে? অনাহার, বায়ু আহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও তাহাদের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস কখনই হয় না। ব্রাহ্মণ সৎ কর্ম্মই করুন বা অসৎ কর্ম্মই করুন, কদাপি অপমানিত হন না। কারণ সুখজনক বা দুঃখজনক, সামান্য বা মহৎ সকল কার্য্যই ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ জামদগ্ন্য পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়কে একবিংশতি বার সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন :—

কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ,
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন!
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ,
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন জন?
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ,
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ?

ব্রাহ্মণেরা ছাড়িয়া দিল। অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিতে যাইতেছেন তখন রাজগণ উপহাস করিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, দেখ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ পাগল হইয়াছে, কেহ বলিতেছেন—

নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব,
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব।

কোন রাজা অর্জ্জুনের আকার, ভঙ্গি, গঠন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন—অন্যকে দেখাইয়া বলিতেছেন, বুঝি এ ব্যক্তি সামান্য মনুষ্য নহে। মনে হয় এ ব্যক্তি শতবার লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ। বুঝি এ ব্যক্তি উপস্থিত ভূপালবৃন্দকে তৃণবৎ বিবেচনা করে আরও বলিলেন :—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি ;
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা,
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল,
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর,
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর।
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত,
করিকর যুগবর জানু সুবলিত।
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে,
অগ্নি অংশু যেন পাংশু রাখিয়াছে ঢেকে।"

কাশীরাম রাজাদিগের মুখ হইতে এই বিচার বাহির করিয়াছেন ; আমরা মূল হইতে দেখাইয়াছি, ইহা ব্রাহ্মণদিগের কথা।

ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ভাল মন্দ বিচার করিতেছেন, ফাল্গুনী ইতিমধ্যে শরাসন সমীপে গমন করিয়াছেন, অচলবৎ সেখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যেন মনে মনে কোন কিছু করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন কর্ণে আসিতেছে। কেহ বলিতেছেন, ঐ দেখ লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণতনয় ধনুর নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি ভাবে যেন কাহাকে স্মরণ করিতেছে, দেখ দেখ এত রাজা লক্ষ্যভেদ করিতে চেষ্টা করিল, কেহই তো এই ভক্তির ব্যাপার দেখায় নাই। ঐ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদ করিবে। যে আশীর্ব্বাদ আপনা হইতে বাহির হয়, তাহাই অমোঘ। এখন সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া অর্জ্জুনের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

এই মতে সর্ব্বজনে করিছে বিচার।
ধনুর নিকটে যান কুন্তীর কুমার॥

প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিনবার।
শিবদাতা শিবে করিলেন নমস্কার॥
বাম করে ধরি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
অবহেলে নোয়াইল কর্ণদত্ত গুণ॥
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সে শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সবার॥

অর্জ্জুন প্রথমে দেব দেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। যে ধনু সসজ্জ করিতে জরাসন্ধ, শিশুপাল, শল্য, শাল্ব, দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারদর্শী নৃসিংহ-বৃন্দ অসমর্থ, ফাল্গুনী অবলীলাক্রমে সেই শরাসনে জ্যা রোপণ করিলেন। ধনুকে টঙ্কার দিলেন।

সকলে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ত্রেতাযুগে রাজমণি শ্রীরামচন্দ্র হরধনু উত্তোলন করিলে যেমন বিদেহরাজদুহিতার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইয়াছিল, সব্যসাচী ধনুষ্টঙ্কার প্রদান করিলে যাজ্ঞসেনীর তাহাই হইল; হস্তস্থিত কাঞ্চনী মালা কাঁপিয়া উঠিল। জলভরা মেঘের মত নীল নলিনাভ নয়নযুগলে শত সাধ ফুটিয়া উঠিল। ধনুকে টঙ্কার দিয়াছেন, লক্ষ্য ভেদ করিতে যান, ধনঞ্জয় সহসা নিবৃত্ত হইলেন। ইচ্ছা, গুরুকে প্রণাম করেন, কিন্তু এসময়ে পরিচয় কিরূপে হইবে? বার বৎসরের পর গুরুদর্শন—না জানাইয়া কি থাকা যায়? ধনঞ্জয় স্থির—সহসা সকলে দেখিল, অর্জ্জুন বড়ই প্রফুল্ল হইয়াছেন, তাহার মনে পড়িয়াছে:—

পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে আমারে,
বাঞ্ছা যদি আমারে প্রণাম করিবারে।
আগে এক অস্ত্র মারি কর সম্বোধন,
অন্য অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন।

কিন্তু ভূমিতলে বড়ই লোকের ভিড়। অর্জ্জুন সর্ব্বসমক্ষে নিজ বিদ্যা দ্বারা গুরুর মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য শূন্যে দুই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বরুণ অস্ত্র শ্রীগুরুর চরণ ধৌত করিয়া দিল, অন্য অস্ত্র চরণে প্রণাম করিল। বিস্ময়ে দ্রোণগুরু পুনঃ পুনঃ লক্ষ্যবেদ্ধার প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। ভাবিতেছেন আমার প্রিয় শিষ্য, "পূর্ব্বেই তো ভাবিয়াছিলাম ইহাদের বিনাশ নাই"—গুরু সজলনয়নে দেখিতেছেন, চক্ষে চক্ষু পড়িল—দ্রোণের হৃদয় ব্যাকুল

হইয়া উঠিল, হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে অর্জ্জুন গুরুকে দেখাইয়া ভীষ্মকে শত শত নমস্কার করিলেন। দ্রোণের পার্শ্বেই ভীষ্ম। অশ্রুপূর্ণ লোচনে গুরু কুরুপিতামহকে দেখাইতেছেন, দেখ ভীষ্ম, লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমায় প্রণাম করিতেছে। ভীষ্ম দ্রোণের গদগদবাক্যে যেন কি দেখিতেছেন অথচ ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না।

ভীষ্ম বলে আমি ক্ষত্র ও হয় ব্রাহ্মণ,
আমারে প্রণাম করে কিসের কারণ?

"ও ব্রাহ্মণ নহে, ক্ষত্রিয় ছদ্মবেশী" দ্রোণ এই উত্তর করিলেন। দ্রোণ আবার বলিতে লাগিলেন—আজ তোমার আমার সমক্ষে এ যে বিদ্যা দেখাইল, এবিদ্যা ত কেহই জানে না।

"বড় বড় রাজা ইহা কেহই না জানে,
এ বিদ্যা পাইবে কোথা দরিদ্র ব্রাহ্মণে।
বিশেষ তোমাকে যে করিল নমস্কার,
তোমার বংশেতে জন্ম হয়েছে উহার।

ভীষ্ম বার বার দেখিতেছেন। আশ্চর্য্য! যত দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা করে, এ কি আত্মজন? হায়, কাহাকে কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছে! আজ যে বার বৎসর তাহাদের সংবাদ নাই। ভীষ্ম তখন দ্রোণকে বলিতে লাগিলেন, আচার্য্য প্রাণ ত বড়ই অস্থির হইতেছে! বড়ই জ্বালা বোধ হইতেছে, আবার বড়ই সুখবোধ হইতেছে—

নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্রমুখ।
কহনে না যায় কত জন্মিতেছে সুখ॥
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে।
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে?

ভরদ্বাজ ঋষির পুত্র, পরশুরামের শিষ্য—এই দ্রোণাচার্য্য। এই দ্রোণ ইতস্ততঃ করিতেছেন। সমাজে দৃষ্টি সকলকেই করিতে হয়। দ্রোণ বলিলেন; পিতামহ!

"স্বপক্ষ বিপক্ষ দেখি চিত্তে কিছু ডরি,
নতুবা বলিতে বাধা কিছু নাহি করি।
বিশেষ অনেক দিন মরিল যে জনে
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে।"

উৎকণ্ঠা আরও বাড়িল, ভীষ্ম যেন যুবকের মুখমণ্ডলে চিরপরিচিত কোন

আত্মজনকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। চক্ষুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতেছে—বলিতেছেন—

"কহ গুরু কহ কহ কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহুদিন কিবা নাম তার" ॥

ভীষ্ম বুঝিয়াছেন, তখন দ্রোণ মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—

পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিলাম অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার ॥
সেই হেতু এই বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে।
আমারে দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে ॥
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তেঁই পার্থ বলি এরে লয় মম মনে ॥

ভীষ্ম কাঁদিতেছেন। নয়নের জলে অঙ্গের দুকুল ভিজিয়া যাইতেছে, সন্দেহ-মেঘে আশার বিজুলী চমকিতেছে। ভীষ্ম ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন—

কি কহিলা আচার্য্য করিলা কোন কর্ম্ম।
জ্বালিলা নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম ॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাব সেই সাধুপুত্রগণে ॥

দ্রোণ ভীষ্মকে প্রবোধ দিতেছেন :—

নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর নন্দন।
দৈব হৈতে জন্মিল পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
পাণ্ডব পুড়িয়া মরে কহে সর্ব্বজনে।
সে কথায় আমার প্রত্যয় নাহি মনে ॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তারা গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিবস শর্ব্বরী ॥
হেন নীতি উক্তি আছে মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক ক্ষিতিতলে ॥

লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে, ধনঞ্জয়। ভীষ্ম দ্রোণের ইহা নিশ্চয় হইয়া গেল। তখন দুইজনে হৃষ্টমনে শত শত আশীর্ব্বাদ করিলেন। শতবার কল্যাণকামনা করিলেন। দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন ফাল্গুনী লক্ষ্যভেদ

করিয়া দ্রুপদ রাজকন্যা লাভ করিতে পারে। পিতামহের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছিল, বিশেষ দ্রোণাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ "অমোঘাঃ ব্রহ্মণাশিষঃ।" পার্থ সমস্ত কার্য্যই শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করেন।

"তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড় হাঁতে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য হয় যেই ভিতে॥"

কৃষ্ণ কল্যাণবাক্য উচ্চারণ করিলেন। বলদেবকে দেখাইলেন

অবধানে হের দেখ রেবতীরমণ।
তোমারে প্রণমে পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
কল্যাণ করহ যেন বিন্ধে পার্থ লক্ষ্য।—
হউক পাঞ্চালী লাভ—

কৃষ্ণের কথা শেষ হইতে না হইতেই বলভদ্র বলিয়া উঠিলেন—আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করুক,

কিন্তু একা ধনঞ্জয় সমূহ বিপক্ষ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ॥
অনুপমরূপা কৃষ্ণা অনঙ্গমোহিনী।
সবাকার মন হরিয়াছে সে ভামিনী॥
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজগণ।
কন্যা হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে জানে॥
এত লোকে কি করিবে পার্থ এক জনে?

বলভদ্রের মনের ভাব দুর্য্যোধন দ্রৌপদী লাভ করে। যে বিপদের কথা উল্লেখ করিতেছেন, বলভদ্রের ইচ্ছা যেন এইরূপ একটা গোলযোগ হইলে ভাল হয়। যেন অর্জ্জুনকে লক্ষ রাজা মিলিয়া পরাস্ত করিয়া দ্রৌপদীকে দুর্য্যোধন হস্তে সমর্পণ করে। বলভদ্র নিজে তাহাতে সহায় হইবেন। বলভদ্রের ইহাই ইচ্ছা। কিন্তু কৃষ্ণের নিকটে কি কেহ মনের ভাব গোপন করিতে পারে? অন্তর্যামীর নিকট গোপন কি সম্ভব? পার্থের উপর অত্যাচার হইবে? জগন্নাথ জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর দিতেছেন—বলদেব বলিয়াই বলিতেছেন, অন্যে হইলে হাস্য করিতেন— কার্য্যকালে কার্য্য করিয়া দেখাইতেন—"আমি যার আশ্রয় তার বিপদ কি মানুষে করিতে পারে?" বলদেবকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন প্রভু! তুমি আমি থাকিতেও রাজগণ ধনঞ্জয়ের প্রতি

অত্যাচার করিবে? সাধুর পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য না আমরা অবতার গ্রহণ করিয়াছি? আমাদের সম্মুখে দুষ্কৃত হইবে আর আমরা দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিব?"

"মম বিদ্যমানেতে করিবে বলাৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার?
জগৎ জনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফল দাতা॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এনাম ধরিব॥
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে যেন নিঃক্ষত্রিয় কৈল ভৃগুপতি॥
বিশেষ করিতে নাশ অবনীর ভার।
তেঁই জন্ম অবনীতে হ'য়েছে আমার॥"

কৃষ্ণ আর কিছুই বলিলেন না। বলভদ্র কৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিলেন এবং কৃষ্ণের বাক্যে অর্জ্জুনকে আবার আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অর্জ্জুন সর্ব্বশেষে ধর্ম্মকে ভক্তিভবে প্রণাম করিলেন, যুধিষ্ঠির দ্বিজগণকে বলিতে লাগিলেন—

লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলি॥

সকল ব্রাহ্মণ স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিলেন, আর আশীর্ব্বাদ করিলেন 'পাঞ্চালী লাভ হউক।'

প্রণামের কথা এত লেখা কেন? কর্ম্মে আমি কর্ত্তা এই জ্ঞানই বিনাশের মূল। ভক্তগণ "আমি করিতেছি" ইহা বলিতে চান না। এ জন্য কর্ম্ম করিতে হইলে সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া কর্ম্ম করাই বিধি। আমা দ্বারা হইল না, সকলের আশীর্ব্বাদে হইল। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। সকলের আশীর্ব্বাদে হইতেছে এই বোধ হইলে অহঙ্কার থাকে না। ভক্ত অহঙ্কারকে বড় ভয় করেন। আর ভগবানও বলেন—

মন্ত্রৈরযুক্তঃ পরদারসেবী আচারহীনঃ পরসেবকশ্চ।
সঙ্কীর্ণচারী পরিবাদশীলস্তং নিষ্ঠুরং দম্ভময়ং ত্যজামি॥

যেখানে দম্ভ সে স্থানে ভগবান থাকেন না।

সেই বিরাট সভায় একলক্ষ নরপতি সমীপে অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিতে দাঁড়াইলেন। পাঁচটী শর গ্রহণ করিয়া ছিদ্রপথে অতিকষ্টে বেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। চারি দিকে জয়ধ্বনি পড়িল। অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ স্ব স্ব বসন বিধূনন পূর্ব্বক মহোল্লাস করিয়া উঠিলেন। নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইল। বাদ্যকরেরা তূর্য্যবাদন করিল। সুকণ্ঠ সূত ও মাধবগণ স্তুতি পাঠ করিল।

উপনিষদে আর এক লক্ষ্যভেদের কথার উল্লেখ আছে—

"ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্যবিদ্ধি॥
প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

মুণ্ডক ২।২।৩-৪

এতদ্দৃষ্টে অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ রূপক মাত্র. যাঁহারা অনুমান করেন, তাঁহারা আহার বিহারাদি সমস্ত ব্যাপারকেই রূপক বলেন। এক ব্রহ্মই সত্য, তিনিই আছেন আর সকলই ইন্দ্রজাল। জগৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র। সব মায়া বা মিথ্যা। জগৎ যখন মিথ্যা তখন যে যুধিষ্ঠির আকাশ ঘন, ভীম বায়ু ঘন, অর্জ্জুন তেজ ঘন, আর সমস্তই ব্রহ্ম ঘন ভাবে প্রতিফলিত হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কথাটা গাঢ় চিন্তার বিষয় বটে।

দ্বিতীয় অংশ।

স্বয়ম্বর যুদ্ধ।

ব্রাহ্মণ লক্ষ্যভেদ করিল। রাজগণ পূর্ব্ব হইতেই দ্রুপদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ হয়ত ছদ্মবেশী। দ্রুপদের মনে সন্দেহ হইয়াছে। আকার দেখিয়া দ্রুপদ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ভাবিতেছেন যুদ্ধ বাধিলে সৈন্য সামন্ত দিয়া জামাতার সহায়তা করিবেন। দ্রুপদ জানিতেন না যে এই সেই! যাহার জন্য স্বয়ম্বর করাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের জয়শব্দ চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইল। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারি ভাই একত্র হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত কর্ম্মশালে ফিরিয়া যাইতেছেন, পাছে দুর্য্যোধনের নিকট সমস্ত

প্রকাশ পায়। ভীমকে রাখিয়া গেলেন যদি যুদ্ধ বাধে। লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে, কৃষ্ণা লজ্জাবনত মুখে বাসবসম কুন্তীপুত্র সমীপে মাল্য ও শুভ্র বসন গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন। অমনি অর্জ্জুন কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্রুপদ রাজা ব্রাহ্মণকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজগণ ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। স্বয়ম্বর-বিবাহ ক্ষত্রিয়েরই শাস্ত্রসম্মত। দ্রুপদ আমাদের অপমান করিয়াছে। এই দুরাত্মা নৃপাধমকে সপুত্র বিনাশ কর, আর যদি এই কন্যা আমাদের কাহাকেও মনোনীত না করে তবে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিব। ব্রাহ্মণ অবধ্য, ব্রাহ্মণকে কিছুই বলা হইবে না এই স্থির করিয়া ক্রোধান্ধ রাজ-শার্দ্দূলগণ দ্রুপদের প্রাণসংহার জন্য ধাবমান হইলেন। দ্রুপদ রাজা ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে দুই দিক হইতে ভীমার্জ্জুন মদস্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ ও বৃক্ষোৎপাটন পূর্ব্বক রাজাদিগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্রৌপদী অর্জ্জুনের নিকট দাঁড়াইয়া। আর যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সঙ্গে রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন জন্য বাহির হইয়াছেন।

যুদ্ধ বাধিবে, প্রায় সকল স্থানেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে মহানুভব কৃষ্ণ বলদেবকে দেখাইয়া দিতেছেন "মহাশয়। যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন ইঁহার নাম বৃকোদর। আর এই যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীত ভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, আর কুমারতুল্য সুকুমার এই কুমার যুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে ইহারাই নকুল সহদেব হইবে। শুনিয়াছিলাম যে পৃথা পুত্রগণ সমভিব্যহারে জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন তাহা যথার্থ বটে।"

যাহা হউক, যুদ্ধ বাধিল। ব্রাহ্মণেরা অজিন ও কমণ্ডলু গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আমরা তোমাদিগের পক্ষ হইয়া রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।" অর্জ্জুন হাস্য করিলেন। সকলের পদধূলি মস্তকে লইলেন, বলিলেন— আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি রাজাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব। অর্জ্জুন আরও বলিলেন—

তোমরা সকলে আইস কিসের কারণ।
দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন॥
যাহারে করহ ভস্ম মুখের বচনে।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নাহি সুশোভনে॥

রাজন্যবর্গের মধ্যে কর্ণ অর্জ্জুনকে এবং শল্য ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন একা আর এই সমুদ্রসমান নরপতিগণ চারিদিকে আক্রমণ করিতেছে। আমরা, যেখানে যেখানে কাশীরাম মূল হইতে সরিয়া আসিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমে অর্জ্জুন একবার লক্ষ্যভেদ কবিলেন। দ্রৌপদী ববণ করিতে যাইতেছেন, রাজগণ বলিয়া উঠিলেন—

"ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে 'হীনজাতি'।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি?
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥"

ব্রাহ্মণ হীনজাতি নহে, একথা কাশীরাম জানিতেন। তবে এ কোন মুদ্রাকর প্রমাদ হইতে পাবে। যাহা হউক রাজগণ গোল তুলিলেন। লক্ষ ক্রোশ উৰ্দ্ধে লক্ষ্য আছে। উহা ভূমিতলে পাতিত না করিলে কিরূপে প্রত্যয় হইবে? দুষ্টমতি রাজগণ লক্ষ্যভেদ অমঞ্জুর করিল।

শুনিয়া বিস্মিত হইল পাঞ্চাল নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কেন কর সবে।
মিথ্যা কথা যে কহে সে কার্য্য নাহি লভে॥
কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে?
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়॥

অর্জ্জুন আবার শরাসন গ্রহণ করিলেন, বলিলেন—

একবার নয় বলি সম্মুখে সবার।
যতবার বলিবে বিন্ধিব ততবার॥

এবারে লক্ষ্য কাটিয়া ভূমিতলে পাড়িলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

দ্রৌপদী কাঞ্চনীমালা হস্তে বরণার্থ আসিয়াছেন, পার্থ মাল্য দিতে নিষেধ করিলেন। 'জ্যেষ্ঠের এখন বিবাহ হয় নাই' পার্থের মনের ভাব এই। রাজগণ নানাপ্রকার অনুমান করিল,

এক জন প্রতি আর জন দেখাইল।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল॥
সহজে দরিদ্র দ্বিজ অন্ন নাহি মিলে।
ছিন্ন চর্ম্ম পাদুকা যুগল পদতলে॥
অতি সে দরিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শিব দেখ জটার আধান।
হেন জন হেতু নাহি রাজকন্যা শোভে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে॥

ব্যাসের বর্ণনায় ব্রাহ্মণের এরূপ অবস্থা, এরূপ ধনলোভ আমরা দেখি নাই। কাশীরামের সময়ে এবং উপস্থিতকালে ব্রাহ্মণ দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে।

রাজা দুর্য্যোধন একজন দূত পাঠাইয়া দিয়াছেন। দূত আসিয়া লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিল।

দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিব সভায়॥
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
একশত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করা'ব॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ দুহিতা।

কাশীরামের অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—

দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তো সবার থাকে যদি মনে॥
আমি দিব তো সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানারত্ন দিব যে আনিয়া॥
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি॥

এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডার পরে যুদ্ধ বাধিল। রাজগণ ভীমার্জ্জুনকে শত পুর করিয়া ঘিরিয়াছেন—'দ্রুপদকে সবংশে বিনাশ কর—কন্যাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর—

এই বলিতে বলিতে বহু রাজা চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। অর্জ্জুন রাজগণের প্রতি ধাবমান হইতেছেন, রাম বলিতেছেন, দেখ কৃষ্ণ! পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই অভিনীত হইতে চলিল। একা পার্থের কি সাধ্য এই লক্ষ নরপতিকে নিবারণ করে? দেখ এই রাজগণ প্রতিজ্ঞা করিতেছে, "এই ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে কন্যা প্রদান করিব।" রামের বাক্যে কৃষ্ণ চঞ্চল হইয়াছেন। কতক্ষণ কোন উত্তর করিলেন না। পরে—

ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর।
যে বলিলা সত্য দেব যাদব ঈশ্বর॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল এক জনে।
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্যপরাণে॥

দেব—এ কথা সত্য যে মানুষে এ কার্য্য পারে না। কিন্তু প্রভু—

অর্জ্জুনের পরাক্রম নাহি জান তুমি।
মুহূর্ত্তে জিনিতে পারে সসাগরা ভূমি॥
মানুষ যতেক আর সুরাসুর সহ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ॥
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ।
তারে কি করিতে পারে রাজগণ ছাগ॥

কৃষ্ণ আরও বলিতেছেন রাজগণ যে অর্জ্জুন বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে কন্যা দিবে বলিতেছে; সে কথা সত্য, কিন্তু—

নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে।
ব্যাঘ্র-মুখে আমিষ শৃগাল কোথা ধরে॥
তবে যদি অর্জ্জুনের ন্যূনতা দেখিব।
সুদর্শন চক্রে আমি সবারে ছেদিব॥

বলিতে বলিতে কৃষ্ণের ক্রোধের উদ্রেক হইল। পদ্মপলাশ-লোচন কোকনদরূপ ধারণ করিল। বলদেব ভীত হইলেন পাছে দুর্য্যোধনের অনিষ্ট হয়! বলদেব বলিতে লাগিলেন, 'কৃষ্ণ এ বিবাদে আমাদের কি প্রয়োজন?' গোবিন্দ ভ্রাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না অঙ্গীকার করিলেন।

এদিকে চারিধারে তুমুল কোলাহল উঠিল। মূলে দেখিতে পাই দ্রোপদী কোন কথাই কহেন নাই, কিন্তু কাশীরাম দ্রৌপদীর মুখ হইতে দুই চারিটি কথা বাহির করিয়াছেন। এ কেবল অর্জ্জুন-চরিত্র প্রস্ফুটিত করিবার জন্য।

দ্রৌপদী পিতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। বলিতেছেন দ্বিজবর! সমুদ্র-সমান এই সমস্ত নরপতি, আর তুমি একক, পিতারও এরূপ বল নাই কিরূপে নিষ্কৃতি হইবে?

অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ তুমি পাছে॥
কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বলে, শুন গুণবতি।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি॥
শক্তিরূপে মম পাশে দাঁড়াও সুন্দরি।
আপনি দেখহ আমি কিরূপ আচরি॥
একার প্রতাপ তুমি নাহি জান সতি।
একা সিংহে নাহি পারে অজা যূথপতি॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে॥
একা ব্যাঘ্র নাশ করে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষ বিষধর মথিল সমুদ্র॥
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেই মতে নৃপগণে বধিব কি শঙ্কা?

অর্জ্জুন কৃষ্ণাকে আশ্বাস দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও সত্যজিৎ ক্ষণকাল জামাতৃপক্ষে যুদ্ধ করিলেন। পরে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

যে সময়ে অর্জ্জুন পশ্চাৎ ফিরিয়া কৃষ্ণাকে আশ্বাস দিতেছিলেন, সেই সময়ে কর্ণ উপহাস করিতে করিতে বলিতে লাগিল ---

কি কর্ম্ম করিস্ দ্বিজ মুখে নাহি লাজ।
পরনারী সম্ভাষহ কেন সভা মাঝ?
আপনার ভার্য্যা আগে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা সনে কর কথোপকথন॥
এ অদ্ভুত কারে কহি উপহাস কথা।
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছে রাজার দুহিতা॥

নেউটিয়া দেখি পার্থ রাধার নন্দনে।
কহিলেন 'কহ কর্ণ আছত জীবনে'॥

পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একটা অগ্নি প্রবাহ ছুটিল। পার্থ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। এই দুরাচার আমাদেব সমস্ত দুর্গতির মূল। আজ আমি ইহাকে বিনাশ করিব। অর্জ্জুন কর্ণে তখন বাক্য-যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অরে কর্ণ দুরাচার ধন্য তোর প্রাণ।
জীয়ন্ত আছিস্ যে খাইয়া মোর বাণ।
কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি কথা কহ।
কোন্ দেশে ঘর তোর আমা না জানহ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি করি উপবোধ।
কার প্রাণ জীয়ে আমি করিলেবে ক্রোধ॥
পার্থ কর্ণ বাক্য শুনি কহিলেন তাবে।
দ্বিজ আমি এই কথা কে বলিল তোরে?
যুদ্ধভয় করি বুঝি কহ এই কথা।
দুর্য্যোধনে ভাণ্ডি রাজ্য খাও তুমি বৃথা॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্রেব বিহিত।
নাহি যুদ্ধ তার সনে যেই রণে ভীত॥
ক্ষত্রনীতি আছে এই শাস্ত্রের বিধান।
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই বিধান॥
তুমি বড় ধর্ম্মপর ধর্ম্মে বড় ভয়।
ভেঞি এক জনেরে বেড়িলে রাজচয়॥
হারিয়া এখন বল করি উপবোধ।
কে বলিল তোমারে করিতে শান্ত ক্রোধ?
যত শক্তি আছে তব নাহি কর ক্ষমা।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জানিহ আমা॥

কর্ণ ও অর্জ্জুন উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে কালান্তক যমের সমান ভীমপরাক্রম এক মহাপুরুষ প্রচণ্ডবেগে বৃক্ষ হস্তে রণস্থলে উপস্থিত। ভীমের কোন বিচার নাই। স্পষ্টই বোধ হয় কুরুকুলবিনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাহাকে পাইতেছেন বৃকোদর তাহাকেই বিনাশ করিতেছেন—জতুগৃহ

দাহ, বনবাস, মাতা ও ভ্রাতাদিগের দুঃখ স্মরণ করিয়া ক্রোধে সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে। বহু সৈন্য বৃকোদর একাই বিনাশ করিল।

মুখ তুলি বৃকোদর যেই দিকে চায়।
পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়॥
সিন্ধুকুল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥
মৃগেন্দ্র বিহার যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে।
দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥

একা ভীম বড়ই মহামারী করিয়া তুলিল।

যেই দিকে বৃকোদর সৈন্যে যায় খেদি।
দুই দিকে তট যেন মধ্যে বহে নদী।

সকলে পলাইতেছে, ভীম যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন। একবার দুর্য্যোধনের দেখা পাইলে বোধ হয় বড়ই অনর্থ হইত। দুর্য্যোধনের দেখা মিলিল না, মিলিল শল্য। ভীম ক্রোধানলে শল্য-পতঙ্গ বড়ই লাঞ্ছিত হইল—

নিরস্ত্র হইল শল্য কিছু নাহি আর।
লাফ দিয়া ধরে তারে পবন কুমার॥
শল্যেরে ধরিল ভীম ভূমে ফেলি বৃক্ষে।
পায় ধরি তাহারে ঘুরায় অন্তরীক্ষে॥

মদ্ররাজ শল্যের আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা অনুরোধ করিলেন, দ্বিজের উপরোধে, বিশেষ মাতুল জানিয়া ভীম শল্যকে ছাড়িয়া দিলেন। উপস্থিত রাজন্যবর্গ হতবুদ্ধি হইয়াছেন—বলাবলি করিতেছেন, এ ব্যক্তি কে?

মল্লযুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে!
এক হলধর আর বৃকোদর পারে॥

এদিকে কর্ণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিতে পারিতেছেন না, কিছুই নিশ্চয় হইতেছে না, কে এ? কোনরূপে ইহাকে হটাইতে পারি না। যুদ্ধে বলহীন হইতেছি।

বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ তুমি বেশধারী কি হেতু ব্রাহ্মণ?
কিম্বা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ॥

কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদী কিম্বা তুমি রাম।
কিম্বা তুঁমি জীয়ন্ত পাণ্ডবার্জ্জুন নাম॥
এত জন মধ্যে তুমি বল কোন জন।
মোর ঠাঁই অন্য কে জীবেক এতক্ষণ॥

কর্ণের সন্দেহ না জানি কে ছদ্মবেশে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অর্জ্জুন হাসিতেছেন তোমায় পরিচয় দিয়া আমার কি হইবে?

মম পরিচয়ে তোর হবে কোন্ কাজ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ॥
একা দেখি বেড়িলে হইয়া লক্ষ লক্ষ!
হারি পরিচয় মাগ হইয়া অশক্য॥
যদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া॥

আবার যুদ্ধ বাধিল। কর্ণ বিরথী হইল, পলায়ন করিল।

সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। রাজগণ আর সহ্য করিতে পারে না। বহু রাজা বিনষ্ট হইল, রক্তে সর্ব্বস্থল কর্দ্দমময় হইল, ঘর বাড়ী প্রাসাদ মন্দির বিনষ্ট হইল।

পাঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ ঘর।
কেবল পাইল রক্ষা দ্রুপদ নগর॥

আর রক্ষা পাইয়াছে ভার্গবের কর্ম্মশালা। দলে দলে প্রজাগণ পলাইতে লাগিল। দ্রুপদের অন্তঃপুরে হাহাকার পড়িল, কে কোথায় পলাইতেছে, কে তাহার উদ্দেশ করে?

বহুলোকের বহুবিধ কল্পনা জল্পনা; আমরা মূলে দেখি রাজগণ আপনা আপনি বিচার করিতে লাগিল:—

মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও কিরীটি ব্যতিরেকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে এমন লোক ভূলোকে কে আছে? কৃষ্ণ ও কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে এমন কাহাকেও দেখা যায় না যে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। বলদেব বৃকোদর এবং দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্য কোন্ বীর মদ্রাধিপতি শল্যকে সমরশায়ী করিতে পারে? রাজগণ নিশ্চয় করিলেন ইহারা যেই হউক যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ অবধ্য, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজে সকলই সম্ভব হইতে পারে।

রাজাদিগের বাক্য কৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল। কৃষ্ণ মধ্যস্থ হইলেন।

বিনম্রবচনে ভূপালবৃন্দকে কহিতে লাগিলেন—

"লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ ধর্ম্মতঃ রাজকন্যাকে লাভ করিয়াছেন—বৃথা যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি ?"

অন্যদিকে দ্রোণ গুরু দুর্য্যোধনকে ডাকিয়া বলিতেছেন, দ্বিজ যথার্থই লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে, তাহার সহিত যুদ্ধ করা অকর্ত্তব্য।

অবিহিত কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্মে নাহি সহে।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈলে কভু জয় নহে॥
অনাথ দুর্ব্বল জনে কৃষ্ণ বল দেন।
দুষ্ট কর্ম্ম ভাল নহে তাঁর বিদ্যমান॥
গরুড় আরূঢ় হ'য়ে আছেন শ্রীপতি।
তাঁর বলে যুঝে বীর হেন লয় মতি॥

এ সমস্ত বর্ণনাতে কাশীরাম বিশেষ গুণপনা দেখাইয়াছেন! মধ্যে মধ্যে রহস্য ছাড়েন নাই। ভীষ্ম দ্রোণ পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন এই দুই ভাই ভীমার্জ্জুন; এক্ষণে গোপনে ভীষ্মকে ডাকিয়া দ্রোণ বলিতেছেন।

হের দেখ বেগে আইসে হাতে তরুবর।
অন্য কেহ নহে এই বীর বৃকোদর॥
পূর্ব্বের বালক বলি যদি জান ভীষ্ম।
পিতামহ বলিয়া না করিবেক ক্ষমা॥
হের দেখ এই দিকে আসে-হাতে গাছে।
জতুগৃহে পোড়াইলা সেই ক্রোধ আছে॥
চল শীঘ্র নহিলে হইবে পরমাদ।
প্রায় বুঝি বৃক্ষ বাড়ী খেতে আছে সাধ॥

জগতে ভীষ্ম এবং দ্রোণতুল্য বীর নাই। কাশীরামের লোকরঞ্জনের জন্য রহস্যও আছে। আরও রঙ্গ কথা আছে। দ্রৌপদী কাতর হইয়া কেশিনীকে ভ্রাতা ও পিতার নিকট পাঠাইয়াছেন দ্রৌপদীর ইচ্ছা যেন তাহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত দেন। তখন পিতা পুত্রে একটু বিবাদ বাধিল। দ্রুপদ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ফিরিল না। কাশীরামের পিতাপুত্রের বিবাদের এ রঙ্গটুকু যাঁহার ইচ্ছা মূলে দেখিতে পারেন। এস্থলে দ্রৌপদীর বিলাপটুকু উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।

কাঁদয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল বৃদ্ধ মম বাপ॥
না জানি যে কিবা হৈল মাতৃ ভ্রাতৃগণ।
বহু বিলাপিয়া দেবী করেন ক্রন্দন॥
কৃষ্ণার রোদন দেখি কন ধনঞ্জয়।
কি হেতু কাঁদহ দেবি কাবে তব ভয়?
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ॥
পার্থ বলে কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয় পঙ্কজ হয় গোবিন্দেব পাদ॥
এ মহা বিপদসিন্ধু তরিতে তবণী।
গোবিন্দকে স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনী॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপদহর্ত্তা সবাকার তাত॥
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি হেন জন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ॥
তাত মাতা রাখ মোর রাখ ভ্রাতাগণ।
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণ॥
তুমি মম সত্য পাল যদি হই সতী।
সব জিনি মোকে ল'ক দ্বিজ মোর পতি॥
দ্রৌপদীর আপদ জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলিয়া তুলেন বাম হাত॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিঃশব্দ হৈল যত রিপু সৈন্য॥

কাশীরামের কল্পনা হইলেও ইহা অতি সুন্দর। বহু ব্যক্তি কাশীরামের মহাভারত পাঠ করেন; আমরা আরও একটু সৌন্দর্য্য দেখাইব। দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়া গোবিন্দ যাদবগণকে পাঞ্চাল নগর রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন—সাত্যকি, সারণ প্রভৃতি কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—

"এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয় বন্ধু বলয়ে সংসার॥

এ মহা শঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন্ কালে তুমি হবে তার সখা॥
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব আমা সবে।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে বাখিব পাণ্ডব॥

বাসুদেব সকলকে সান্ত্বনা কবিলেন, বলিলেন এক্ষণে আমি সকলকে বিনাশ কবিতাম কিন্তু রাম যুদ্ধ কবিতে বারণ কবিলেন। ভ্রাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা পাপ, বিশেষ অর্জ্জুনেব বিক্রম-পবীক্ষাও ইচ্ছা ছিল। যাদবেরা পাঞ্চাল নগর বক্ষা করিয়াছিল, আমবা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। যাহা হউক, যুদ্ধ থামিল। রাজগণ স্ব স্ব গৃহে ফিরিলেন। ভীমার্জ্জুন ভার্গব কর্ম্মশালে দ্রৌপদী সমভি-ব্যবহারে গমন করিলেন।

তৃতীয় অংশ।

ভার্গব কর্ম্মশালে।

পুত্রবৎসলা পৃথা আজ বড়ই চিন্তাতুরা। পুত্রগণ কখন্ ভিক্ষার্থ গিয়াছে এখনও ফিরিতেছে না। যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবের সহিত অগ্রে আসিয়াছেন কিন্তু গৃহে আইসেন নাই। কুন্তী নানা প্রকাব অনিষ্ট আশঙ্কা কবিতেছেন, ভাবিতেছেন হয়ত দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেবা আমার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছে। অথবা কোন নিশাচর তাহাদিগকে বধ কবিল। কুন্তী আজ ব্যাসের কথা, নিজের দৃঢ় বিশ্বাস ভুলিয়াছেন। স্নেহ পদার্থই জীবকে স্বরূপ ভুলাইয়া দেয়। স্নেহই বন্ধনের মূল।

কুন্তী কত কি ভাবিতেছেন। আকাশে মেঘ উঠিল। চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ভীমার্জ্জুন ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে এমন সময়ে ভার্গবালয়ে প্রবেশ করিল। আর গুপ্তভাবে উহাদের পশ্চাতে আসিল ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগ্নীর মায়া ছাড়িতে পারে নাই, বিশেষ একটা কৌতূহল জন্মিয়াছে কে-ইহারা।

ভীম গৃহ দ্বার হইতেই মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন "মা! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষা লব্ধ হইয়াছে।" পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ না বুঝিয়া বলিলেন "যাহা পাইয়াছ সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।" বলিতে বলিতে

বাহিরে আসিলেন, একে একে সকলের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, সর্ব্ব পশ্চাতে পূর্ণশশধরমুখী দ্রুপদরাজনন্দিনীকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভীম!

ভীম বলে জননী এ দ্রুপদদুহিতা।
একচক্রা নগরে শুনিলা যার কথা॥
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল।
তোমার প্রসাদে জয় সর্ব্বত্র হইল॥
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী।
অন্য ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্ন পানি॥

পৃথা বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। বলিতে লাগিলেন, আমি একি কর্ম্ম করিলাম। কুন্তী ধর্ম্মভয়ে চিন্তাকুলা হইয়া যাজ্ঞসেনীর হস্ত ধারণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

কুন্তী দ্রৌপদীকে কোলে লইয়াছেন; বড় শোভা হইল। প্রস্ফুট পদ্মের উপরে যেন স্ফুটনোন্মুখ একটী গোলাপ কেহ বসাইয়া দিয়াছে। যুধিষ্ঠির একটু পূর্ব্বে অন্য দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। গৃহে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, —কুন্তী দ্রৌপদীকে ক্রোড় হইতে নামাইলেন না স্নেহে মুখ চুম্বন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন "পুত্র দেখ এ বিকাশোন্মুখ গোলাপটী কত সুন্দর"—যেন যুধিষ্ঠির কিছুই জানেন না। "যুধিষ্ঠির! কিন্তু আমি কি এক কঠিন কথা কহিয়াছি। ইনি দ্রুপদকন্যা। তোমার অনুজদ্বয় ভিক্ষা বলিয়া বলিল, আমিও অনবধানতা প্রযুক্ত বলিয়াছি, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।"

"সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমার গোচর।
শুনিয়াছ আমি করিলাম যে উত্তর॥
পুত্র হ'য়ে আমা বাক্য লঙ্ঘিবা কি মতে।
না লঙ্ঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে॥
যে মতে সত্যধর্ম তাত নহে মম বাণী।
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদনন্দিনী॥"

উপস্থিত কলিকালে লোকে সত্য কি বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না—সত্য কাহার নাম, কেন বাল্মীকি বলিয়াছেন "বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরোভবেৎ।" বেদ সকলও এক মাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত, অতএব সত্য পালনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য—কেন নীতিশাস্ত্র উল্লেখ করিতেছেন "ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।" কেন মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিতেছেন—

"ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভিস্তৎপুণ্যং প্রাপ্যতে মহৎ
কর্ম্মনান্যেন বা বিপ্রৈর্যৎ সত্যপরিপালনাৎ।"

প্রতিশ্রুত প্রতিপালন দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ অথবা তদনুযায়ী অন্য কোন কার্য্য দ্বারা সেরূপ পুণ্য লাভ হয় না;—অন্যান্য শাস্ত্র কেন বলেন —

"ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎপরং
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ।"

ম ঃ—নি—৩৪।৭৫

কেন বলা হয়

সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপোব্যর্থং উষরে বপনং যথা॥
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥

ম—নি ৩।

এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্মার্থ কলির জীবে ধারণা করিতে পারে না, সত্যের তত্ত্ব যত সহজ ভাবা যায় তত সহজ নহে, বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন

তস্মাৎ সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যৎ পরপ্রীতিকারণং
সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ॥

আরও আছে—

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমাপ্রিয়ং।
অপ্রিয়ঞ্চাহিতঞ্চৈব প্রিয়ঞ্চাপি হিতং বদেৎ॥"

সত্য সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রবাক্য উল্লিখিত হইল। কারণ কুন্তী অনবধান পূর্ব্বক যে বাক্য কহিয়াছেন তাহাই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

সচিত্র ঋষি বাল্মীকী রামায়ণে ৪।৩০।৭২ শ্লোকে বলিতেছেন—

"শুভং বা যদি বা পাপং যোহি বাক্যমুদীরিতং।
সত্যেন প্রতিগৃহ্লাতি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ॥'

ভালই হউক মন্দই হউক, যে বাক্য মুখ হইতে উচ্চারণ করা যায় যে ব্যক্তি তাহা রক্ষা করে তাহাকেই প্রকৃত বীর ও পুরুষোত্তম বলে।

ভ্রষ্টাচারী, বহির্লক্ষ্য, আমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এরূপ বোধবিশিষ্ট ঈশ্বর অবিশ্বাসী

দাম্ভিক জীবের পক্ষে বাল্মীকির কথার অর্থ বোধ নিতান্ত অসম্ভব। সে কালে কিন্তু সত্যের অর্থবোধ লোকে করিতে পারিত। কুন্তীর অনবধান বাক্যেও দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীই হইল। আমরা পরে ইহার বিচার দেখাইব।

যাহা হউক, যুধিষ্ঠির জননীর এইরূপ উক্তি শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুন্তীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ফাল্গুন! যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধানে ইহাঁর পাণি গ্রহণ কর।

কাশীরাম মূলে লক্ষ্য রাখিয়া এ স্থানটী আরও পরিষ্কার করিয়াছেন।

"অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তবে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে॥
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণ।
বিভা আজি কর ভাই দিন শুভক্ষণ॥

অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয়॥
বিবাহ তোমার আগে হইবে আমার?
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার॥
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে।
অনন্তরে আমার শাস্ত্রেতে হেন আছে॥

অর্জ্জুন-চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। এ চরিত্রে সর্ব্বত্রই সংযম, সর্ব্বত্রই শাস্ত্রমর্য্যাদা ও গুরুমর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। অর্জ্জুন আরও বলিলেন, আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করিবেন না। আমি সাধুবিগর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না। বৃকোদর আমি নকুল সহদেব এবং এই রাজকুমারী সকলেই আপনার নিয়োজ্য। অতএব যাহা যশস্কর ও ধর্ম্মকর তাহাই অনুষ্ঠান করুন। যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিতসাধন হইতে পারে আমাদিগকে তাহাই আজ্ঞা করুন। আপনি জানেন আমরা সকলেই আপনার একান্ত বশম্বদ।

অর্জ্জুনের ভক্তিপূর্ণ বাক্যে সকলে মুগ্ধ হইলেন। সকল ভ্রাতাই দ্রৌপদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দ্রৌপদীর জ্বলন্ত রূপরাশি সকলকে মোহিত করিল। যুধিষ্ঠির আকার ইঙ্গিতে সকলের মনের ভাব বুঝিলেন, ব্যাসের কথা স্মরণ হইল। ভেদ ভয়ে অনুজদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, দ্রৌপদী আমাদের

সকলেরই ভার্য্যা হইবেন। সকল ভ্রাতা মনে মনে অগ্রজের কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে লক্ষ্যভেদের ব্যাপার ও দ্রৌপদীর মালাহস্তে আগমন, সর্ব্বাপেক্ষা যাজ্ঞসেনীর সহাস্য বদন মানস চক্ষে আসিতে লাগিল। এই সময়ে ভার্গব কর্ম্মশালে দুইটি সুন্দর মুর্ত্তি দেখা গেল। বড়ই সুন্দর এই দুইটি যুবা পুরুষ। মনে হয় জ্যোতির মানুষ। সকলেই দেখিল কি সুন্দর মুর্ত্তি। দ্রৌপদী অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে দেখিল কি সুন্দর। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার এই প্রথম দর্শন। কাশীরামে অনুরূপ আছে।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া আত্ম পরিচয় দিলেন। বলদেবও তাহাই করিলেন। দ্বাদশ বৎসরের বনবাস ক্লেশ—আজ কিছুই আর মনে নাই। সকলের হৃদয়ে কি এক আনন্দ লহরী উথলিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণ বলরাম তখন পিতৃষসা কুন্তীর চরণ বন্দনা করিলেন।

শূরসেনদুহিতা রাম কৃষ্ণকে কোলে লইয়া কাঁদিতেছেন:—

আজিকার দিন মোর হ'ল সুপ্রভাত।
বার বৎসরের ক্লেশ দূরে গেল তাত॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার॥
দ্বাদশ বৎসর হইল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি॥
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
নাহি জানি এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা॥
গহন কানন ভ্রমি আর কত দেশ।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ॥

কৃষ্ণ পিতৃস্বসাকে সান্ত্বনা করিলেন। দুঃখ দিতেও যতক্ষণ ভুলাইতেও ততক্ষণ। বলিলেন আমার পিতা তোমাদের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সাত দিন অন্নজল গ্রহণ করেন নাই। শেষে আমি বিদুরের নিকট সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করি। ভোগ না করিলে পূর্ব্বের পাপ অপাপ যায় না। তুমি শোক করিও না। তোমার ভোগ শেষ হইয়াছে। কেহ তোমাদের অজ্ঞাতবাস না জানিতে পারে এই উপদেশ দিয়া রামকৃষ্ণ স্কন্দাবারে প্রবেশ করিলেন।

দ্রৌপদী পাণ্ডবদিগের আচরণ দেখিয়া পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন ইঁহারা রাজা, ইঁহারাই পাণ্ডব। কুন্তীর আদরে দ্রৌপদী বুঝিয়াছিলেন এ রাজমহিষী দরিদ্রকুলে

জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া দ্রৌপদী আপনাকে শত ধন্যবাদ দিতেছেন। পূর্ব্বে যে কৃষ্ণের নাম শুনিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, আজ স্বচক্ষে সেই মধুর মূর্ত্তি অবলোকনে দ্রৌপদী সম্বিত হারাইতেছিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণসম। কৃষ্ণসখার গলে মাল্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া দ্রৌপদীর আনন্দ ধরে না। এক এক বার মনে করিতেছেন কিরূপে পিতা এই সংবাদ পান, কিরূপে পিতা জানিতে পারেন যে তাঁহার কন্যা বৃথা শিব পূজা করে নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমার্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভার্গব নিকেতনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহচরগণ অজ্ঞাতসারে নিভৃত প্রদেশ হইতে সমস্তই দেখিতেছিলেন। দ্রৌপদীকে গৃহে রাখিয়া সেই রাত্রে পঞ্চ ভ্রাতা ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল।

কুন্তী দ্রুপদরাজনন্দিনীকে বলিলেন, ভদ্রে! তুমি এই ভিক্ষান্নের অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে বলি, ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত অন্নাকাঙ্ক্ষীদিগকে অন্ন প্রদান কর। সে কালে সকলেই জ্ঞাত ছিলেন কোন প্রকার অন্ন, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিকে না দিয়া ভোজন করিলে পাপ অন্ন ভোজন করা হয়। এখন লোকে পাপ মানে না, এজন্য পশুদিগের মত দুঃখ প্রতিকারে অসমর্থ হইয়া অসময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করে।

আর কুন্তীর মত শাশুড়ী? বধূ বড়ই আদরের বস্তু সত্য, আদরের সময় আদর দেওয়া আবশ্যক। যখন কুন্তী যুধিষ্ঠিরের নিকটে বড় আদর করিয়া, দ্রৌপদীকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যখন প্রীতিভরে শতবার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন, দ্রৌপদী সে আদর কখন ভুলিতে পারিলেন না, কিন্তু আবার গৃহস্থালীর কার্য্য বধূকেই করিতে হইবে। বধূ থাকিতে শ্বশ্রূর কার্য্য করিলে—বধূ থাকিতে গুরুজন যদি কর্ম্ম করেন তবে সেই কর্ম্মে পুত্র ও পুত্রবধূর অকল্যাণ হয়, তখনকার গৃহিণীরা ইহা জানিতেন, এখন জানেন না তাই বহু দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন।

কুন্তী আরও আদেশ করিলেন "এখন যে অন্ন অবশিষ্ট আছে তাহা দুই ভাগ কর, অর্দ্ধেক একদিকে রাখ, অন্য অর্দ্ধেক ছয় ভাগ কর। ঐ ছয় ভাগ আমাদের ছয় জনের; অর্দ্ধেক ভীমের"। ভীম চিরদিন অধিক ভোজন করে। দ্রৌপদী বধূ; এই মাত্র শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন, শ্বশুরালয়ই বা কোথায়? তাঁহার নিমিত্ত কার্য্যের ব্যবস্থা হইল। এই কার্য্য করিতে বলিয়া শাশুড়ী বুঝিলেন তিনি বধূর উপর অনুগ্রহ দেখাইলেন, বধূ বুঝিল শ্বশ্রূ তাঁহাকে কত ভালবাসেন।

যাহা হউক, কুন্তীর আজ্ঞামত কৃষ্ণা সমস্ত কার্য্য করিলেন। ভোজনান্তে সকলে শয়ন করিলেন। এ দৃশ্যও সুন্দর। আমরা এক দেশের কথা জানি, সেখানে সন্তান উপার্জ্জনক্ষম হইলেই পুত্র ও বধূ পালঙ্কে শয়ন করেন, শ্বশুর ও শাশুড়ী নীচে শয়ন করিলেও আপত্তি নাই। কিন্তু যাঁহাদের কথা মহাভারত লিখিতেছেন তাঁহারা জানিতেন, গুরুজনের মর্য্যাদা রক্ষা না হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। গুরু, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণাদির মর্য্যাদা অসুরেরা রক্ষা করিত না, তখনকার সকলেই ইহা জানিত। তথাপি অসুরদিগের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি তাহারা গুরুজনদিগকে কিছু কিছু মান্য করে। ইহাত শয়ন সম্বন্ধে; কিন্তু শাশুড়ী শয্যা প্রস্তুত করিবেন আর বধূ সেই শয্যা বিলাস-শয্যা করিবেন, এ শুনিলেও শ্রোতাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। তখন জননী সন্তানকে স্নেহ করিত স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া। আমরা যে একদেশের প্রথা উল্লেখ করিতেছিলাম সেখানে জননী পুত্রের দাসী। পুত্র, বধূর দাস এজন্য বধূর শাশুড়ী বধূর দাসের দাসী, এদেশের এ দোষ শাশুড়ীর, বধূর নহে। তেজ বলিয়া কোন পদার্থ সে সমাজে নাই।

শয্যা প্রস্তুত হইল। নকুল ও সহদেব ভূমিতলে কুশ-শয্যা করিল। পাঁচ ভাই স্বীয় স্বীয় অজিন বিছাইয়া দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিলেন। কুন্তীর শয্যা সকলের শিরোভাগে এবং দ্রৌপদীর পদতলে। অসুরদিগেরও একরূপ সভ্যতা আছে। শোনা যায় অসুরেরা নাকি ইহার বিপরীত কার্য্য করে। বিচিত্র কি?

দ্রৌপদী রাজকন্যা, কখন কঠোর কার্য্য করেন নাই। ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না। পাণ্ডবদিগের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শনও করেন নাই। যদি দ্রৌপদী আজ কালকার দিনে আবার জন্মিয়া থাকেন, আর যদি তিনি জাতিস্মরা হইয়া থাকেন তবে তাঁহার সে কালের ব্যবহার দেখিয়া আজ তিনি আপনাকে আপনি নির্ব্বোধ বলিয়া যে নিতান্ত দুঃখে কালযাপন করিতেছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কুশ-শয্যায় শয়ান হইয়া পাণ্ডবেরা যুদ্ধের কথা কহিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে থাকিয়া সমস্ত দেখিলেন, সমস্ত শুনিলেন, বুঝিলেন ইঁহারা ক্ষত্রকুলজাত। তখন নিঃশব্দে ভার্গব পর্ণশালা হইতে বাহির হইলেন। পিতার নিকট সমস্তই জ্ঞাপন করিলেন। দ্রুপদ যে ভয় করিতেছেন, বুঝি কোন নীচবংশোদ্ভব শূদ্র বা বৈশ্য দ্রৌপদী লাভ করিয়া তাহার মস্তকে পঙ্কদিগ্ধ চরণ অর্পণ করিয়াছে—এ ভয় নিবারণ হইল। পুত্র বলিল, পিতঃ! আপনার কন্যা পদ্মিনীর ন্যায় হ্রদ হইতে হ্রদান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চতুর্থ অংশ।

দ্রৌপদী বিবাহে বিচার।

লক্ষ্যভেদের রাত্রি প্রভাত হইল। দ্রুপদ অতিপ্রত্যুষেই পাণ্ডবদিগকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। শীঘ্র বিবাহ দিবেন, দিন স্থির হইল। যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে অর্জ্জুনের সহিত যাজ্ঞসেনীর বিবাহ হউক। যুধিষ্ঠির মাতৃআজ্ঞা জানাইলেন। দ্রুপদ বিস্মিত হইলেন। এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে কিন্তু এক স্ত্রীর বহুপতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর হয় না।

আমরা ব্যাসদেবের বংশে সমস্তই অদ্ভুত দেখি। ব্যাসদেবের জন্ম পরাশর ঋষির ঔরসে এবং ধীবর কন্যা কুমারী মৎস্যগন্ধার গর্ভে। এই মৎস্যগন্ধা শাপভ্রষ্টা পিতৃলোককন্যা অচ্ছোদা।

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের জন্ম শুকীরূপধারিণী ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে। ব্যাসদেব স্বয়ং ভ্রাতৃবধূক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যথন কিরূপে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবে ইহার বিচার চলিতেছিল সেই সময় যদৃচ্ছা ক্রমে মহর্ষি দ্বৈপায়ন তথায় আগমন করিলেন। ব্যাসদেব বেদবিভাগকর্ত্তা। তাঁহার সমস্ত বাক্য যুক্তিপূর্ণ। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিনটির যেটি লইবে ব্যাসদেব সকলটিতেই পূর্ণ। ব্যাসদেব নারায়ণের অবতার। দ্রৌপদী বিবাহের বিচারে আমরা ব্যাসদেবের বিলক্ষণ পরিচয় পাই। রাজা দ্রুপদ ব্যাসদেবের মত জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব কহিলেন লোকাচার বিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ এই দুরবগাহ ধর্ম্ম বিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত আমি অগ্রে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

এ বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ তাহা ব্যাসদেব নিজেই স্বীকার করিতেছেন। রাজা দ্রুপদ বলিলেন যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম্ম, আরও ইহা প্রাচীন পুরুষদিগের আচরিত নহে এজন্যও ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন জ্যেষ্ঠ সুশীল ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় কিরূপে গমন করিবেন? ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আমাদের অসাধ্য। কিন্তু কৃষ্ণার পঞ্চস্বামী হইবে ইহা আমি ধর্ম্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না।

যুধিষ্ঠিরের বিচার অন্যরূপ। যুধিষ্ঠির নিজের হৃদয় দেখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয়ে নিযুক্ত হইলেন। বলিলেন, আমি জানি আমার মুখে কখন অসত্য কথা বাহির হয় না, মনেও অধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। আমি দেখিতেছি এ বিবাহে আমার মত আছে। এজন্য ইহাকে অধর্ম্ম বলিতে পারি না। বিশেষ পুরাণে শুনিয়াছি ধর্ম্মপরায়ণা জটিলা নাম্নী গৌতমবংশীয়া এক কন্যা ৭জন ঋষিকে বিবাহ করিয়া-

ছিলেন। বার্ক্ষী নাম্নী মুনিকন্যা, প্রচেতা নামক ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী ছিলেন বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা বলেন গুরু ও মাতা যাহা অনুমতি করেন তাহাই ধর্ম্ম ও নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয়। গুরুমধ্যে মাতা পরম গুরু। এ বিবাহ তাঁহারই আজ্ঞা অতএব ইহা অধর্ম্ম হইতে পারে না।

কুন্তী বলিলেন যুধিষ্ঠিরের কথা সত্য; আমিই অনুজ্ঞা করিতেছি। ব্যাস-দেব সকলের মত শুনিয়া নিজে যাহা মীমাংসা করিলেন সেই মত ধার্য্য হইল।

ব্যাস এ রহস্য সকলের সমক্ষে উদ্ঘাটন করিলেন না। পাণ্ডবগণ, কুন্তী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রুপদ সমভিব্যাহারে ব্যাসদেব নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দ্রোপদীর পঞ্চস্বামী হইবার পূর্ব্বে আমরা অন্য একটী কথা এ স্থানে উত্থাপন করিব। প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে আমরা একটী মন্ত্র দেখিতে পাই

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা
পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহা পাতকনাশনং"।

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, এই পাঁচ কন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া। ইহাদের স্মরণে মহাপাতক নাশ হয়। লোকে বলে এই পাঁচটীই অসতী। অহল্যা ইন্দ্র কর্ত্তৃক ধর্ম্মচ্যুতা বলিয়া গৌতমশাপে পাষাণী হইয়াছিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল। কুন্তীর সূর্য্য, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, বায়ু ও পাণ্ডু এই পঞ্চ পতি, তারার বালি ও সুগ্রীব এবং মন্দোদরীর রাবণ ও বিভীষণ। কিন্তু ইহারা সতী কিরূপে? প্রাতঃস্মরণীয়াই বা কেন?

অহল্যা ব্রহ্মার কন্যা। গৌতম ঋষি অহল্যার স্বামী। ইন্দ্র এই লোকসুন্দরী অহল্যার পতিধর্ম্ম নষ্ট করেন। সে জন্য ইন্দ্রও অভিশপ্ত হয়েন এবং অহল্যা গৌতমাশ্রমে শীলা হইয়া অবস্থিতি করেন। অহল্যা শীলা হইলেন। সর্ব্বাঙ্গে জড়ত্ব কিন্তু মন ও প্রাণ কর্ম্মসক্ষম রহিল। ঋষিগণ কৃপাসাগর, জীবের উন্নতি ভিন্ন অন্য কোন কামনা তাঁহাদের ছিল না। হৃদয় এরূপ দয়াপূর্ণ যে বৃক্ষের শাখা ভঙ্গ করিতে গিয়াও তাঁহারা কাতর হইতেন। নিরন্তর চৈতন্য দেবের ধ্যানে তাঁহারা জগৎ চৈতন্যময় দেখিতেন। বিশ্ব তাঁহাদের চক্ষে জীবভরা। আপন আপন কর্ম্মদোষে কেহ পশু, কেহ মনুষ্য, কেহ দেবতা, কেহ বৃক্ষ, কেহ লতা হইয়াছে ইহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। বৃক্ষরূপী জীব পাছে ব্যথা পায় এজন্য তাঁহারা কাতর হইতেন। "সহস্র শীর্ষোভব" আমার তপঃপ্রভাবে তুমি সহস্রশীর্ষ হও এই আশীর্ব্বাদ করিয়া তবে বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিতেন।

দোষী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলেই কিছু তাহারা দোষমুক্ত হইবে না। ইহা

জানিয়া তাঁহারা এরূপ বলিয়া দিতেন যাহাতে কেহ কেহ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইতে নিত্য ভগবৎ স্মরণ করিতে পারিত। কেহ বা রাক্ষসাদি যোনিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ মাত্রায় দুষ্কৃত করিতে করিতে কর্ম্মক্ষয় করিত। শেষে ভগবৎ স্পর্শে মুক্তি লাভ করিত। বিরাধ রাক্ষস দুর্ব্বাসার শাপে দুর্গতি প্রাপ্ত হইল কিন্তু শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়া বিদ্যাধর হইয়াছিল। আর এই অহল্যা? ইহার অভিসম্পাত হইল।

দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম।
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃপরমমাস্থিতা ॥২৭
আতপানিলবর্ষাদিসহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্।
ধ্যায়ন্তী রামরামেতি মনসা হৃদিসংস্থিতম্ ॥২৮

অহল্যা শাপগ্রস্তা হইয়া সহস্র বৎসর রাম ধ্যান রাম মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। কত বর্ষা কত শীত কত গ্রীষ্ম মাথার উপর কাটিয়া গেল, কত পশু কত পক্ষী সর্ব্বাঙ্গে পদদলিত করিয়া গেল, অহল্যা পাষাণী হইয়া সব সহ্য করিল। প্রতি দুঃখে ঘন ঘন রাম নাম উচ্চারণ করিল, বড়ই কাঁদিতে কাঁদিতে রাম রাম স্মরণ করিল, কতবার প্রাণ ভরিয়া বলিল 'কবে আসিবে প্রভু!' সহস্র বর্ষ ধরিয়া রামরূপে চিত্ত ডুবিয়া রহিল। কোথায় সত্য যুগ—সমস্ত যুগ গেল ত্রেতার অন্তে শ্রীরাম অবতার হইলেন। যে রূপসাগরে ডুবিয়া অহল্যা ভিতরে রামরূপ দেখিতে-ছিল আজ সেই ভগবানের চরণস্পর্শে অহল্যা মানুষী হইল। ভগবৎ বাক্য অহল্যা সম্পূর্ণ প্রতিপালন করিয়াছিল।

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ।" গীতা।

অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবানকে ডাকিলেও যদি মানুষ নিষ্পাপ না হয় তবে কিসে পাপমুক্ত হইবে? রামরূপে ডুবিয়া রামসমুদ্রে স্নান করিয়া অহল্যা পাপমুক্ত হইয়াছিল। তাই অহল্যা প্রাতঃস্মরণীয়া।

নরনারী যতই পাপ করুক, পাপ ত্যাগ করিয়া যদি কাঁদিতে কাঁদিতে ইষ্ট-রূপে ডুবিতে পারে তবে তাহারা প্রাতঃস্মরণীয়, প্রাতঃস্মরণীয়া হয় ইহাই শাস্ত্রের শিক্ষা। দ্রৌপদী কুন্তী কৃষ্ণরূপে, তারা মন্দোদরীও রামরূপে নিরন্তর ডুবিয়া থাকিত এজন্য তাহাদের কোন ব্যভিচার হইতে পারিত না।

আর স্বামীগৃহে থাকিয়া কখন স্বামীকে নারায়ণ ভাবিলাম না, কখন স্বামী-সেবা করিতে করিতে আত্মহারা হইলাম না, কখন স্বামীচিন্তায় বিষয় চিন্তা ছাড়িল

না তুমি সতী কিসে? আমরা দ্রৌপদী কুন্তী ইত্যাদির সতীত্বের কথা বাহুল্য ভয়ে বলিলাম না। ইঁহাদের শাস্ত্রোক্ত চরিত্রে দৃষ্টি পড়িলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে।

এক্ষণে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী কেন হইল ইহা আমরা ভগবান্ ব্যাসদেবের বাক্যানুসরণে দেখাইব।

যাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব কিছুমাত্র বুঝিয়াছেন তাঁহারাই ধারণা করিতে পারেন পরলোক আছে। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম জ্ঞানসম্মত। মনুষ্যে মনুষ্যে পার্থক্য জন্মান্তর না মানিলে কিছুতেই মীমাংসা হয় না। হিন্দু শাস্ত্রের, হিন্দু ধর্ম্মের, বেদ, তন্ত্র পুরাণ ইতিহাসের ভিত্তি এই জন্মান্তর-বাদ।

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী কেন হইল ইহা বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব দ্রৌপদীর তিন জন্মের বিবরণ দিয়াছেন।

দ্রৌপদী সত্য যুগে দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ছিলেন। নাম কেতকী। কেতকী হিমালয়ে মহাদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। গোরূপধারিণী সুরভির পশ্চাতে পাঁচটি বৃষকে মহা যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তপস্বিনীর ধ্যানভঙ্গ হয়। সুরভির অবস্থা দেখিয়া তপস্বিনী ঈষৎ হাস্য করেন। সুরভি উপহাস বুঝিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।

"নব যোনি হ'য়ে তোর হবে পঞ্চ স্বামী"

এই পঞ্চস্বামীও একজন। ব্যাসদেব ইহাও দেখাইয়াছেন।

ব্রহ্মার ইচ্ছাপুত্র সপ্ত প্রজাপতি। তন্মধ্যে মরীচি প্রথম। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের বহু বিবাহ। কশ্যপ ও অদিতি হইতে যে দ্বাদশ আদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের একের নাম ত্বষ্টা। ত্বষ্টার দুই পুত্র বৃত্রাসুর ও ত্রিশিরা। ইন্দ্র বৃত্রাসুর বিনাশ করিলে ত্বষ্টামুনি ইন্দ্রবধাকাঙ্ক্ষায় ত্রিশিরা উৎপাদন করেন। অনাহারী মৌনব্রতী তপস্বী ত্রিশিরাকেও ইন্দ্র বিনাশ করেন। ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং ইন্দ্র বিনাশ সঙ্কল্প করেন। ত্বষ্টা ইন্দ্র বিনাশ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র, ধর্ম্ম, বায়ু ও অশ্বিনী কুমারদ্বয় এবং স্বয়ং এই পাঁচ আত্মা ধারণ করেন। ত্বষ্টাকোপানলে ইন্দ্র অংশ ভস্ম হইল। আর চারি মূর্ত্তি রহিয়া গেল। ত্বষ্টা ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু স্বর্গরাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে ত্বষ্টা আবার ইন্দ্রকে জীবন প্রদান করিলেন। ইন্দ্র যে পাঁচ অংশ হইয়াছিলেন সেই পাঁচ অংশ হইতে এই পঞ্চ পাণ্ডব।

যাহা হউক কেতকী সুরভিশাপে দুঃখিত হইয়া গঙ্গাতীরে ক্রন্দন করিতেছেন। গঙ্গাজলে অশ্রুজল পড়িতেছিল আর কনক কমল ভাসিয়া যাইতেছিল।

যমের যজ্ঞ হইতে সমস্ত দেবগণ স্বস্থানে যাইতেছেন এমন সময়ে গঙ্গাজলে কনকপদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতে পান। সকলে বিস্মিত হইয়াছেন। ইন্দ্র তদন্ত করিতে ধর্ম্ম, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রেরণ করেন। কিন্তু কেতকীর রূপ দেখিয়া সকলেই আসক্ত হয়েন। কেতকী একে একে সকলকে মহাদেবের নিকট লইয়া যান। মহাদেব ইহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন। শেষে ইন্দ্র, স্বয়ং কেতকীর নিকটে আগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত চারি দেবতার ন্যায় আসক্ত হয়েন। কেতকী ইঁহাকেও মহাদেবের নিকট লইয়া যান। হর পার্ব্বতী হিমালয়ে পাশা খেলিতেছিলেন। হর ইন্দ্রকেও বন্দী করিলেন। শেষে ইন্দ্রের বহু কাতর উক্তিতে ঐ পাঁচ জন মুক্ত হয়েন। শিব ইঁহাদিগকে বিষ্ণুসন্নিধানে লইয়া যান। বিষ্ণু ইন্দ্রকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন যে যখন ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও তোমার ভোগেচ্ছা দূর হয় নাই তখন তুমি ও এই চারিজন নরযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। আর এই কেতকী তোমাদিগের ভার্য্যা হইবে। আর আমিও তোমাদের জন্য অবতার গ্রহণ করিব।

কেতকী সত্য যুগে একবার গঙ্গাজলে দেহ ত্যাগ করেন পরে পুনরায় ত্রেতায় শিব উপাসনা করেন "পতিং দেহি" এই বাক্য সুরভি শাপজাত সংস্কারবশে পাঁচবার তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হয়। তাহাতে শিব তোমার পঞ্চস্বামী হইবে এই বর প্রদান করেন। পঞ্চস্বামী হইবে এই লজ্জায় এবারেও কন্যা গঙ্গাজলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়; পরজন্মে কাশিরাজের কন্যা হইয়া তপস্যা করে। এই জন্মে ইন্দ্র বায়ু ধর্ম্ম ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার নিকট আগমন করেন। আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে যাহাকে তোমার ইচ্ছা হয় তাহাকেই স্বামীরূপে গ্রহণ কর। কন্যা পাঁচ জনকে সমান ভাবে দর্শন করে। এই পঞ্চ দেবতা তাহাকে এই বর প্রদান করেন যে পরজন্মে আমরা তোমার স্বামী হইবে। সেই কন্যাই এই দ্রৌপদী। যাহা হউক ব্যাসদেবের বাক্যে সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীতে কেহই আপত্তি করিতে পারে নাই। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী কেন হইল ইহার যাহা মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের সহানুভূতি নাই। তিনি বলিয়াছেন "এই দ্রৌপদীর বহু বিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষের গ্রন্থসমুদ্রমধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীগণের বহু বিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ করিতে পারে প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল এমন কোন প্রমাণ

পাওয়া যায় না।” বঙ্কিম বাবু আমাদের পূজ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই মহাভারতে এই বহু বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বিচার করা হইয়াছে তাহা তিনি দেখেন নাই। যুধিষ্ঠির নিজেই বলিয়াছেন জটীলা নাম্নী গৌতমবংশীয়া কন্যার সাত জন ঋষি পতি ছিলেন এবং বার্ক্ষী নাম্নী কন্যা প্রচেতা নামক ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ প্রমাণ হয় না। আর তিনি মহাভারতে ভগবান্ ব্যাসের অন্য সমস্ত যুক্তিকে মিথ্যা গল্প বলিয়া যে উড়াইয়া দিবেন ইহার মূল পরকালে বিশ্বাস না করা। সর্ব্বশাস্ত্রেই মনুষ্যের বহু জন্মের সংবাদ দেওয়া হইতেছে। বঙ্কিম বাবু বুঝিতে পারেন না, অথবা কোম্‌ত সাহেব বুঝেন নাই বা সেক্ষপীর বুঝিতে পারেন না বলিয়া ঋষিদিগের বাক্য উপকথা হইতে পারে না। যুক্তি বিচার দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় জীব বহু যোনি ভ্রমণ করে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা দেখিতে পান জীব কোথায় যাইতেছে। জীবন্মুক্তের বিশেষত্ব এই। বঙ্কিম বাবু জীবন্মুক্তি বুঝিতে প্রয়াস পান নাই এই জন্য তাঁহার ভ্রমাত্মক মত স্থাপনে চেষ্টা করিয়াছেন এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল ইহা কবি কল্পনা বলিয়া সাহেবদিগের polyandry হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিয়াছেন ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈব। কিন্তু একাল সেকাল নহে কাজেই ব্যাসবাক্যেও অবিশ্বাস। তবে যাঁহারা শাস্ত্র দেখিয়াছেন, শাস্ত্রমত কার্য্য করেন তাঁহারা জানেন এ সমস্তই সত্য। এখন লোকে ঋষিদিগের ত্রিকালদর্শিত্ব মানিতে চায় না অন্য কথা আর কি মানিবে? কিন্তু ব্যাসদেব বিষ্ণুরূপ। হিন্দু ভগবান্ ব্যাসের পূজা করেন শাস্ত্র বলেন—

ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমোনমঃ॥

আবার বলেন,

নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্র নেত্র।
যেন ত্বয়া ভারত তৈলপূর্ণঃ
প্রজ্জ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

এই ব্যাসদেবের কথায় যাঁহার না প্রত্যয় হয় তাঁহার জন্মান্তরীন্ পাপ আছে।

এস্থলে আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে এই প্রশ্নের মীমাংসা দেখাইব। ব্যাস-শিষ্য জৈমিনীর মনে এই সন্দেহ হয়। তিনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই প্রশ্ন

করেন। মার্কণ্ডেয় রেবা-সলিলকণা-পরিষিক্ত বিন্ধ্যপর্ব্বতনিবাসী চটক রূপধারী মহাজ্ঞানী দ্রোণ পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট প্রেরণ করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৫মে অধ্যায়ে লিখিত আছে ত্বষ্টাপ্রজাপতির পুত্র ত্রিশিরা অধোমুখে তপস্যাচরণ করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। এই ব্রহ্ম-হত্যা জনিত পাপে ইন্দ্রের তেজোহানি হয়। অধর্ম্মাচরণ জন্য সেই তেজ, ধর্ম্মে প্রবেশ করে। শচীপতি নিস্তেজ হইয়া পড়েন। ত্বষ্টা প্রজাপতি পুত্রের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া মস্তকস্থ একটী জটা উৎপাটন করতঃ অগ্নিতে হোম করেন। ইন্দ্র বিনাশ হয় ইহাই সেই হোমের উদ্দেশ্য। তখন হোমাগ্নি হইতে বৃত্রাসুর উৎপন্ন হয়। ইন্দ্র ভীত হইয়া মরিচ্যাদি ঋষির শরণাপন্ন হন। তখন ঋষিগণের মধ্যস্থতায় ইন্দ্র ও বৃত্রের বন্ধুতা স্থাপিত হয়। ইন্দ্র পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া বৃত্রকে নিহত করেন। বৃত্রহত্যাজনিত পাপ দ্বারা অভিভূত হওয়ায় ইন্দ্রের পুনরায় বলহানি হয়। সেই তেজ ইন্দ্রশরীরচ্যুত হইয়া বলের অধিদেবতা বায়ুতে প্রবেশ করে।

ত্রেতাযুগে ইন্দ্র যখন গৌতমরূপ ধারণ করিয়া অহল্যাকে ধর্ষণ করেন তখনও তাঁহার তেজ হীন হয়। সেই সময়ে শচীপতির মনোহর অঙ্গলাবণ্য ইন্দ্রকে পরি-ত্যাগ করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আশ্রয় করে।

সুররাজ পুনঃপুনঃ হীনবল হইলে দৈত্যগণ ইন্দ্রকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া মদোদ্ধত রাজাদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারত যুদ্ধের রাজগণ মধ্যে দুর্য্যোধন কলি, দুঃশাসনাদি যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব, যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম, কর্ণ সূর্য্য, ভীষ্ম অষ্টম বসু, ভীম পবন, অর্জ্জুন ইন্দ্র, নকুল সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্রোণ বৃহস্পতি, যম বিদুর, শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে। কিছুকাল গত হইলে পৃথিবী দৈত্য-অত্যাচার-পীড়িতা হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে দেব সভায় গমন করেন। দেবতা-গণও পৃথিবীতে রাজারূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

স্বয়ং ধর্ম্ম ইন্দ্রদেহজাত সেই তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করেন তাহাতেই যুধি-ষ্ঠিরের জন্ম হয়। পবন ইন্দ্রসম্বন্ধীয় তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করেন তাহাতেই ভীমের জন্ম। অশ্বিনীকুমারদ্বয় মাদ্রীগর্ভে ইন্দ্র সম্বন্ধীয় তেজ নিক্ষেপ করেন ইহাতে নকুল ও সহদেব জন্ম গ্রহণ করেন। সুররাজের বলার্দ্ধ কুন্তীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং শতক্রতু ইন্দ্রই এই পাঁচ অংশে অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার পত্নী শচী যাজ্ঞসেনী। সুতরাং দ্রৌপদী এক মাত্র ইন্দ্রেরই পত্নী। মহাত্মাগণ স্বীয় শরীরকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন।

যাহা হউক শুভদিনে চন্দ্রমা পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিলে পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল।

বেদবিৎ পুরোহিত কর্তৃক, বহ্নি স্থাপন, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান ইত্যাদি ক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত হইল। প্রথমে যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার শুভ পরিণয় হইল। পুরোহিত যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণাকে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া পাণি গ্রহণ করাইলেন, আর চারি ভ্রাতারও ঐ নিয়মে পরে পরে বিবাহ হইল। কাশীরাম এক সঙ্গেই পাঁচ ভ্রাতার বিবাহ সারিয়াছেন, রহস্য বটে ঃ—

"পঞ্চজন অগ্রে বেদী মধ্যে বসাইল
পঞ্চ ভাই হস্তে হস্তে বন্ধন করিল।
কৃষ্ণা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলী যুধিষ্ঠির হস্ত
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ।
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ
করে পঞ্চজন কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট"।

কোথাও কোথাও দেখা যায় কাশীরাম মূলের সহিত কথায় কথায় ঠিক রাখিয়াছেন। আবার কোন স্থানে মনে হয় রহস্য ভিন্ন কাশীরামের অন্য অভিলাষ নাই। ইহা হইতেই লোকে বলিয়া থাকে কাশীরাম পণ্ডিত ছিলেন না কথকের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিয়াছেন। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কাশীরাম পণ্ডিত ছিলেন, ভক্ত ছিলেন এবং কবি ছিলেন।

বিবাহে পুরাকালে বধূ ও শ্বশ্রূর ব্যবহার কিরূপ ছিল দেখাইয়া আমরা এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

অনেকের ধারণা যে পুরাকালে স্ত্রীলোকদিগের অবগুণ্ঠন থাকিত না। স্ত্রীলোকেরা বিবিদিগের মত থাকিত। অনেকে যখন বলেন, বিশেষ তাঁহারা শিক্ষিত—সে কালে হইতেও পারে। আমরা কিন্তু ব্যাসদেবের লেখায় দেখি "দ্রুপদ রাজার অন্তঃপুরে পুরনারীগণ কুন্তীর চরণ বন্দনা করিলেন। মঙ্গল-সূত্রধারিণী অবগুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রূকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সমীপদেশে দণ্ডায়মানা রহিলেন। কুন্তী স্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন"—এখনকার শিক্ষিতা শ্বশ্রূ কয়জন ইহাঁদের নাম জানেন বলা যায় না; বোধ হয় জানা আবশ্যক নাই বলিয়া শিক্ষা করেন নাই নতুবা একালের মহিলাদিগের কোন বুদ্ধির অভাব কি দেখা যায়।

যাহা হউক কুন্তী বলিতে লাগিলেন বৎসে, ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের প্রতি, স্বাহা

বিভাবসুর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের প্রতি, এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেরূপ ভক্তিমতী ও প্রণয়বতী হইয়াছেন তুমিও ভর্তৃগণের প্রতি তদ্রূপ হইও। হে ভদ্রে! তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামী সহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। হে বৎসে! তুমি অতিথি, গৃহাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনের সৎকারে ব্যাপৃত হইয়া দিন যাপন করিবে। বৎসে! অদ্য তোমাকে যেরূপ অভিনন্দন করিলাম তুমি পুত্রবতী হও পুনর্ব্বার এইরূপ অভিনন্দন করিব।

আমরাও প্রার্থনা করি যেন আবার বধূ ও শ্বশ্রূর ভাব পুরাকালের মত স্থাপিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বিবাহে বহুবিধ সামগ্রী, বহুবিধ ধনরত্ন, যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা—বিদুরাগমন—রাজ্যলাভ।

দ্রুপদরাজবাটীতে পাণ্ডবদিগের বিবাহ হইয়া গেল। কৃষ্ণ দ্বারকায় যাইবেন, যাইবার কালে বিদুরকে সংবাদ দিতে হস্তিনায় আসিলেন। মূলে আছে খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের রাজধানী স্থাপন পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ছিলেন। অনেকবার বলা হইয়াছে কাশীরাম ভক্ত। কৃষ্ণবিদুর সংবাদ ভক্তি-উদ্দীপক।

কৃষ্ণ অকস্মাৎ হস্তিনাপুরে গিয়াছেন। গোপনে বিদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আনন্দজলে বিদুরের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে বিদুর পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলেন করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি গতায়াত।
বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ॥
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কোন দেশে কোনরূপে আছে তারা কোথা॥

মরিল বাঁচিল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই সবে ধর্ম্মবন্ত॥

পাণ্ডবদিগের কথা বলিতে বলিতে বিদুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বড় ভাগ্য ভক্তের। জগন্নাথ স্বহস্তে বিদুরকে ধরিলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। ঠাকুর একটু রহস্য করিলেন বলিলেন, "ভাল বার্ত্তা লহ তুমি ইইয়া খুল্লতাত।" কৃষ্ণ তখন বিদুরের নিকট লক্ষ্যভেদ—যুদ্ধ—বিবাহ ইত্যাদি সমস্ত বিবৃত করিলেন।

"শুনিয়া বিদুর বড় সানন্দ হইয়া।
গোবিন্দ চরণে ধরে ভূমি লোটাইয়া॥
এ কথা এক্ষণে হরি না কহিও আর।
শুনি দুষ্ট লোকে পাছে করে কুবিচার"॥

কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বিদুরকে বলিলেন "আর যদি এই কথা রাষ্ট্র করি তবে কি কর?" বিদুর ভগবানের বড় ভক্ত, ঠাকুর ভক্তের সঙ্গে বড়ই রহস্য করেন। বিদুর কিছুই বলিতে পারে না। ভগবান্ তখন বিদুরকে নির্ভয় করিলেন।

হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ ডরহ কাহারে।
সবে পলাইয়া এল পাণ্ডবের ডরে॥
ভীমার্জ্জুন পরাক্রম অতুল ভূতলে।
এক লক্ষ নৃপতি জিনিল অবহেলে॥

ভগবান্ বিদুরকে এই সংবাদ দিয়া দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন। আমরা মূল গ্রন্থ হইতে জানি খাণ্ডবপ্রস্থ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ছিলেন। পূর্ব্বেও ইহা আর একবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণ বিদায় লইলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমন করিল। কৃষ্ণ সাহস দিয়াছেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন "কৃষ্ণা কুরুকুলে আগমন করিয়াছে" রাজা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই কারণ পাণ্ডবেরা মরিয়াছে ইহা রাজার স্থির ধারণা। দুর্য্যোধন কৃষ্ণা লাভ করিয়াছে শুনিয়া অন্ধরাজ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বিদুর রাজার ভ্রম ভাঙ্গিলেন বলিলেন কৃষ্ণাকে পাণ্ডবেরা বিবাহ করিয়াছে।

"ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে।
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা মুখে॥"

কাশীরাম কিছু বেশী বলিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র বড়ই দুর্ব্বলচরিত্র। অসংযমী মন যেমন যখন যে বলবান ইন্দ্রিয় তাহাকে আকর্ষণ করে, তাহাকেই অনুসরণ করে,

সেইরূপ অন্ধ রাজাও যখন যে যাহা জোর করিয়া বলিত তাহাই ভাল বুঝিতেন। যখন বিদুর বলিলেন পাণ্ডবেরা কৃষ্ণা লাভ করিয়াছে—ধৃতরাষ্ট্র সব ভুলিয়া গিয়াছেন পাণ্ডবেরা মৃত একথাও মনে নাই। পাণ্ডবেরা বরমাল্য পাইয়াছেন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন ভালই হইয়াছে তাহারা পাণ্ডুর পুত্র বটে কিন্তু আমি তাহাদিগকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি। কৃষ্ণাদি যাদবগণ এবং দ্রুপদ রাজা প্রভৃতির সহিত যখন তাহাদের সখ্যতা হইয়াছে তখন আর আমার দুরাত্মা পুত্রদিগের নিস্তার নাই।

পাণ্ডবেরা যে মরিয়াছে তাহাদের যে শ্রাদ্ধ করা হইয়াছিল ধৃতরাষ্ট্রের এ কথা মনে নাই। মনে আছে যে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া তাহার পুত্রদিগকে বিনাশ করিবে।

বিদুর চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই দুর্য্যোধন ও কর্ণ আসিল—জানাইল আপনার কীদৃশ ইচ্ছা? বিপক্ষের বৃদ্ধিকে আপন বৃদ্ধি মনে করিতেছেন? বিদুরের সহিত আপনিও পাণ্ডবের পক্ষে যোগ দিতেছেন? শত্রুবিনাশের জন্য বিশেষ মন্ত্রণা না করিলে আমাদের শুভ নাই।

তৎক্ষণাৎ ধৃতরাষ্ট্রের মন ফিরিল বলিল তোমাদের যাহা অভিলাষ তাহাতেই আমি প্রস্তুত আছি। মন যেমন দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইলে দুষ্ট ভাব প্রকাশ করে, ধৃতরাষ্ট্র দুষ্ট দুর্য্যোধন ও কর্ণের কথায় বহু দুষ্ট বুদ্ধি প্রকাশ করিলেন, বলিলেন তোমরা ঠিক বলিয়াছ। বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন করা উচিত। আমি তন্নিমিত্ত সর্ব্বদাই বিদুরের নিকট পাণ্ডবদিগের গুণকীর্ত্তন করি। এই ধৃতরাষ্ট্র শত করা নব্বই জনের উপর দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি সকলে মন্ত্রণায় নিযুক্ত হইল, কিরূপে পাণ্ডব ধ্বংশ হইবে। ধৃতরাষ্ট্র বড় আগ্রহ করিয়া তাহাই শুনিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন নানাবিধ পরামর্শ বাহির করিল। দ্রুপদকে অর্থে বশ করা যাউক যেন তিনি পাণ্ডবদিগকে ত্যাগ করেন; কিংবা সুহৃদ্ভেদী ব্রাহ্মণ দ্বারা কোন প্রকার উহাদের ভাতৃভেদ উৎপাদন করা যাউক কিম্বা আমাদের অন্তঃপুরের লোক গিয়া পূর্ব্বশোক প্রকাশ করুক এবং কৌশলে বিষ দিয়া ভীমের প্রাণবধ করুক তবে সহজে অর্জ্জুনকে কর্ণ বিনাশ করিতে পারিবে; কিম্বা সুরূপা প্রমদা দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বশ করা যাউক তবে কৃষ্ণা উহাদের অতি অনাদর করিবে। দুর্য্যোধন বহু উপায় বলিল কিন্তু কোন উপায়ই কর্ণের মনে ধরিল না। কর্ণ বলিতে লাগিল।

দ্রুপদ রাজারে রত্ন লোভ করাইবে
ত্রৈলোক্য পাইলে কেহ না ত্যজে পাণ্ডবে॥
একেতে জামাতা আর দ্বিতীয়ে বলিষ্ঠ।
এক্ষণে কি দ্রুপদের আছে পূর্ব্বাদৃষ্ট॥

আর ঐ যে বলিতেছে দ্বিজ দ্বারা ভ্রাতৃভেদ ইহাও সম্ভব নহে। যখন এক স্ত্রী তার পঞ্চস্বামী—তাহাতে ও ভেদ হইল না তাহাতে আর কে তাহাদের ভেদ জন্মাইতে পারে? ভীমকে বিষ প্রয়োগে বিনাশ করে সাধ্য কার? সে চেষ্টাও ত করা হইয়াছিল। তারপরে স্বরূপা প্রমদা

"নারীগণ কি করিবে পাণ্ডবের ঠাঁই।
চক্ষু কোণে পরস্ত্রী না দেখে পঞ্চ ভাই॥"

কর্ণ শেষে নিজের মত প্রকাশ করিল। পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল হইতে না হইতেই যুদ্ধে উহাদিগকে বিনাশ করা উচিত। যদবধি পাণ্ডবগণ গান্ধার রাজ্যে সাহায্য না পাইতেছেন, যতক্ষন পর্য্যন্ত পাঞ্চাল রাজ তাহাদের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর না হইতেছেন বিশেষতঃ—

"যাবৎ না আইসেন কৃষ্ণ যদু বলে।
যাবৎ না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে॥"

তৎকাল মধ্যেই দ্রুপদকে বিনাশ করিয়া পাণ্ডবদিগের উচ্ছেদ সাধন করা হউক। ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের বড় প্রশংসা করিলেন। তথাপি যেন পরামর্শ ঠিক হইল না। যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডব বিনাশ করিতে গেলে ভীষ্মাদি ধৃতরাষ্ট্রকে দোষ দিবে কিন্তু চুপে চুপে পাণ্ডব বিনাশ হইলেই ধৃতরাষ্ট্রের মনের মত কথা হইত। তখন তিনি আর দোষের ভাগী হইতেন না—শতবার মিথ্যা বলিয়া বলিতেন জানি না অথচ কার্য্যসিদ্ধি হইত। কাপুরুষদিগের পরামর্শ এইরূপ। কর্ণ দুষ্ট হইলেও কাপুরুষ ছিলেন না। যাহা হউক কর্ণের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন তোমরা সকলে ভীষ্ম, দ্রোণ, ও বিদুর, পুনরায় মন্ত্রণা কর—যাহা শ্রেয়স্কর হইবে তাহাই করা যাইবে।

ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর সকলে একত্রিত হইলেন। ভীষ্ম উপস্থিত হইলেই ধৃতরাষ্ট্র আপন নির্দ্দোষিত্ব প্রমাণ জন্য শত মিথ্যা কথা কহিতে লাগিলেন।

শুনি যে পাণ্ডবেরা কুন্তীর সহ জীবিত আছে

এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেন।
কিছুই ইহার আমি না বুঝি কারণ ॥
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমার আক্রোশ।
আমি সে সবার স্থানে নাহি করি দোষ ॥
তবে কেন গুপ্তবেশে পাঞ্চালে থাকিয়া।
বিভা কৈল পঞ্চ ভাই মোরে না বলিয়া ॥

দুর্ব্বলচিত্তের বাক্য ঠিক এইরূপ। কোনরূপে লোককে জানাইতে পারিলেই হইল আমি নির্দ্দোষ। এই প্রকৃতির লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে না। আর যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে তাহারা লোকে শত শত নিন্দারাষ্ট্র করিলেও আগে নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখে—হৃদয়-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর! আমিত তোমার নিকট অপরাধী নই। লোকে আমায় অপরাধী বলিতেছে ইহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। জগৎ বিরোধী হউক কোন দুঃখ নাই আমি কেবল তোমার প্রতিই চাই।

ভীষ্ম মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন ধৃতরাষ্ট্র! পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করা আমার অত্যন্ত অনভিমত। আমার নিকট তুমি ও পাণ্ডু উভয়েই সমান। গান্ধারীর পুত্র ও কুন্তীব পুত্র এ দুই আমার নিকট তুল্য। যুদ্ধ করা সর্ব্বতো-ভাবে অবিধেয় বরং অৰ্দ্ধেক রাজ্য দিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি কর। ইহা তাহাদেরও পৈতৃক রাজ্য।

ভীষ্ম তখন দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন বৎস! বিবাদ করিও না। সৌহার্দ্দ্যপূর্ব্বক অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর। এ রাজ্যে উভয়েরই সমান অধিকার। এরূপ করিলেই মঙ্গল নতুবা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করা হইবে। তোমারও অপযশ ঘোষিত হইবে। কীর্ত্তিই মানবের অসাধারণ বল। কীর্ত্তিশূন্য মানবের জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি কীর্ত্তি রক্ষণে যত্নবান হও। আরও দেখ যদবধি পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে তাবৎ পর্য্যন্ত আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না। এক্ষণে তোমার সমস্ত দোষ ক্ষালনের একমাত্র উপায় এই যে তুমি পাণ্ডবদিগকে সসম্মানে আনয়ন করিয়া অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান কর।

আর এক কথা,—পাণ্ডবেরা ধর্ম্মনিরত, অধর্ম্মপরাঙ্মুখ তাহারা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্রও তাহাদের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই সমস্ত বিচার করিয়া পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান কর।

দ্রোণাচার্য্যও ঠিক ঐরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। একটু বেশীও

বলিলেন—বলিলেন যে পাণ্ডবদিগেব নিমিত্ত প্রভূত রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কোন প্রিয়ম্বদ ব্যক্তিকে অবিলম্বে দ্রুপদ সন্নিধানে প্রেরণ কবা হউক। দ্রুপদেব সহিত এই কুটুম্বিতায় তুমি ও দুর্য্যোধন যে বিশেষ প্রীত তাঁহাও পাণ্ডবদিগেব ধাবণা কবান উচিত! আব নানা প্রকাব অলঙ্কার দিয়া দ্রৌপদীকে তুষ্ট কবা হউক এবং পুবনাবীগণ যত্নে কুন্তীকে সন্তুষ্ট করুক!

কর্ণেব পবামর্শ অগ্রাহ্য হইল বিশেষ পাণ্ডবদিগেব স্বপক্ষে কথা হইল দেখিয়া কর্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন, ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন :—

ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে।
সবাই শক্রর পক্ষ খ্যাত এ সংসারে॥
মুখেতে সুহৃদ্ তব অন্তবেতে আন।
যে কহিল বুঝহ করিয়া অনুমান॥
ধন জন সম্পদ এ সবার ভিতবে।
সবাকাবে দিয়াছ না দিবাছ কাহাবে॥
তথাপি পাণ্ডব পক্ষে তোমাব অহিত।
জিহ্বাতে অন্তব বার্ত্তা হতেছে বিদিত॥
বাজা হয়ে যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রণাতে স্ববংশেতে মজে॥

কর্ণ তখন বাজগৃহ নগবে মগধ বংশীয় অম্বুবীচ বাজা কিরূপে দুষ্ট মন্ত্রী মহাকর্ণিব মন্ত্রণাতে স্ববংশে মজিয়াছিলেন সেই দৃষ্টান্ত দেখাইল। দ্রোণ কর্ণেব বাক্য সহ্য কবিলেন না —

শুনি ক্রোধে বলে ভবদ্বাজেব কুমাব।
ওবে দুষ্ট শুনি কহ তোব কি বিচার॥
কলহ করিতে প্রায় চাহ সবা সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যাইতে যম গৃহ॥
ভাল মতে জানি আমি তোব বীরপণা।
দেখিল পাঞ্চাল রাজ্যে তাহা সর্ব্বজনা॥
লক্ষ রাজা সহ একা বেড়িলি অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেলা তেঁই রহিলা জীবনে॥
হেন জন সহ দ্বন্দ্ব চাহ করিবারে।
তোমা সম নির্লজ্জ না দেখি এ সংসারে॥

কি মতে করিব আমি এমত বিচার।
মহাকুল ক্ষয় হবে সবার সংহার॥

ক্রোধে কর্ণ জলিয়া উঠিল! কিন্তু বিদুর কর্ণকে কিছুই বলিতে দিলেন না। রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

মহারাজ, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষা আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেহই নাই। মহারাজ আপনি নিঃশব্দে রহিলেন কেন?

কলহ করিতে বুঝি চাহ নরপতি।
কে তোমার বুঝিবেক অৰ্জ্জুন সংহতি॥
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি।
পাঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি॥
সবারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবা যে করিল বৃকোদর॥
অস্ত্র হীন, বৃক্ষ লয়ে প্রবেশিয়া রণ।
এক লক্ষ নৃপ সৈন্য করিল মথন॥
এক্ষণে সহায় হবে সেই রাজগণ।
সশস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন॥
সহায় সর্ব্বস্ব যার মন্ত্রী বিশ্বপতি।
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী॥
মাতুল নন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ শতেক কুমার॥

এত যাহাদের বল বাড়িয়া গিয়াছে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা কি উচিত?

বিদুরের বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইলেন। বুঝিলেন ভীষ্ম ও দ্রোণের পরামর্শ মতে কার্য্য করা উচিত। বিদুর আরও বলিলেন—মহারাজ, যে পক্ষে কৃষ্ণ সে পক্ষে জয় অবশ্যই হইবে। আরও দেখ পৌর ও জানপদগণ পাণ্ডবেরা জীবিত আছে শুনিয়া তাহাদিগকে দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করা উচিত। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ইহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক, দুর্ব্বুদ্ধি ও বালক। ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া কুরু কুল উৎসন্ন করা আপনার উচিত নহে।

ধৃতরাষ্ট্র তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শ অভ্রান্ত নিশ্চয় করিলেন। বিদুর স্বয়ং পাঞ্চাল দেশে পাণ্ডবদিগকে আনিতে গমন করিলেন। সকলকে

সন্তুষ্ট করিয়া বিদুর, কৃষ্ণা, কুন্তী, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের সহিত হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র সকলের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে পাঠাইলেন। পাণ্ডবেরা সকলের আশীর্ব্বাদ সহ দ্বাদশ বৎসরের পর হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করাইলেন। পাণ্ডবেরা অর্দ্ধেক রাজ্য পাইলেন এবং খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনের অনুমতি পাইলেন।

পাণ্ডবেরা কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে অনতিবিলম্বে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। পবিত্র স্থান নির্দ্ধারিত হইল। শান্তিকার্য্য সম্পন্ন হইল এবং নগরের পরিমাণ নিশ্চয় হইয়া গেল। নগরের নাম হইল ইন্দ্রপ্রস্থ। নগরের যেখানে যাহা আবশ্যক—চারিধারে সমুদ্র সদৃশ পরিখা, তাহার পরে অভ্যুন্নত প্রাচীর, মধ্যে মধ্যে দ্বার, অস্ত্রশস্ত্রসুরক্ষিত অস্ত্রাগার; প্রশস্ত রাজপথ সমূহ, রাজপ্রাসাদসমূহ, ধনাগার, নানা প্রকার বৃক্ষ বাটিকা, উদ্যান বাটিকা, সভাগৃহ, চিত্রগৃহ, বৃহৎ বৃহৎ বাপী, সরোবর, পুষ্করিণী, তড়াগ ইত্যাদিতে নগর সুশোভিত হইল। সর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণ, সর্ব্বভাষাবিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিকগণ এবং নানাবিধ শিল্পীগন নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডব নগরে রাখিয়া সকলের অনুমতি লইয়া দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অংশ।

অর্জ্জুন বর্জ্জন।

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত খাণ্ডব প্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। এক দিন মহর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ধার্ম্মিক হইলেই ঋষিগণের দর্শন লাভ করা যায়।

দেবর্ষি যথাযোগ্য পূজা গ্রহণান্তর দ্রৌপদীকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। দ্রৌপদী অন্তঃপুর হইতে আগমন করিয়া মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। নারদ দ্রৌপদীকে বিবিধ প্রকার আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অন্তঃপুর গমনে অনুমতি করিলেন।

দ্রৌপদী অন্তঃপুরে গমন করিলেন। নারদ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে সুন্দ ও উপসুন্দের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। এই দুই ভ্রাতায় এরূপ সদ্ভাব ছিল যে কেহই ইহাদের ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। এদিকে দুই ভ্রাতায় বিচ্ছেদ না হইলে ইহারা অমর থাকিবে। ইহারা স্বর্গ অধিকার করিয়াছে, দেবতাগণ উৎপীড়িত হইতেছেন। সৃষ্টি ছারখার হইতেছে। শেষে ভ্রাতৃভেদের এক উপায় বাহির হইল। তিলোত্তমা সৃজিত হইল। তিল তিল সৌন্দর্য্য একত্রিত হইয়া এই অপূর্ব্ব স্ত্রীমূর্ত্তি গঠিত হইল। এই স্ত্রী জন্য দুই ভ্রাতায় বিরোধ হইল। দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইল। নারদ কহিলেন "দেখিও যেন স্ত্রীর জন্য ভ্রাতৃবিরোধ না হয়। পাণ্ডবেরা নারদসমক্ষে নিয়ম করিলেন "আমাদের পাঁচ ভ্রাতা যখন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবে তখন অন্য জন তথায় যাইতে পারিবে না। এই নিয়ম যে লঙ্ঘন করিবে তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে।" নারদ সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডবদিগের স্ত্রীর জন্য কখন প্রীতিভঙ্গ হয় নাই।

প্রণয়ভঙ্গ হইল না বটে কিন্তু দৈব বড়ই বলবান। রাজ্য প্রাপ্তির পরে কতিপয় তস্কর এক ব্রাহ্মণের গাভী অপহরণ করিল। ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদিগকে জানাইল। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া অস্ত্র আনিতে গেলেন—দেখিলেন অস্ত্রাগারে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী।

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কাজে কাজেই লঙ্ঘিত হইল। দ্বাদশ বৎসর বনবাস স্বীকার করিয়াও অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার করিলেন।

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন

অতিক্রম করিলাম লঙ্ঘিয়া সময়।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর মহাশয়॥

ভ্রাতৃস্নেহে যুধিষ্ঠির বহু কথা বলিলেন 'তুমি ব্রাহ্মণের উপকারার্থ আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে তাহাতে আমার কোন অনিষ্ট হয় নাই বিশেষতঃ

কনিষ্ঠ ভাইয়ের সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই ঘরে যাবে তাহা যদি দেখে॥

তুমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই॥

পার্থ! তুমি বনে যাইও না। তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না। তুমি যাহা করিয়াছ তাহাতে আমার অণুমাত্রও অবমাননা হয় নাই। কিন্তু অর্জ্জুন ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না। বলিলেন "মহারাজ! আপনি বলিয়াছেন ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না। আপনি স্নেহবশতঃ আমাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। সত্য রক্ষা সম্বন্ধে প্রকারান্তর করাও অসত্য, এজন্য অধর্ম্ম।" বনগমনে অনুমতি প্রদত্ত হইল।

দ্বিতীয় অংশ।

লক্ষণা স্বয়ম্বর।

মূল গ্রন্থে আমরা এই স্থানে লক্ষণা স্বয়ম্বরের উল্লেখ দেখি না। কাশীরাম যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বিবাদের সূচনা আছে। মূল গ্রন্থের সহিত কাশীরামও আমাদের অবলম্বন।

অর্জ্জুন বনবাসে গিয়াছেন। কিছু দিন অতীত হইয়া গেল। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে আসিয়াছেন। উপলক্ষ লক্ষণার স্বয়ম্বর।

লক্ষণা দুর্য্যোধনপত্নী ভানুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কন্যা সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্তা বলিয়া দুর্য্যোধন নাম রাখিয়াছেন লক্ষণা। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া স্বয়ম্বর-সভা আহ্বান করা হইয়াছে।

নানাদেশ হইতে রাজগণ আসিতে লাগিলেন। নারদ ঋষি পূর্ব্বে জাম্বুবতীতনয় শাম্বকে লক্ষণার রূপ ও গুণে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শাম্ব অলক্ষিতে লক্ষণার অপেক্ষা করিতেছেন। ইচ্ছা লক্ষণাকে সভাস্থলে আনয়ন করিবার কালেই হরণ করেন। তাহাই হইল। লক্ষণা রাজ সভায় উপস্থিত হইতে না হইতেই শাম্ব লক্ষণাকে রথে তুলিয়া দ্বারকার পথে রথ চালাইল। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কে চুরি করিল চারিদিকে এই রব উঠিল। "চোরকে ধর" এই বলিতে বলিতে বহুলোক দৌড়িল। মহামানী দুর্য্যোধন বড় অপমানিত হইলেন।

কর্ণকে চোব বাঁধিয়া আনিতে আদেশ কয়া হইল। শাম্ব বালক। যতক্ষণ পাবিল যুদ্ধ কবিল, শেষে কর্ণ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে অনুমতি দিলেন দক্ষিণ মশানে চোবের শিবচ্ছেদ কবা হউক। দুঃশাসন শাম্বকে প্রহাব করিতে করিতে বধার্থ মশানে লইয়া চলিল। শাম্ব কৃষ্ণপুত্র। কৃষ্ণেব কত আদবেব। কৃষ্ণপুত্রকে বক্ষা করিতে কেহই আসিতেছে না! শাম্ব নিঃশব্দে বোদন কবিতেছে—নিঃশব্দে পিতাকে স্মবণ কবিতেছে।

দুর্য্যোধন কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখা! চিনিয়াছ কি কে এ চোর?

কর্ণ বলে মহাবাজ এত গর্ব্ব কাব।
চোব পুত্র বিনা চুবি কে কবিবে আব॥

দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়াছে, বিধিমতে সভা স্থলে কৃষ্ণনিন্দা আবম্ভ কবিল।

গোকুলেতে বাড়িল গোপেব অন্ন খাইয়া।
ক্ষত্র কুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া॥
চুবি কবি সব ঠাঁই এই মত লয।
সহজে চোরেব জাতি কিবা লাজ ভয়॥
সর্ব্বত্র কবিয়া চুবি বাড়িয়াছে মন।
নাহি জানে দুবন্ত এ যমেব সদন॥
সভাতে এমন লজ্জা দিলেক আমায়।
কাটি লৈয়া চোবাবে বিলম্ব না যুয়ায়॥

সভা স্থলে বাজা যুধিষ্ঠিব উপবিষ্ট আছেন। কথা যুধিষ্ঠিরের কাণে গেল যুধিষ্ঠির কৃষ্ণনিন্দা শুনিলেন—দুর্য্যোধনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন। 'কেএ চোব যাহাব শিরশ্ছেদ করিতে অনুমতি দিতেছ?'

দুর্য্যোধন বলেন যুধিষ্ঠির মহাবাজ।
তোমাব কি অগোচব সেই চোববাজ॥
ভাই ভাই বলি যাবে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুবি গোকুল কামিনী॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মকদুহিতা।
পুত্র কাম কৈল চুরি বজ্রনাভসুতা॥
পৌত্র চুবি করিলেক বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী।

দুর্য্যোধন যতই বলিতেছে যুধিষ্ঠিরের চক্ষু ছলছল করিতেছে—যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,

শুন ভাই কৃষ্ণনিন্দা না হয় উচিত।
সবাকার পর কৃষ্ণ সবার বিদিত॥
যে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি।
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি॥

দুর্য্যোধনের হিত কামনা করিয়া যুধিষ্ঠির ইহা বলিতেছিলেন। অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজের মনে হইতেছিল কৃষ্ণ বিরোধে পাছে দুর্য্যোধনের অনিষ্ট হয় এই জন্য অতি শান্ত ভাবে বুঝাইতেছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন বিরক্ত হইতে ছিলেন,

মোর কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার।
তার নিন্দা করিলে এ উত্তর তোমার?

দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া কত কি বলিতেছে।

"স্বরে" কত প্রকার অপমান হয়। কিন্তু সে দিকে যুধিষ্ঠিরের লক্ষ্য নাই। কৃষ্ণপরিবারের কাহাকে কাটিতে আজ্ঞা দিয়াছে? বুঝি বা সর্ব্বনাশ হয়।

যুধিষ্ঠির কহে কন্যা কে করিল চুরি।
আন দেখি তাহারে চিনিতে যদি পারি॥
দুর্য্যোধন বলে চোরে কোন কার্য্য দেখা।
যে কেহ হউক শীঘ্র কাট তার মাথা॥
যুধিষ্ঠির বলে যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তার বধে ভাল কি হইবে দুর্য্যোধন?
কৃষ্ণবৈরী হলে ভাই রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না থুইবে আর॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে বাঁচিবে কোন জন॥

দুর্য্যোধন তখন বলিতে লাগিল "যদি তোমার ভয় হইয়া থাকে তবে এখনি ইন্দ্রপ্রস্থে পলায়ন কর।"

এখনি শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব দুষ্টেরে আমি কারে না ডরাই॥

যুধিষ্ঠির সমস্তই বুঝিলেন। কৃষ্ণপুত্র কতই কাঁদিতেছে, যুধিষ্ঠির ভীমকে ইঙ্গিত করিলেন। বৃকোদর 'একে পায় আরে চায়।' একবারে মশান পানে ছুটিল।

শাম্বকে মারিতে মারিতে দুঃশাসন মশানে লইয়া গিয়াছে। কর্ণযুদ্ধে সুকুমার শাম্বের গাত্রে রুধির ধারা। তাহার উপর পাপিষ্ঠ দুঃশাসন পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতেছে। বালক চীৎকার করিতেছে—দুষ্ট বাম হস্তে ঐ সুকুমার শিশুর চুল ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে খড়্গ তুলিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয় এমন সময়ে ভীম মহাশব্দে সে স্থানে উপনীত হইলেন।

কৃষ্ণ যাঁহার পিতা—হায়! তাহারও এ দুর্গতি কেন? জগৎ পিতা কাহার পিতা নয়, জগৎস্বামী কাহার স্বামী নয়, তবে কেন নিত্যই বধ্যভূমিতে এত জীববিনাশ হয়। কে বুঝিবে একি খেলা তোমার! শাম্ব অন্তিম সময় বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে জগন্নাথের শরণ লইয়াছে তথাপি দেখিতেছে একখানা শাণিত অসি শিরচ্ছেদের জন্য গলদেশের নিকট সবেগে আসিতেছে। ভয়ে বালক চক্ষু বুঝিয়াছে এমন সময়ে কালান্তক যমের ন্যায় বৃকোদর দুঃশাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। হাতের খড়্গ কাড়িয়া লইল—একবারে কৃষ্ণকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বন্ধন মোচন করিল। শাম্ব চক্ষু চাহিল বুঝিল পরিত্রাতা।

ভীম দুঃশাসনকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, বলিলেন—

দুষ্ট দুঃশাসন তোর কি মত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার॥

অধিক কথা কহিবার অবসর নাই। ভীম শাম্বকে ক্রোড়ে করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট আনিয়া দিল। যুধিষ্ঠির শাম্বের অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইলেন। শাম্বকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন এবং সান্ত্বনা করিলেন।

দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থর থরে।
দেখ দেখ বলিয়া বলয়ে সবাকারে॥
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ পাণ্ডব ব্যাভার।
নিরন্তর যশ গান কর সবাকার॥
কুলের কলঙ্ক যেই অধর্ম্ম আচার।
হেন জনে মারিতে সহায় হৈল তার॥

দুর্য্যোধন কখন যুধিষ্ঠিরের অপমান করে নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে অপমান করিতে লাগিল। তথাপি যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের ক্রোধশান্তির জন্য বলিতে লাগিলেন—দুর্য্যোধন তুমি একবার চাহিয়া দেখ এ সন্তান এমন সুন্দর আর কে আছে? বিশেষতঃ

যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণ পুত্রে দিব কন্যা কুলের আমার।
ইহাবে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবা।
পূর্ব্ববা হৈল কন্যা কলঙ্ক কিনিবা॥
কে আব করিবে বিভা পৃথিবী মণ্ডলে।
সভাতে দেখিল শাম্বে করিলেক কোলে॥

সভাব এক অংশের সহিত অন্তঃপুরেব সংশ্রব ছিল। সভাগৃহ দ্বিতলে। ভানুমতী উপব হইতে দেখিতেছিল। ভাবিতেছিল আমাব কন্যা অপাত্রে পড়িবে না। কিন্তু দুর্য্যোধন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে "আমি কন্যার বিবাহ দিব না—অনূঢ়া রাখিব—এইমত রাখিব—এ দুষ্টকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, আমি ইহাকে বিনাশ করিয়া অপমানেব শাস্তি কবি।"

ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—"দুর্য্যোধন! একে কৃষ্ণেব পুত্র তায় যুধিষ্ঠিরের কোলে—ইহাকে কাটিতে বলিতেছ

কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোমাব।
কৃষ্ণ পুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার॥
কে আসে অ মুক-দেখি তাহাব বদন।
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন॥"

দুর্য্যোধন শাম্বকে কাড়িয়া লইতে আজ্ঞা দিল—শতেক ভ্রাতা বল করিতে চায় ভীমেব ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে না। তখন উভয় দলে যুদ্ধ বাধিবাব উপক্রম হইল। এমন সময়ে ভীষ্ম মধ্যস্থলে দাড়াইলেন। ভীষ্ম বলিলেন "তোমরা আপনা আপনি কি জন্য দ্বন্দ্ব করিতেছ? এক কর্ম্ম কর আমার গৃহে শাম্বকে বন্দী করিয়া রাখ—পশ্চাতে যাহা বিচার হইবে সেইরূপ দণ্ড দিও। ভীষ্ম আরও বলিলেন

শুন তাত শুন বলি কৃষ্ণের এ সুত।
শ্রুত মাত্রে যদুবলে আসিবে অচ্যুত॥
ইহার এক্ষণে যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে॥

ভীষ্ম এইরূপে দুর্য্যোধনকে ভুলাইয়া দিলেন। আপাততঃ গোলযোগ মিটিল। তখন দুর্য্যোধনের ইচ্ছামত শাম্বের চরণে লৌহ শৃঙ্খল পড়িল। শাম্ব দ্রোণগৃহে বন্দী রহিল। ভীষ্ম কৃষ্ণপুত্রকে নিজ গৃহে বন্দী দেখিতে পারিলেন না।

শীঘ্র এ সংবাদ দ্বারকায পৌছিল। সংবাদবাহক স্বযং দেবর্ষি। নাবদ কৃষ্ণেব নিকটে শাম্বেব অবস্থা বর্ণনা কবিলেন "কেবল যুধিষ্ঠিবেব জন্য শাম্ব এখনও জীবিত আছে কিন্তু এখন সেই বালক বক্তাক্তকলেবরে বন্দী। আমি দেখিয়া আসিলাম

ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আব নানা ক্লেশ।
বিবিধ অস্ত্রেব ঘায প্রাণ মাত্র শেষ॥
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিব সব কবিবে শ্রবণ॥"

কৃষ্ণ একবাবে সমস্ত যদুসৈন্য সাজিতে আদেশ কবিলেন। আজ এই দণ্ডেই হস্তিনাপুব সমভূমি কবিব। স্মবণমাত্র হস্তে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। হলধর ভীত হইলেন। হলধব কৃষ্ণকে নিবাবণ কবিলেন। দুর্য্যোধন সবংশে মবিবাব আয়োজন কবিয়াছে। "কৃষ্ণ, ক্রোধ সম্বরণ কব তোমার যাইবাব আবশ্যক নাই। আমি গিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ আনযন কবিতেছি।"
কৃষ্ণকে সান্ত্বনা করিয়া বাম অনতিবিলম্বে একাকী হস্তিনাপুবে উপস্থিত হইলেন। দূতমুখে দুর্য্যোধনকে তিবস্কার কবিয়া পাঠাইলেন :-

না বুঝিয়া দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমাব।
বন্ধ কবি বাখ গৃহে কৃষ্ণেব কুমাব॥
যে হইল দোষ ক্ষমিলাম সে তোমারে।
পুত্র বধূ আনি দেহ আমাব গোচরে॥

বলরামের সহিত যুদ্ধ কখনই বিহিত নহে। কেবল লোকে বুদ্ধিহাবা হইয়া এরূপ কার্য্য করে। ক্রোধে গর্জ্জন কবিতে কবিতে দুর্য্যোধন বলিয়া পাঠাইল।

"যে বাক্য বলিল আমি গুরু করি মানি।
অন্যজন হৈলে সেই দেখিত আপনি॥
পাঠাইল পুত্রে হেথা চুবি কব গিয়া।
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া॥
কে পুত্রবধূকে তাব দেবে পাঠাইয়া।
লজ্জা নাই তেঁই হেন পাঠায় কহিয়া॥
যাহ দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার।
ভালে ভালে নিজ গৃহে যাহ আপনাব॥"

দুত গিয়া হলধবকে সমস্ত জানাইল। শুনিতে শুনিতে হলধব বিবর্ণ হইয়া যাইতেছেন শবীব কম্পিত—চক্ষু বক্তবর্ণ

ক্রোধে হল মুষল নিলেন তুলি হাতে।
লাফি দিয়া বথ হৈতে পড়েন ভূমিতে
ক্রোধে থব থব অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধবণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে॥
বাজা পজা পাত্র মন্ত্রী সহি॰ সবলে।
নগব সহিত যেন পড়ে গঙ্গাজলে॥
হস্তিনানগব পঞ্চ যোজন বিস্তাব।
বামেব লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদাব॥

চাবিদিকে হাহাকাব পড়িযা গেল। ভীষ্ম, দোণ, কৃপ, বিদুব, পাণ্ডবগর্ণ, সকলে হলধবেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিলেন। দুর্যোধন তখন শাম্বেব সহিত লক্ষণাকে নানা অলঙ্কাবে বিভূষিতা করিয়া বিবিধ যৌতুক সহ বামেব নিকট প্রবণ কবিলেন। সকল উ॰পাত মিটিযা গেল।

তৃতীয অংশ।

তীর্থ পর্য্যটন।

তীর্থ পর্য্যটনে পাপক্ষয় লক্ষ্য। তীর্থ পর্য্যটন কবিয়াও দেহ হইতে যাহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, তৃষ্ণা, বাগ, দ্বেষ, অসূয়া, ঈর্ষা ইত্যাদি পাপ গলিত না হয় তাহাব পক্ষে তীর্থ-পর্য্যটন বৃথা শ্রমমাত্র। শাস্ত্র বলেন,

নিষ্পাপত্বং ফলং বিদ্ধি তীর্থস্য মুনিসত্তম
কৃষেঃ ফলং যথা লোকে নিষ্পন্নান্নস্য ভক্ষণম॥
পাপদেহে বিকাবা যে কামক্রোধাদয়ঃ পবে।
লোভো মোহস্তথা তৃষ্ণা দ্বেষোরাগস্তথামদঃ॥
অসূয়ের্ষা ক্ষমাশান্তিঃ পাপান্যেতানি নাবদ।
ন নির্গতানি দেহাত্তু তাবৎ পাপযুতো নরঃ॥
কৃতে তীর্থে যদৈতানি দেহান্ননির্গতানি চেৎ
নিষ্ফলঃ শ্রম এবৈকঃ কর্ষকস্য যথা তথা॥

৩া৮া২২—২৬ দেঃ ভা।

অর্জ্জুন যে কালে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন সেকালে অসংখ্য তীর্থ ছিল। অধুনা বহুতীর্থ লুপ্ত হইয়াছে। কাশী ও বৃন্দাবন শাস্ত্র বলেন চিরদিন থাকিবে। শাস্ত্র আরও উল্লেখ করেন

প্রথমং নৈমিষং পুণং চক্রতীর্থঞ্চ পুষ্করম্
অন্যেষাঞ্চৈব তীর্থানাং সংখ্যানাস্তি মহীতলে।
যানি সর্ব্বানি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা
যাস্যন্তি সার্দ্ধস্তাভিশ বৈকুণ্ঠমাজ্ঞয়া হরেঃ।

সকলের নিকট বিদায় লইয়া পার্থ বহুদেশ ভ্রমণ করিলেন। নানা স্থানে বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী, সাগর, বহুতীর্থ দর্শন করিলেন ক্রমে ক্রমে গঙ্গা দ্বারে গমন করিয়া আশ্রম নির্দ্ধারণ করিলেন। এই হরিদ্বারে অর্জ্জুন উলুপীকে বিবাহ করেন। সেখান হইতে হিমালয় পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে অগস্ত্য বট, বশিষ্ঠ পর্ব্বত, ভৃগুতুঙ্গ দর্শন করিলেন। ওখান হইতে হিরণ্যবিন্দু তীর্থ দর্শন করিয়া হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্বদিক দর্শনে যাত্রা করিলেন। নন্দাকৌশিকী গঙ্গা পার হইয়া গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। পরে অঙ্গ বঙ্গ ছাড়াইয়া কলিঙ্গ দেশে পৌঁছিলেন। পরে 'কলিঙ্গে প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণ ভ্রষ্ট হয়' এইজন্য এথন পার্থ সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কলিঙ্গ দেশের তীর্থ সমস্ত পর্য্যটন করিয়া তিনি মহেন্দ্রপর্ব্বত দর্শন করিলেন। সেখান হইতে মহাসাগরোপকূলবর্ত্তী মণিপুরে গমন করিলেন। এখানে রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়া তিন বৎসর যাপন করিলেন।

অর্জ্জুন মণিপুর হইতে দক্ষিণ সাগরমুখে চলিলেন সেখানে অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলম, কারন্ধম ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চতীর্থে অবগাহন করিয়া শাপভ্রষ্টা কুম্ভীর রূপধারিণী বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচি, বুদ্বুদা ও লতা নাম্নী পঞ্চ অপ্সরাকে মুক্ত করিলেন। এই পঞ্চতীর্থ দক্ষিণ মহাসগরের উপকূলে কচ্ছদেশে অবস্থিত। কচ্ছদেশ হইতে অর্জ্জুন পুনরায় মণিপুরে আগমন করেন। এই সময়ে চিত্রাঙ্গদাগর্ভে বভ্রুবাহন জন্মগ্রহণ করেন।

পার্থ মণিপুর হইতে গোকর্ণ তীর্থে যাত্রা করেন। পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শেষে প্রভাসে উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন রৈবতকে এ সম্বাদ পৌঁছিল। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আনয়ন করিতে প্রভাসে গমন করিলেন। কিছুদিন প্রভাসে বাস করিয়া বাসার্থ

কৃষ্ণার্জ্জুন রৈবতক-পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। দ্বারাবতীর নিকট এই রৈবতক। এই সময়ে রৈবতকে যাদবদিগের মহোৎসব হইতেছিল। এই উৎসব সময়ে সখীজনপরিবৃতা সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বসুদেবদুহিতা সুভদ্রা অর্জ্জুনকে দর্শন করেন।

প্রভাস পূর্ব্বে হিরণ্যসরোবর তীর্থ ছিল। চন্দ্রমা এই তীর্থে স্নান করিয়া যক্ষ্মারোগ মুক্ত হইয়াছিলেন।

চতুর্থ অংশ।

ভদ্রা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম দর্শনে।

কাশীরাম-বর্ণিত সুভদ্রা-হরণ উপন্যাসের মত। এই প্রসঙ্গে কাশীদাস পারিজাত হরণ ও লক্ষণার স্বয়ম্বর বর্ণনা করিয়াছেন হরিবংশে পারিজাত-হরণ সত্যভামার ব্রত বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, এই সমস্ত ব্যাপার অর্জ্জুন-বনবাসের বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল তাহা কাশীরাম স্বীকার করেন। ভারতগ্রন্থ উপন্যাস নহে, ইতিহাস এজন্য সময় নির্দ্দেশ করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়।

যাহা হউক রৈবতক পর্ব্বতে মহোৎসব। দ্বারাবতীবাসী সকলেই রৈবতকে আসিয়াছেন। রৈবতক উদ্যানে বৃক্ষ সকল নানা রত্নে মণ্ডিত হইয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে শ্বেত, পীত, রক্ত, নীল নানাবিধ পতাকা উড়িতেছে। সককলেই নৃত্যগীতে মগ্ন। রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্বুবতী, নগ্নজীতা, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সেথানে দেবকী, রোহিণী, রেবতী ইত্যাদি যদুবংশের প্রধানা মহিষীগণ, উগ্রসেন অক্রুর, বলভদ্র, সাত্যকী প্রভৃতি প্রধান যাদবগণ সকলেই উপস্থিত। সকলে শুনিলেন অর্জ্জুন আসিতেছেন। সকলে অর্জ্জুনকে আনয়ন করিতে যাইতেছেন।

কৃষ্ণধনঞ্জয় আরোহণ এক রথে।
দোঁহে এক মূর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে॥
দোঁহে নীলঘনবর্ণ অরুণ-অম্বর।
কিরীট কুণ্ডল হারে শোভে পীতাম্বর॥

কেহ বলে কৃষ্ণ পার্থ, পার্থে বলে হরি ।
দোঁহা মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নরনারী ॥

সকলের সম্মুখেই অর্জ্জুন রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রথমেই বসুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন । পরে আপনার বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং বলভদ্র, উগ্রসেন, সাত্যকী প্রভৃতিকে সম্ভাষণ করিলেন, ক্রমে অনেক যদুনারী অর্জ্জুনকে দর্শন করিতে আসিলেন । পার্থ মাতুলানীদিগকে প্রণাম করিয়া নম্রমুখে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন । সকলের সঙ্গে সুভদ্রা আসিয়াছিলেন—সুভদ্রা সুন্দরী

তারে দেখি পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে ।
কেবা এ সুন্দরী সখা সবাকার পরে ॥
বিচিত্র কবরীভার সুচাচর চুল ।
মেঘেতে সঞ্চরে যেন কুরুবকফুল ॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে ।
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ ঝঙ্কারিয়া বুলে ॥
দুই গণ্ডমণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতিমূলে ।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতী শোভে নাসাস্থলে ॥
বদন নিন্দিত চাঁদ নাসা তিলফুলে ।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে ॥

অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়াছেন । সখা দেখিতেছি এ কন্যা অবিবাহিতা এ কে ? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের অভিপ্রায় বুঝিলেন । সুভদ্রার পরিচয় দিলেন । সুভদ্রা রোহিণীর গর্ভে জন্মিয়াছেন বলরামের ভগিনী, এবং সারণের সহোদরা । শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন ইহার যোগ্য বর মিলিতেছে না তাই অবিবাহিতা । ধনঞ্জয় কিছু লজ্জিত হইলেন ।

অর্জ্জুন কৃষ্ণসখা—কৃষ্ণের মত আকার । সুভদ্রা কৃষ্ণকে বড়ই ভাল বাসিতেন । অর্জ্জুনকে কৃষ্ণাকৃতি দেখিয়া তিনি অভিভূত হইতেছেন । কাশীরাম লিখিয়াছেন—

অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত ।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত ॥

ভীমকে দর্শন করিয়া হিড়িম্বার যাহা হইয়াছিল এ যেন তদপেক্ষা অধিক । কাশীরাম কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন । অথবা অন্য কোন প্রেমিক কবি

কাশীরামের উপর লেখনী সঞ্চালন করিয়া থাকিবেন। সুভদ্রা নানা ছলে বিলম্ব করিতেছেন। একাকিনী উপবিষ্ট হইয়া দুষ্মন্তদর্শনে শকুন্তলার মত- যেন পদতলে কিছু ফুটিয়াছে এরূপ করিতেছেন –

সত্যভামা বলেন না আইস ভদ্রা কেনে।
সবে বলে একক বসিলা কি কারণে॥
সুভদ্রা বলিল দেবী ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে॥

সত্যভামা সুভদ্রাকে ভাল বাসিতেন –ভদ্রা আপন অনুরাগ জানাইল। অর্জ্জুনের নয়ন-অগ্নিতে ভদ্রাপতঙ্গী পুড়িয়া মরিতে ছুটিয়াছে---দেখ সখি আমার অঙ্গ তপ্ত হইয়াছে –ঘন ঘন কম্প হইতেছে কি জানি প্রাণের মধ্যে কি যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

সত্যভামা হাত ধরিয়াছেন -সুভদ্রা যাইতে পারেন না চক্ষু যেন বল পূর্ব্বক অর্জ্জুনের দিকে ছুটিতেছে। সত্যভামা তিরস্কার করিতেছেন -সত্যভামা কৃষ্ণ অনুরাগিনী। মনে জানেন ভদ্রার এ প্রবল অনুরাগের কাছে তিরস্কার দাঁড়াইবে না, তথাপি বলিতেছেন।

কি বলিব ভদ্রা ওই খাইলি কি লাজ।
রাখিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুল মাঝ॥
পিতা বসুদেব ভাই রাম নারায়ণ।
তিন লোক মাঝে যারে পূজে সর্ব্বজন॥
ইহা সবাকার লজ্জা করিতে চাহিস্।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস্॥
কি অন্য অনূঢ়া কন্যা নাহি রাজকুলে।
পর পুরুষ দেখিয়া কাহার মন ভুলে॥
তোমা হৈতে নির্লজ্জ না হয় অন্য জনে।
ধৈর্য্য হও চল ঘর কেহ পাছে শুনে॥

ভদ্রার চক্ষে জল। জলভরা চক্ষে মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সত্যভামার মুখের দিকে ভদ্রা চাহিয়া আছে—কি যেন বলিতে চায় বলিতে পারে না। শেষ অতি কষ্টে কথা ফুটিল। সত্যভামার নিষ্ঠুর বাক্যে নারীজন্মের উপর ধিক্কার

দিতেছে। সত্যভামা বহুক্ষণ বুঝাইলেন—কিন্তু উপদেশ ভাসিয়া গেল। ভদ্রা বলিল সখি তুমি যাহা বলিতেছ সকলই সত্য—তোমার কথাই ঠিক, স্ত্রী জাতিও ধন্য "তথাপি পুরুষ বিনা জীবন বিফল।" সত্যভামার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়াছে—

সত্যভামা বলেন না হও উতরোলি।
তোমার বিবাহ দিব স্থির হও বলি॥
উত্তম বংশজ হবে বলিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হবে তব মনোনীত॥

ভদ্রা কিছুই বলেন না। সখি! আমি এ প্রাণ ত্যাগ করিব। আমার জন্য আর এ কুলে কলঙ্ক দিব না। আমি ধনঞ্জয়কেই বরণ করিয়াছি—

আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥

কাজেই সত্যভামা অদ্য রজনীতে গন্ধর্ব্ব বিবাহ দিবেন স্বীকার করিলেন। আশ্বাসে সুস্থ হইয়া সত্যভামার সহিত সুভদ্রা বাড়ী ফিরিল। মূল মহাভারতে এ সমস্ত কিছুই নাই সমস্তই কাশীরামের কল্পনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবাহ-মন্ত্রণা।

ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব সাগরগর্ভে অদৃশ্য হইলেন। ধীরে ধীরে নীল রশ্মিজাল সমুদ্রগর্ভ হইতে আকাশের গায়ে উত্থিত হইল। তেজস্বী মণির চারিধারে যেমন রশ্মিচ্ছটা বিকীর্ণ হয় সেইরূপ। দেখিতে দেখিতে তাহাও মিলাইয়া গেল, ধীরে ধীরে অন্ধকার জগৎ অধিকার করিল।

সত্যভামা কি জানি কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি উপস্থিত, সহসা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথায় কথায় সত্যভামার অভিমান, মনে কি জানি কখন কি হয়—কৃষ্ণ সত্যভামার জন্য সদাই ব্যস্ত থাকিতেন।

দেবী আজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন—কৃষ্ণ আদর করিতে যাইতেছেন সত্যভামা বলিতে লাগিলেন।

তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ।
অর হেতু আপনি করহ অবধান॥
যতক্ষণ হেরিয়াছে পার্থের বদন।
তিল এক নাহি ছাড়ে আমার সদন॥

ভদ্রাকে আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি। ভদ্রা বালিকা ভদ্রা কপটতা জানে না। লজ্জা কি বোঝে না। পুতুলের বিবাহের মত বিবাহ একটা কিছু ইহাই জানে। কত কি বলিতে চায়—বলিতে বলিতে, বলিতে পারে না। অর্জ্জুনের প্রসঙ্গ শুনিতে শত কর্ণ একত্র করে। আমার কাছে ভদ্রা কোন কথা গোপন করে না—আমাকে বলে' "অর্জ্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করে—কিন্তু সে চাহিলে আমি চাহিতে পারি না—অন্য দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি না আবার দেখিতে চাই আবার যেন চক্ষু ফিরাইয়া দেয়। তোমার কাছেও আমি সব কথা বলিতে পারি না—তাহাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" আমি তিরস্কার করি, ভদ্রা কাঁদে—ভদ্রার চক্ষের জল দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। কখন বলে সখি যাহাতে আমি নিরন্তর তাহাকে দেখিতে পাই তুমি তাহাই করিয়া দাও।

"নহে নারী বধ দিব তোমার উপরি।" আপনার ভগিনীর গুণের কথা নিবেদন করিলাম—এক্ষণে যাহা অনুমতি হয় তাহাই করিব।

কৃষ্ণ হাসিতেছেন, বলিতেছেন ভালই হইয়াছে। মনে করিতেছিলাম বহু দিন পরে অর্জ্জুন এখানে আসিয়াছে কোন ধন দিয়া সখারে সন্তোষ করি—ভাল হইল অর্জ্জুনকে সুভদ্রা দান করিব।

করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকার।
আজ নিশা তুমি বোধ করাহ ভদ্রার॥

সত্যভামা ঈষৎ অধর স্ফীত করিয়া মস্তক ঈষৎ আন্দোলন করিতে করিতে যেন বলিলেন এ বিলম্ব ত সহ্য হইবে না। আমি ভদ্রার ক্লেশ দেখিতে পারি না। ভদ্রা বড়ই সুকুমারী, ভদ্রা—

"আজ নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা।"

"ভদ্রা অপেক্ষা ভদ্রার দূতীর জ্বর বেশী দেখিতেছি" কৃষ্ণ হাসিতেছেন শেষে বলিলেন—

"এত তাড়াতাড়ি কিন্তু আমার সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয়॥"

"তোমার সাধ্য নাই কিন্তু আমার সাধ্য আছে এই আমি চলিলাম" হাসিতে হাসিতে সত্যভামা ভদ্রার উদ্দেশে চলিলেন। আজ্ঞা মিলিয়াছে সত্যভামা সেই রাত্রে সুভদ্রা সঙ্গে অর্জ্জুনের শয়ন কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন—সত্যভামা।

কক্ষদ্বার রুদ্ধ। শ্রীমতী কনক কপাটে জোরে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং "অর্জ্জুন অর্জ্জুন" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। স্ত্রীকণ্ঠস্বরে অর্জ্জুন বিস্মিত হইলেন। দ্বার মুক্ত না করিয়াই বলিলেন "কে তুমি?"

'কপাট খোল কিছু গুপ্ত কথা আছে। আমি সত্যভামা' অর্জ্জুন আরও বিস্মিত হইয়াছেন—"অর্দ্ধেক রজনী প্রায় অতিবাহিত হইয়াছে। এত রাত্রে আপনি কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?

যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতা দূতগণ।
আজ্ঞা মাত্রে তথাকারে করিতাম গমন॥
ইহা না করিয়া কেন আইলা আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা কাল করিব তখনি॥"

অর্জ্জুন কতক অনুমান করিয়াছেন। সত্যভামা বলিতেছেন দ্বার খোল বলিতেছি। এ কার্য্য দূত দিয়া হয় না তাই আপনি আসিয়াছি। তখন কিছু রহস্য আরম্ভ হইল।

তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে॥
এক ভার্য্যা পঞ্চ ভাই কি সুখে নিবাস।
সেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস॥

সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব এক আর পরমা সুন্দরী॥

অর্জ্জুন—বলেন এত স্নেহ কর মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ গোচরে॥

সত্যভামা—বলিলেন বিলম্বে কি কাজ।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কর রজনীর মাঝ॥

পার্থ—বলিলেন কহ অদ্ভুত এ কথা।
কেবা সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা॥
না জানিয়া না শুনিয়া তনস্ত তাহার।
করিতে বিবাহ বল কেমন বিচার॥

সত্যভামা—বলিলেন ঘুচাহ দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার॥
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনা।
বিদ্যুৎবরণী রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী॥

অর্জ্জুন—বলেন একি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুলপতি॥
তাঁদের অজ্ঞাতে আমি লইব যাদবা
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবী॥

দেবী—বলিলেন ইহা করিবা কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
তিল এক পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে পাছ॥
যে লোভে নারদ বাক্য করিলা হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছে বনে বন॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কি মতে করিবা হেন দ্রৌপদীর ভয়॥

সত্যভামা বহু কথা শুনাইলেন—গোধন চুরি সব মিথ্যা। কি জানি পাঞ্চাল কি গুণ করিয়াছে—না দেখিলে বাঁচনা। একটিবার করিয়া দেখাই চাই। দেখিতে গিয়া ১২ বৎসর বনবাস হইয়াছে। ইহাও তোমার ভাল—কেননা তার অন্তে ত বনবাস।

পার্থ বলিলেন দেবি না নিন্দ দ্রৌপদী।
ত্রিজগৎ জনে খ্যাত তব মহৌষধি ॥
ষোলশত সহস্র যে অষ্ট পাটরাণী।
সবা হৈতে কোন গুণে তুমি সোহাগিনী ॥
অপুত্রা কি রূপহীন হীন কুলে জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি অন্যা পাটরাণী শত ॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরাণ।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥
দিব্য রত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
যেখানে যা পান কৃষ্ণ সকলি তোমার ॥
অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবি ইহা কোন গুণে কর ॥
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলে যত জগতে বিখ্যাত ॥

এততেও অর্জ্জুন দ্বার খুলিলেন না। সত্যভামাও ছাড়িবেন না। ক্রমে কথা আরও বাড়িয়া চলিল।

ঔষধী করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি ॥
ভণ্ডতা করিয়া হইয়াছে ব্রহ্মচারী।
মহৌষধী শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী ॥

অর্জ্জুন স্বীকার করিলেন আমার ভণ্ডতাই সত্য। আর নারী ভুলাইবার কথা যাহা বলিলেন ইহার গুরু আপনার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে সে জগৎ ভুলাইতে পারে। মহাদেবি! আজ আপনারা কৃষ্ণকে দেখিয়া কিসে ভুলিয়াছেন? কৃষ্ণ কামুক হইলে কামিনী ভুলাইতে পারিতেন না। কৃষ্ণ কামের পিতা—স্ত্রীলোকের যতই কেন চাঞ্চল্য থাক্‌ না কৃষ্ণস্পর্শে সব শান্ত হইয়া যায় তাই রমণীমাত্রেই মোহিত হয়। আমি কৃষ্ণ ভজন করি যদি প্রভুর গুণ তাঁহার ভক্তে কিছু সঞ্চারিত হইয়া থাকে—অর্জ্জুন থামিলেন এবার কিন্তু স্তব স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে একটু রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

অর্জ্জুন বলেন স্তুতি করি সত্যভামা।
নিশা শেষে নিদ্রা যাই কর আজি ক্ষমা॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থযাত্রা করি দেশ দেশান্তরে ভ্রমি॥
মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে।
শুনিলে আমার নিন্দা করিবে সংসারে॥

চতুর্থ অধ্যায়।

মায়াজাল।

"আচ্ছা" বলিয়া সত্যভামা ফিরিলেন। এইখানে বচসা থামিল। যাহার মায়ায় জগৎমোহন শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত তাঁহার কাছে অর্জ্জুন কোন ছার। সত্যভামা ভদ্রা সঙ্গে বাড়ী আসিলেন। আসিয়াই রতিকে ডাকাইলেন। গোপনে রতির নিকট ভদ্রার কথা জানাইলেন—

রতি বলে ঠাকুরাণী এ কোন বিচিত্র।
এখুনি দেখিও মাতা অর্জ্জুন-চরিত্র॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থিচর্ম্ম অনাহারী পারি মোহিবারে॥

রতি মন্ত্র পড়িয়া সুভদ্রার কপালে সিন্দূরের টিপ দিল। প্রাতঃকালে সুনীল আকাশে অরুণোদয় যেমন সুন্দর দেখায় বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত ভালতটে সিন্দুর বিন্দু সেইরূপ সাজিল। রতি মন্ত্র পড়িয়া দুই নয়নে কজ্জল পরাইয়া দিলেন, বলিলেন—

যাহ দেবি এক্ষণে যাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কবাট॥

সত্যভামা আবার ভদ্রা সঙ্গে চলিলেন। সত্যভামা পশ্চাতে ভদ্রা অগ্রে। এবার আর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি নাই। ভদ্রাকে যেমন শিখাইয়া দিয়াছেন ভদ্রা তাহাই করিল।

হস্ত দিতে কবাটের অর্গল খুচিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল ॥
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চন্দ্রমা।
চিত্রকর চিত্র যেন কনক প্রতিমা ॥

আমরা রামায়ণে দেখিয়াছি লক্ষ্মণ জিতেন্দ্রিয়। বনবাস কালেও কখন সীতার মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। কিন্তু প্রত্যহ প্রহরীস্বরূপে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অনন্তদেব সহস্রফণা বিস্তার করিয়া যেমন ক্ষীরোদশায়ী লক্ষ্মীনারায়ণকে বেড়িয়া থাকেন সেইরূপ। কোন নিশাচর বা কোন বন্য পশু পাছে রাম সীতার নিদ্রার বিঘ্ন উৎপাদন করে সেইজন্য লক্ষ্মণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন। সীতার চরণেই লক্ষ্য ছিল, কখন মুখের দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই। বনবাসকালে সুমিত্রা বলিয়া দিয়াছিলেন।

রামং দশরথং বিদ্ধি বিদ্ধি মাং জনকাত্মজাং।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ পুত্র যথা সুখং ॥

লক্ষ্মণ তাহাই জানিতেন। যখন রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া যায় যখন রাম সীতাশোকে পম্পাতীরে উপনীত হন তখন দশানন-রথারূঢ়া সীতার বিক্ষিপ্তালঙ্কার রামের দর্শনপথে পতিত হইয়াছিল কিন্তু রামের চক্ষু হইতে বিন্দুর পর বিন্দুধারা এরূপ ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল যে রাম অলঙ্কার ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছেন না—লক্ষ্মণকে দিয়া বলিলেন "লক্ষ্মণ" একি সীতার অলঙ্কার? লক্ষ্মণ কাঁদিতেছেন—বলিতেছেন প্রভু! আমি জানকীর চরণ ভিন্ন অন্য অঙ্গে কখন লক্ষ্য করি নাই।

নাহং জানামি কেয়ুরে নাহং জানামি কঙ্কণে।
নূপুরে চাভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ ॥

এত নূপুরনয়—আমি মার চরণনূপুর মাত্র চিনিতে পারি অন্য অলঙ্কার চিনি না। সংযমী জানেন আপনার প্রয়োজন কি—যাহা অনাবশ্যক তাহার প্রতি লক্ষ্য করাও অনাবশ্যক; লক্ষ্য করা ব্যভিচার। সর্ব্ব ব্যভিচার ত্যাগ না হইলে রাঁম মিলে না। তাই ভক্ত আপনার লক্ষ্য বিষয়ে এতদূর তন্ময়। ভিতরে পশ্চাতে আপন ধ্যানে এত নিমগ্ন সম্মুখে প্রকৃতির হাবভাব তাহার চক্ষে পড়িলেও মন ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় বলিয়া রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইতে পায় না। লক্ষ্মণের মত অর্জ্জুনও সংযমী। এই অর্জ্জুন পরে যখন ইন্দ্রসভায় গমন করেন, তখন অপ্সরাদিগের নৃত্যকালে উর্ব্বশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, ইন্দ্র নিশীথে অর্জ্জুন শয়নকক্ষে উর্ব্বশীকে

প্রেরণ করেন। যখন উর্ব্বশী স্বয়ং অর্জ্জুনের নিকট দেবেন্দ্রের অভিলাষ ব্যক্ত করেন, তখন জিতেন্দ্রিয় এই মহাপুরুষ, নিজ্জর্ন শয়নমন্দিরে দেবতামনোহারিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এই দেবকন্যাকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন—উর্ব্বশীর হাবভাবে মোহিত না হইয়া বলিয়াছিলেন,

কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রানী।
ততোধিক তোমাকেও গরিষ্ঠেতে জানি॥
কুলের জননী ক্ষমা করিবা আমারে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে অর্জ্জুন বুঝিলেন কোন স্ত্রীলোক শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। চিত্রাঙ্কিত কনক-প্রতিমার ন্যায় ভদ্রা অর্জ্জুনের সমক্ষে দাঁড়াইল। অর্জ্জুন তথনও ভদ্রাকে অবলোকন করেন নাই। না দেখিয়াই—

কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনী।
স্ত্রী নহিলে খড়্গেতে কাটিতাম এখনি॥
যাহ শীঘ্র প্রাণ লৈয়া দূরে এথা হৈতে।
নহিলে নাসিকা কর্ণ কাটিব খড়্গেতে॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরী।
দেখিয়া সুভদ্রা-অঙ্গ কাপে থরথরি॥

কিন্তু সত্যভামার কৌশল নিষ্ফল হইবার নহে। অর্জ্জুন এতক্ষণ সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই। হঠাৎ সেই নির্ম্মল চাঁদমাখা মুখখানি নয়নপথে পড়িল—কপালের সিন্দুরবিন্দু অর্জ্জুনচক্ষে উজ্জ্বল দেখাইল। নীল নলিনাভ নয়ন যুগলে কজ্জলরেখা দৃষ্টিপথে বিদ্যুতের মত চক্ষু ঝলসাইল—দৈবদ্রব্যগুণের নিকট মানসিক সংযম পরাস্ত হইল।

কপালে সিন্দুর তার নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়েন পার্থ হইয়া বিহ্বল॥

সংযমীর সংযম নষ্ট হইল—ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইল—জিতেন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় শিথিল হইল।

হরিল পার্থের জ্ঞান কামের হিল্লোলে।
তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে॥

সংযমীর মুখ ফুটিল বলিলেন—

এস এস ব'স হেথা ওহে প্রাণসখি।
তোমার বদন পূর্ণ চন্দ্রমা নিরখি॥

সত্যভামা দূতি—প্রেম-দূতির শিক্ষামত অনুরাগ বাড়াইবার জন্য ভদ্রা চলিয়া আসিতে চায়—

নাহি নাহি করি ভদ্রা মুখ বস্ত্রে ঢাকে।
জাতিনাশ কর কেন ছাড় ছাড় ডাকে॥
ধনঞ্জয় তোমার কিমত ব্যবহার।
অনূঢ়া আমারে কেন কর বলাৎকার॥

অর্জ্জুন কৃষ্ণসখা—প্রণয় বোধক বচনে পায় ধরিলেন—ভদ্রা তখনও ছাড় ছাড় বলিয়া পলায়ন চেষ্টা করিল। সত্যভামা বাহিরে দাঁড়াইয়া—মনোভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া হাসিতেছেন এবং

বাহিরে দাঁড়ায়ে বলে সত্রাজিত সুতা।
কহ পার্থ গণ্ডগোল কি করিছ হেথা॥

হে ধনঞ্জয়, হে ব্রহ্মচারী! তোমার বাড়ীতে এত গণ্ডগোল কিসের? সত্যভামা বাহির হইতেই কথা কহিলেন সুভদ্রা যেন পথ পাইলেন—

সুভদ্রা বলেন সখি দেখ না আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া॥

ঠিক কথা—সব দোষ অর্জ্জুনের, ভদ্রাও কিছু জানে না সত্যভামাও কিছু জানেন না। এখন রহস্যে একটু বিপরীত চাপ বাড়িল।

সত্যভামা বলে পার্থ অনূঢ়া এ নারী।
কিমতে ধরহ বলে হ'য়ে ব্রহ্মচারী॥
বসুদেবসুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর ধার্ম্মিক আপনি॥

সত্যভামার জয় এবং পার্থের পরাজয় হইল।

বলেন বিনয়বাক্যে পার্থ বীরবর।
অনন্ত নারীর মায়া বুঝিবে কি নর॥
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচর।
আমি কি বুঝিব নারিলেন দামোদর॥
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন।
ক্ষমহ তোমার পায় লইনু শরণ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

অর্জ্জুন ভীত ও লজ্জিত হইয়াছেন। দোষ নাই তথাপি সত্যভামা অর্জ্জুনকে অপরাধী করাইলেন, নিজের কোট বজায় রাখিলেন। অর্জ্জুনের মুখ হইতে নিজের স্তব বাহির করিলেন, পরে—

অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলেন ভীত নহ মহামতি॥
যে হইল অর্জ্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর আছে ক্ষত্র ধর্ম্ম॥

তখন মিত্রা, মিত্রবৃন্দা, উষা, প্রভা, চন্দ্রাবতী, ভদ্রাবতী, যামিনী, রোহিণী, অনুপমা, নিরুপমা, মতিয়া, সুখিয়া, গিরী বারী, ইত্যাদি ২ সখি মিলিল।

পাঁচ সাত সখি মিলি দিল হুলাহুলী।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিল তুলি॥

বিবাহ হইয়া গেল। সত্যভামা গোবিন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। অর্জ্জুনের বহু প্রশংসা করিলেন আরও কহিলেন, তোমার আজ্ঞামত আমি গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আসিলাম।

কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের সাজ।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব সমাজ॥
এ কার্য্যে কিছু মাত্র বিলম্ব না সয়।
গোবিন্দ বলেন সতী এই মত হয়॥

সত্যভামার সব তাড়াতাড়ি। যাহা মনে হইয়াছে সেই দণ্ডে করিতে হইবে। গোবিন্দকেও "আমার বচনে করবি জলপান" ইহা স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন—কৃষ্ণের "না" বলিবার অধিকার নাই। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রতি লোমকূপে সেই ভগবান্ ভক্তের নিকট ক্রীতদাস। কৃষ্ণ জানেন এ কার্য্যে কিছু গোলযোগ ঘটিবে, বলিলেন—

কিন্তু বলভদ্রের অর্জ্জুনে নহে প্রীত।
পার্থে দিতে তাঁহার না হবে মনোনীত॥

কিন্তু সত্যভামার তাতে কি ? সত্যভামা একটু রহস্য করিলেন বলিলেন উপায় কি ? যেন কতই চিন্তা—কৃষ্ণ যার পদানত তাঁর কি অন্য চিন্তা থাকে ? সমস্তই যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ তাঁহার সমস্ত চিন্তাও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ, তবে যে এত ব্যস্ত সমস্ত, এ কেবল লৌকিক ব্যবহার মাত্র। যাহা হউক যখন—

সত্যভামা বলিলেন উপায় কি করি।
উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অসম্মতি।

গান্ধর্ব্ব বিবাহের রাত্রিও অবসান হইল। সূর্য্যদেব প্রথম দৃশ্যেই লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া আকাশে উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। কাল কাল মেঘ আসিয়া প্রভাতকালকে ঈষৎ তমসাচ্ছন্ন করিল। যাদবেরা প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া সভায় বসিয়াছেন। পূর্ব্ব রাত্রের অঙ্গীকার মত নারায়ণ সভাস্থলে সুভদ্রার কথা উত্থাপন করিলেন—বড়ই গম্ভীর হইয়া কথাটা পাড়িলেন—ভদ্রা দেখিয়া তাঁহার মন স্থির হইতেছে না, কারণ—

বিবাহের যোগ্যা অবিবাহিতা যে থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্নজল বলে লোকে॥
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুমতী।
উভয়তঃ সপ্ত কুল হয় অধোগতি॥
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
এ কারণে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর ইহাতে বিলম্ব না যুয়ায়॥
আমার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আর।
এক চিত্তে লয় মম কুন্তীর কুমার॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান।
পার্থ যোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান॥

কথার পূর্ব্বে কিন্তু কার্য্য শেষ হইয়াছে। সমষ্ট করেন কৃষ্ণ, লোক নিমিত্ত ভাগী, সেইটুকু লোকের কর্ম্মভোগ। যাহা হউক কৃষ্ণের কথায় বাসুদেব অমত করিলেন না।

সাত্যকী বলিল যদি কুলে ভাগ্য থাকে।
তবেত পাইবে ভদ্রা স্বামী অর্জ্জুনেকে॥
অর্জ্জুন সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভাল ভাল বলি বলে যাদব সকলে॥

সকলের মত হইল—এক মত হইল না বলভদ্রের। কৃষ্ণ ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন এখন দেখিলেন :—

না শুনি কাহার বাক্য দেব হলধর।
বিরক্ত ভ্রূকুটী করি করেন উত্তর॥
কেন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে॥
কোরব কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উচ্চকুল বলি সিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন॥
বলে জিনে মত্ত দশসহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প জিনে বীর বৈশ্রবণ॥
অর্জ্জুনেরে শতাংশ না গণি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি কারণে॥

অনন্তর হলধর আরও বলিলেন যে দুর্য্যোধনকে আনয়ন করিবার জন্য হস্তিনানগরে দূত প্রেরণ করা হউক, শুভদিন স্থির করা হউক এবং অন্যান্য রাজা সমূহকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হউক।

হলধরের বাক্যে কেহই কোন উত্তর করিলেন না। তখন বলভদ্র দূত ডাকাইয়া স্বহস্তে দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন।

"সুসজ্জ হইয়া এস বিভা যে তোমার।"

সপ্তম অধ্যায়।

বিবাহে বিভ্রাট।

দূত নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিল। সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরে গিয়াছেন। সত্যভামা ছুটিয়া আসিলেন,

সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি॥
গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে কিসের বিবাহ।
পার্থ নাম শুনিয়া বামের জ্বলে দেহ॥
বলেন যে বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
দূত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে॥

দূত হস্তিনাপুরে গিয়াছে। শীঘ্রই দুর্য্যোধন বর-সজ্জায় সাজিয়া আসিবে। অন্যান্য বহু নরপতিকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া সত্যভামা চমকিত হইলেন, অধোমুখ করিয়া ভূমিতে বসিলেন। কৃষ্ণ যার স্বামী সেও ভুলিয়া যায়—এমনি কৃষ্ণের মায়া—ভুলানই কৃষ্ণ ভাল বাসেন।

সত্যভামা বলে দেব কি হবে এখন।
অনর্থ হইল বড় ভদ্রার কারণ॥
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পালাইয়া।
ভগিনীরে দিবা কিগো অন্য বরে বিয়া।
উপায় না করি কেনে মৌনেতে রহিলে।
হেন বুঝি কলঙ্ক করিবা যদুকুলে॥

কিছু নাই শুধু শুধু যার মান, (শ্রীরাধা যেমন চন্দ্রাবলীর কথা তুলিয়া ঠাকুরের উপর মান করিতেন) যিনি বিনা কারণে এতই মানিনী, সেই সত্যভামার মান-ভরা মুখে বিষাদের একটা কাল ছায়া পড়িয়াছে। বৃষ্টির পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কাল মেঘ দেখিয়া লোকে যাহা বুঝে শ্রীকৃষ্ণ কিছু একটা বুঝিয়াছেন—বলিতেছেন

শোন দেবি বৃথা কেন তোল এই গোল।
করিব উপায় আমি নহ উত্তরোল॥

মানভঞ্জের পর শ্রীকৃষ্ণ বংশী স্পর্শ করিয়া শত শত শপথ করিলেও শ্রীমতী বিশ্বাস করিতেন না, বলিতেন—

যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং।
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনং॥

দ্বারকাতেও মহিষীগণ কেহ বিশ্বাস করিতেন না—ঐ কথাই বলিতেন বাহিরটি যেমন কাল ভিতরটি তদপেক্ষা অধিক।

অল্পদিন হইল সত্যভামা পরীক্ষা করিতে গিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন তথাপিও ভুল গেল না। এক দিন আহারান্তে সত্যভামা কৃষ্ণের নিকটে বসিয়া বীজন করিতেছেন—ঠাকুর কিন্তু বড়ই চঞ্চল। এতটুকুও সত্যভামা সহিতে পারেন না, বলিতেছেন—ঠাকুর, যদি আমি তোমার বিরক্তির কারণ হই তবে থাতিরে আমার কাছে থাকা কেন,—ব্যথা বুকে দেখা দেওয়াই বা কেন? যার জন্য চঞ্চল তাহার নিকটেই যাও আমি চিরদুঃখিনী চিরদুঃখিনীই থাকিব। রুক্মিনীর কাছে গেলে আমি সন্তুষ্ট হইব। বিপত্তি বুঝিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন, "না সত্যভামা! আমি রুক্মিনীর জন্য চঞ্চল হই নাই।" তবে রাধার জন্য—না তাও নয়, সত্যভামা। সত্যভামা বলিল, ঠাকুর গোপিনীরা ত বলিত "বংশী পরশি শপথি শত শত তবহি প্রতীত নাহি বোলে।" একথা ত মিথ্যা নহে। আচ্ছা বলত এত চঞ্চল কেন? কৃষ্ণ তখন সত্য কথাই বলিলেন—বলিলেন আমি আহার করিয়াছি আর দেখিতেছি যে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব সকলেই আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। তাহাদের তৃপ্তি আমার এইটুকু ক্ষুদ্র মায়িক দেহে ধরিতেছে না। আমার এই দেহ অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সত্যভামা প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না, মনে ভাবিলেন "রও ঠাকুর কাল তোমায় পরীক্ষা করিব।" সে দিন গেল, পর দিন প্রভাতে সত্যভামা কৃষ্ণ-পূজার জন্য ফুল তুলিতে গিয়াছেন, পুষ্প হইতে একটি ক্ষুদ্র কীট লইয়া সোণার কৌটায় সেই কীটটিকে আবদ্ধ রাখিয়া মাথার মধ্যে খোপায় গুঁজিয়া রাখিলেন যাহাতে সে আহার না পায়। হায়! যাহার, হস্তে অনন্তকোটী বিশ্ব বিমোহিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নাচিতেছে ভক্ত তাহাকেও পরীক্ষা করিবে, তাহাকেও নাচাইবে—এ লীলাও অদ্ভুত।

পর দিন আহারান্তে কৃষ্ণ সেইরূপ চঞ্চল হইয়াছেন। সত্যভামা টিপি টিপি হাসিতেছেন। বলিতেছেন "ঠাকুর তোমার কথা কি সত্য?" "হাঁ সত্যভামা সত্যই সকল জীব আহার পাইয়াছে।"

ধীরে ধীরে সত্যভামা বদ্ধকেশপাশ হইতে কৌটা বাহির করিলেন, ধীরে ধীরে হস্তে কৌটা লইয়া বলিলেন "ইহাতে তুমি মিথ্যাবাদী প্রমাণ হইবে, হাতে পাতে ধরা পড়িবে।" অন্তর্যামী ভগবান্ হাসিতেছেন ও বলিতেছেন "কি সত্যভামা দেখাও দেখি তোমার লুক্কায়িত জীব কিরূপ অনাহারে আছে।" সত্যভামা ধীরে ধীরে কৌটা খুলিল। অদ্ভুত লীলা দেখিয়া বিস্মিত হইল, দুই বড় অশ্রুবিন্দু চক্ষুর মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যভামা দেখিতেছে যেমন ক্ষুদ্র কীট তেমনি একগাছি ক্ষুদ্র তৃণ কে তাহাকে যোগাইয়াছে, কীট আনন্দে তাহাই ভক্ষণ করিতেছে। সত্যভামার চক্ষে জল, কৃষ্ণের চরণ বক্ষে ধরিয়া বলিতেছে "প্রভু, দাসীর অপরাধ লইও না। অল্পমতি আমি তোমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া তোমার আদরে আত্মহারা হইয়া তোমাকে পরীক্ষা করিতে যাই। তুমি জগন্নাথ—তোমার গতি দুর্লক্ষ্য আমি কি বুঝিব প্রভু! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, তোমার মহিমা জানেন না।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত নতুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাওত সাগর লহরী সমানা॥

প্রভু আমায় চরণে ঠেলিও না।। আমি তোমার দাসী।"

আজ আবার কিন্তু ভুলিয়াছেন, সে দিনকার কথা মনে নাই। কৃষ্ণ বলিলেন "করিব উপায় আমি নহ উতরোল।" সত্যভামার কথাটা মনে ধরিল না।

প্রাণেশ্বর ইহাতে বিলম্ব কথা নহে।
কেহ যদি এ কথা রামের গিয়া কহে॥
এই লজ্জা ভয়ে মোর হইতেছে কাঁপ।
তবে না দেখাব মুখ জলে দিব ঝাঁপ॥
স্ত্রীলোকেতে জানে স্ত্রীলোকের বেদন।
শাশুড়ীর আসে আমি করি নিবেদন॥

সত্যভামা উঠিলেন। দেবকী নিকটে ভদ্রা বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বলিলেন—

শুন শুন ঠাকুরাণি করি নিবেদন।
কুল লজ্জা ভয়ে মম স্থির নহে মন॥
সুভদ্রা আসক্ত হৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
বলিল নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে॥

গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার।
এবে শুনি এখন হইবে বর আর॥

ঠাকুরাণি! কি হইবে উপায় করুন। যাহাতে কুল রক্ষা হয় তাহাই আপনাকে করিতে হইবে। সত্যভামা সকলেরই আদরের বস্তু। দেবকী এত আদর কাহাকেও করিতেন না। সত্যভামার কথা শুনিয়া রোহিণী সঙ্গে বলভদ্রের গৃহে গিয়াছেন।

দেবকী বলেন তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী॥
রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হবে কেন কর আন॥

রাম বিরক্ত হইতেছেন। মা বুঝিয়া কথা কহিতেছেন না! ধনঞ্জয় কি আমার কুটুম্বযোগ্য? আমি দুর্য্যোধনকে কন্যা দিব তাহাকে আনিতে দূত পাঠাইয়াছি। অর্জ্জুনের জন্মবৃত্তান্ত কে না জানে? বুঝিতে পারি না কি হেতু জারজাত পাণ্ডবের হস্তে তোমরা সুভদ্রা দিতে চাও? দৈবকী নিস্তব্ধ হইয়াছেন, এখন রোহিণীর পালা। রোহিণী বলিতেছেন।

শুন তাত না লঙ্ঘহ সবার বিচার।
তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর॥
কিহেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা সবাকার মন॥
সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ গুণী সর্ব্বগুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্য জনে॥
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি॥

বলভদ্র অতিশয় রুষ্ট হইয়াছেন। এ দিকে জননী বেশী কিছু বলিতে পারেন না বিরক্ত হইয়া বলিলেন

বাতুলের প্রায় মাতা কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তব রহিত জীবন॥

হলধর সকলকে নিরস্ত করিতেছেন বটে কিন্তু মনে জানিতেছেন একার্য্যের মূলে গোবিন্দ। বলরাম কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না কিন্তু গোবিন্দের কাছে তিনি খেলার পুতুল, গোবিন্দকে তিনি ভয় করিতেন। গোবিন্দের সহিত বিরোধে

তাঁহার সামর্থ্য নাই। বুঝিতেছেন গোবিন্দের ইচ্ছা কি, তথাপি নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, ভাবিতেছেন যে, দিন থাকিতে একটা করিয়া বসিলে গোবিন্দ অন্য কিছুই করিতে সাহস করিবে না। তাই বলিলেন—

গোবিন্দের কথা মত করিলে স্বীকার।
জাতি কুল গোবিন্দের নাহিক বিচার॥
ভক্তি করি দুটো কথা যেই জন কয়।
না বিচারে ভাল মন্দ সেই বন্ধু হয়॥

ঠিক কথা—গোবিন্দের জাতি কুল বিচার নাই। "ভক্তিতে ডাকিলে যাই চণ্ডালের বাড়ী" গোবিন্দ ভক্তাধীন। "ভক্তিপ্রিয় মাধব" সকলেই এই কথা কয়। কৃষ্ণভক্তজন বলেন যে গোবিন্দ "বিধার জলে" যে "তনু ভাসাইতে পারে" তার "কুলের কুকুরে" কি করিবে। বলদেব নিন্দাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিই করিলেন—যে দুটো ভক্তির কথা কয় গোবিন্দ তাহারই বশ।

হলধর আরও বলিতে লাগিলেন—মা দেখ গোবিন্দের অবিচার দেখ

কন্যা তার পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ নব কুটুম্বিতা॥

কাল দুর্য্যোধন কৃষ্ণ-পুত্র শাম্বকে লক্ষণা দান করিল গোবিন্দের তাহাতেও কিছু স্নেহ নাই। আমি গোবিন্দের ব্যবহারে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছি, দেখ আমি দুর্য্যোধনকে শিষ্য বলিয়া স্নেহ করি তাই সকলে তাহার উপর ক্রুদ্ধ। বলিতে বলিতে বলদেবের আবার ক্রোধোদয় হইল। তখন রাম বলিলেন—

কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে।
যাহ মাতা আর কিছু না বল আমারে॥

রোহিণী ও দৈবকী বড়ই বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়া গেলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

স্থির যুক্তি।

দৈবকী রোহিণী কিছুই বলিতে পারিলেন না। সত্যভামা ফাঁফরে পড়িয়াছেন, এদিকে হস্তিনাপুরে লোক গিয়াছে। কি হইবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। কত কি ভাবিতেছেন—ভদ্রার জন্য বুঝি মহা অনর্থ উপস্থিত হয়—

মরিবে অনেক লোক ভদ্রার কারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রা মরণ॥
গরল খাউক কিম্বা প্রবেশুক জলে।
সকল অনিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে॥
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধবিশেষ॥

সত্যভামার পরামর্শে ভদ্রা রাজি কি না বলা যায় না। ভদ্রার ত কোন দুঃখ নাই সে কেন মরিবে? কষ্ট দূতির বটে সকল দিক রক্ষা করা ত চাই। সত্যভামা গোবিন্দের নিকট গিয়াছেন। দৈবকী ও রোহিণীর সহিত বলভদ্রের যাহা যাহা উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছিল তাহা জানাইলেন।

গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে ভয় কি তোমার।
উপায় করিব ইথে সে ভার আমার॥

গোবিন্দ অভয় দিলেন, আরও বলিয়া দিলেন "তুমি ধনঞ্জয়ের নিকট দূত পাঠাইয়া তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।" "দূতের কর্ম্ম নয়" বলিয়া সত্যভামা একাকিনী পার্থের নিকটে গমন করিলেন। কি জানি যদি কেহ পার্থ ও ভদ্রাকে এক সঙ্গে দেখে, যদি কেহ এ কথা রামকে বলিয়া দেয়, সত্যভামা আপনি চলিলেন—

অর্জ্জুন সুভদ্রার সহিত সুখে কথোপকথন করিতেছেন। চিন্তার ছায়াও সেখানে পৌঁছায় নাই। সত্যভামা ভদ্রা ও অর্জ্জুনকে বড়ই নিশ্চিন্ত দেখিলেন। অল্পকালের জন্য উঁহাদের বুকভরা সুখ দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। সহসা কি

ভাবিয়া পার্থকে বলিলেন এই যে প্রমাদ উপস্থিত তুমি কি তাহার কিছুই জাননা ?

পার্থ বলিলেন দেবি কিসের প্রমাদ।
যাহার সহায় দেবি তব যুগ্মপাদ॥

মহাদেবি! যে তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার কি আবার প্রমাদ আছে? সত্যভামা অর্জ্জুনকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণের নিকটে আসিলেন। কৃষ্ণ সখাকে হাতে ধরিয়া পালঙ্কে উপবেশন করাইলেন।

গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
পিতৃ আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান॥
লাঙ্গলী বলেন আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এত বলি দূত পাঠাইলেন সেখানে॥

কৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্তই হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তিনি সব করিতেছেন। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে ভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হয়। বসুদেবের ইচ্ছা অর্জ্জুনকে সুভদ্রা দান করেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন কথা উত্থাপিত হইল না। যাহা হউক অর্জ্জুন বলিলেন—এই সামান্য কারণে তোমার চিন্তা কি? তোমার প্রসাদে আমি ত্রিভুবন জয় করিব তোমার প্রসাদে মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয়, ইন্দ্র কাহাকেও ডরাই না। দেখিব কামপাল কতই শক্তি ধরেন—

দাঁড়াইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাব সবার গোচর॥

"দ্বন্দ্ব নিষ্প্রয়োজন তুমি সুভদ্রা হরণ করিও" কৃষ্ণ এই পরামর্শ দিলেন. বলিলেন—

মম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নান হেতু জলে॥
সেই কালে তুমি তথা করিবা গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতী-রমণ॥

পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল। পরদিন অর্জ্জুন প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক ভাবিলেন যাদবের সহিত যুদ্ধ বাধিতে পারে, একার্য্যে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি আবশ্যক।

এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
লিখিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া ॥
আমাকে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস ॥
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়া।
ইহার বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া ॥

যথা সময়ে দূত সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল, যুধিষ্ঠির লিখিলেন—"পাণ্ডবের সখা, পাণ্ডবের বলবুদ্ধি স্বয়ং নারায়ণ, তিনি যাহা বলিলেন তুমি তাহাই করিও।" অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইয়া আনন্দিত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের আয়োজন।

গান্ধর্ব্ব বিবাহের রাত্রি হইতে সপ্ত নিশা অতিবাহিত হইয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি যখন শুনিলেন দুর্য্যোধন কৃষ্ণের ভগিনীপতি হইবে তখন তাহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। চারিদিকে কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার।
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর ॥
এই কথা অহর্নিশি চিন্তে মনে মন।
আজি হইতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হইল এখন ॥

কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ, বিদুর কৃপ, ইহাদের মনে নানা কথা উঠিল। দ্রোণ বিশ্বাস করিলেন বটে কিন্তু

বলিলেন কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত।
তাঁর নাহি পরাপর ভক্তজন হিত ॥

বিদুর ও কৃপাচার্য্য বিশ্বাস করিলেন না—

দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয় ॥
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয় ॥

তাঁহারা তখন দূতের নিকট সমস্ত অবগত হইলেন। দূত বলিল—

দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তীসুত॥
তাঁহারে সুভদ্রা দিব বলেন অচ্যুত॥
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম! না করে স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণীকুমার॥
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় কিছু যা হয় পশ্চাতে॥

ভীষ্মও সমস্ত শুনিলেন বলিলেন এ বিবাহে দুর্য্যোধন লজ্জা পাইবে। কিন্তু যেই কেন বিবাহ করুক না আমরা মাত্র বরযাত্র।

যাহা হউক দুর্য্যোধন একটা মহোল্লাসে বড় আয়োজন করিতে বসিলেন। দেশ বিদেশ হইতে বন্ধু বান্ধবদিগকে আনাইতে লাগিলেন। ভাবে ভাবে বিবাহ-সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন; আবার এদিকে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। একটু কটাক্ষ সর্ব্ব কার্য্যেই আছে। দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে ধর্ম্মরাজ কিছু বিস্মিত হইলেন, সহদেবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

অর্জ্জুন লিখিল পূর্ব্বে ভদ্রাবিবরণ।
দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণ লিখিল এখন॥
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মনে।
কহ সহদেব ইথে হইবে কেমনে॥

সহদেব গণনা করিয়া বলিলেন সাত দিন হইল সুভদ্রার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের আজ্ঞায় সত্যভামা লুকাইয়া এই বিবাহ দিয়াছেন, বলদেব কিছু জানেন না—তাঁহাকে কেহ বলে নাই। অন্য যাদবেরাও জানে না। দুর্য্যোধন রামের আদেশে যাইতেছে।

যুধিষ্ঠির বলেন এ লজ্জার বিষয়।
আমার যাইতে তথা উচিত না হয়॥

যুধিষ্ঠির গেলেন না কিন্তু ভীমকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। রাজার আজ্ঞা পাইয়া ভীম পাঁচ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন বর সাজে সাজিয়াছে। রত্নময় চতুর্দ্দোল নগর জুড়িয়া বাদ্য বাজনা—হয় হস্তী গণনা করা যায় না। মহা সমারোহ করিয়া

দুর্য্যোধন চলিয়াছে। ভীম সমস্ত জানেন—একটু রঙ্গ করিলেন, বলিলেন এখান হইতে দ্বারকা বহুদূর এখন হইতে বরবেশ কেন? নিকটে গিয়াই করিও বিশেষ বরের ত বয়স হইয়াছে। "ইহাতে দোষ কি" দুঃশাসন এই উত্তর দিল আরও বলিল যদি দেখিতে না পার "পশ্চাতে আইস।" বৃকোদরের উদরে কথা থাকে না।

ভীম বলেন ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন্ কন্যা বিবাহেতে যাও বরবেশে॥
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা-বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥
অকারণে সভামধ্যে গিয়া পাবে লাজ।
তেঁইত বলিনু বরবেশে নাহি কাজ॥

ভীম স্পষ্ট বক্তা। আরও বলিলেন—

পাছু কেন যাইব আমি যাইব তব আগে॥
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে॥

ভীমের বাক্যে শকুনি, কর্ণ ও দুর্য্যোধন বিস্মিত হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর কাণাকাণি করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর, খলবুদ্ধিতে খলযুক্তিই উদয় হইল। দুঃশাসন বলিল ভীম চিরদিন হিংসুক—বরবেশ দেখিয়া হিংসা হইতেছে তাই যাহা মুখে আসিল বাতুলের মত তাহাই বলিল। দুঃশাসন বাক্যে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের মনের সংস্কার নিবারণ হইল। অধার্ম্মিকের মনেও যখন কোন কারণে স্থিরত্ব আইসে তখন নিতান্ত দুষ্ট ব্যক্তির পরামর্শেই ইহা অধর্ম্মের দিকে গতি লাভ করে। ইহাতেই তখন ইহার আনন্দ।

দুর্য্যোধন বলভদ্রকে সংবাদ পাঠাইলেন। অক্ষয় তৃতীয়ার শেষ রোহিণী নক্ষত্র, বেলা দ্বিতীয় প্রহরে আমরা উপস্থিত হইব। আজি রাত্রিতে যেন কন্যার অধিবাস হয়, আগামী কল্য বিবাহের শ্রেষ্ঠ লগ্ন জানিবেন। বলভদ্র পত্র পাঠ অনন্তর ভদ্রার গন্ধ অধিবাস আজ্ঞা দিলেন।

———

দশম অধ্যায়।

সুভদ্রা-হরণ এবং বলরামের ক্রোধ।

সুভদ্রার অঙ্গ গাত্র-হরিদ্রা। বলভদ্রের আজ্ঞায় নারীগণ তৈল হরিদ্রা আমলকি প্রভৃতি গন্ধ মাখিতে বসিল। মাখা শেষ হইলে সকলে সরস্বতী কূলে উপনীত হইয়াছে। এদিকে কৃষ্ণ সত্যভামাকে ইঙ্গিত করিলেন—বহু যুবতী ভদ্রা সঙ্গে স্নান করিতে গিয়াছে।

> অর্জ্জুনে ডাকিয়া তবে বলে নারায়ণ।
> শুনিলে অর্জ্জুন কি আইল দুর্য্যোধন॥
> আজি অধিবাস হেতু রাম আজ্ঞা দিল।
> সেই হেতু তারে সরস্বতী পাঠাইল॥
> মৃগয়ার ছলে চড়ি যাহ মম রথে।
> সুভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেই পথে॥

কৃষ্ণ আরও কিছু বুদ্ধি খাটাইলেন—

> দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহেন ইঙ্গিতে।
> অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাহ মম রথে॥
> যে কিছু কহিবে পার্থ না কর অন্যথা।
> যথায় কহিবে রথ লৈয়া যাবে তথা॥

দারুক কৃষ্ণ-আজ্ঞায় রথ সজ্জীভূত করিয়া আনিল। অর্জ্জুনও অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রথে উঠিলেন। ধীরে ধীরে রথ সরস্বতী-তীরে চলিল। অর্জ্জুন রথ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। কেহ বুঝিল না অর্জ্জুনের কি অভিপ্রায়, বুঝিল কেবল সত্যভামা ও সুভদ্রা। যেখানে ভদ্রা নারীগণ মধ্যে স্নান করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন—ধীরে ধীরে অর্জ্জুন পদব্রজে সেই স্থানে গমন করিলেন, ধীরে ধীরে ভদ্রার হস্ত ধরিয়া বিদ্যুৎবেগে রথে উঠিলেন। দারুক ইন্দ্রপ্রস্থের পথে রথ চালাইল।

চারিদিকে এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। যাদবীগণ অর্জ্জুনকে শত শত ধিক্কার দিল। সভাপালগণ ধর ধর শব্দে ছুটিল। সকলে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—

আবে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহস তোব হেন গৃহে চুবি॥
না পলাহ বলি তাব পাছেতে ডাকিল।
শৃগালেব শব্দে যেন সিংহ নেউটিল॥

অর্জ্জুন ফিবিলেন—নিমেষমধ্যে বহু সভাপাল বিনষ্ট হইল। অর্জ্জুন আবার রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। রথ ক্ষণকাল মধ্যে দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল।

দেখিতে দেখিতে সুভদ্রার হরণ-বৃত্তান্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতার কর্ণগোচর হইল। বলভদ্র ক্রোধে অস্থিব হইলেন। সুভদ্রার সহোদর শারণ, কৃষ্ণপুত্র কাম, শাম্ব, গদ ইত্যাদি ক্রুপ, বৃন্দ, উপগদ, উগ্রসেন, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, প্রভৃতি যাদবসেনা সমভিব্যাহাবে রামেব নিকট উপস্থিত হইলেন।

ক্রোধে বলভদ্রতনু কাঁপে থব থব।
ফুলিয়া হইল তনু যেমন মন্দর॥
প্রলয় মেঘেব শব্দে ডাকে যেন গলা।
অঙ্গ হইতে ছি ড়িয়া পড়িল বনমালা॥
বাম বলে পাণ্ডবেব এত গর্ব্ব হইল।
কুকুবে যজ্ঞেব হবি খাইতে ইচ্ছিল॥
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা কবিল ব্রাহ্মণী।
গারুড়ী অজ্ঞাত যেন ধবে কালফণি॥
যে পুবে সূর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ বয়॥
যে পুবে আসিতে শক্তি শমনেব নয়॥
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হইল দুবাচাব।
চুবি কবে লয়ে যায় ভগিনী আমায়॥
এই দোষে আজ তাবে মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবেব কুলে॥
তাহাবে মাবিব যে হইবে তাব বংশে।
পৃথিবী খুজিয়া আজ মারিব সবংশে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি আজ তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব লয়ে সমুদ্রের জলে॥

ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শত্রু করিবে রক্ষণ॥
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দ রীতি।
না জানিয়া করে কৃষ্ণ তার সহ প্রীতি॥
অন্তঃপুরে দেয় তারে বহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান॥
যত স্নেহ করিনু শুধিল তার গুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি চুণ॥
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এত বলি বাহির হ'লেন রাম সাজি॥
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্র হস্তে শোভা যেন করে আখণ্ডল॥
কৃষ্ণে ডাক বলি দূতে দেন পাঠাইয়া।
সে প্রিয় সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া॥

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন ও যাদবগণ।

দূত কৃষ্ণ-সন্ধানে গিয়াছে কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? যাদবমাত্রেই ব্যস্ত কিন্তু কৃষ্ণ কোথাও নাই। আবার যাদবীগণ যেখানে হাহাকার করিতেছে সেখানে সত্যভামাও নাই। এখন যাদবদিগের বিপত্তি ঘনীভূত হয় নাই হইলে মধুসূদন থাকিতেন।

সকলেই নিজ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশে ব্যস্ত এজন্য তত বেশী কৃষ্ণের অনুসন্ধান হইল না। এ দিকে গদ, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, সাত্যকি, সারণ প্রভৃতি যদুগণ পশ্চাৎ হইতে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিতেছে,—'চোর পালাও কেন, যুদ্ধ দাও।' পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনকে যদুগণ ডাকিতেছে। অর্জ্জুন দারুককে আজ্ঞা করিলেন 'রথ ফিরাও'। দারুক বিশেষ উপদ্রবে পড়িল। কৃষ্ণ আজ্ঞা দিয়াছেন অর্জ্জুন যাহা বলিবে করিও—এদিকে কৃষ্ণপুত্রদিগকে অর্জ্জুন আঘাত করিবে দারুক তাহা সহ্য করিবেন কিরূপে?

দারুক বলিল পার্থ কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত ॥
অপ্রমিত পরাক্রম ত্রৈলোক্যে অজেয়।
দেখ পাছে আইসে যেন সমুদ্র প্রলয় ॥
ইহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া যুঝি আছে ক্ষত্রনীত ॥
এ কর্ম্মে আমার শক্তি নহে কদাচন।
পলাইতে যথা চাহ লইব এক্ষণ ॥
যথা আজ্ঞা কর রথ লইব সত্বর।
ইন্দ্রপ্রস্থে লইব কি ইন্দ্রের নগর ॥
কুবের বরুণ যম ইন্দ্রের সদন।
যথায় কহিবা রথ লইব এক্ষণ ॥
কেবল না পারি আমি রথ ফিরাইতে।
কি মতে করাব যুদ্ধ যাদব সহিতে ॥
কৃষ্ণ পুত্রে প্রহারিবা চড়ি কৃষ্ণরথে।
মম শক্তি নহিবে তুরগ চালাইতে ॥

দারুকের পরামর্শে বীর-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল না।

পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধ হেতু ডাকিতেছে পশ্চাৎ আমার ॥
নহে ক্ষত্র-ধর্ম্ম আমি যাইব ছাড়িয়া।
বিশেষ আমার পাছে আইল তাড়িয়া ॥
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে।
শৃগালের প্রায় যাব কি কাজ জীবনে?
কৃষ্ণ-পুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে ॥
যুদ্ধ হেতু আমারে ডাকিবে ক্ষত্র হইয়া।
কেহ হ'ক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া ॥

অর্জ্জুন তখন দারুককে অবিশ্বাস করিলেন—প্রবোধবাড়ি ও 'কড়িয়ালি কাড়িয়া লইলেন। আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে রথস্তম্ভে দারুককে পাশ অস্ত্রে

বন্ধন করিয়া রথ ফিরাইলেন। অর্জ্জুনের এক পদে কড়িয়ালি অন্যপদে প্রবোধ বাড়ি এবং দুই হস্তে তীর ধনু!

ভদ্রা অর্জ্জুনের ক্লেশ দেখিয়া সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইল। বাঙ্গালার খ্যাত-নামা উপন্যাসলেখক সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষে এই ছবি আঁকিয়াছেন। সূর্য্য-মুখী নগেন্দ্রের সঙ্গে এইরূপ একটা অভিনয় করিতেও গিয়াছিলেন। সে দৃশ্যও সুন্দর আর বাস্তবিক এ ভদ্রা চরিত্রও বড়ই সুন্দর।

ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমাকে চালাই অশ্বগণে॥
এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
তিন পুর ভ্রমণ করিনু যথা রঙ্গে॥
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাতাম হয়॥
আমার নৈপুণ্য দেখি দেব দামোদর।
ধন্য ধন্য করি ব্যাখ্যা কবেন বিস্তর॥

অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে সুভদ্রা হস্তে কড়িয়ালি প্রদান করিলেন। অর্জ্জুনের নিকটে ভদ্রা আপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। এ ইচ্ছা স্বতঃই হইয়া থাকে। রথ বায়ুবেগে ছুটিল—কখন আদিত্যমণ্ডল, কখন সৈন্য-মণ্ডলীর চতুর্দ্দিকে ভদ্রা রথ চালাইতেছে—কাশীরাম লিখিয়াছেন "সৈন্যমধ্যে ভ্রমে যেন নর্ত্তকী খঞ্জন" এ দৃশ্যও বড় সুন্দর।

বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর॥

বহুক্ষণ যুদ্ধ হইল। যদু শিশুগণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। সকলে পরামর্শ করিয়া রামের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বলভদ্র।

বলভদ্র সসৈন্যে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইয়াছেন। দূত গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সংবাদ দিল "প্রভু! অর্জ্জুনের হাতে বুঝি বা সব নষ্ট হয়। দূত আরও বলিল,—

সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে কখন ভূমিতে॥
কখন লুকায় মেঘে ক্ষণে শূন্য মাঝে।
নর্ত্তক খঞ্জনপ্রায় ঘন ফেরে তেজে॥
ঘন ঘন সৈন্য মধ্যে ফণিবৎ চলে।
ঘন প্রদক্ষিণ করে মৎস্য যেন জলে॥
দক্ষিণ বামেতে রথ বায়ুবেগে ছুটে।
ক্ষণে ক্ষণে থাকি সূর্য্যমণ্ডলেতে উঠে॥
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে।
কোন্ ঠাঁই থাকে তারে কেহ নাহি দেখে॥

যুদ্ধে বহু সৈন্যক্ষয় হইল। কেহই আর পার্থের যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। কুমারগণ ব্যাকুল হইয়া আপনার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন।"

"সুভদ্রা চালায় রথ!" বলভদ্র আশ্চর্য্য হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন দূত! এমন রথ পার্থ কোথায় পাইল? দূত ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল প্রভু—এ রথ মহারাজের—রথে মহারাজের সুগ্রীবাদি অশ্ব যোথা; আরও

সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে॥

বলরাম সমস্তই বুঝিলেন। যুদ্ধ করিব কাহার সঙ্গে? যুদ্ধোদ্যম শিথিল হইল। বলভদ্র হেঁটমাথে ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। অভিমানে বলরামের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, কৃষ্ণের কাছে বলভদ্র মন্ত্রমুগ্ধ ফণিবৎ। বুঝিলেন এ ব্যাপারের মূলে চক্রধারী। হারিলেই লোক কাঁদে। বলভদ্র হারিয়াছেন চক্ষুজল কিছুতেই নিবারণ হইতেছে না।

গোবিন্দ যে করায় আমার অপমান ।
আপনি সারথি দিল অশ্ব রথযান ॥
অর্জ্জুনের কিবা শক্তি হেন কর্ম্ম করে ।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে ॥
আমার সম্মুখে কহে কপট বচন ।
কোন লাজে দেখাইবে আমাকে বদন ॥
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহকারণ ।
অধিবাসহেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ ॥

বলভদ্র হাতের লাঙ্গল দূরে ফেলিয়াছেন। মুষল দূর করিয়াছেন। অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন। নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া অধোমুখে নিরাসনে উপবেশন করিয়াছেন। এই সময়ে দামোদর সেইখানে উপস্থিত হইলেন। একেবারে ভূমে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, অভিমান ভাঙ্গিল না। ক্রোধে বলরাম নারায়ণের দিকে তাকাইলেন না,—

গোবিন্দ বলেন কেন ক্রোধ কর স্বামী ।
তব পদে কোন অপরাধ করি আমি ॥

বলরাম কোন কথা কহিলেন না।

উগ্রসেন বলে তুমি করিলা কুকর্ম্ম ।
ভদ্রা নিতে পার্থে বল নহে এই ধর্ম্ম ॥
নিজ রথ তুরঙ্গ সারথি দিলা তারে ।
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে ॥

গোবিন্দ নিজদোষ ক্ষালনের জন্য বলিলেন যে "পার্থ সর্ব্বদা এ রথে চড়িয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে।"

কি মতে জানিব যে সুভদ্রা লবে হরি ।
নরমায়া বুঝিবারে নাহি আমি পারি ॥
ইথে অকারণে প্রভু আমারে আক্রোশ ।
ভদ্রা যদি বাহে রথ দারুকে কি দোষ ॥

তখন কৃষ্ণ বলিলেন দূত ! তুমি দারুকের কি দশা দেখিয়াছ বল।

দূত বলে দারুক আপন বশে নাই ।
বন্ধন করিয়া তারে বাখিল গোঁসাই ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক যাদব।
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুভব॥

এত কথাতেও বলরামের ক্রোধ শান্ত হইল না। কৃষ্ণকুমারগণ যে দূত পাঠাইয়াছিল তাহারাও কি করিবে নির্ণয় করিতে পারিল না। রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "কি কারণে নিঃশব্দে রহিলা যদুনাথ" আমরা যদুবীরগণের বড়ই দুরবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধে কাহারও শরীর অক্ষত নাই, অর্জ্জুন সকলকে পরাজয় করিয়াছে। তূণে আর অস্ত্র নাই রথ অশ্ব একটীও ঠিক নাই। হয় আপনি না হয় মহারাজ এ দুইয়ের কেহ নহিলে অন্য উপায় নাই। দূত আরও বলিল অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে কুমারগণের সাধ্য নাই।

স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
তেঁই এতক্ষণ প্রভু জীয়ে সর্ব্বজনে॥

তখন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের শৌর্য্যের কথা বলিলেন।

ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
পার্থে জিনে হেন নাহি দেখি কোন জন॥
কি করিবে তাহারে এ সব শিশুগণে।
যে কহিলা স্নেহে পার্থ নাহি মারে প্রাণে॥

শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন অর্জ্জুন বিশেষ অন্যায় কিছুই করেন নাই।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে॥
কিন্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী কর্ম্ম দেখ মহাশয়॥
অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এখন॥
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা॥
কিন্তু পার্থে জীয়ন্তে ধরিতে না পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মরিবা॥

সুভদ্রা না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব ইথে হবে কি কর্ম্ম সাধন॥

শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ বাক্যজাল বিস্তার করিলেন। শেষে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, বলিলেন

এক্ষণে আমার এই মত মহাশয়।
সবাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয়॥
প্রিয়ম্বদ একজন যাক্ আপনার।
প্রিয় বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার॥
এক্ষণে আনিয়া তারে করাও বিবাহ।
সম্প্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ॥
সকল মঙ্গল হবে লোকেতে সম্মান।
মম চিত্তে ইহা বিনা নাহি লয় আন॥

হলধর ক্রোধ সম্বরণ করিলেন উত্তর করিলেন

আমারে কি আর জিজ্ঞাসহ অকারণ।
করহ আপনি যাহা তব লয় মন॥
যাহা চিত্তে করিয়াছ তাহাই হইবে।
তুমি যে করিবে তাহা কে অন্য করিবে॥
তব বাক্য যদি আমি না করি হেলন।
এমন দুঃসহ লজ্জা হবে কি কারণ॥

বহুবার দেখিয়াছি তোমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া বহুবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। বলভদ্র সাত্যকিরে পাঠাইলেন—

আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সুভদ্রা-বিবাহ।

সাত্যকি অর্জ্জুনকে নিরস্ত করিতে চলিলেন। যেখানে যাদবসৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল সেখানে বার্ত্তা দুর্য্যোধনের সেন্য আসিয়া যোগ দিল। দুর্য্যোধন সমস্ত শুনিলেন। ক্রোধে অপমানে দুর্য্যোধন গর গর করিতেছেন।

হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম তনয় পাণ্ডুর॥
যে কন্যা নিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম হরিল তাহারে॥
মোর দোষাদোষ সব জ্ঞাত হৈলা সবে।
এক্ষণে মারিব দেখ কে রাখে পাণ্ডবে॥

অমনি কর্ণ বলিল মহারাজ অনুমতি করুন আমি অর্জ্জুনকে বাঁধিয়া আনি। আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ মিলিল। কর্ণ বাঁধিয়া আনিতে চলিল।

"বৃকোদর সনে কোথা যাস সূতসুত।
অর্জ্জুনে ধরিতে যাস শুনিতে অদ্ভুত॥
সুরাসুর যক্ষ যারে না পারে সমরে।
তাহারে ধরিতে যাস লজ্জা নাহি করে॥
আরে মূর্খ দুরাচার এত অহংকার।
এমন প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে আমার॥
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন।
তবে পার্থ সহ তুমি কর গিয়া রণ॥

ভীম রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূমিতে পড়িলেন। কালান্তক যমের ন্যায় কর্ণকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। যুদ্ধ বাধিতে বাধিতে বাধিল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর পরামর্শ দিলেন পার্থ সহ বিবাদে তোমাদের প্রয়োজন কি? কিন্তু

বরণ করিয়া তোমা আনিল যে জন।
তার ঠাই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ॥

দুর্য্যোধন দ্বারাবতী অভিমুখে গমনে প্রস্তুত হইতেছেন। এই সময়ে সাত্যকি আসিয়া পৌছিলেন; দুর্য্যোধনের পক্ষে সকলে ব্যগ্র হইল—সাত্যকি অর্জ্জুনকে কি বলেন।

সাত্যকি মধুর কোমল বাক্যে পার্থকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন--

ক্রোধ ত্যজ ধনঞ্জয় কি হেতু আক্রোশ।
না জানিয়া শিশু সব করিয়াছে দোষ॥
তোমার সহিত দ্বন্দ্ব কৈল না জানিয়া।
রাম কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিয়া॥
এ কারণে শাম্বগতি পাঠালেন মোরে।
প্রবোধিয়া তোমারে বাহুড়ি লইবারে॥
একত্রে বসিয়া সবে বৃষ্ণিভোজগণ।
সুভদ্রাকে তোমারে করিবে সমর্পণ॥

ফাল্গুনী ব্যস্ত হইলেন। পার্থ তখন কৃতাঞ্জলিপুটে দারুককে নিবেদন করিলেন—

যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন।
করিলাম অপরাধ ক্ষম মতিমান॥

দারুক পার্থের মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

দারুক কহিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম।
বন্ধন এ নহে মম রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম॥
তুমি যদি আমারে না করিতে বন্ধন।
কোন লাজে দেখাতাম রামের বদন॥
এই মত লহ মোরে সাক্ষাতে তাঁহার।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার॥

এ যুক্তি কিন্তু ঠিক হইল না। রাম ভাবিতে পারেন কপট বন্ধন—কৃষ্ণ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। অর্জ্জুন দারুকের বন্ধন মোচন করিলেন। সুভদ্রা এখন কুলবধূ সাজিলেন, কিন্তু এক হাত ঘোমটা দিতে পারেন নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য ফিরিলেন ফিরাইলেন কিন্তু যেন কিছুই জানেন না। কত লোক কত কথা বলিল। সুভদ্রার কতক কাণে গেল কতক গেল না।

মহামানী রাজা দুর্য্যোধন মানভঙ্গে বড়ই অপমানিত হইলেন। লক্ষণার স্বয়ম্বরে যতদূর লাঞ্ছিত হইতে হয় হইয়াছিলেন—সুভদ্রা হরণে ততোধিক

হইল। শোনা যায় বহু দিন পরে তিনি কুরুসভায় মুখ দেখাইয়াছিলেন। ভিতরে ভিতরে পাণ্ডবদিগের প্রতি ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইল। উপস্থিত রাজসূয়যজ্ঞে ঈর্ষ্যানল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্যূতক্রীড়ায় ঈর্ষ্যার পূর্ণাহুতি আমরা ক্রমে দেখাইব। দ্যূতক্রীড়াসাগরে সুধা উঠিল না; উঠিল "জগৎ-প্রলয়কারী অনল-রাশি।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সাক্ষাৎ কারণ দ্যূতক্রীড়া।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দ্রৌপদী ও সুভদ্রা।

দ্বারকাতে অর্জ্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ হইয়া গেল। বনবাসের দশম বৎসর দ্বারকাতে কাটিল। একাদশ বৎসর পুষ্করে অতিবাহিত হইল। আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। তখন অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। ভদ্রা সঙ্গে আসিল।

প্রথমেই অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিলেন—পরে কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম করিয়া কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শেষে দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন।

দ্রৌপদী রমণীস্বভাবসুলভ ঈষৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন পার্থ! যেখানে সাত্বত-কুমারী সেই খানে গমন কর। অথবা তোমার দোষ কি? গুরুভার বস্তু দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিলেও কালক্রমে তাহার পূর্ব্ববন্ধন শিথিল হইয়া যায়। কৃষ্ণার পরিহাস শুনিয়া ধনঞ্জয় পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—কাশীরাম অর্জ্জুন-দ্রৌপদী মিলন এইরূপ লিখিয়াছেন।

দ্রৌপদীকে সম্ভাষিতে যান অন্তঃপুর।
পার্থে দেখি দুঃখী কৃষ্ণা হইল প্রচুর॥
অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রোধ মন।
কতক্ষণ থাকি পার্থে বলেন বচন॥

মূলের দ্রৌপদীর সহিত এ দ্রৌপদীর একটু পার্থক্য আছে। সে দ্রৌপদী একটু রহস্য করিয়াছিলেন মাত্র, এ দ্রৌপদীর রীতিমত জ্বালা উপস্থিত হইল। তখন পার্থ বলিলেন—

কি হেতু আমারে কৃষ্ণা হইলা বিমুখ।
কোন্‌ দোষ দেখি মম হইল অসুখ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে হইল মিলন।
ইহাতে অপ্রিয় কেন না বুঝি কারণ॥

কাশীরামের দ্রৌপদী আজকালকার সভ্য মহিলাদের মত কিছুই গোপন করিতে পারিল না।

দ্রৌপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর।
এথা হৈতে গেলে মম চিত্ত হয় স্থির॥
মম স্থানে আর তোমার কিবা প্রয়োজন।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন॥
নবগ্রন্থি পেলে যেন পূর্ব্বগ্রন্থি হেলা।
আমায় বিস্মৃত হইলা সুভদ্রা পাইয়া॥

অর্জ্জুনকে কিছু সাধ্য সাধিও করিতে হইল। একটু লজ্জিত হইয়া দ্রৌপদীকে বাড়াইতে হইল। "তুমি বড়ই ভাল" এই মহৌষধী প্রয়োগ করিলেন। বলিলেন "তুমি হেন কহ দেবী না হয় উচিত।" মান্‌ আরও চড়িল।

তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে।
লক্ষ স্ত্রী হ'লেও তুমি সবার উপরে॥

দ্রৌপদীর বোধ হয় কিছু ভয়ও হইয়াছিল বুঝি লক্ষ স্ত্রীই হয়। যাহা হউক পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনায় দ্রৌপদী সন্তুষ্ট হইলেন।

তখন অর্জ্জুন সুভদ্রাকে অন্তঃপুরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। ভদ্রা বড় সুন্দর সাজে সাজিয়া আসিয়াছিল—রক্তবস্ত্র পরিধান, রুক্ষ কেশপাশ আলুলায়িত, যেখানে যা সাজে সত্যভামা তাই দিয়া গোপালিকার বেশে সাজাইয়া দিয়াছেন। ভদ্রা বধূবেশে আসিল—আসিয়াই আগে পৃথার চরণ বন্দনা করিল পরে দ্রৌপদীকে একটা বড় করিয়া প্রণাম করিল। করজোড়ে বলিল "দিদি! অদ্যাবধি আমি আপনার দাসী হইলাম।" কৃষ্ণা কৃষ্ণ-ভগিনীকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন "তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন।" "তাহাই হউক" মাধবভগিনী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল। অল্পদিনেই কৃষ্ণভগিনী কৃষ্ণার বড়ই আদরের জিনিষ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

খাণ্ডব দাহ।

কতক দিবস পরে রাম-নারায়ণ ভদ্রাকে দেখিতে আসিলেন। বহু যাদব সঙ্গে আসিল। ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ বহুল যৌতুক প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা যাদবদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কাহাকেও গুরুবৎ পূজা করিলেন, কাহাকেও বয়স্যের ন্যায় প্রিয় সম্ভাষণ করিলেন, কাহারও নিকটে স্বয়ং অভিবাদিত হইলেন। বহুদিবস যাদবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিলেন. শেষে বলদেব ও অন্যান্য যাদবগণ দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন. ইন্দ্রপ্রস্থে রহিলেন কেবল শ্রীকৃষ্ণ।

ভদ্রা কিয়ৎকাল পরে এক সন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্র স্বভাবতঃ অভী- ও মন্যুমান অর্থাৎ নির্ভয় ও ক্রোধান্বিত এজন্য নাম হইল অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত কুরুক্ষেত্রসমরাবসানে রাজ্যলাভ করেন। বাল্যকালে লোকে অভিমন্যুকে অর্জ্জুন বলিয়া ডাকিত। অভিমন্যু পিতার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, ক্রমে বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-কলাপ শিক্ষা করিলেন। আগম ও শস্ত্র প্রয়োগ বিষয়ে অভিমন্যু পিতার সমান এবং সর্ব্বাংশে মাতুল সদৃশ দেখিয়া সুভদ্রার আনন্দের সীমা রহিল না।

কিছুকাল পরে পাঞ্চালী প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক, এবং শ্রুতসেন নামক পঞ্চপুত্র প্রসব করিলেন। দ্রৌপদীতনয়েরা এক এক বৎসর অন্তর জন্মিয়াছিল। মহর্ষি ধৌম্য আনুপূর্ব্বিক ইহাদের জাতকর্ম্ম, চূড়া, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন সমাপন করাইলেন। সকলেই অর্জ্জুনের নিকট নিখিল অস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ অভ্যাস করিলেন।

গ্রীষ্মকাল। একদিন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অতিশয় প্রবল। অর্জ্জুন সপরিবারে যমুনায় গিয়া জলবিহার করিবেন এবং সায়ংকালে ফিরিয়া আসিবেন কৃষ্ণকে এই অভিলাষ জানাইলেন. যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে অর্জ্জুন বনবিহার ও জল-বিহারার্থ দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অপরাপর বিপুল নিতম্বা, পীনোন্নত-পয়োধরা, মন্দস্খলিতগমনা বামলোচনা সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। সকলে আমোদ

প্রমোদ করিতেছেন এমন সময়ে তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ তরুণারুণ-সঙ্কাশ পিঙ্গলোজ্জ্বল শ্মশ্রুজালবিজড়িত জটাচীরধারী দীর্ঘকায় এক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন।

ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ অগ্নিদেব। পুরাকালে রাজা শ্বেতকি শতবর্ষব্যাপী এক দীর্ঘ সত্র অনুষ্ঠান করেন। ঋত্বিক মহর্ষিগণ অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞকার্য্যে নিরন্তর দীক্ষিত হইয়া একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা কিছুদিন পরে যাজনকার্য্যে অস্বীকৃত হয়েন। রাজা রুদ্রদেব দ্বারা যাজন সম্পন্ন করাইবেন স্থির করিয়া কঠোর তপস্যা, ব্রত উপবাসাদি করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেব সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার আজ্ঞামত রাজা শ্বেতকি দ্বাদশ বৎসর সমাহিত ব্রহ্মচারী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দ্বারা অনলকে পরিতৃপ্ত করেন। মহাদেব প্রীত হইয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে শ্বেতকির যাজনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন।

এই যজ্ঞকার্য্যে হুতাশন বিকৃতভাবাপন্ন ও তেজোহীন হইয়া গ্লানিযুক্ত হয়েন। অগ্নি তখন ব্রহ্মাকে আপনার দুর্দ্দশার বিষয় জানাইলেন। 'সমস্ত জীবজন্তুপরিপূরিত খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ না করিলে অগ্নি গ্লানিমুক্ত হইবে না' ব্রহ্মা এই পরামর্শ প্রদান করিলেন।

ব্রহ্মার বাক্যে হুতাশন খাণ্ডবারণ্যে প্রচণ্ডবেগে প্রবেশ করেন। ইন্দ্র খাণ্ডব বনের রক্ষক, বহ্নি ক্রমে ক্রমে সাতবার প্রজ্বলিত হইলেন কিন্তু সাতবারই নির্ব্বাপিত হইলেন। অগ্নি আবার ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। নর-নারায়ণ সাহায্যে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে ব্রহ্মার নিকট এই মন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলেন। এই নর-নারায়ণ ভূমণ্ডলে কৃষ্ণার্জ্জুন নামে পরিচিত।

নরনারায়ণ সমক্ষে অগ্নি ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ হইয়া আসিয়াছেন, পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি। আত্মপরিচয় দিয়া অগ্নি স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, অর্জ্জুন স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিতে লাগিলেন "দেব, আমার বহুতর দিব্যাস্ত্র আছে তদ্দ্বারা শত বজ্রধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু আমার ভুজবেগ সহ্য করিতে পারে, এরূপ ধনু নাই।" অগ্নি বরুণদেবকে স্মরণ করিলেন। তখন অর্জ্জুনের জন্য সোমরাজপ্রদত্ত ধনু, তূণীরদ্বয় এবং কপিধ্বজ রথ প্রার্থনা করিলেন। বরুণরাজ অগ্নির প্রার্থনায় সম্মত হইয়া অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ রথ, ব্রহ্মা নির্ম্মিত গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রদান করিলেন এবং নারায়ণকে সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদা প্রদান করিলেন।

কৃষ্ণার্জ্জুন দুই রথে আরোহণ করিয়া খাণ্ডব বনের দুই পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইলেন। অগ্নি সমস্ত প্রাণিসহ বন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। কোন পশু পলায়ন করিলে তাঁহারা তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে লাগিল। শত শত প্রাণী ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া ইতঃস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন জন্তু তীব্র তাপে দগ্ধৈকদেশ, স্ফুটিতচক্ষু ও বিশীর্ণ হইয়া ছুটিতে লাগিল। পক্ষিগণ দগ্ধচক্ষু দগ্ধপক্ষ ও দগ্ধচরণ হইয়া মহীতলে বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। জলাশয় সকল তীব্র তাপে পরিশুষ্ক হওয়াতে তত্রস্থ কূর্ম্ম ও মৎস্য সমুদায় বিনষ্ট হইতে লাগিল। কোন জন্তুর সমস্ত কলেবর প্রজ্বলিত হওয়াতে মূর্ত্তিমান বহ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ক্রমে হুতাশনের শিখা সমুদায় নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া যেন দেবগণেরও উদ্বেগ জন্মাইল।

ইন্দ্র খাণ্ডববন রক্ষার্থ চেষ্টা করিলেন। কোন ফল হইল না। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত কৃষ্ণার্জ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। সুরগণ নরনারায়ণকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। দৈববাণী হইল নর-নারায়ণকে পরাজয় করা ইন্দ্রের দুঃসাধ্য। ইন্দ্র অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অন্য দেবতাগণ সকলেই পলায়ন করিলেন।

ভগবান্ হব্যবাহন্ কৃষ্ণার্জ্জুনপ্রভাবে মাংস রুধির ও বসা দ্বারা তর্পিত হইয়া মহাবেগে গগনস্পর্শ পূর্ব্বক ধূমশূন্য হইলেন, এবং দীপ্তাক্ষ, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তানন ও দীপ্তকেশ হইয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ, তরক্ষু, উরগ, মীন, কচ্ছপাদি জন্তুর বসা পানে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

ভগবান্ হুতাশন পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন। এই পঞ্চদশ দিনে তত্রস্থ সমস্ত জীব জন্তু সেই প্রচণ্ডানলে দগ্ধ হইল। রক্ষা পাইল ভুজগেশ্বর তক্ষকপুত্র অশ্বসেন, ময়দানব এবং চারিটি শার্ঙ্গক।

এই ময়দানব পরে পাণ্ডবদিগের জন্য এক অপূর্ব্ব সভা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সুররাজ ইন্দ্র কৃষ্ণার্জ্জুনের শৌর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিলেন।

অগ্নি পঞ্চদশ দিবস প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া মৃগপক্ষী সমাকুল খাণ্ডবারণ্য

দগ্ধ করতঃ ব্যাধিমুক্ত হইলেন এবং কৃষ্ণার্জ্জুন নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ময় তিন জনে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরম রমণীয় যমুনা নদীর উপকূলে আসিয়া বসিলেন।

ভারত সমর

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম অংশ।

সভানির্ম্মাণ প্রতিশ্রুতি।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

পঞ্চদশ দিবস পরিশ্রমের পর কৃষ্ণার্জ্জুন একান্তে আসিয়াছেন। আজ যমুনার জলকল্লোল বড়ই প্রীতিপদ বোধ হইতেছিল। এই যমনাই সেই যমনা, যে যমুনা বাঁশরি স্বরে উজান বাহিয়া ছুটিত, যে যমুনা কৃষ্ণানুরাগিণী গোপিনীর চরণরেণু-স্পর্শে পূত-সলিলা। কৃষ্ণ কোন কথা কহিতেছেন না—কি জানি পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছিল কিনা? কি জানি এক বিন্দু অশ্রু স্থির হইয়া মধ্যচক্ষে দাঁড়াইয়াছিল কিনা? ময়, অর্জ্জুন, শ্রীমুখচন্দ্র পানে চাহিয়া আছেন; ময় বড়ই ভাগ্যবান্—এই দৃশ্য দেখিতেছে। কতক্ষণ পরে ময় কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিতে লাগিল।

"কৌন্তেয়, ক্রোধান্বিত শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র হইতে আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, দহনোন্মুখ হুতাশন হইতে রক্ষা করিয়াছেন কোন প্রত্যুপকার না করা পর্য্যন্ত আমি তৃপ্তি পাইতেছি না।"

অর্জ্জুন—তুমি আমার প্রতি যে সন্তুষ্ট হইয়াছ ইহাতেই সমস্ত প্রত্যুপকার করা হইয়াছে, এক্ষণে স্বস্থানে যাও।

ময়—আমার একান্ত ইচ্ছা কিছু উপকার করি। আপনি মহৎ, আপনার

গুণগ্রামের বশীভূত হইয়া একার্য্যে উদ্যত হইয়াছি। আমি দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা।

অর্জ্জুন—আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়াই উপকার করিতে চাহিতেছ—এইজন্য তোমার কর্ম্ম লইতে ইচ্ছা নাই। অথচ তোমার মনে ব্যথা দিতেও চাই না। ভাল, তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর। তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।"

কৃষ্ণ ময়কে যুধিষ্ঠিরের জন্য এক অপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণে আদেশ করিলেন। ময় কৃতার্থ হইল। মনে করিল এমন সভা নির্ম্মাণ করিব যাহা মনুষ্যলোকে কোথাও কেহ দেখে নাই। তখন কৃষ্ণার্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে চলিলেন, সঙ্গে ময়ও চলিল। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবদাহের বৃত্তান্ত শুনিলেন। ময়ের পরিচয় পাইয়া যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ঠিক হইয়া গেল সভাস্থলীর পরিসর লক্ষ সহস্র হস্ত হইবে। ময় সভা নির্ম্মাণার্থ প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অংশ।

কৃষ্ণ-বিদায়।

বাসুদেব কিছুদিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিয়া, দ্বারাবতী যাইবেন এই অভিপ্রায় জানাইলেন। দিন স্থির হইল। কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য সমাধা করিলেন—স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিলেন, দিব্য মাল্য ধারণ করিলেন, দেহ চন্দনচর্চ্চিত করিলেন, দেব ও দ্বিজ পূজা করিলেন। অন্তঃপুর হইতে বিদায় লইতে গিয়াছেন। প্রথমে পিতৃষ্বসা কুন্তীর চরণ বন্দনা করিলেন। ওখানে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—

"সুভদ্রা-ভগিনী স্থানে করিয়া গমন।
গদগদ মৃদুবাক্য সজল নয়ন॥
কহেন রুক্মিণী-কান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয়া॥
সেবিবে শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা রহিবে কৃষ্ণা সনে॥"

কমললোচন অল্পাক্ষর হিতকর উপদেশ দিয়া বিদায় লইলেন। ভদ্রা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কৃষ্ণ সান্ত্বনা করিলেন। ভদ্রা সত্যভামার কাছে

কত কথা বলিতে চান পারিলেন না। শেষে জননী ও অন্যান্য গুরুজন সমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদায় কহিয়া দিয়া বারম্বার পূজা ও অভিবাদন করিলেন।

কৃষ্ণ তৎপর দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কৃষ্ণা কৃষ্ণদর্শনে কাঁদিতে লাগিল। কৃষ্ণ উত্তরীয় দিয়া কৃষ্ণার চক্ষুজল মুছাইয়া দিলেন। কৃষ্ণার মত ভাগ্যবতী কি কেহ আছে? বায়ু আহারে, অনাহারে কত জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়া মুনিঋষিগণ যাঁহার একবার সাক্ষাৎলাভে জীবন্মুক্ত হইয়া যান আজ সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণার জন্য কতই ব্যাকুল। কৃষ্ণ কৃষ্ণার হস্ত ধারণ করিয়া মৃদুমন্দভাষে কহিলেন—

"প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা-ভগিনী।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবে আপনি॥"

আপনি সম্বোধন শুনিয়া কৃষ্ণা একটু হাসিয়াছিল কিনা এটা বিচারের কথা বটে। কৃষ্ণ পরে ধৌম্যের নিকট বিদায় লইয়া বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন এবং শুভক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করিলেন। কাশীরাম বলিতেছেন—

যাত্রা শুভ যাঁর নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন দেখি শুভক্ষণ॥

দারুক কাঞ্চনময় গরুড়ধ্বজ সাজাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। কৃষ্ণ রথে উঠিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া রথে উঠিলেন, দারুককে স্থানান্তর করিয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন সেই সময়ে স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেতচামর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। ভীম, নকুল সহদেব, ঋত্বিক এবং পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে অনুগমন করিল। রথ ধীরে ধীরে চলিল। রথে বড়ই শোভা হইয়াছিল।

সকলে অর্দ্ধযোজন পথ অতিক্রম করিলেন। কৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে "প্রতিনিবৃত্ত হউন" বলিয়া পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া স্বভবনে গমনানুমতি প্রদান করিলেন। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র অহল্যা উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিয়াছিলেন। ননাম রাঘবোহল্যাং রামোহহং ইতি চাব্রবীৎ॥ কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষার জন্য অবতার। ভগবান্ যদি মর্য্যাদা রক্ষা না করেন তবে কে করিবে?

এদিকে কৃষ্ণ দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ দেখা যায় পাণ্ডবেরা অনিমেষনয়নে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন এবং মনে মনে অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া মন তৃপ্ত হইল না, কৃষ্ণ দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন। পাণ্ডবেরাও রাজ্যে ফিরিলেন।

তৃতীয় অংশ।

সভা-নির্ম্মাণ।

সভা-নির্ম্মাণ জন্য দ্রব্যজাত সংগ্রহার্থ ময়দানব কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে বিন্দুসরোবর সন্নিধানে গমন করিল। দানবরাজ বৃষপর্ব্বার যজ্ঞে বহুবিধ দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল। বিন্দু সরোবরে যে গদা ছিল ময় তাহা ভীমকে প্রদান করেন এবং দেবদত্ত শঙ্খ অর্জ্জুনের জন্য আনয়ন করেন।

অল্পদিনে স্বুবর্ণ নির্ম্মিত তরুরাজি বিরাজিত মণিময়ী সভাস্থলী নির্ম্মিত হইল। সভা চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। পাণ্ডবসভা, দেবসভা এবং ব্রহ্মসভা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হইল না। ময়দানবের অষ্টসহস্র কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ রমণীয় সভা রক্ষা করিত।

সভাস্থলে ময়, এক অপূর্ব্ব সরোবর নির্ম্মাণ করিল। উহার সোপান-পরম্পরা স্ফটিকময়, পরিসর বেদিকা মণিময়, জল স্বচ্ছ, পঙ্কশূন্য, সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস্যকূর্ম্মাদিসঙ্কুল, কত শত কনককমল সর্ব্বদা সরোবরের শোভা সংবর্দ্ধন করিত। উহাদের মৃণাল মণিময়, পত্র মণিযুক্ত, উহার তীরে নীরে কতশত জল-বিহঙ্গ ক্রীড়া করিত। কত মুক্তাফল কত রত্ন চারিদিকে সমাচ্ছন্ন থাকিত। রাজ-গণ সরোবরের সন্নিধানে গিয়াও উহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। অজ্ঞানবশতঃ লোকে সরোবরের উপর দিয়া চলিত ও অপ্রতিভ হইত। সভার উভয় পার্শ্বে ফল, পুষ্প ও কিশলয়শোভিত নীলছায়াসম্পন্ন পাদপাবলী সন্নি-বেশিত। শত শত সুরভি কানন—হংস কারণ্ডবশোভিত শত শত পুষ্ক-রিণী, সভার চারিদিকে শোভা করিত। শত শত স্থলজ জলজ পদ্মগন্ধে সভা আমোদিত থাকিত। চতুর্দ্দশ মাসে সভা সম্পূর্ণ হইল।

ধর্ম্মরাজ সভা প্রবেশের পূর্ব্বে অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। এক একজন ব্রাহ্মণকে সহস্র সহস্র গো দান করিলেন, অখণ্ড বস্ত্র ও মাল্য দিয়া অর্চ্চনা করিলেন। বিবিধ বাদ্য বাদন ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবার্চ্চন ও দেব

স্থাপন করা হইল। বহু ঋষি ও মহর্ষিগণ সর্ব্বদা সভা উজ্জ্বল করিতেন। বহু রাজা সভায় উপস্থিত থাকিয়া যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন, বহু অপ্সর কিন্নর নৃত্যগীতাদি দ্বারা যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন।

কিছুদিন গত হইল। মহর্ষি নারদ এক সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন। * তৎকালে নৃপতিগণ ধর্ম্মগতপ্রাণ হইলে ঋষিদিগের দর্শন পাইতেন। এখনও পাইতে পারেন।

দেবর্ষি যুধিষ্ঠিরকে বহুবিধ উপদেশ প্রধান করিলেন। যুধিষ্ঠির উপদেশ লাভে কৃতার্থ হইলেন। নানা কথার পর যুধিষ্ঠির আপন সভার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন,—তোমার এই মণিময়ী সভা সদৃশ দ্বিতীয় সভা মনুষ্যলোকে দর্শন করে নাই। কিন্তু তোমার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আমি তোমার নিকটে যম, বরুণ, ইন্দ্র, কুবের ও ব্রহ্মার সভা বর্ণন করিব। আমরা মহাভারত মত সভার আকারাদি বর্ণন করিলাম, বিশ্বাস অবিশ্বাসের জন্য দায়ি নহি।

(১) ইন্দ্রসভা—বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাতা। সভার প্রভা সূর্য্যের ন্যায়। শতযোজন বিস্তীর্ণ। সার্দ্ধ শত যোজন দীর্ঘ, পঞ্চ যোজন উন্নত। সভা শূন্যে স্থিত। যথা ইচ্ছা তথা গমনাগমন করিতে পারে।

(২) যমসভা—বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাতা। শত যোজন বিস্তীর্ণ। সূর্য্য সদৃশ তেজসম্পন্ন নাতিশীতোষ্ণ। কামরূপিণী।

(৩) বরুণসভা—বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাতা। যমসভার ন্যায় শুভ্রপ্রাকার-পরিবেষ্টিত।

(৪) কুবের সভা—দীর্ঘে শত যোজন, প্রস্থে সপ্ততি যোজন, শ্বেতবর্ণ।

(৫) ব্রহ্মার মানসী সভা—এই সভা ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ধারণ করে, পরিমাণ ও সংস্থান বিষয়ে উহার কেহই কিছু অবধারণ করিতে পারে না। এই সভা অদৃষ্টপূর্ব্ব। স্তম্ভ নাই অথচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হয় না। সভার প্রভায় চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বিদ্যুৎ পরাজিত।

সমুদায় রাজলোক যম সভার অন্তর্গত, নাগলোক ও দৈত্যেন্দ্র সকল বরুণ সভার অন্তর্গত। কুবের সভায় যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও ভবানীপতি বিরাজিত থাকেন। ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিগণ ও দেবগণ বাস করেন, এবং শাস্ত্র সমূহ মূর্ত্তিমান থাকেন। ইন্দ্রের সভা দেবগণে অলঙ্কৃত কেবল রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র তথায় বাস করেন।

যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়া সমস্তই শ্রবণ করিলেন। এবং আপন পিতা পাণ্ডুর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন—মহারাজ পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত ইন্দ্রলোকে বাস করিতে ইচ্ছুক। হে রাজন্ পাণ্ডুর ইচ্ছা তোমরা পঞ্চভ্রাতা রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তোমাদের পিতা ইন্দ্রলোকে বাস করিতে পারিবেন।

চতুর্থ অংশ।

যে কর্ম্ম যাহেনা শোভে—সে কর্ম্ম করিলে তবে।
পাছে হয় বিড়ম্বনা—অযশ ঘোষে সর্ব্বজনা॥

রাজসূয় যজ্ঞ গুরুতর ব্যাপার। যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য, যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর সেই ব্যক্তিই রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। যুধিষ্ঠির মনে মনে সমস্ত বিচার করিলেন। কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে বিচার আবশ্যক। নিজের বিচারের সহিত মন্ত্রীদিগের পরামর্শ মিলাইয়া দেখাও আবশ্যক। পাণ্ডবদিগের গুণগ্রামে সকলেই সন্তুষ্ট। প্রজাদিগের কোন প্রকার দুঃখ ছিল না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিগ্রহ, ভীমসেনের প্রতিপালন, সব্যসাচী অর্জ্জুনের শত্রুনিবারণ, ধীমান্ সহদেবের ধর্ম্মানুশাসন এবং নকুলের স্বাভাবিকী নম্রতা দ্বারা তাঁহাদের অধিকারস্থ সমস্ত জনপদে বিগ্রহ বা ভয়ের সম্পর্কও রহিল না। যুধিষ্ঠির মনে মনে আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে নিশ্চয় করিলেন। তিনি পুনরায় ভ্রাতৃগণ, ঋত্বিকগণ মন্ত্রিগণ এবং ধৌম্য ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেই উৎসাহ প্রদান করিলেন।

কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে দুই দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (১) নিজের উন্নতি। (২) জগৎচক্রের গতি প্রদান। যে কর্ম্ম নিজের স্বার্থের জন্য কৃত হয় কিন্তু জগৎচক্রের প্রতিকূল তাহা করণীয় নহে; কিন্তু যে কর্ম্ম নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের হিত সাধন করে তাহাই প্রশস্ত।

এ স্থানে কর্ম্ম-বিচার নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আধুনিক সভ্য জাতি এক সমাজের কর্ম্মের সহিত অন্য সমাজের কর্ম্মের তুলনা করেন, কোন্ কর্ম্ম করিয়া কোন্ জাতির কিরূপ উন্নতি অবনতি হইতেছে লক্ষ্য করেন, পরে কোন্ কর্ম্ম করণীয় কোন্ কর্ম্ম অকরণীয় সাব্যস্থ করেন। ইহা-[illegible] যে শিক্ষা তাহা এই।

Ethics বা নীতি-শাস্ত্র মনুষ্যের সামাজিক ব্যবহার এবং সামাজিক রীতি-নীতি আলোচনা করে। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবহার মনুষ্যের কর্ম্ম হইতে জাত। কোন্ কর্ম্ম করা উচিত কোন্ কর্ম্ম করা উচিত নহে এতৎ সম্বন্ধে তাহাদের বিচার এই।

(১) কর্ম্মটি ন্যায় কি অন্যায়, ভাল কি মন্দ। অর্থাৎ কর্ম্মের বাহিরের স্বভাব দেখা।

(২) কর্ম্মটি কোন অভিপ্রায়ে কৃত হয়।

(৩) কর্ম্মটি কোন ফল উৎপাদন করে।

এই সমস্ত বিচার করিলেও দেখা যায় কর্ম্মটি ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায় ইহার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। সকল সমাজ সকল জাতি ও সর্ব্ব দেশের বাহ্য প্রকৃতি সমান নহে। এক জাতির কর্ম্মে অন্য জাতির অনিষ্ট উৎপন্ন করিতে পারে। এরূপ কর্ম্ম কি আছে যাহাতে জগতের উপকার হয় এ প্রশ্ন অন্য অন্য জাতি কত দূর নিশ্চয় করিয়াছেন পণ্ডিতেরা ইহার বিচার করিবেন।

হিন্দু শাস্ত্র সমস্ত মানবজাতির কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সমস্ত মানবের কর্ম্ম নিশ্চয় করা কেবল মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার সাধ্যায়ত্ত। মানুষ যতই বিচার করুক না কেন জগতের কিসে উপকার হয় বা অনুপকার হয় মনুষ্য বুদ্ধিতে ইহা নিশ্চয় হইতে পারে না। একটি বালুকা কণার সহিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সংস্রব আছে। এ জগতে কোন বস্তুই অন্য সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক নহে। ব্রহ্মাণ্ড শরীরী পদার্থ। যেমন একটি বিশাল বট বৃক্ষের একটি পল্লব নষ্ট করিলেও বৃক্ষের মধ্যে কিছু পরিমাণে তাহার কার্য্য হয় সেইরূপ একটি পিপীলিকার বিনাশেও জগতের মধ্যে একটি কার্য্য হয়। সেই কার্য্যে ইষ্ট হইল কি অনিষ্ট হইল কে ইহার বিচার করিবে? মনুষ্য যতই কেন কলাকল বিচার করিয়া কার্য্য করুন ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যে তাঁহার বুদ্ধি প্রতিহত হইবে। এ কার্য্য ভগবানের অধীন। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্র বলেন জীবের কর্ত্তব্য ভগবান নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন জগতে মনুষ্যের আগমন হয় কেন?

গীতা বলেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ৩।১০॥

সৃষ্টির আদি নাই। তথাপি কল্প প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা সর্ব্ব পুরুষার্থ শূন্য প্রকৃতি-লীন প্রজাসমূহকে অচেতনবৎ দর্শন করিয়া কৃপা বশতঃ যজ্ঞের সহিত তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করেন। এবং তিনি বলিয়া দিলেন এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, কারণ যজ্ঞ তোমাদের ইষ্ট প্রদাতা।

জীব যেরূপ কর্ম্ম করুক না কেন জ্ঞান বা মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মাইতে হইবে, পুনঃ পুনঃ মরিতে হইবে, পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। মহা প্রলয়ে জীবের ক্ষণিক মুক্তি থাকে। সকল জীবই ঐ কালে প্রকৃতিতে লীন থাকে। কোন কোন নির্ব্বোধ এই বলিয়া যথেচ্ছা কর্ম্ম করে যে যখন মহাপ্রলয় হইবে তখন ত মুক্ত হইবই। প্রকৃতিতে লীন থাকাকে মুক্তি বলে না। মহিষ, মাছি ডাশ প্রভৃতির দংশনে বিব্রত হইয়া জলাশয়ে শরীর নিমজ্জিত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল ইহাই তাহার নিষ্কৃতি নহে। আবার যখন জল হইতে উঠিল আবার সেই মাছি সেই ডাঁশ সেই দংশন। এক্ষেত্রে ইহা দেখা যায় যে মহিষ ইচ্ছা করিয়া জলে অঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারে মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া মহাপ্রলয় আনিতে পারে না। ইচ্ছা করিয়া প্রকৃতিতে লীন হইতে পারে না, আবার মহিষ যতক্ষণ ইচ্ছা জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না, কারণ তাহাকে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উপরে উঠিতে হইবে; মনুষ্যও যখন মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে লীন থাকে তখনও তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার সর্ব্বপ্রকার বাসনা সুপ্ত থাকে। জীবের কর্ম্ম পরিপাক হইলেই তাহাকে আবার জন্মলাভ করিতে হয়। জন্মগ্রহণ করিলেই সেই সমস্ত সংস্কার সেই সমস্ত বাসনা আবার আক্রমণ করে—জীবের মুক্তি কোথায়?

শাস্ত্র এই জন্য বলেন—প্রলয়কালে জীবপুঞ্জ অচেতনবৎ যখন প্রকৃতি-শক্তিতে লীন থাকে—ব্রহ্মা নিজের শক্তি বীক্ষণ করিয়া যখন অনন্তকোটি জীবের ঐ দুরবস্থা দর্শন করেন, যখন দেখেন এই সমস্ত জীব নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া, নিতান্ত দুঃখী হইয়া অচেতনবৎ তাহার শক্তিতে লীন হইয়া রহিয়াছে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের বীজ রহিয়াছে, অনন্তকোটি বাসনা সংস্কার-রূপে ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে—ইহারা এই বাসনা বশতঃ অনন্তবার জন্মগ্রহণ করিয়াও বাসনা ক্ষয় করিতে পারিবে না—অনন্তবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও ইহাদের দুঃখের অবসান হইবে না—ভগবান ব্রহ্মা জীবের দুঃখ দেখিয়া কৃপাবশে তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির জন্য বলিয়া দেন যে যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।

শ্রুতি বলেন—"অন্নতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ, প্রজাপতের্বেতো দেবা দেবানাং রেতো বর্ষং বর্ষস্য রেত ওষধয়ঃ ওষধীনাং রেতোহন্নমন্নস্য রেতো রেতো রেতসস্তেতে প্রজাঃ প্রজানাং রেতো হৃদয়ং হৃদয়স্য রেতো মনঃ মনসো রেতো বাক্" ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যক ৩ আ—১ অ। ৩ খ—১ খ।

মনুষ্যলোকের উপরে দেবলোক আছেন। দেবতাগণ হবির্ভোজী। ভগবান্ বলেন, দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলে আমার অঙ্গভূত মদাত্মক দেবতাগণ প্রার্থনারূপ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিয়া জীবের প্রভূত কল্যাণ করেন। মানুষ দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলে দেবগণ মনুষ্যকে সুখে রাখেন। "দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ" ॥ ৩।১১

শাস্ত্র আরও বলেন

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৩।১৪

শুক্র শোণিতরূপে রূপান্তরিত অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, অন্ন মেঘজাত বৃষ্টি হইতে জন্মে, মেঘ যজ্ঞীয় ধূমাদিদ্বারা উৎপন্ন হয়। এবং যজ্ঞ যজমানাদিগের কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

জগচ্চক্রের গতি হইতেছে এই কর্ম্ম দ্বারা। কর্ম্ম না থাকিলে জীব সমস্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। কর্ম্ম না থাকিলে যজ্ঞাদি থাকে না। যজ্ঞ বন্ধ হইলে বৃষ্টির কারণ বন্ধ হয়। কারণ যজ্ঞের আহুতিই বৃষ্টির কারণ। বৃষ্টি বন্ধ হইলে পৃথিবী রসহীনা ও শস্যহীনা হয়। শস্যহীনা হইলে জীব অন্ন পায় না। অন্নই শুক্র শোণিতরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া দেহরক্ষা ও প্রাণরক্ষা করে। অন্ন না থাকিলে প্রাণীর উচ্ছেদ হয়।

এইজন্য গীতা বলিতেছেন—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩।১৬

ইহলোকে যে ব্যক্তি প্রথমে পরমেশ্বরের বাক্যভূত বেদ, পরে বেদজ্ঞান, পরে কর্ম্মজ্ঞান, পরে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান, পরে দেবতাদিগের তৃপ্তি, পরে বৃষ্টি, পরে অন্ন, পরে ভূত সমূহ, পুনরায় বেদজ্ঞান, পরে কর্ম্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদিরূপে কার্য্যকারণভাবে চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত জগচ্চক্রের অনুগামী না হয়, হে পার্থ! ইন্দ্রিয়সুখী সেই পাপায়ু বৃথা জীবন ধারণ করে।

সেখান হইল—কোন্ কর্ম্ম করণীয়, কোন্ কর্ম্ম অকরণীয়, ইহার বিচার মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত। বেদ এই জন্য জীবের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

যে স্থানেই দেখ শাস্ত্রের লক্ষ্য এক। জীবের এরূপ কর্ম্ম করা উচিত, যাহাতে তাহার নিজের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় এবং ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত জগচ্চক্র চলে। ইহাতে নিজের উন্নতি এবং অন্যান্য জীবের কল্যাণ হয়।

এখানে আরও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। সর্ব্ব প্রকার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া এই দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ বলা হইয়াছে। দ্বাদশ যজ্ঞ এই :--

১। দৈব যজ্ঞ। ২। জ্ঞান যজ্ঞ। ৩। সংযম যজ্ঞ। ৪। ইন্দ্রিয় যজ্ঞ। ৫। আত্মসংযম যজ্ঞ। ৬। দ্রব্য যজ্ঞ। ৭। তপোযজ্ঞ। ৮। যোগযজ্ঞ। ৯। স্বাধ্যায় যজ্ঞ। ১০। স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞ। ১১। দৃঢ়ব্রত যজ্ঞ। ১২। প্রণায়াম যজ্ঞ।

যাঁহারা এই সমস্ত যজ্ঞ জানিতে চাহেন, তাঁহারা গীতার ৪।২৫ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

যুধিষ্ঠির সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, আবার বিচার করিলেন। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য, সম্পত্তি, দেশ, কাল আয় ও ব্যয় দেখিয়া এবং সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। নিশ্চয় হইয়া গেল—রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, তথাপি আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন, মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, তিনি অবশ্যই সৎপরামর্শ প্রদান করিবেন। এই স্থির করিয়া দ্বারকায় দূত প্রেরণ করিলেন।

যথা সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এই গুরুতর কার্য্যে সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন তথাপি তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। কারণ পরামর্শদাতাদিগের কেহ কেহ বন্ধুতার জন্য দোষোদ্ঘাটন করে না, কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয় বাক্য কহেন, কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। আরও বলিলেন—চক্রপাণি! পৃথিবীতে উক্ত ত্রিবিধ পরামর্শদাতাই অধিক সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। তুমি উক্ত দোষরহিত এবং কামক্রোধবির্জ্জিত। আমাকে উপদেশ প্রদান কর।

কাশীরাম লিখিয়াছেন—

পরস্পর আমারে সুহৃদ্ বলে সবে ॥
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধন লোভে ॥
যে যত বলেন নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে ॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্ম তোমার বিচার।
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অন্য গতি ॥

পঞ্চম অংশ।

রাজসূয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ।

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজকে উৎসাহ দিলেন এবং বলিলেন—

যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে ॥

উপস্থিত সময়ে জরাসন্ধ সম্রাট। ঐ দুরাত্মা রাজসূয় সম্পন্নার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল।

জরাসন্ধ সমস্ত ভূপতিকে পরাস্ত করিয়া গিরিব্রজে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। ষড়শীতি জন ভূপতি রাজগৃহে বন্দী, আর চতুর্দ্দশ জন হইলেই সকলকে এক কালে সংহার করিবে। পূর্ব্বে নরবলি প্রথা ছিল। মহাদেবের মূর্ত্তি-বিশেষের নিকট বলি হইত। জমদগ্নি নন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে যাঁহারা এক্ষণে ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থ ক্ষত্রিয় নহেন। কিন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐল বংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ হইতে এক শত কুল সমুৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভোজবংশীয় ভূপতি যযাতির বংশ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জরাসন্ধ এই সমস্ত ভূপতিকে বশে আনিয়াছে। শিশুপাল জরাসন্ধের সেনাপতি। করুষাধিপতি দন্তবক্র শিষ্যের ন্যায় তাহার সেবা করে। দন্তবক্র, হংস, ডিম্বক করভ, কলভ, মেঘবাহন, যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত, ভীষ্মক, পুরুজিত, জরাসন্ধের অনুগত।

উত্তর দেশবাসী রাজগণ জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছে।

দক্ষিণপাঞ্চালস্থ ভূপতিগণ এবং পূর্ব্বকোশলনিবাসী রাজগণ পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছে, মৎস্য ও সমন্তপাদ দেশীয় রাজগণ স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইতঃস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন।

আমিও জরাসন্ধের উৎপীড়নে মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় বাস করিতেছি। মথুরাত্যাগের কারণ শুনুন। কংশ জরাসন্ধের জামাতা, ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ কংসের দৌরাত্ম্যে পীড়িত হইয়া আমাকে কংস বিনাশ করিতে আজ্ঞা করেন। কংস বিনাশ হইল, কিন্তু জরাসন্ধ আরও দুর্দ্দান্ত হইল। সহদেবা ও অনুজা কংসের দুই স্ত্রী। ইহারা পতিহন্তা আমাকে বিনাশ করিবার জন্য জরাসন্ধকে উত্তেজিত করে। হংস ও ডিম্বক নামে জরাসন্ধের দুই অনুচর অস্ত্রাঘাতে নিহত হইবার নহে। বলদেব হংসকে নিহত করেন, ডিম্বক ভ্রাতৃশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তথাপি জরাসন্ধ অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ করে। জরাসন্ধ আমার অবধ্য বলিয়া আমি মথুরাত্যাগ করিয়াছি। মহারাজ! এই জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি সম্রাট্ হইতে পারিবেন না। রাজসূয়ানুষ্ঠানে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে আপনি জরাসন্ধ কর্ত্তৃক, বদ্ধ ভূপালগণকে মুক্ত করুণ এবং জরাসন্ধ বিনাশে যত্ন করুন। আপনি এ কার্য্যে সমর্থ। পূর্ব্বে মহারাজ যৌবনাশ্ব কর পরিত্যাগ, ভগীরথ প্রজা প্রতিপালন, কার্ত্তবীর্য্য তপোবল, ভরত বাহুবল এবং মরুত্ত অর্থবল দ্বারা সম্রাট হইয়াছিলেন। ইহাদের এক এক গুণ থাকাতে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এক তোমাতে ঐ সমস্ত নরপতির সমস্ত গুণ রহিয়াছে, এই ক্ষণে জরাসন্ধ বিনাশে সচেষ্ট হউন। আমার সহিত ভীম ও অর্জ্জুনকে প্রেরণ করুণ। ভীম জরাসন্ধ বিনাশ করিবে।

যুধিষ্ঠির,—কৃষ্ণ। কেবল সাহসে ভর করিয়া কিরূপে এই স্বার্থপরতার কার্য্য করি? ভীম ও অর্জ্জুন আমার দুই চক্ষু স্বরূপ এবং তুমি মন স্বরূপ। আমি তোমাদের তিনজনকে তথায় প্রেরণ করিয়া কিরূপে মনোহীন ও চক্ষুহীন হইয়া জীবন ধারণ করিব? বিশেষ জরাসন্ধকে যমও পরাস্ত করিতে পারে না। আমার সঙ্কল্প, প্রবল-রাজসূয় যজ্ঞ আমা হইতে সম্পন্ন হইবে না।

তখন অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও ভীম যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
একদৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন॥

হৃষ্ট মুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি ॥
কি কারণে এমন বলিলে যদুরায়।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায়?
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখ তারে সে তোমা না জানে।
সহজে পাণ্ডব-বন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে ॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ যার থাকিলা সাক্ষাতে।
এত বলি নরপতি দুই ভাই ল'য়ে।
গোবিন্দের করেতে দিলেন সমর্পিয়ে ॥

যাহা হউক জরাসন্ধবধ নিশ্চয় হইয়া গেল।

ষষ্ঠ অংশ।

রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনার্থ জরাসন্ধ-বধ

শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জ্জুন তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া মগধ-দেশে যাত্রা করিলেন। অগ্রে ভীমসেন, মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং সর্ব্ব পশ্চাতে অর্জ্জুন—তিন জনে কুরুদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন। লোকে বুঝিল এবার নিশ্চয়ই জরাসন্ধ বিনষ্ট হইবে। উঁহারা কুরুজাঙ্গাল পার হইয়া পদ্ম-সরোবরে গমন করিলেন, সেখান হইতে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা এবং বহু পর্ব্বত ও নদী সমুদয় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। পরে সরযূ পার হইয়া কোশলায় পৌঁছিলেন। তথা হইতে মিথিলা এবং মিথিলা হইতে মালব গমন করিয়া চর্ম্মণ্বতী পার হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ পার হইয়া তিন জনে মগধ দেশে গমন করিলেন। গোরথ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া জরাসন্ধের রাজ্য দেখিতে লাগিলেন।

গয়াধামের কয়েক ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে গিরিব্রজ। গিরিব্রজ জরাসন্ধের রাজধানী। বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক এই পাঁচ পর্ব্বত দ্বারা গিরিব্রজ রক্ষিত। গিরিব্রজ সুগময় স্থান, এখানকার মনুষ্য নীরোগ ও শান্তি-ময়। গোরথ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া তিনজনে মগধ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং সত্বর নগর চৈত্যের সমীপে উপনীত হইলেন। মহারাজ

বৃহদ্রথ বৃষরূপধারী এক দৈত্যকে সংহার করিয়া তাহার চর্ম্মদ্বারা তিনটি ভেরী প্রস্তুত করেন। ঐ ভেরীত্রয়ে একবার আঘাত করিলে এক মাস-ব্যাপী গম্ভীর ধ্বনি হইত। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন ঐ ভেরীত্রয় ভগ্ন করিলেন, পরে পুরাতন চৈত্য শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া মগধপুরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিলেন। জরাসন্ধের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। জরাসন্ধ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। জরাসন্ধ দুর্নিমিত্ত-শান্তির জন্য উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন বাহুযুদ্ধ করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে বহু জনাকীর্ণ তিন কক্ষ অতিক্রম করিলেন। জরাসন্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া জরাসন্ধ বিশেষ ভক্তি করিলেন, পাদ্য ও মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিলেন। কৃষ্ণ-পরামর্শে ভীমার্জ্জুন মৌনী। কৃষ্ণ বলিলেন পূর্ব্বরাত্র অতীত হইলে ইহারা আপনার সহিত আলাপ করিবেন। তখন জরাসন্ধ ইহাদিগকে যজ্ঞাগারে রাখিয়া গৃহে গমন করিলেন; অর্দ্ধ রাত্র অতীত হইলে কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন সঙ্গে জরাসন্ধ সমীপে গমন করিলেন, সকলে উপবেশন করিলে জরাসন্ধ বলিতে লাগিলেন:—কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈত্যক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন? কৃষ্ণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিতে পারে। কৃষ্ণ সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। যাহা হউক জরাসন্ধ-বধ নিশ্চয় হইয়া গেল; এবং বলিলেন আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয় বল।

জরাসন্ধ চমকিয়া উঠিল। তোমাদের সহিত আমার কিরূপ শত্রুতা? কৃষ্ণ তখন জরাসন্ধের সমস্ত পাপ উল্লেখ করিলেন। আমি কৃষ্ণ, ইহারা ভীমার্জ্জুন। যদি নিজের হিত বাঞ্ছা কর, তবে বন্দী রাজগণকে মুক্ত কর নতুবা যুদ্ধ কর।

শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ।
অশেষে বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ॥

পূর্ব্বে আমার ভয়ে শৃগালের মত পলায়ন করিয়াছিলে, কিন্তু কোন্ সাহসে আজ এই অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছ?

পূর্ব্ব কথা তব বুঝি নাহিক স্মরণ।
যাহ গোপসুত লজ্জা নাহি কি কারণ?

সংগ্রাম মাগিলা, তার না বুঝি কারণ।
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোন্ জন ?

আর এই দুই বালক—ইহাদের সহিত আর কি যুদ্ধ করিব ?

যে বা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প বয়স।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ।
মারিলে পৌরুষ নাহি হারিলে অযশ।
পলাও বালকদ্বয় না কর সাহস॥
গোপালের বলে বুঝি করিলে উদ্যম।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম॥

তখন উভয়পক্ষে বাক্যযুদ্ধ চলিল। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়েন না। তখন জরাসন্ধ বলিতে লাগিল—

কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে॥

ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে জরাসন্ধ প্রস্তুত হইল। রাজা একরূপ দুই গদা আনাইলেন। উভয়ের অপূর্ব্ব সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ভীম ও জরাসন্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া অনাহারে অবিশ্রান্ত ত্রিংশদ্দিন দিবারাত্রি সমভাবে যুদ্ধ করিলেন। একত্রিংশদ্দিবসে মগধরাজ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ বলিলেন ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা কর্ত্তব্য নহে। হে ভরতর্ষভ। তুমি ইহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর। কৃষ্ণের সঙ্কেতে ভীম জরাসন্ধকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানু দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠ দেশ নিষ্পেষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে জরাসন্ধ বিনাশ করিলেন।

তখন বন্দী রাজগণ বন্ধনমুক্ত হইলেন। রাজগণ আহ্লাদে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সাহায্য করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। তখন ভূরি ভূরি রত্ন জাত সংগ্রহ হইল। সকলে হস্তিনায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণ সকলকে সন্তোষ করিয়া নিজাগারে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম অংশ।

রাজসূয়ার্থ পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়।

পাণ্ডবদিগের সহায় সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্জ্জুন কোষ বৃদ্ধি ও ভূপালগণ হইতে কর আহরণ জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া এবং অগ্রজের অনুমতি লইয়া চারি ভাই দিগ্বিজয়ার্থ চারি দিকে গমন করিলেন।

অর্জ্জুন উত্তরদিকে, ভীম পশ্চিমে, সহদেব দক্ষিণে, ও নকুল পূর্ব্বদিক জয়ার্থ বহির্গত হইলেন।

ধনঞ্জয় প্রথমে কুলিন্দ-প্রদেশস্থিত মহীপালদিগকে স্ববশে আনিলেন, অনন্তর কুলিন্দ, কালকূট ও আনর্ত্ত দেশ জয় করিয়া সুমণ্ডল রাজাকে বশীভূত করিলেন। তৎপরে শালক দ্বীপ ও পৃথিবীপতি প্রতিবিন্ধ্যকে জয় করিলেন। অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে কিরাত, চীন ও সাগরতীরস্থ যোধগণের সহিত মিলিত ভগদত্তের সহিত অর্জ্জুনের আট দিবস যুদ্ধ হইল। অর্জ্জুন ভগদত্তের নিকটে কর গ্রহণ করিয়া আরও উত্তরে চলিলেন। সেখানে অন্তর্গিরি বহির্গিরি ও উপগিরি, পর্ব্বতবন ও তত্রস্থ রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া কর গ্রহণ করিলেন। এখানে উলূকবাসী বৃহন্তের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। উলূককে পরাজয় করিয়া সেনাবিন্দুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তাহাকে পরাজয় করিয়া উলুক-দেশস্থ অন্যান্য রাজাদিগকে স্ববশে আনিলেন। ক্রমে পঞ্চগণ, বিশ্বগণ এবং অন্যান্য পার্ব্বতীয় মহাবীরগণকে পরাস্ত করিয়া পৌরবপুরী অধিকার করিলেন। সেখানে অনেক অনেক দস্যু ও ম্লেচ্ছ জাতিদিগকে পরাস্ত করিলেন। অনন্তর কাশ্মীর দেশ-সম্ভূত ক্ষত্রিয়বীরদিগকে ও দশরাজমণ্ডলের সহিত ভূপাল লোহিতকে জয় করিলেন। তখন ত্রিগর্ত্ত, দারু ও কোকনদদেশীয় রাজগণ স্ববশে আসিল। তৎপরে অভিসারী নগরী অধিকৃত হইল। এবং উরগ-দেশবাসী মহারাজ রোচমান পরাজিত হইল। পরে অর্জ্জুন সিংহপুর অগ্নিদগ্ধ করিলেন। অনন্তর সুহ্ম ও সুমালানগরী মন্থন করিলেন এবং বাহ্লীকদিগকে মর্দ্দন করিলেন। ক্রমে দরদ ও কাম্বোজ জয় হইল। তৎপরে লোহ, পরম, কাম্বোজ, উত্তরঋষিকদিগকে জয় করিলেন। ঐ স্থান হইতে শুকোদর-শ্যাম আটটি অশ্ব আনয়ন করেন। তৎপরে নিষ্কুট পর্ব্বত ও হিমাচল পরাস্ত করিয়া ধবল-গিরিতে সেনানিবেশ করিলেন।

ধবল-গিরি অতিক্রম করিয়া কিম্পুরুষবর্ষ জয় করিলেন, তথা হইতে সসৈন্যে গুহ্যকরক্ষিত হাটকদেশ করগত করিলেন, সেখান হইতে মানসসরোবরে গমন করিলেন এবং ঋষিকুল্যা সমস্ত সন্দর্শন করিলেন। তত্রত্য গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশ সকল হইতে কর গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর উত্তর হরিবর্ষ জয়লাভে ইচ্ছা করিলেন। শত শত দ্বারপাল অর্জ্জুনের নিকটে আসিয়া বলিল—তুমি গন্ধর্ব্ব নগরী অধিকার করিতে পারিবে না প্রস্থান কর। তুমি যে এ নগরে আসিয়াছ, ইহাতেই বুঝিলাম তুমি বীর। এখানে যখন আসিয়াছ তখন ইহা জয় করা হইয়াছে; এই দেশের নাম উত্তর কুরু। ওখানে সামান্য কর সংগ্রহ করিয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন। সংগৃহীত সমস্ত ধন ও বাহন যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন।

ভীমসেন পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রথমে পাঞ্চালদেশ জয় করিলেন। পরে বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে জয় করিয়া দশার্ণদেশ অধিকার করিলেন। ঐখানে দশার্ণরাজ সুধর্ম্মার সহিত ভীমের বাহুযুদ্ধ হয়। সুধর্ম্মা পরাস্ত হইয়া ভীমের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। পরে রোচমানকে জয় করিয়া দক্ষিণ দেশস্থ সুকুমার ও সুমিত্র নামক রাজদ্বয়কে পরাস্ত করেন। তৎপরে চেদি রাজ্যে শিশুপালের নিকট উপস্থিত হইলেন, যুদ্ধ হইল—চেদি-রাজ ধর্ম্মরাজকে কর প্রদান করিলেন। ভীম ঐ স্থানে ত্রয়োদশ রাত্রি বাস করেন।

তথা হইতে গমন করিয়া কুমার রাজ্যে শ্রেণিমান্ ও কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে পরাজয় করেন। তৎপরে অযোধ্যারাজ দীর্ঘযজ্ঞকে পরাস্ত করেন। ক্রমে গোপালকক্ষ, উত্তরকোশল ও মল্লাধিপতিকে স্ববশে আনয়ন করেন। পরে হিমালয়পার্শ্বস্থিত জলোদ্ভব দেশসকল জয় করেন। পরে ভল্লাট ও শুক্তিমৎ পর্ব্বত জয় করিয়া কাশীরাজ সুবাহুকে বশ করেন। তদনন্তর সুপার্শ্ব দেশের রাজা ক্রথ, মৎস্য, মলদ এবং পশুভূমি সকল জিত হইল, পরে মহীধর ও সোমধেয়দিগকে জয় করিয়া উত্তর মুখে চলিলেন, বৎসদেশ অধিকৃত হইল। তৎপরে ভর্গের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি ও মনিমান প্রভৃতি রাজা-দিগকে পরাজয় করেন। পরে দক্ষিণমল্ল ও ভগবান্ পর্ব্বত, শর্ম্মক ও বর্ম্মক-দিগকে, বৈদেহক জগতীপতি জনককে, ছলদ্বারা শক ও বর্ব্বরদিগকে আত্ম-বশে আনিলেন। তৎপরে ইন্দ্রপর্ব্বত সন্নিধানে বিদেহ দেশে বাস করিয়া সপ্ত প্রকার কিরাতাধিপতিগণকে পরাজয় করিলেন, সুহ্মপ্রসুহ্ম জয় করিয়া

মগধদিগকে পরাস্ত করিলেন। পরে গিরিব্রজে জরাসন্ধ তনয়কে সান্ত্বনা ও হস্তগত করিয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কর্ণকে বশে আনিয়া অন্যান্য পর্ব্বতবাসীদিগকে জয় করিলেন।

অনন্তর মোদাগিরিরাজকে সংহার করিলেন পরে পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছনিবাসী মনোজ্ঞাদিগকে জয় করিয়া বঙ্গরাজকে স্ববশে আনিলেন। পরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত কর্কটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বর সমূহকে পরাস্ত করিয়া সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগরকুলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন। সমস্ত অধিকৃত দেশ হইতে কর গ্রহণ করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাগরকুলবাসী ম্লেচ্ছরাজগণ ভীমকে নানাবিধ দ্রব্যজাত প্রদান করিলেন। সমস্ত ধনবস্ত্র গ্রহণ করিয়া ভীম ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিলেন।

সহদেব দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রথমে মথুরা, ক্রমে অধিরাজাধিপতি দন্তবক্র, সুকুমার ও নরাধিপ সুমিত্র, পটচ্চর ও অন্যান্য মৎস্যদিগকে, নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্ব্বত, শ্রেণিমান পার্থিব সকল, নবরাষ্ট্র, কুন্তিভোজ, চর্ম্মণ্বতী তীরদেশস্থ জম্ভকরাজকুমার পরে সেক, অপরসেক প্রভৃতি জয় করিয়া নর্ম্মদা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে অবন্তি অধিপতি বিন্দানুবিন্দদ্বয়কে জয় করিয়া ভোজকটপুরে ভীষ্মকের সহিত দুই দিন যুদ্ধ করিলেন, তাহাকে পরাস্ত করিয়া এবং অন্যান্য দেশ জয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিলেন। ওখানে কিষ্কিন্ধ্যা নাম্নী বানরপুরীতে সপ্ত দিন যুদ্ধ হয়। সহদেব ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। ওখান হইতে মাহিষ্মতী নগরীতে রাজা নীলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অগ্নি, রাজকুমারীতে আসক্ত হইয়া ঐ রাজ্য রক্ষা করিতেন। সহদেব অগ্নিকে তুষ্ট করিয়া নীলরাজকে হস্তগত করেন। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে ত্রৈপুররাজাকে পরে পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্রকেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্রকেরল, রমণীয়া আটবীপুরী ও যবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়া কর গ্রহণ করিলেন পরে সমুদ্রের কচ্ছদেশে থাকিয়া বিভীষণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বিভীষণ কর প্রদান করিলেন।

এদিকে নকুল খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে পশ্চিমে মুখে যাত্রা করেন। দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মাধ্যমিক বাটধান ইত্যাদি গ্রাম, পুষ্করারণ্য, পঞ্চনদ, অমর পর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ দিব্যকটপুর প্রভৃতির দেশ এবং নানাবিধ রাজাকে বশ করিলেন। পরে বাসুদেব ও যাদবগণ এবং

শল্যের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পরে কিরাত যবন ও শকাদি ম্লেচ্ছদিগকে পরাস্ত করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিলেন এবং সমস্তই যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন

অষ্টম অংশ

রাজসূয়-যজ্ঞ।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য শাসনে অরাতিকুল সমূলে উন্মূলিত হইল। পৃথিবীর সমস্ত রাজা যথা শাস্ত্র কর প্রদান করিলেন। জনপদ সকল সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। প্রতারণা একবারে রহিল না; দস্যু, তস্কর রাজপুরুষ কাহারও মুখে মিথ্যা কথা শুনিতে পাওয়া যাইত না, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধিভয়, অগ্নিভয়, সমস্ত নিবারিত হইল। ধর্ম্মরাজের ঐশ্বর্য্য শত শত বৎসর অকাতরে দান করিলেও ক্ষয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। যুধিষ্ঠির স্বীয় বাসভবন ও কোষাগারের পরিমাণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে মানস করিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল অবিলম্বে যজ্ঞ আরম্ভ করুন।

যুধিষ্ঠির কাহারও যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; যজ্ঞেশ্বর না উপস্থিত হইলে কাহাকে লইয়া যজ্ঞ হইবে? রাজা, যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির স্মরণ করিলেন। পাণ্ডব-সখা ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন। কাশীরাম ভক্ত। কাশীরাম সুন্দর আঁকিয়াছেন। মূলে এরূপ বর্ণনা নাই।

শরদকমলপত্রের ন্যায় যুগল নয়ন, শ্রুতিমূলে মকরকুণ্ডল, বিকশিত-মুখপদ্ম কোটী সুধাকর সম, তাহাতে অরুণ ওষ্ঠবিম্ব বড়ই সুন্দর। তনুরুচি নীলপদ্মের ন্যায়, ভুজ আজানুলম্বিত, মস্তকে সুন্দর শিরতাজ, পরিধানে পীতবসন।

যুগপদ কোকনদ, অখিল অভয়প্রদ,
স্মরণে হরয়ে ভববাদ।
যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ,
ধ্রুব শুক প্রহ্লাদ নারদ।
পাদপদ্ম মোক্ষনিধি, যাতে জন্মে সুরনদী,
তিন লোক পবিত্র কারণ।

যার পদচিহ্ন পেয়ে, অনন্ত অভয় হ'য়ে
কালিয় বিহবে যথা মন ॥

কৃষ্ণ আসিলেন। সকলে আনন্দসাগবে নিমগ্ন হইল। ধর্ম্মবাজ যুধিষ্ঠিব, ভ্রাতৃচতুষ্টয়, পুবোহিতধৌম্য মহর্ষিদ্বৈপায়নপ্রমুখ ঋষিগণে পবিবৃত হইয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—

তব অনুগ্রহ বলে, এ ভাবত ভূমণ্ডলে
না বহিল অসাধ্য আমাব।
আমি না কবিতে যত্ন, মিলিল অনেক বত্ন
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডাব ॥

যুধিষ্ঠির আবাব বলিতে লাগিলেন—আমি ঐ সমস্ত ধন সম্পত্তি বিপ্রসাৎ করিতে ইচ্ছা কবি, আমি কার্য্যাবম্ভ করিব, তুমি অনুমতি কব। গোবিন্দ! তোমাকে এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তবেই আমি নিষ্পাপ হইব। অথবা অনুজগণেব সহিত আমাকেই দীক্ষিত কব, যেমন তোমার ইচ্ছা।

ভগবান্ তখন যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত কবিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাব হিতানুষ্ঠানে তৎপব বহিলাম, তুমি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন কবিব। ত্রৈলোক্যেব অধিপতি ভক্তকে আশ্বাস দিতেছেন। যুধিষ্ঠিব গদগদ হইয়া বলিতে লাগিলেন আমার ইচ্ছা অনুসারে যখন তুমি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ তখন আমার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তখন যজ্ঞায়োজনেব ধূম পড়িয়া গেল। যুধিষ্ঠিব ভ্রাতৃগণেব সহিত যজ্ঞ-সম্পাদনের দ্রব্য সামগ্রী আহবণ কবিতে লাগিলেন। অমাত্যগণ ও সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন—ব্রাহ্মণেবা যে সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ আয়োজনে অনুমতি করিয়াছেন, সমস্ত উপকবণ সামগ্রী, মাঙ্গল্য দ্রব্য, ধৌম্যোক্ত যজ্ঞ-সম্ভার সকল আনয়ন করাও। কেহ অন্নাদি আহবণে নিযুক্ত হইল, কেহ মনোহর সুগন্ধি সুরম্য কাম্য বস্তু আয়োজন করিতে লাগিল।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কতিপয় ঋত্বিক্ আনয়ন করিলেন, এবং স্বয়ং ব্রহ্ম-কার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয়-গোত্রশ্রেষ্ঠ সুসামা সামগানে নিযুক্ত হইলেন, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, পৌল ও ধৌম্য হোতা এবং বেদবেদান্তপারগ তাঁহাদেব শিষ্যগণ ও পুত্রগণ ঐ যজ্ঞের সদস্য হইলেন।

শিল্পকারেরা দেবগৃহসদৃশ উত্তম গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিল; যজ্ঞস্থান সমূহে শাস্ত্রোক্ত পূজা সমাধা হইল।

তদনন্তর নিমন্ত্রণের জন্য সর্ব্বত্র দূত প্রেরিত হইল। রাজগণ, ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও সদ্বিদ্বান্ শূদ্র সহিত আগমন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে বেদ-বেদান্ত-পারগ ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থানসমূহ অন্ন-পানে পরিপূর্ণ হইল। বহু স্থান বিচিত্র চন্দ্রাতপ বিভূষিত হইল, স্থানে স্থানে নৃত্যগীত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' বাক্যে পূর্ণ হইল। ধর্ম্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক পৃথক্ গ্রাম সমূহ, সুন্দর শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ, দিব্যাভরণভূষিতা, রূপ, যৌবনবতী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপাচার্য্য, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধনাদি সকলের নিমন্ত্রণার্থ নকুলকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন।

দুর্য্যোধনাদির সমভিব্যাহারে বহু ক্ষত্রিয়, বহু রাজা আগমন করিলেন। গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, জয়দ্রথ, যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, সাগরোপকূলবর্ত্তী শত শত ম্লেচ্ছগণ, বহু বহু পার্ব্বতীয় রাজগণ, বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীর রাজ, কুন্তিভোজ, বিকট, শিশুপাল এই সমস্ত রাজন্যবর্গ বিবিধ রত্নজাত সঙ্গে যজ্ঞ সন্দর্শনার্থ আগমন করিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, গদ, শাম্ব, চারুদেষ্ণ প্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্য দেশীয় রাজগণ রাজসূয় যজ্ঞে আগমন করিলেন।

ধর্ম্মরাজ সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন এবং সকলের পৃথক্ পৃথক্ বাস-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সকল গৃহই নানা প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ, রমণীয় দীর্ঘিকা, ও পাদপ সমূহে সুশোভিত। প্রাসাদমালা কৈলাস শিখরের ন্যায় উন্নত ও শুভ্র মণিময় কুট্টিমে অলঙ্কৃত। চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর, গবাক্ষ সকল স্বুবর্ণজালে জড়িত, দ্বারসকল সমসূত্র পাতে বিন্যস্ত, ভিত্তি সকল অশেষ প্রকার ধাতুতে সুগঠিত, সোপান পঙ্‌ক্তিতে যাতায়াতের কোন ক্লেশ হইত না। তথায় আসন সকল বিস্তৃত। সমুদায় স্থান রাজোপকরণে সজ্জিত, কুসুম মালায় বিভূষিত। সুরভি অগুরু গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত।

রাজা যুধিষ্ঠির গুরুগণকে অভিবাদন করিয়া সকলের নিকট যজ্ঞানুষ্ঠানে অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং দুর্য্যোধনাদি রাজগণকে যোগ্যতা অনুসারে

পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। দুঃশাসন নিখিল ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন, অশ্বত্থামা বিপ্র সেবায়, সঞ্জয় রাজ-পরিচর্য্যায়, ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেচনায় নিযুক্ত হইলেন। কৃপাচার্য্য রজত সুবর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষিণা প্রদানে নিযুক্ত হইলেন। বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। দুর্য্যোধন উপায়ন প্রতিগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। সকলেই প্রচুর রত্নোপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। কোন রাজাই সহস্রের ন্যূন উপায়ন প্রদান করেন নাই। আমার ধন ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সম্পাদন করুক এই স্পর্দ্ধা করিয়া সকলেই বিপুল ধনদান করিয়াছিলেন। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

মূলে আছে দেবতারা এই যজ্ঞে আহূত হইয়াছিলেন। কাশীরাম ইহা অবলম্বন করিয়া অর্জ্জুনের দেব-নিমন্ত্রণে গমন দেখাইয়াছেন। মূলে এ সম্বন্ধে কোন কথা নাই। কাশীরাম কল্পনা বলে লিখিতেছেন—পার্থ দেবতাদিগের নিমন্ত্রণে যাত্রা করিলেন। হরপার্ব্বতী, ইন্দ্র, যম, বরুণ, বিভীষণ, শেষনাগ সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নিজে অস্ত্র দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিয়া রহি-লেন। এ সব কথা আমরা মূলে দেখিতে পাই না।

পার্থ শেষ-নাগকে যজ্ঞে যাইতে অনুরোধ করিলে শেষ-নাগের সহিত অর্জ্জুনের যে কথা হইয়াছিল তাহা সুন্দর—

হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয়।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয়॥
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই বিভু বিধি বিধাতার।
সর্ব্বযজ্ঞ ফল পায় দরশনে যাঁর॥
যথা কৃষ্ণ বিদ্যমান তথা সর্ব্ব জন।
ব্রহ্মা শিব আদি যত দিক্‌পালগণ॥
অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্রণ।
সেই কৃষ্ণে ভাল মতে করহ অর্চ্চন॥
কত ব্রহ্মা কত রুদ্র কত শেষ ফণী!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে যত যত প্রাণী॥
সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
শাখা পত্র তুষ্ট যেন মূলে জল দিলে॥

অর্জ্জুন তখন কৃষ্ণের আজ্ঞা জানাইলেন, বলিলেন আপনি গেলে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে।

পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে চাহিয়া।
আসিলেঁ আমারে নিতে কিছু না জানিয়া॥
মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি গেলে যজ্ঞে, কে ধরিবে ক্ষিতিভার?

শেষ নাগ পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। এখন ইহা হাসিবার কথা। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনীকে যিনি বুঝিয়াছেন তিনি হাসিতে পারেন না। বলা হইয়াছে "সা দেবী বায়বী শক্তিঃ।" যাহা হউক অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন—

ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাও আমি লব পৃথিবীর ভার॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর॥
পৃথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু বাক্য পাল আপনার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব॥
ভক্তি ভাবে কৃষ্ণ নাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য পদ করিয়া বন্দন॥
অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণ হইতে নিল।
যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অগ্রে বসাইয়া॥
ধরেন ধরণী, শেষ স্বচ্ছন্দ হইল।
দেখিয়া সকল নাগ আশ্চর্য্য মানিল॥

আমরা আজ কালকার দিনে অর্জ্জুনের ভক্তিভাবটুকু দেখিতে পাই না। কাশীরামের সময়ে লোকের ভক্তি বিশ্বাস ছিল, এখন এ সমস্ত কথার ভিত্তিও নাই। জীবন্মুক্তি বলিয়া যে একটা ছিল, অধুনা ইহা গল্পকথা হইয়াছে। যাহা হউক—শেষনাগ আসিলেন।

সহদেব পূর্ব্বে বিভীষণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন এ কথা আমরা মূলে পাই। কাশীরাম বিভীষণকে লইয়া একটু রঙ্গ করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন, দর্পহারী আপন দর্পও আপনি রাখেন না। ভক্তের পতনের মূল এই

দর্প। ভগবান্ বিভীষণের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, অথচ সম্মানও রাখিয়া ছিলেন—কাশীরাম ইহাই দেখাইয়াছেন।

রাক্ষসেশ্বর নানা ধনরত্ন, দাসদাসী, হস্তী অশ্ব লইয়া কৃষ্ণদর্শনে আগমন করিলেন। আগমনের কারণ যজ্ঞ দর্শন নহে। কৃষ্ণদর্শনই উদ্দেশ্য।

"পার্থমুখে বার্ত্তা পেয়ে রাক্ষস ঈশ্বর।
হরষেতে রোমাঞ্চিত হইল কলেবর।
যেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
বসুদেব গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ॥
নিরন্তর ব্যগ্রচিত্ত যাঁরে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে।
সর্ব্বতত্ত্ব অন্তর্যামী ভকতবৎসল।
অনুগত জনে দেন মনোমত ফল॥
তাঁর অনুগত আমি বুঝিনু কারণ।
করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়া স্মরণ॥

ভগবান নিজ ভক্তকে স্মরণ করিয়াছেন। ভক্তের দর্শন-ইচ্ছা প্রবল করিয়াছেন। ভক্ত এ অবস্থায় থাকিতে পারেন না।

মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন। দূর হইতে মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। শ্রীচৈতন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা বহু কষ্টে মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐরূপ হইলেন কেন? শ্রীচৈতন্য কিছুই বলিতে পারেন না। কেবল ঘন ঘন মন্দিরের চূড়া দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু কেহই কিছু বুঝিল না। মহাপ্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতবেগে চলিতেছেন, কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, দেখ দেখ মন্দির পানে চাহিয়া দেখ 'কৃষ্ণবর্ণ শিশু'! আর বলিতে পারেন না। আবার বলিতে লাগিলেন "কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।" মুরলী বাজাইয়া ভগবান্ ভক্তকে ডাকিতেছেন। মুরলী বাজাইয়া জানাইতেছেন দেখ আমি তোমায় দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছি, আমি থাকিতে পারিতেছি না তুমি এত দেরী করিতেছ কেন? যত দিন সাধক ভগবানকে ডাকেন, ততদিন ঠিক হয় না। যখন ভক্ত ভগবানের ডাক শুনিতে পান তখনই তাঁহার সিদ্ধি। ভগবান জীবের জন্য বড় ব্যাকুল। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। জীব ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না।

অন্য কার্য্য ছাড়িয়া জীব সেই সর্ব্বদ্রষ্টার দিকে চাহিলেই সদ্গতি লাভ করে।

বিভীষণ বড়ই আনন্দিত। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহাকে কত কি দিতে ইচ্ছা করে। আজকাল বহুলোক মনুষ্যজাতির সেবা করেন, কিন্তু দরিদ্রকে এক কৌড়ি দিতেও ক্লেশ বোধ করেন। ঠাকুর দেবতার স্থানে প্রায় লোকেই ব্যয়কুণ্ঠ। এখানকার ভালবাসা স্বতন্ত্র বস্তু। বিভীষণ বলিতেছেন—

দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
সব রত্ন ধন লহ দিব দামোদরে॥
লোচনে দেখিব আজ কমল লোচন।
জন্মাবধি কৃত পাপ হবে বিমোচন॥

বিভীষণ দক্ষিণদ্বারে উপনীত হইলেন, যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। যজ্ঞ স্থান অপূর্ব্ব। আদি নাই অন্ত নাই, চারি দিকে লোক। উচ্চ, নীচ, জল, স্থল, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল লোক সঙ্ঘ। নানা প্রকারের লোক। অমর, রাক্ষস, দানব, দৈত্য, সিদ্ধ, সাধ্য, ঋষি, যোগী, ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকর্ণ, বিকট বদন, কিরাত, ম্লেচ্ছ, এক পদ, এক হস্ত, অপূর্ব্ব সম্মিলন। বিভীষণ রথ হইতে নামিয়াছেন, স্থানে স্থানে নৃত্য গীত, কোটী অশ্ব, কোটী হস্তী, কোটী রথ, চারি দিকে ভিড়। দেব দানব বৈরিতা ছাড়িয়া যজ্ঞ কার্য্য করিতেছে। রাক্ষস, মানুষ, ভক্ষ্য ভক্ষক ভাব ছাড়িয়া একত্র কর্ম্ম করিতেছে। রাক্ষস মনুষ্যের আজ্ঞা পালন করিতেছে। বড়ই বিস্ময়কর!

অদ্ভুত দেখিয়া রাজা মুখে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ॥

ত্রিভুবনের লোক এক স্থানে জুটিয়াছে। আসন, ভোজন, পান ইহা লইয়াই সকলে বিব্রত। কে কাহাকে আনিয়া দেয়, 'নির্ব্বন্ধ' নাই। রাজা 'ঠেলাঠেলি' করিয়া কতকদূর পদব্রজে গমন করিলেন—আর যাওয়া যায় না। বহু রাজা 'পিঠাপিঠি' করিয়া দাড়াইয়াছেন—দুই ভিতে দ্বারিগণ লোক হটাইতেছে :—

পথ না পাইয়া দাঁড়াইল বিভীষণ।
অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ॥

সেই জন-সমুদ্র মধ্যে বিভীষণ দেখিতেছেন 'অভিনব জলধর সুন্দর' এক

পুরুষ এখানে ওখানে সর্ব্বত্র গতাগতি কবিতেছেন। "কে আসিল কে খাইল" প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা কবিয়া সম্ভাষণ কবিতেছেন।

দুবে থাকি নিবখিল বক্ষ অধিপতি।
দিব্য চক্ষে জানিলেন এই লক্ষ্মীপতি॥
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে স্তুতি কবে কব যোড়ে।
অবিশ্রান্ত বাবিধাবা নয়নেতে পড়ে॥

নাবায়ণ নিকটে আসিলেন। দুই হাতে ধবিয়া প্রীতি আলিঙ্গন দিলেন-বিভীষণ দেখিলেন সেই ঃ—

"আপদামপহর্ত্তাবং দাতাবং সর্ব্ব সম্পদাম।
লোকাভিবামং শ্রীবামম"

বিভীষণ পুনঃ পুনঃ নমস্কাব কবিতেছেন, বলিতেছেন।

লোকাভিবামং বণবঙ্গধাবং
বাজীবনেত্রং বঘুবংশনাথম্।
কারুণ্যরূপং করুণাকবং তং
শ্রীবামচন্দ্রং শবণং প্রপদ্যে॥

গোবিন্দ-অগ্রে বিভীষণ সমস্ত ধনবত্ন উপহাব দিলেন, কবযোড়ে বলিলেন "আমায় কি কবিতে হইবে বলুন"।

গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ যেই কাজে।
মম সঙ্গে ভেটিবাবে চল ধর্ম্মবাজে॥

বিভীষণ শ্রীকৃষ্ণ পাদাববিন্দ দর্শনে আগমন কবিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে সর্ব্ব কর্ম্ম শেষ হইয়াছে জানাইলেন।

তোমাব পদাববিন্দে দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ বাঞ্ছিত যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধন॥
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ মোরে কবিলা প্রসাদ।
চিব কাল বিচ্ছেদেব খণ্ডিল বিষাদ॥
সম্পূর্ণ মানস হইল পূর্ণ হইল কাজ।
এখন কি কবি আজ্ঞা কব বাজবাজ॥
গোবিন্দ বলেন, যে কবিল আবাহন।
যার দূত সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলে ধন॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আসিলে হেথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায়॥

"ঠাকুরে" কথাটা বিভীষণের লাগিল। আমি দূত মুখে শুনিলাম পাণ্ডবের যজ্ঞে নারায়ণের অধিষ্ঠান। যদি কর না দিই তবে তোমা দ্রোহী হইতে হয়। তুমি ডাকিয়াছ মনে করিয়াই আসিয়াছি।

বিশ্বের ঠাকুর তুমি মনে হেন জানি।
তোমার ঠাকুর আছে মনে নাহি মানি॥
যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাই মোর অন্যজন ঠাঁই॥

কাশীরাম ভক্তের ছবি আঁকিয়াছেন। দোষ গুণ উভয়ই দেখাইয়া দোষটুকু সংশোধন করিতেছেন। বিভীষণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন 'ঠাকুর তোমাতেই আমার প্রয়োজন—অন্য কিছুই ত আবশ্যক নাই।" ভক্ত চূড়ামণি শ্রীহনুমান বলিয়াছিলেন :—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

বিভীষণের মনেও এইরূপ ভাব ছিল। তবে যখন কৃষ্ণ অনুরোধ করিতেছেন, রাজ দর্শন কর, তখন ভক্তের স্বাভাবিক অহংকার বাধা দিতেছে—আমার অন্য প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণতৃপ্তিই ভক্তের প্রয়োজন। তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী হইলে ভক্তির ত্রুটি বুঝায়। আত্মপ্রীতিতে কৃষ্ণপ্রীতির লাঘব হয়। ভগবান্ এই নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভগবানের এক কার্য্যে বহুবিধ কার্য্য হইয়া থাকে।

গোবিন্দ বলিতেছেন :—

যত দূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
হেন জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি॥
স্মরণে সুমতি হয় নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে॥
হেন জনে নাহি জান তোমা হেন জন।
শীঘ্রগতি তোমা লয়ে করাব দর্শন॥

বিভীষণ বলিতে লাগিলেন—প্রভু আমি তোমার আজ্ঞামত তোমার সঙ্গে যাইতেছি কিন্তু—

পূর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী॥

ব্রহ্মা ইন্দ্র পদ তব কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য নয় তোমার সহায়॥
মম পূর্ব্ব বিবরণ জান গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর॥
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনা শির না নোয়াব কারে॥
যথা লইয়া যাবে তুমি সংহতি যাইব।
কদাচিৎ অন্য জনে মান্য না করিব॥

সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন ইহা না হইলে ভক্তের পতন হয়। বিভীষণের এই দর্প চূর্ণ করিলেই উপকার। নারায়ণ তাহাই করিলেন। গোবিন্দ সঙ্গে বিভীষণ দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সাত্যকি দ্বাররক্ষক। গোবিন্দকে দ্বার ছাড়িয়া দিল কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ভিন্ন ইন্দ্রেরও প্রবেশাধিকার নাই বলিল। সাত্যকি জগন্নাথকে দেখাইতেছেন—বিরাট, শূরসেন, দন্তবক্র, সুমিত্র, নীলধ্বজ, রুক্মী, শত শত নরপতি কর লইয়া মাসাবধি দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন—অনুমতি ভিন্ন ভিতরে যাইতে পারিতেছেন না। পাণ্ডব মাতুল পুরুজিত যখন ভিতরে প্রবেশ করে তখন সঙ্গে জন কতক রাজা গিয়াছিলেন ভীম 'ঠেকা' মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অতএব

আজ্ঞা বিনা ছাড়িবারে নারি কদাচন।
আজ্ঞা আনি স'য়ে যাও রাজা বিভীষণ॥

ভগবান কপট ক্রোধ দেখাইলেন। তথাপি কার্য্য হইল না। তখন পূর্ব্ব দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঘটোৎকচ তিন লক্ষ রাক্ষসের সহিত দ্বার রক্ষা করিতেছে। কৃষ্ণকে পথ ছাড়িয়া দিল কিন্তু বেত্র দিয়া বিভীষণকে দ্বারে আটকাইল। কৃষ্ণ পরিচয় দিলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর, ব্রহ্মার প্রপৌত্র—ঘটোৎকচ দ্বার ছাড়িল না। অনেক ব্রহ্মার প্রপৌত্র এখানে দাঁড়াইয়া আছে। আজ্ঞা বিনা দ্বার ছাড়িতেই পারিব না। নকুল বা সহদেবের উপর বার্ত্তা জানাইবার ভার—ক্ষণিক অপেক্ষা করুন। তাঁহারা আসিলে সংবাদ পৌছিবে তখন দ্বার ছাড়িব। বিভীষণ নিস্তব্ধ। অন্য দ্বারে চলিলেন। পথে দেখিলেন চারিজন রাজাকে ভীম-অনুচরগণ কেশে ধরিয়া শূলে দিতে যাইতেছে। অপরাধ, না বলিয়া দেশে যাইতেছিল ও ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছিল। কৃষ্ণ ঐ চারিজনকে ফিরাইলেন এবং ভীমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

এমন সময়ে ভীম আসিলেন। দামোদর ঐ চারিজনকে মুক্ত করিয়া দিতে বলিলেন। নিমন্ত্রিত ক্ষুদ্র হইলেও মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। দুষ্ট শিষ্ট বহু লোক আসিয়াছে, এরূপ কার্য্যে কার্য্যহানি হইবে।

বৃকোদর বলে শুন দৈবকীনন্দন।
দোষ মত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন॥
আর সব ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কোন মতে হয়॥

কৃষ্ণ আবার বলিতে লাগিলেন--বৃকোদর! তোমাদের শক্তির কথা শুনিয়া এক লক্ষ নরপতি এখানে আসিয়াছে। শান্ত হইয়া সকল কার্য্য করা উচিত। পার্থ পাতালে; এক মাত্র যুদ্ধ করিতে তুমিই আছ। এই এক লক্ষ নরপতিকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুমি কি করিবে?

কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যেকেতে আমি দেখিলাম সর্ব্বজন॥
অজাযুথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেই মত রাজগণ লাগে মম মনে॥
সসৈন্য আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর॥
মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবারে করিব পরাজয়॥
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে॥

যাহা হউক ভীম উহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কৃষ্ণ বিভীষণকে সমস্ত দেখাইলেন—পথে যাইতে যাইতে বলিলেন।—

এমন সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে।
আমা হেন জন রাখে যার দ্বারিগণে॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র আমি করি সবে যারে কর দিল॥

বিভীষণের হৃদয়ে অভিমান আসিতেছে, বলিতেছেন প্রভু! হরিশ্চন্দ্রাদি

রাজগণও এইরূপ যজ্ঞ করিয়াছেন, তবে এই যজ্ঞে বিশেষত্ব এই, যে তুমি পাণ্ডবস্নেহে আবদ্ধ হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছ।

একমাত্র পাণ্ডবের বাথানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ॥
ব্রহ্মা আদি ধ্যায় প্রভু তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য তুমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে।
তোমার চরিত্র প্রভু কি বুঝিতে পারি।
নহুসে করিলা ইন্দ্র বলি দূর করি॥
ব্রহ্ম কীট পদ প্রভু তোমার সমান।
যারে যাহা কর তাহা কে করিবে আন॥
ইন্দ্র আদি পদ প্রভু না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঞি দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা॥

বিভীষণ কৃষ্ণের ক্লেশ দেখিয়া ব্যথিত হইতেছেন। আর ভিতরে যাঁইতে চাহেন না। কৃষ্ণ বুঝাইয়া ভিতরে যাইতে বলিতেছেন। উভয়ে উত্তর দ্বারে আসিলেন। এ দ্বারের দ্বারী কৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ। দ্বারী দ্বার ছাড়িল না। কৃষ্ণ তখন বিভীষণের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিলেন। অনিরুদ্ধ বহু রাজার নাম করিলেন, সকলেই দাঁড়াইয়া আছে। বিভীষণ বড়ই অপমানিত হইলেন। গোবিন্দ ইহাই চাহেন। চল পশ্চিম দ্বারে দুর্য্যোধন দ্বারী— আমাদিগকে দেখিয়া নিবারণ করিবে না। কৃষ্ণ আরও বলিলেন :—

আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি।
যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম্ম নরপতি॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে।
নৃপতির আজ্ঞা পেলে তখনি উঠিবে॥

বিভীষণ এ কার্য্যে সম্মত নহেন। "তব পদ বিনা অন্যে না নোয়াব শির।"

এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণে॥

বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয়॥

আজ যুধিষ্ঠিরের জন্য ভগবান্ চিন্তা করিতেছেন, ভক্তের জন্য ভগবান্ ক্লেশ করিতেছেন।

এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মা আদি তপ করে এবা কোন ছার॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে॥
ব্রহ্মা আদি কৈল যজ্ঞ পৃথিবী ভিতর।
কোন যজ্ঞ নাহি হবে এ যজ্ঞ উপর।

ইহাই কৃষ্ণের ইচ্ছা। উভয়ে পশ্চিম দ্বারে আসিলেন; দুর্য্যোধন দ্বার ছাড়িলেন না। কিন্তু বসিবার জন্য সিংহাসন দিলেন। এই সময়ে সহদেব আসিলেন; বলিলেন অমরেরা তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। সকলে রাজদর্শন করিয়াছেন, তোমার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন। বিভীষণ সঙ্গে কৃষ্ণ সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সভা মধ্যে বেদী। বেদীর চারিধারে মণ্ডলী করিয়া সভ্যেরা দাঁড়াইয়াছিলেন—কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। দণ্ডবৎ করিল না বিভীষণ।

একশত সোপান পার হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইতে হয়। কৃষ্ণ পঞ্চাশত সোপান পার হইয়াছেন—ভাবনা বিভীষণের জন্য। বিভীষণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিবেন না। কৃষ্ণ প্রণাম করাইবেন। যাঁহার চক্রে জগৎ চলিতেছে, তাঁহার নিকটে কি ছার এই অহংকারী ভক্ত। জনার্দ্দন বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন।

সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটমণি কিরীটভূষণ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল॥
বিবিধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে॥

সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তভ মণি শোভিত হৃদয়॥
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর সার্ঙ্গ ধনু।
নানাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু॥
সহস্র সহস্র শম্ভু আছে করযোড়ে।
কত কত মুখে তাঁরা স্তুতিবাণী পড়ে॥
সহস্র সহস্র ইন্দ্র বুকে দিয়া হাত।
সহস্র সহস্র অংশে করে প্রণিপাত।
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখি দেবগণ।
চকিত হইয়া সবে হৈল অচেতন॥
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমেষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট আঁখি॥
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
করযোড় করি শেষে পড়ে কত দূরে।
লুকায়ে ছিলেন শিব যোগীরূপ হ'য়ে।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহরাশিগণ॥
যেই যথা ছিল সব গেল ধরা পড়ি।
অচেতন হ'য়ে সবে যায় গড়াগড়ি॥

সকলে অচেতন। এই বিশ্বরূপ ভক্তের বড়ই প্রিয় বস্তু। এ চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিলে এক মুহূর্ত্তে চিত্তশুদ্ধি হয়, জীবনের বহু কার্য্য এক দণ্ডে হইয়া যায়। যাহা হউক জগন্নাথ যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া দেখাইতেছেন—ঐ দেখুন স্বয়ং ব্রহ্মা ও প্রজাপতিগণ, কর্দ্দম ও দক্ষাদি আপনাকে প্রণাম করিতেছেন—ব্রহ্মার দক্ষিণে ত্রিলোচন, ষড়ানন-কার্ত্তিক-গণেশ-সহ আপনাকে নমস্কার করিতেছেন, সহস্রলোচন, দ্বাদশ আদিত্য, শনি, রাহু, কেতু, শুক্র, অষ্ট বসু, দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি সকলে আপনার গুণে বশীভূত হইয়া প্রণাম করিতেছেন। ঐ দেখুন মৃত্যু অধিপতি, জলের অধিপতি,

নাগাধিপতি শেষ, যক্ষেশ্বর চিত্ররথ, রক্ষেশ্বর বিভীষণ সকলে প্রণাম করিতেছে। মহারাজ পৃথিবীতে আপনার তুলনা নাই—আপনার গুণ কেহই বর্ণনা করিতে পারে না—আমিও আপনার গুণে বড়ই বশীভূত।

বিশ্বরূপ দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের নয়নযুগলে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে, রাজা মুহুর্মুহু সম্বিৎহারা হইতেছেন। কথা কহিতে যাইতেছেন, পারিতেছেন না—শেষে গদ্গদ্ বাক্যে কহিতেছেন প্রভু আমি অকিঞ্চন। অকিঞ্চনজনে একি ব্যবহার কর ঠাকুর ?—

তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম॥
তড়িত জড়িত পীত কৌষবাস সাজে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষিত অঙ্গ মাঝে॥
শ্রবণ পরশে চক্ষু পুণ্ডরীক পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্বলোক নাথ॥
সংসারে আছেন যত পুণ্য-আত্মাজন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ॥
তব পদ সে সবার বন্দিবার আশা।
আকাঙ্ক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ॥

এই দৃশ্য জয়যুক্ত হউক। ভক্তহৃদয়ে এই দৃশ্য স্ফুরিত হউক। ভগবান্ প্রসন্ন হউন।

গোবিন্দ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বলিতেছেন, রাজন্! তুমিই ভক্তিমূল্যে আমাকে ক্রয় করিয়াছ—আমার ভক্তগণমধ্যে তুমিই প্রধান—প্রত্যক্ষে দেখ আজ সকলেই তোমায় প্রণাম করিতেছে। আর আমি! আমিও তোমায় প্রণাম করি!—

তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে॥

কে বুঝিবে এই কৃষ্ণলীলা? ভক্তের সহিত ভগবানের খেলা কত মধুর। ভগবান্ সবারে সময়ে ভক্তকে রাতুল চরণ দিতেও নারাজ হয়েন—ইচ্ছা জোর করিয়া শ্রীপদ গ্রহণ করুক—তখন অতি কাতরে বলেন 'যেন বা ভবতি কৃষ-

জাতং'। গোবিন্দ বহুক্ষণ ভূমিতে পতিত রহিলেন। রাজা কনিষ্ঠ বোধে সহদেবকে তুলিতে বলিলেন। কাশীরাম এই সমস্ত আপন মন হইতে রচনা করিয়াছেন

যজ্ঞ সমাপন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ বহু ধন পাইয়া প্রীত হইলেন। দেবতাগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন এবং পরম পরিতৃপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রাজগণ বহুদিন অপেক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে রাজাদিগকে সভায় আনিতে আদেশ করা হইল।

নবম অংশ

রাজসূয়ে অর্ঘ্যাভিহরণ।

দেবতাগণ বিদায় গ্রহণ করিলে চারিদ্বার হইতে রাজগণ সভামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। যথাযোগ্য আসনে সকলে উপবেশন করিলে যুধিষ্ঠিরের সভা ইন্দ্র সভার মত শোভা ধারণ করিল। দেবর্ষি নারদ ক্ষত্রিয়সমূহকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন—ভগবান্ নারায়ণ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন মনুষ্যভাব গ্রহণ করিয়া আজ এই সমস্ত ক্ষত্রিয়কে একত্র করিয়াছেন—আশ্চর্য্য! আবার ইহাদিগকে সংহার করিবেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দেবতাগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া বিদায় লইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণান্তে স্বদেশে গিয়াছেন। ভূপালগণের বিদায় এখনও হয় নাই। গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম ধর্ম্মপুত্রকে রাজাদিগের সৎকার করিতে বলিলেন। অর্ঘ্য প্রস্তুত হইলে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনিই অর্ঘ্য পাইবেন। কিন্তু এই সমস্ত নরপতিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? যুধিষ্ঠির জানেন কে শ্রেষ্ঠ তথাপি সকলকে জানাইবার জন্য পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভীষ্ম চির-ব্রহ্মচারী কৃষ্ণভক্ত। ভীষ্ম বলিলেন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে যেরূপ সূর্য্যই শ্রেষ্ঠ সেইরূপ সমস্ত ভূপতি মধ্যে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের শক্তি সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে শক্তিমান্ করিয়াছে। লোকে কৃষ্ণ-শক্তিকে নিজের শক্তি বলিয়া অভিমান করে, কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া "অহং কর্ত্তা" এই অভিমানে বহু দুঃখ ভোগ করে। কৃষ্ণের সমাগমে এই সভা উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে।

পুণ্যময় বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পূজা করে যাঁর॥
সর্ব্ব অগ্রে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার॥
ভক্ত-বৎসল সেই কৃপা অবতার।
তার অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আর॥

অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিয়া পূজা কর পরে অন্যান্য রাজশিরে অর্ঘ্য প্রদান করিও। অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল। কৃষ্ণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক সেই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। কিন্তু সেই রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল।

দশম অংশ।

রাজসূয়ে শিশুপালবধ।

বিশাল সমুদ্র। একদেশ সংক্ষোভিত। দেখিতে দেখিতে সমুদ্র বক্ষ আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড ঊর্ম্মিমালা দেখা দিল। রাজগণ বিস্ময়ে অবলোকন করিলেন এক বালক সেই সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইতেছে। ঐ বালকের নাম শিশুপাল। শিশুপাল চেদি দেশের রাজা। কৃষ্ণ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। ক্রোধ কম্পিত স্বরে বালক, ভীষ্ম যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সকলের নিন্দা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল। শিশুপাল বলিতে লাগিল, পাণ্ডবেরা বালক, ধর্ম্মের কিছুই জানে না। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্মপদার্থ। এই সমস্ত রাজগণ মধ্যে কৃষ্ণ কোন ক্রমেই পূজার্হ হইতে পারে না। বিশেষ ভীষ্ম অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তিবিহীন। শিশুপাল-বাক্যে সে রাজসভা নানাভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। শিশুপাল ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল ;—

ওহে ভীষ্ম মতিভ্রম ঘটেছে তোমার।
নতুবা কি হয় কভু এমত বিচার॥
রাজস্থয় যজ্ঞে আগে পূজিবেক রাজা।
কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে দেও পূজা ?
কোন্ রূপে পূজা-যোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে বৃদ্ধ সভার ভিতর॥

বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
ব্রহ্মদেবে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে॥
বিশেষ আছেন বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন রীতি॥
যদি বা পূজিবে এরে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণে ত্যজি কৃষ্ণ কেন পূজিলে প্রথমে॥
যদ্যপি ঋত্বিক্ বলি করহ পূজন্।
গোপালে পূজহ কেন ছাড়ি দ্বৈপায়ন॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধনে ত্যজি কেন পূজ দামোদর?
যোদ্ধা দেখি পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণ বীর ছাড়ি কেন কৃষ্ণের পূজন?

শিশুপাল যুবা। প্রবল বলশালী—চেদি দেশের রাজা। শুদ্ধ যৌবনে মানুষের মতিস্থির থাকে না, তাহার উপর ঐশ্বর্য্য, কিসে রক্ষা হইবে? এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মবুদ্ধি, জীবের সমস্ত প্রকৃতি দমিত করিতে পারে কিন্তু শিশুপাল কৃষ্ণদ্বেষী কিসে রক্ষা হইবে? শিশুপাল আবার বলিতে লাগিল :—

অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ ভীষ্মক প্রভৃতি।
আমি আদি করি রাজা আছে মহামতি।
গণিলে কাহার মধ্যে এই গোপালেরে'
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলে সভার ভিতরে?

আর যদি পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে বন্ধু বলিয়াই পূজা করিয়া থাকে তবে কেন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল? আর এই ধর্ম্মপুত্র?

ক্ষত্রিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অমান্য কভু কেহ নাহি করে?
অর্থগর্ব্বে ভুজগর্ব্বে কৈল হেন রাসি।
ভয়ে কিম্বা লোভে মোরা হেথা নাহি আসি॥
ধর্ম্ম রাজা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম কার্য্য হেতু সবে হেথা আগমন॥
নিমন্ত্রিয়া আনি শেষে কর অপমান।
আজ অবধি ধর্ম্ম তব হ'ল সমাধান॥

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মভ্রষ্ট। কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করিয়া থাকে? এই কৃষ্ণ পূর্ব্বে অন্যায় করিয়া জরাসিন্ধুকে বিনাশ করিয়াছে সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন করাতে যুধিষ্ঠিরের নীচত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ধার্ম্মিকতা নষ্ট হইয়াছে। কুন্তীতনয়েরা ভীত, নীচ-স্বভাব ও তপস্বী আর কৃষ্ণ! তুমি কিরূপে একার্য্য করিলে?

রে গোপাল তব মুখে নাহি দেখি লাজ।
কেমনে লইলি অর্ঘ্য এ সবার মাঝ॥
শুনি যথা ঘৃত কণা খাইয়া নির্জ্জনে।
শ্লাঘা ক'রে বহুমানী ভাবয়ে আপনে॥
ইথে কিন্তু রাজাদের নাহি অপমান।
পাণ্ডব বিদ্রূপে, তোমায় নাহি দেয় মান॥
এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনের হৈল যেন বিভা॥
রাজ্য নাহি রাজা বলি করিল সম্মান।
ইহাতেও নাহি তুমি ভাব অপমান॥
দুষ্ট ভীষ্ম দুষ্ট কৃষ্ণ দুষ্ট এ রাজন্।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন॥

শিশুপাল সভা ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত—যুধিষ্ঠির সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাহার নিকট গমন করিলেন। মধুর বাক্যে শিশুপালকে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি আমার যজ্ঞ হইতে রাজগণকে লইয়া যাইতেছ একার্য্য তোমার উচিত নহে। বিশেষ ভীষ্ম পিতামহ। তিনি কখন নিন্দার কার্য্য করেন না। দেখ বড় বড় রাজা এ সভায় উপস্থিত আছেন। কৃষ্ণ পূজায় কেহই অপমান বোধ করেন নাই।

তখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন—যুধিষ্ঠির! শান্তবাক্যে শিশুপাল নিরস্ত হইবে না। বিশেষ যে ব্যক্তি কৃষ্ণের পূজার নিন্দা করে সে কখন সান্ত্বের যোগ্য নহে। এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয়েন না যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই। কৃষ্ণ কি শুধু আমাদের পূজ্য? অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। ভীষ্ম আরও বলিতে লাগিলেন—

পূজা করে কৃষ্ণ পদ ত্রৈলোক্য অবধি।
আমি কিসে গণ্য যাঁরে পূজা করে বিধি॥
বহু বহু জ্ঞানী বৃদ্ধ লোক মুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি॥
জন্ম হৈতে ইঁহার মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর॥
পূর্ব্বে সাধুজন সব করিয়াছে পূজা।
পৃথিবীর রাজা মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাজা॥
বিপ্র মধ্যে পূজা পায় বৃদ্ধ জ্ঞানিগণ।
ক্ষত্র মধ্যে বলবান করিবে পূজন॥
বৈশ্য মধ্যে পূজা আনে বহু ধান্য ধনে।
শূদ্র মধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন্ জন্ নাহি জানে এই দামোদরে?
কোন্ রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ।
কুলে বলে কৃষ্ণতুল্য আছে কোন রাজ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছে এ কৃষ্ণেতে॥
সংসারেতে যত কর্ম্ম যে জন করয়।
কৃষ্ণার্পণমস্ত বলি সর্ব্ব সিদ্ধ হয়॥
প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ প্রভু সনাতন।
সর্ব্ব ভূতে আত্মারূপে আছে যেই জন॥
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত॥
অল্প বুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণ পূজা নিন্দা করে তাহার কারণে॥

আমি শতবার বলি—

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু।
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগতবৎসল॥

ভীষ্ম আবার বলিতে লাগিলেন যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত

অসহ্য হইয়া থাকে তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন। ভীষ্ম অতি তেজস্বী। আত্মসংযম তেজস্বীর মহত্ত্ব প্রকাশ করে। ভীষ্ম নিরস্ত হইলে সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—যাঁহারা কৃষ্ণকে প্রণাম করেন আমরা তাঁহাদিগকে শত শত প্রণাম করি। আর যে নৃপাধম কৃষ্ণকে অমান্য করে—

তাহার মস্তকে আমি বাম পদ দিয়া।
এই সভামাঝে তারে বলিব ডাকিয়া॥
সর্ব্বভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই দামোদর।
যাহার ক্ষমতা থাকে দিক্ প্রত্যুত্তর॥

সহদেবের বাক্যে কোন নরপতি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। সহসা সকলে দেখিল সহদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। আকাশবাণী তাহাকে সাধুবাদ দিল। সভামধ্যে নারদ উপস্থিত ছিলেন তিনিও বলিতে লাগিলেন যে নরাধমেরা কৃষ্ণের আরাধনায় পরাঙ্মুখ সেই নরাধমেরা জীবন্মৃত। তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই।

সেই সভামধ্যে তখন সুনীথ নামা বীর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—রাজগণ আইস আমরা পাণ্ডবদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করি। শিশুপালও অন্যান্য নরপতিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বুঝিলেন ইহারা যুদ্ধার্থ মন্ত্রণা করিতেছে।

যুধিষ্ঠির ভীত হইলেন—ভীষ্মকে বলিলেন পিতামহ, রাজ-সমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে—যাহা বিবেচনা হয় আজ্ঞা করুন। ভীষ্ম আশ্বাস দিলেন এবং বলিলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেব কুপিত না হইতেছেন ততক্ষণ কুক্কুরগণ মিলিত হইয়া চীৎকার করিবে। এই শিশুপালে নারায়ণের কথঞ্চিৎ তেজ রহিয়াছে নারায়ণ অবিলম্বেই তাহা প্রত্যাহরণ করিবেন।

শিশুপাল ক্রোধে অন্ধ হইয়া ভীষ্মকে বহুবিধ কুবাক্য বলিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে বহুপ্রকারে কৃষ্ণনিন্দা করিতে লাগিল।

শিশুপাল বলিল ভীষ্ম, তোমার ব্রহ্মচর্য্য ক্লীবত্বপ্রযুক্ত। তুমি ভুলিঙ্গ শকুনির ন্যায় কুরুকুলের বিনাশ বাঞ্ছা করিয়াছ অথবা পুরাণোক্ত বৃদ্ধ হংসের ন্যায় কপটাচারী। আর তোমার এই কৃষ্ণ! এই দুরাত্মার অসাধ্য কি আছে? পুতনা বিনাশ করিয়া কি এই চোরের মহত্ত্ব বাড়িয়াছে? না বাল্যকালে শকুনি, যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়া এই কৃষ্ণ ত্রিলোকপূজ্য হইয়াছে?

এই দুরাচার কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া কংসকে বিনাশ করিয়াছে এবং কপট করিয়া জরাসন্ধ বধ করিয়াছে।

তুই যেমন শাল্বের কন্যা অম্বার বিনাশের কারণ তোর কৃষ্ণও সেইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ বিনাশ করিয়া নারীহন্তা। ইহার জাতি নাই, কুল নাই, শীল নাই। শিশুপাল আরও বলিতে লাগিলঃ—

কহ ভীষ্ম এই যদি দেব জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানা জাতি॥
এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে।
ধর্ম্ম অসম্ভব কবে তোমার বচনে॥
দুর্দ্দৈব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তোর বুদ্ধি দোষে রাজসূয় হৈল বৃথা॥

শিশুপালের কঠোর বাক্যে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, স্বভাবতঃ লোহিত নেত্রদ্বয় অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—ভীম দশনে দশন পীড়ন করিতে লাগিল—লোকে ভীমের ললাটস্থ ত্রিশিখা ভ্রূকুটিকে ত্রিকূটস্থ ত্রিপথগামী গঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল। ভীম ক্রোধবেগে উত্থিত হইতেছেন এমন সময়ে মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন—বোধ হইল যেন শশিশেখর ষড়াননকে গ্রহণ করিতেছেন।

শিশুপাল ভীত হইল না। বরং বলিতে লাগিল বৃদ্ধ ইহাকে পরিত্যাগ কর আমার প্রতাপানলে ভীম পতঙ্গ দগ্ধ হউক।

ভীষ্ম তখন সর্ব্ব সমক্ষে শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। কৃষ্ণ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তাঁহার পিতৃষসা পুত্রের শতদোষ মার্জ্জনা করিবেন; সেই জন্য এই দুর্ম্মতি এখনও জীবিত আছে বিশেষ যে স্থলে কৃষ্ণ উপস্থিত সেখানে আমাদের নিরস্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

শিশুপাল ক্রোধে অধীর হইয়া আবার ভীষ্মকে গালি দিতে লাগিল, এবং বলিল অধার্ম্মিক ভীষ্ম তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন। ইহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন।

এই সমস্ত বাক্যেও ভীষ্মের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। ভীষ্ম এই মাত্র বলিলেন এই সমস্ত নরপতিগণ আমাকে ক্ষমা করিতেছেন কিন্তু আমি ইঁহাদিগকে তৃণতুল্যও বোধ করি না। ভীষ্মবাক্যে বহু নরপতি রুষ্ট হইয়া উঠিল, কেহ কেহ

বলিতে লাগিল পাপগর্ব্বিত দুর্ম্মতি ভীষ্ম ক্ষমাযোগ্য নহে, ইহাকে পশুর ন্যায় বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।

"হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুন রাজগণ।
মুখে বচাবচ সব কর অকারণ॥
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে॥"

মূলে আছে হে নৃপতিগণ! তোমাদের কথোপকথন শেষ হইবার নহে আমি এই অবসরে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর বা তৃণাগ্নিতে দগ্ধ কর আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ করিলাম।

আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন—যাঁহার নিতান্ত মরণ কণ্ডূতি হইয়া থাকে তিনিই গদাচক্রধারী বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুন।

শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। কৃষ্ণ এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। শিশুপালের তর্জ্জন গর্জ্জন ও আহ্বানে গাত্রোত্থান করিলেন। মৃদুস্বরে সমস্ত ভূপতি সমক্ষে একটি একটি করিয়া শিশুপালের শত দোষ দেখাইলেন। নির্ব্বাণকালে প্রদীপ যেমন জ্বলিয়া উঠে শিশুপালও সেইরূপ হইল। তখন ভগবান মনে মনে দৈত্য-গর্ব্ববিনাশক স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। চক্র হস্তে আসিয়া ঝলসিয়া উঠিল—কেশী-সূদন শিশুপালের দোষ উল্লেখ করিতে করিতে কুপিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এক পদ অগ্রে অন্য পদ পশ্চাতে—মূর্ত্তি প্রলয়কালে রুদ্র সদৃশ। চক্র অঙ্গুলি উপরে ঘুরিতেছে। আর শিশুপাল? কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত। শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইতেছে। সভাস্থল নিস্তব্ধ। শিশুপাল ঊর্দ্ধে অসি উত্তোলন করিয়াছে আর এক মুহূর্ত্তমধ্যে তরবারি পতিত হইবে এই সময়ে ভগবান সুতীক্ষ্ণ চক্র ত্যাগ করিলেন। চেদিরাজের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। চেদিপতি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। তখন আর এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। শিশুপালের কলেবর হইতে গগনচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বলোক নমস্কৃত কমল-লোচন কৃষ্ণকে অভিবাদন পূর্ব্বক তদীয় শরীরে লীন হইল।

তুমি অবিশ্বাসী। অলৌকিক কিছু শুনিলে বিশ্বাস করিতে চাও না। কিন্তু আপন জন্ম ব্যাপার কখনও কি চিন্তা করিয়াছ? ক্ষুদ্র একটি বট বীজ

হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ কিরূপে উৎপন্ন হয় কখনও কি বুঝিতে পারিয়াছ? এ সমস্ত ইন্দ্রজাল বুঝিবার প্রয়াস কখনও করিয়াছিলে? শাস্ত্রও এই জগৎ-ব্যাপারকে ইন্দ্রজাল বলেন। শাস্ত্র ও বলেন

"এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যৎ গর্ভবাসস্থিতম্
রেতশ্চেতি হস্তমস্তকপদম্ প্রোদ্ভূত নানাঙ্কুরং।
পর্য্যায়েণ শিশুত্ব যৌবন জরা বেশৈরনেকৈর্বৃতম্
পশ্যত্যেতি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথা গচ্ছতি॥"

জগৎ সৃষ্টিই ইন্দ্রজাল। তুমি সকলই বুঝিবে? তোমার মত বাতুল কে আছে? একবিন্দু স্থানে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উঠিতেছে লয় হইতেছে অথচ সমস্তই ইন্দ্রজাল। তুমি সমস্তই ব্যাখ্যা করিবে? জীবন্মুক্ত জনের কার্য্য বুঝিবার শক্তি তোমার কোথায়? হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন, ইন্দ্রজিত শূন্যে যুদ্ধ করিলেন, এ বুঝিতে তোমার সাধ্য কি? অষ্ট সিদ্ধি কি—কখনও মনে মনে ধারণা কর নাই—আর জগৎ রহস্য ভেদ করিবে? চৈতন্য ষড়্ভুজ হইয়াছিলেন—নহুষ স্বর্গে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন—এই সমস্তই তোমার চক্ষে অস্বাভাবিক বোধ হইতে পারে। মায়ার খেলা কখনও বুঝিবে না এ কার্য্যও তোমার নহে। যদি কখন ঈশ্বরকে ডাকিতে পার, তাঁর কৃপা লাভ করিতে পার, তবে আজ যাহাকে স্বাভাবিক ভাবিতেছ একদিন তাহা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। বিশ্বাস রাখিয়া যাও ভগবৎ কৃপা লাভ হইলে সমস্তই অদ্ভুত বুঝিবে।

যাহা হউক শিশুপাল নিহত হইল। সেই সময়ে বিনা মেঘে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল স্থানে স্থানে প্রজ্বলিত বজ্রপাত হইতে লাগিল—পৃথিবী কম্পিত হইল। রাজগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিস্তব্ধ হইল। কেহ কেহ গোবিন্দের স্তুতি করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির শিশুপালের দেহ সৎকার করাইলেন। শিশুপাল পুত্র চেদির সিংহাসনে স্থাপিত হইল। মহা যজ্ঞ শেষ হইল। কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। যাইবার কালে কুন্তী সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া গেলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বহুদূর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। কিছুতেই বিদায় দিতে পারেন না—কৃষ্ণ পাইয়া কে কবে বিদায় দিতে পারে? তথাপি দিতে হয়। যুধিষ্ঠির বলিলেন—এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দি? আমি তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রসন্ন মনে থাকিতে পারি না। তথাপি কৃষ্ণকে বিদায় দিতে হইল। সকলে বিদায় গ্রহণ করিল—রহিল রাজা দুর্য্যোধন ও শকুনি। মাতুল ও ভাগিনেয় কুরুক্ষেত্র মহা সমরের উদ্দীপক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অংশ।

ভারত সমরের সাক্ষাৎ কারণ।

ভারত মহাসমরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি দেখাইতে আমরা স্থূল স্থূল মহাভারতের অনেক কথা উল্লেখ করিয়াছি। অপ্রাসঙ্গিক কোন কথাই নাই। কৃষ্ণ কথা বা কৃষ্ণ ভক্তদিগের কার্য্য আলোচনা—ইহাতে কাহার না রুচি হয়? মূল লক্ষ্য ভগবানের এবং তদ্ভক্তগণের লীলা স্মরণে চিত্ত শুদ্ধি এবং ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা। শুদ্ধচিত্ত, ভগবানে একাগ্র হইলে ভক্তির সহিত জ্ঞানের উদ্রেক হয় ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য।

যাহা হউক মহাযজ্ঞ শেষ হইল। বৃহৎ কার্য্যে অঙ্গহানী হইলেই অনিষ্ট ঘটে। কৃষ্ণের ইচ্ছায় বুঝি কিছু অঙ্গহানী ঘটিয়াছিল। সেই জন্য যে যজ্ঞের নায়ক সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর তাঁহার সাক্ষাতেই রাজসূয় যজ্ঞে বিবিধ উৎপাৎ ঘটিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয়েও সেইরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল ইহাও তাঁহার ইচ্ছা। ভূভার হরণের জন্যই তাঁহার অবতার। রাজসূয় যজ্ঞের ফল দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, পাণ্ডব-নির্ব্বাসন এবং কুরুক্ষেত্র সমর। আমরা এক্ষণে কুরুক্ষেত্র মহা-সমরের সাক্ষাৎ কারণ নির্দ্দেশ করিব।

প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি হইতে যাজ্ঞসেনীর উৎপত্তি। সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নও উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভ্রাতা দ্রোণ বিনাশ জন্য, ভগ্নী কুরুক্ষেত্র সমরানল প্রজ্বলন জন্য। এ অনল প্রজ্বলিত না হইলে জগতের পাপ বৃদ্ধি কিরূপে হইত কে বলিবে? আর জগতে গীতা প্রচার কিরূপে হইত কে বলিবে? গীতার পূর্ব্বের কথা প্রদর্শনের জন্য এই পুস্তকের নাম হইয়াছে গীতা পূর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিতীয় অংশ।

ভবিষ্যৎ বিপদ।

রাজসূয় মহাযজ্ঞ শেষ হইল—কৃষ্ণ প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছেন। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছিলেন অচিরেই দিব্য অন্তরীক্ষ এবং পার্থিব—এই ত্রিবিধ উৎপাৎ আরম্ভ হইবে। শিশুপাল নিধনকালে এই ত্রিবিধ উৎপাৎ লক্ষিত হইয়াছিল। তবে কি শিশুপাল নিপাতে সেই সমস্ত উৎপাৎ বিলুপ্ত হইয়াছে? এখন কি পৃথিবী উৎপাৎ শূন্য হইল? রাজা যুধিষ্ঠির ইহাই চিন্তা করিতেছেন কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। সহসা রাজসূয় মহাযজ্ঞের ব্রহ্ম, ভগবান্ ব্যাসের কথা স্মরণ হইল। সেই সময়েই ব্যাসদেব সশিষ্যে যুধিষ্ঠির সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

রাজা সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিলেন। যথাবিধি পাদ্য ও আসন প্রদানে পিতামহ ব্যাসের পূজা করিলেন। ব্যাস কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপবেশন করিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে ব্যাস বলিলেন যজ্ঞ শেষ হইয়াছে এক্ষণে আমি প্রস্থান করিব। যুধিষ্ঠির পিতামহের পাদগ্রহণ করিয়া নিজের চিন্তার কথা নিবেদন করিলেন। ব্যাস সংক্ষেপে বলিলেন যে তুমি যে উপদ্রবের কথা বলিতেছ তাহা আরম্ভ হইবার কাল উপস্থিত হইতেছে। আমার গুরুর মুখে যে ত্রিবিধ উৎপাতের কথা শুনিয়াছ তাহা ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া চলিবে। ইহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইবে। তুমি ভীমার্জ্জুন এবং দুর্য্যোধন—তোমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত ভূপতিগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাসদেব আরও বলিলেন—হে রাজেন্দ্র তুমি একদিন নিশাবসানে স্বপ্ন দেখিবে ত্রিপুরান্তক মহাদেব বৃষভারূঢ় হইয়া শূল ও পিনাক ধারণ করিয়া শমনাধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। যুধিষ্ঠির তুমি চিন্তিত হইওনা কাল দুরতিক্রম্য।

ভগবান ব্যাস সশিষ্যে কৈলাস পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অংশ।

যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই মহাভারতে দুর্য্যোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ, এবং যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাদ্রুম। ভবিষ্যৎ বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণে এই পুণ্যময় মহাদ্রুমের অবস্থা আমরা অগ্রে দেখাইব। পশ্চাতে মন্যুময় দুর্য্যোধন চেষ্টা দেখান যাইবে।

ব্যাস প্রস্থান করিলে যুধিষ্ঠির নিতান্ত শোকাকুল হইলেন। কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিজে পরপীড়নের কারণ হইতে ইচ্ছুক নহেন, তথাপি কি দৈব বিড়ম্বনা ধার্ম্মিক জীবনে ইহাই প্রায় লক্ষ্য হইয়া থাকে। অধার্ম্মিকের পরপীড়নই ধর্ম্ম এজন্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ভবিষ্যৎ বিপদের কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতাদিগকেও জানাইলেন, আরও বলিলেন আমি প্রাণ পরিত্যাগ স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। আমিই যদি সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশের হেতু হইলাম তবে আমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি? ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে শান্তনা করিলেন। বুদ্ধিভ্রংশকর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া নিজের অকল্যাণ করা অনুচিত। যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই অনুষ্ঠান করুন। ধনঞ্জয় এই মন্ত্রণা দিলেন।

যুধিষ্ঠির নিবৃত্তিমার্গের মহাজন। ভ্রাতাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি অদ্যাবধি তোমাদের প্রতি বা অন্যকোন ভূপতির প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিব না। জ্ঞাতিগণের নিদেশবর্ত্তী হইয়া যোগ সাধন করিব। কি পুত্র, কি ইতর ব্যক্তি, সকলের প্রতি একরূপ ব্যবহার করিব; তাহা হইলে আর আমার ভেদের আশঙ্কা থাকিবে না। সুহৃদ্ভেদ হইলেই সংগ্রাম ঘটনা হয়। আমি বিগ্রহকে সুদূর পরাহত করিলাম, সকলের প্রিয় অনুষ্ঠান করিব, তাহা হইলে লোক মধ্যে নিন্দাস্পদ হইব না। যদি ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিতে হয় ইহা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করিব না।"

প্রতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি কোন না কোনরূপে ভবিষ্যৎ বিপদ্ জানিতে পারেন, জানিয়া জীবনে যাহা করিতেছিলেন আবার নূতন করিয়া তাহাই প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। কিন্তু অধার্ম্মিকের চেষ্টা স্বতন্ত্র।

যাহা হউক যুধিষ্ঠির পুর প্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন আরও দুই এক দিনের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে রহিয়া গেলেন। যুধিষ্ঠিরের সম্পদ দেখিয়া এখনও ভিতরের ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হয় নাই। সকল ব্যাপারেরই একটা উপলক্ষ চাই। দুর্য্যোধনের সেই উপলক্ষ যুটিল। রমণীয় যুধিষ্ঠির সভাই দুর্য্যোধনের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত করিল।

চতুর্থ অংশ।

দুর্য্যোধন বিষাদ।

এখনও দুর্য্যোধনের হৃদয়ে কোনও কুভাব জাগরিত হয় নাই। নিতান্ত দুর্বৃত্ত সম্বন্ধেও কিছু উদ্দীপক বস্তু আবশ্যক। দুর্য্যোধন, ময় নির্ম্মিত বিচিত্র সভা দেখিতেছেন, সঙ্গে শকুনি। সভামধ্যে এক স্ফটিকময় স্থান। স্থানটি জলময় বলিয়া ভ্রম হইল। দুর্যোধন আপন বসন উৎকর্ষণ করিয়া পরিভ্রমণ করিলেন, এবং জলভ্রমে সেই স্ফটিকময় স্থানে নিপতিত হইয়া লজ্জিত হইলেন।

দুর্ম্মনায়মান দুর্য্যোধন বিষণ্ণ হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। সম্মুখে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল দীর্ঘিকা। জলে শত শত পদ্ম সুশোভিত। দুর্য্যোধন স্থল ভ্রমে জলে পতিত হইলেন। লজ্জায় ধিক্কার যোগ দিল, দুঃখ গুরুতর হইল। ভীম দুর্যোধনের অবস্থা দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধনের হৃদয়ে বিদ্বেষ ভাব জাগিল। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভৃত্য উত্তম বস্ত্র আনিয়া দিল। মহামানী দুর্যোধন বড়ই অপমানিত হইল। পুনরায় দুর্য্যোধন স্থলভাগে জলের আশঙ্কা এবং জলভাগে স্থলের আশঙ্কা করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলে উপহাস করিতে লাগিল। ইহা মন্যুময় দুর্য্যোধনের অসহ্য হইয়া উঠিল। দুর্য্যোধন মনের ভাব গোপন করিলেন কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত নাই। আপন মনে সমস্ত চাপিয়া রাখিয়া চলিতেছেন, কিন্তু এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত যে পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরণ বাসনায় স্থলভাগেই পদবিক্ষেপ করিতেছেন, আবার সকলে হাস্য করিয়া উঠিল। ইহার উপর আরও আছে। দুর্যোধন শুধু স্ফটিকময় সভাকুট্টিমেই প্রতারিত হইয়া

ছিলেন এমত নহে, স্ফটিক ভিত্তিকে দ্বার বিবেচনা করিয়া যেমন প্রবেশ করিবেন অমনি আহত মস্তক হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। আবার অন্য স্থলে স্ফটিক কপাট পূটিত দ্বার হস্তদ্বারা বিঘট্টিত করিতে করিতে নিক্রান্ত হইয়া পতিত হইলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে দুর্য্যোধন বলিতেন না। ডাকিতেন সুযোধন বলিয়া। যুধিষ্ঠির সুযোধন সংক্রান্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া দুর্য্যোধন হস্তিনাপুর যাত্রা করিল। একখানা বিষাদভরা কালমেঘ---সেই মেঘে ভীমার্জ্জুনের উপহাস বিদ্যুৎ এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞের অদ্ভুত সমৃদ্ধি ইহাতে বজ্র। এই বিষাদ মাখা প্রাণে দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে ফিরিল।

বাড়ী ফিরিতেছে বটে কিন্তু কিছুই আর ভাল লাগে না। দুর্য্যোধন পথে চিন্তামগ্ন। দুর্য্যোধনের দুর্ম্মতি ঘটিল—কৌন্তেয়গণের মহান্ মহিমা—পার্থিবগণের বশবর্ত্তিতা স্মরণ করিয়া দুর্য্যোধন বিবর্ণ হইল। মাতুল পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিতেছে চিন্তামগ্ন দুর্য্যোধনের কোন উত্তর নাই। শকুনি কারণ জিজ্ঞাসা করিল। একখানা বিষভরা হৃদয় আর একখানা বিষপূর্ণ হৃদয়ের সহানুভূতি পাইল।

দুর্য্যোধন বলিতে লাগিল—মাতুল এই বসুন্ধরা ধনঞ্জয়ের শস্ত্রপ্রতাপলব্ধ। আমি কে? এই পৃথিবী রাজা যুধিষ্ঠিরের—আমি রাজা কিরূপে? আমার শরীর অমর্ষভরে দহ্যমান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব প্রতাপে অন্যায় করিয়া শিশুপালকে বিনাশ করিল। সকলেই তাহা সহ্য করিল—কিন্তু সে অপরাধ কি ক্ষমার যোগ্য? সর্ব্বত্র নরপতি, করপ্রদ বৈশ্যের ন্যায় ধর্ম্মরাজের সেবা করিল—পাণ্ডব প্রতাপলব্ধ রাজলক্ষ্মীকে সেইরূপ প্রদীপ্যমান দেখিয়া আমি ভিতরে দগ্ধ হইতেছি। অধিক কি বলিব আমার যেরূপ অন্তর্দ্দাহ হইতেছে তাহাতে আমি জীবনধারণে অসমর্থ হইতেছি। ইচ্ছা হইতেছে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করি নতুবা হলাহল ভক্ষণ করি কিম্বা জলে প্রবেশ করিয়া এই বিষম জ্বালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করি।

দুর্য্যোধনের চিরপোষিত শত্রুভাব জাগ্রত হইয়াছে। দুর্য্যোধন বলিতেছে—এক দিকে শত্রুর উন্নতি, অন্যদিকে আমার নিজের অবনতি—হীন স্থান—ইহা কি সহ্য করা যায়? আমি কি স্ত্রীলোক না পুরুষ? পুরুষ! তথাপি প্রতীকার না করিয়া নিশ্চিন্ত আছি কিরূপে? হা কি কষ্ট! পাণ্ডবদিগের রাজলক্ষ্মী

বলপূর্ব্বক হস্তগত করিতে আমার সামর্থ্য নাই—কেহই সহকারী নাই, তবে আর বাঁচিয়া কি হইবে? আমি চিরদিন পাণ্ডব বিনাশে যত্ন করিলাম কিন্তু আমার পৌরুষ নিরর্থক—পাণ্ডবদিগের দৈববল ধন্য। দৈববলে বলীয়ান পাণ্ডবেরা উন্নত আর পৌরুষাবলম্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা দিন দিন হীন হইতে লাগিল, আর এই ঘৃণিত জীবন রাখিব কি জন্য? সেই শ্রী, তাদৃশী সভা—রক্ষিগণের সেই পরিহাস—আমার আর সহ্য হয় না। মাতুল অনুমতি কর আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি তুমি পিতাকে ইহা জানাইও।

পঞ্চম অংশ।

শকুনি ও দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন রূপ মহাদ্রুমের শাখা শকুনি। শকুনি হইতেই 'মাতুল' নামে একটা কলঙ্ক আসিয়াছে। তথাপি শকুনি প্রথমে মন্দ উপদেশ প্রদান করে নাই অথবা সাধু ভিন্ন সর্ব্বদা এক উপদেশ কেহই প্রদান করে না। যাহারা প্রথমে ভাল শেষে মন্দ উপদেশ প্রদান করে তাহাদের মূলে অসাধুত্ব রহিয়াছে। তাহারা চতুর। সাধু এক বিষয়ে চতুর অসাধুগণ মূল লক্ষ্য ভিন্ন সর্ব্ব বিষয়ে চতুর। অথচ অসাধু অনেক সময়ে জানে না যে সে কি চাতুরি করিতেছে। ইহাই অসাধুত্বের প্রথম অবস্থা। যখন জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া দেখিয়া অসাধুত্ব করে তখনই অসাধুত্বের পূর্ণাবস্থা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রথম অবস্থায় শকুনির পরামর্শ মন্দ নহে। শকুনি দুর্য্যোধনের পরিতাপ বাক্য শুনিয়া ব্যথিত হইল নানা প্রকার দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিল। বলিল—

"পাণ্ডবেরা তোমার রাজ্য ভোগ করিতেছে না—তাহারা নিজের অংশ ভোগ করিতেছে ইহাতে তোমার ক্রোধ কেন? তুমি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে বহুবিধ উপায় করিয়াছিলে কিন্তু কিছুই করিতে পার নাই শেষে অংশ ছাড়িয়া দিয়াছ। এখন তাহারা বহু সহায় সম্পন্ন। দ্রৌপদী লাভ করিয়া তাহারা দ্রুপদ ও কেশবের সহায়তা লাভ করিয়াছে—আত্ম প্রতাপে তাহারা নিজের অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছে। তাহাতে তোমার পরিতাপের

বিষয় কি? ধনঞ্জয় হুতাশনকে তুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও দিব্য অস্ত্র সমুদায় লাভ করিয়াছে তাহাতে তোমার পরিবেদনার বিষয় কি? ময়দানব বিচিত্র সভা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে তাহাতে তোমার হিংসা কেন?

'তোমার কোন সহায় নাই' ইহা তোমার অযথা কথা। তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার সহায়—দ্রোণ, দ্রৌণি, রাধেয়, আমি, আমার ভ্রাতাগণ, সকলেই তোমার সহায়। ইহাদের সাহায্যে তুমি পৃথিবী জয় কর।

দুর্য্যোধন—আমি তোমাদিগের সাহায্যেই পাণ্ডবদিগের রাজলক্ষ্মী জয় করিব—অগ্রই পাণ্ডবদিগকে জয় করিব তাহা হইলেই সমস্ত রাজ্য, অখণ্ড ভূমণ্ডল এবং সেই সভা আমার হইবে।

শকুনি—সহায় সম্পন্ন পাণ্ডবদিগকে জয় করা দেবতারও অসাধ্য, কৌশল করিয়া জয় করিতে হইবে।

দুর্য্যোধন ব্যগ্র হইয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিল—মাতুল উপদেশ দিল অক্ষক্রীড়া। যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয় কিন্তু নিপুণ নহে অথচ আহূত হইলে নিবৃত্ত হইবে না। আমি ঐ বিষয়ে নিতান্ত দক্ষ। অক্ষকৌশলে পরাস্ত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী অপহরণ কর। ইহাই আমার পরামর্শ। আমার ভগ্নীপতিকে ইহা জ্ঞাপন কর। আমি তোমার মাতুল সর্ব্বদা শুভাকাঙ্ক্ষী। মাতুলের পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল—দুর্য্যোধনের বাক্যে শ্যালক ভগিনীপতিকে সমস্ত কথা জানাইতে চলিল।

ষষ্ঠ অংশ।

দুর্য্যোধন শকুনি ও ধৃতরাষ্ট্র।

'মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোমনীষী'। মন্যুময় বৃক্ষের মূল অন্ধতা। যেখানে অভিমান তাহার মূলে সম্যক্ দৃষ্টিশূন্যতা। বিনা অজ্ঞানে অভিমান কোথায়? যাহা হউক মহাবৃক্ষের শাখার কথাবলা হইয়াছে। এক্ষণে মূলের উল্লেখ আবশ্যক।

শকুনি দুর্য্যোধনের কথা মত ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্য্যোধনের অবস্থা জ্ঞাপন করিল—জানাইল 'দুর্য্যোধন দিন দিন বিবর্ণ, পাণ্ডুর, কৃশ, দীন ও চিন্তা পরায়ণ হইতেছে। আপনি কি কারণে তাহার হৃদয়-শোক অনুসন্ধান করিতেছেন না?' বৃদ্ধ রাজা ব্যাকুল হইলেন। দুর্য্যোধনকে ডাকাইলেন—কারণ জিজ্ঞাসা করি-

লেন। দুর্য্যোধন শোকের কারণ জানাইল। যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী তাহার অন্তর দগ্ধ করিতেছে জানাইল। কিরূপে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হইল, কিরূপে যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ, লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর আপনি বাজিয়া উঠে জানাইল। যুধিষ্ঠিরের সভা, বৈভব, একে একে উল্লেখ করিল। আরও বলিল—যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী তাহা দেবরাজেরও নাই, যমরাজ, বরুণ, কুবের কাহারও নাই। যতদিন না আমি এই রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে পারি ততদিন আমার চিত্ত সুস্থ হইবে না।

শকুনি উপায় বিবৃত করিল। অন্ধ সমস্ত শুনিলেন। মন্ত্রী বিদুরকে জানাইলেন। বিদুর কিছুতেই সম্মতি দিতে পারেন না। শেষে ধৃতরাষ্ট্র জেদ করিল, বলিল আমি, তুমি ও ভীষ্ম উপস্থিত থাকিতে বিপদের আশঙ্কা কি? তুমি শীঘ্র যুধিষ্ঠিরকে খাণ্ডব প্রস্থ হইতে আনয়ন কর। দৈব হইতেই এ ঘটনা ঘটিতেছে। দৈবই প্রধান। বিদুর ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন।

এ দিকে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বুঝাইতে লাগিলেন, বিদুর চির দিন কুরু বংশের হিতাকাঙ্ক্ষী; বৃষ্ণিবংশে উদ্ধব যেরূপ, আমাদের বংশে বিদুরও সেইরূপ; বিদুর যে কালে অক্ষ দেবনে অনুমোদন করেন নাই, সে কালে উহাতে প্রয়োজন নাই। দ্যূত হইতে সুহৃদ্ভেদ, সুহৃদ্ভেদ হইতে রাজ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী। পুত্র! একার্য্য হইতে বিরত হও।

কিন্তু দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণ অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুর্য্যোধন পুনঃ পুনঃ যুধিষ্ঠিরের রাজসভা—যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য এবং নিজের অপমানের কথাই উল্লেখ করিতে লাগিল। কোন্ কোন্ রাজা কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রদান করিল, কৃষ্ণ কিরূপ সম্মান দেখাইলেন, ধৌম্য, ব্যাস, নারদ, অসিত, দেবল ইহারা কিরূপে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এই সমস্ত ব্যাপার দুর্য্যোধন কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না। পিতাকে উহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। পিতা বহু প্রকারে বুঝাইলেন। পুত্র পিতার দোষ দিতে লাগিল—আপনি স্বার্থ সাধনে অনবধান, আপনি শাসন কর্ত্তা আপনি যখন এই রূপ বলিতেছেন তখন আমার জীবন ধারণে কোন্ প্রয়োজন? আপনি আমার স্বার্থ সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে আমার জীবন সংশয়। যাহা অভিপ্রায় শ্রবণ করুন—হয় পাণ্ডবরাজলক্ষ্মী লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে শরীর পাত করিব।

মাতুল এই সময়ে দুর্য্যোধনের সহায়তা করিল। বলিল—দুর্য্যোধন! যদি

তুমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাক তবে বল দ্যূত ক্রীড়া দ্বারা সমস্তই আত্মসাৎ করি। দুর্য্যোধন সুযোগ পাইয়া মাতুলের প্রশংসা করিতে লাগিল—ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই দ্যূত ক্রীড়ায় সম্মত নহেন দুর্য্যোধনও কিছুতেই ছাড়িবে না শেষে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুরবগাহ দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত দুর্য্যোধনের মতেই মত দিতে বাধ্য হইলেন।

তোরণস্ফাটিকা নামে এক মহতী সভা নির্ম্মিত হইল। ভীষ্ম ও বিদুরের মত হইল না। তথাপিও বিদুরকেই দূত কার্য্যে থাকিতে হইল। বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে চলিলেন—দ্যূতের কথা বলিলেন—যুধিষ্ঠির ভবিষ্যৎ বিপদ বুঝিলেন। দৈব বলবান বুঝিয়া সপরিবারে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। আগমন কালে যুধিষ্ঠির কহিলেন তেজ যেমন চক্ষুকে নষ্ট করে দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে। সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্ত্তী হইয়া আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অংশ।

সুহৃদ্দ্যূত।

আর একবার কুরুপাণ্ডবের মিলন হইল। এই মিলনে যে অনলরাশি উঠিল তাহাতেই কুরুকুল ধ্বংস হইল। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে আসিয়া গুরুজনদিগকে যথাযোগ্য বন্দনা করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। ভানুমতি প্রমুখ কুরু বধূগণ দ্রৌপদীকে সমাদর করিলেন এবং অপ্রশস্ত মনে দ্রৌপদীর পরমোৎকৃষ্ট সম্পত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। সে দিন অতিবাহিত হইল পরদিন প্রাতে কৃতাহ্নিক হইয়া পাণ্ডবেরা সভা প্রবেশ করিলেন। সভামণ্ডপে ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রাদি সকলে উপবেশন করিলেন।

শকুনি দ্যূত ক্রীড়ার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিলেন। দ্যূত ক্রীড়া বহু অনর্থের মূল। যুধিষ্ঠির ক্রীড়ার বহুনিন্দা করিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় আহূত

হইলে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইব না ইহাই আমার ব্রত। কিন্তু হে শকুনে তুমি যেন নৃশংসের ন্যায় অসৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজয় করিওনা।

সকলে আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ভূপতিগণের মধ্যে কতকগুলি যুগলরূপে আর কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সুহৃদ্দ্যূত আরম্ভ হইল।

আজও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বাজি রাখিয়া দ্যূত ক্রীড়া হইয়া থাকে। জুয়া খেলাও এই খেলা।

যুধিষ্ঠির প্রথমেই এক মহামূল্য সাগরাবর্ত্ত সম্ভূত কাঞ্চন খচিত মণিময় হার পণ রাখিলেন এবং দুর্য্যোধনকে কহিলেন তোমার প্রতিপণের বস্তু কৈ?

'আমারও বহুতর মণি রত্ন আছে কিন্তু তন্নিমিত্ত অহংকার করি না'। প্রথমেই একটু ক্রোধ জন্মিল। দুর্য্যোধন বলিল এক্ষণে জয় লাভ কর। শকুনি এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষপাত করিল। যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মরাজ, দাস দাসী, রত্ন, মাণিক্য, রথ, রথী, মাতঙ্গ, ঘোটক, গো, তাম্রপাত্র ও লৌহপাত্র পরিবৃত চারিশত নিধি এবং পাঞ্চদ্রোণিক সুবর্ণ ইত্যাদি পণ রাখিলেন।

"জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত"।

সর্ব্বস্বাপহারী অক্ষক্রীড়া ঘোরতর হইয়া উঠিল। বিদুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অনর্থ দেখাইলেন—বহু উপদেশ দিলেন। দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল। বলিল— বিদুর পাণ্ডবের হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁহার যথা ইচ্ছা হয় গমন করুন। বিদুর সদুপদেশ দিতে ছিলেন ইহা বলিয়া নিবস্ত হইলেন।

আবার দুরোদর চলিতে লাগিল। শকুনি যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিল। যিনি পরাজিত হয়েন তিনি সহজেই উত্তেজিত হয়েন। ক্রমে সমস্ত ধন রত্ন লোকজন এমন কি ভ্রাতাদিগের অঙ্গাভরণ সমস্তই হারিলেন। শেষে একে একে নকুল সহদেব অর্জ্জুন ভীম, শেষে আপনাকে আপনি পণ রাখিলেন? সৌবলের অক্ষক্রীড়া শুদ্ধ কপটতা। এখনও দেখা যায় অক্ষমধ্যে পাবদ দিয়া এক প্রকার অক্ষ ধনবান্ লোকে প্রস্তুত করাইয়া রাখে যে অক্ষ প্রস্তুত করাইয়াছে সেই তাহার ব্যবহার জানে কাজেই তাহারই জয় হয়। সৌবল 'জিতমিত্যেব' বলিল। যুধিষ্ঠির আপনাকেও হারিয়াছেন।

দ্বিতীয় অংশ।

দ্রৌপদী।

পাপিষ্ঠ শকুনি ইহাতেও নিবৃত্ত হইল না। বলিল 'শিষ্টে সতি ধনে রাজন্ পাপ আত্মপরাজয়ঃ'। মহারাজ তুমি নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য করিয়াছ। তোমার এখনও ধন আছে তাহা দিয়া আত্মার উদ্ধার কর। আত্মাকে পণিত করা মূঢ়ের কার্য্য। শকুনি অবশিষ্ট ধনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল এই ধন দ্রৌপদী। শকুনি বলিল—

"অস্তি তে বৈ প্রিয়া রাজন্ গ্লহ একোঽপরাজিতঃ।

পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াত্মানং পুনর্জয়॥"

গ্লহে = পণ বিষয়ে

যুধিষ্ঠির এবারে কৃষ্ণাকেই পণ রাখিলেন।

আমরা দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা করি নাই। ব্যাসদেব দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্রৌপদী সুন্দরী। শচীর অংশ হইতে ইহার জন্ম। অতি হ্রস্বাও নহেন অতি দীর্ঘাও নহেন; অতি কৃশাও নহেন অতি স্থূলাও নহেন—দেখিতে শ্রীর মত। নীল কুঞ্চিতকেশকলাপ উন্মুক্ত—পদ-প্রান্ত চুম্বিত করে—রাজসূয় মহাযজ্ঞে মন্ত্রপূত জলে এই কেশ সিক্ত হইয়াছিল। নয়নযুগল শারদোৎপল পত্র তুল্য—জলের উপরে ঢল ঢল করিতেছে। অঙ্গগন্ধ শারদ পদ্মের ন্যায়; হস্তেও শারদ পদ্ম। স্বামী স্ত্রীর নিকটে যে সমস্ত গুণের প্রার্থনা করেন—অনৃশংসতা, সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিতা, কর্ম্মেক্ষিপ্রহস্ততা—সে সমস্ত গুণ দ্রৌপদীর ছিল। দ্রৌপদীর নিদ্রা গোপাল ও মেষপালকগণের ন্যায়—সর্ব্বশেষে নিদ্রা সর্ব্বাগ্রে জাগরণ। সস্বেদ মুখপদ্ম মল্লিকার ন্যায়—দ্রৌপদী বেদীমধ্যা, দীর্ঘকেশী তাম্রোষ্ঠী নাতিলোমশা। দ্রৌপদীর বর্ণ বৈদূর্য্যমণির ন্যায়—যুধিষ্ঠির এই দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন।

যুধিষ্ঠিরের মনে কি হইতেছিল—ভীমার্জ্জুনের হৃদয়ে কি হইতেছিল ইহা দেখাইবার অবসর ব্যাসদেবের ছিল না—কিন্তু সভাসদ্ বৃদ্ধগণ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল—রাজগণ বিষণ্ণ হইলেন—ভীষ্ম দ্রোণ ঘর্ম্মাক্ত হইলেন, বিদুর পন্নগের ন্যায় উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অধোমুখ হইলেন—ধৃতরাষ্ট্র মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল জয় হইল কি?

শকুনি বলিল—এই জিতিলাম—তাহারই জয় হইল—কর্ণ দুঃশাসন হর্ষে অস্থির হইয়া উঠিল। দুর্য্যোধন সময় পাইয়া বিদুরকে বলিল—ক্ষত্ত! দ্রৌপদীকে এখানে আনয়ন কর—দাসী সঙ্গে দ্রৌপদী আমার গৃহ মার্জ্জনা করুক।

অক্ষক্রীড়া—সাগর মন্থন। সে সাগরমন্থনে লক্ষ্মীর মত রূপসীর সঙ্গে সুধাও উঠিয়াছিল কিন্তু এ মন্থনে উঠিল কুরুবংশধ্বংসকারী অনলরাশি।

পাণ্ডবেরা নিস্তব্ধ। বিদুর দুর্য্যোধন বাক্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন—বলিতেছেন, দুর্ম্মতি, মৃগ হইয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে ফট্ ফট্ করিতেছে? চাহিয়া দেখ কুপিত ফণী তোমার মস্তক উপরে তুলিতেছে—ইহাকে আরও কুপিত করিয়া যমালয়ে গমনের কার্য্য করিও না। কৃষ্ণা দাসী হইবে—যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাকে পণ রাখিবারই অধিকারী নহেন। বিদুর অনেক বলিলেন, কিন্তু শুনিবে কে? বিদুরকে ধিক্কার দিয়া দুর্য্যোধন প্রতিকামীকে আজ্ঞা দিলেন।

প্রতিকামী সঞ্জয়পুত্র—ভয়ে ভয়ে পাণ্ডবদিগের গৃহে প্রবেশ করিল—দ্রৌপদীকে ব্যাপার জানাইল, দ্রৌপদী কিছুই বুঝিলেন না—একি প্রলাপ বাক্য? কোন্ রাজপুত্র পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? রাজা কি দ্যূতমদে মত্ত হইয়াছেন? দ্রৌপদী বলিতেলাগিলেন—'প্রতিকামি'* তুমি যাও, যাইয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কি অগ্রে আপনাকে দুবোদর মুখে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন না আমাকে? পরে আমায় লইয়া যাইও।'

প্রতিকামী সভায় গিয়া তাহাই বলিল। যুধিষ্ঠির কোন উত্তর দিলেন না। উত্তর করিল দুর্য্যোধন—বলিল—দ্রৌপদীর যাহা প্রশ্ন থাকে সভায় আসিয়া করুক—দ্রৌপদী দাসী।

প্রতিকামী আবার ফিরিল—দ্রৌপদীকে বলিল, সভ্যগণ তোমায় ডাকিতেছেন—প্রথমে, দুর্য্যোধন ডাকিতেছে বলিতে পারিল না—বুঝি ইহাই কুরুকুলের ধ্বংসের সময় নতুবা দুরাত্মা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সভামধ্যে কুলবধূ লইয়া যাইবার মানস করিত না। দ্রৌপদী দুঃখিতা হইয়া বলিলেন ধর্ম্ম সকলেরই রক্ষা করা উচিত। আমিও ধর্ম্ম রক্ষা করিব। আর প্রার্থনা যেন ধর্ম্ম কৌরবদিগকে ত্যাগ না করে। প্রতিকামি! তুমি সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস—ধর্ম্মাত্মাগণ যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব।

প্রতিকামী পুনরায় সভায় গমন করিল এবং দ্রৌপদীর অভিপ্রায় জানাইল। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া একবস্ত্রা অধোনীবী রজস্বলা পাঞ্চালীকে রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের নিকটে উপস্থিত হইতে বলিয়া

দিলেন। প্রতিকামীকে আবার যাইতে আজ্ঞা হইল—প্রতিকামী ভীত হইল—কৃষ্ণাকে কি বলিব জিজ্ঞাসা করিল। তখন দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে আজ্ঞা করিলেন, "দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে" অধর্ম্ম বৃক্ষের পূর্ণত্ব এই দুঃশাসন। পাপিষ্ঠ আরক্ত নয়নে চলিয়াছে—দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া বলিল—তুমি পরাজিত হইয়াছ লজ্জা ত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনকে ভজনা কর। আমরা তোমাকে লাভ করিয়াছি। সভায় আগমন কর। দ্রৌপদী ভীতা—দুঃখিতা। প্রথমেই গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের নিকট গমন করিলেন দুরাত্মা বেগে গমন করিয়া দ্রৌপদীর কেশ গ্রহণ করিল এই কেশ—

যে রাজসূয়াবভৃতে জলেন মহাক্রতৌ মন্ত্রপূতেন সিক্তাঃ।
তে পাণ্ডবানাং পরিভূয় বীর্য্যং বলাৎ প্রমৃষ্টা ধৃতরাষ্ট্রজেন॥

এই দীর্ঘ নীল কেশকলাপ রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃত স্নান সময়ে মন্ত্রপূত জলদ্বারা সিক্ত হইয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রতনয় পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়া সেই কুন্তলজাল আকর্ষণ করিল।

দীর্ঘকেশী কৃষ্ণাকে দুঃশাসন কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে দ্রৌপদী বায়ুবেগে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছেন—বিনয়ে বলিতেছেন—দুঃশাসন, আমি রজস্বলা একবস্ত্রা—আমাকে সভায় লইয়া যাইও না। দুর্ব্বৃত্ত বলিল—

"রজস্বলা বা ভব যাজ্ঞসেনি একাম্বরা বাপ্যথ বা বিবস্ত্রা।
দ্যূতে জিতা চাসি কৃতাঽসি দাসী দাসীষু বাসশ্চ যথোপজোষম্॥"

রজস্বলাই হও একাম্বরাই হও আর দিগম্বরীই হও তুমি আমাদের দাসী অপস্ত্রীর মত দাসী মধ্যে থাকিতে হইবে।

তখন প্রকীর্ণকেশী পতিতার্দ্ধবস্ত্রা দুঃশাসনব্যাবধূয়মানা দ্রৌপদী লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন—দুরাত্মন্ এই সভা মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান্ ইন্দ্রতুল্য আমার গুরুজন উপবিষ্ট আছেন—তুই আমার এরূপ অবস্থা করিতেছিস্—আমার পতিগণ কখনই তোরে ক্ষমা করিবেন না—অথবা কেহ যখন কিছুই বলিতেছেন না তখন কি ইহাতে তাঁহাদের অনুমতি আছে? ভারতবংশীয়দিগের ধর্ম্মে ধিক্। দ্রোণ ভীষ্ম বিদুরাদি কাহারও কি সত্ত্বা নাই?

দ্রৌপদী করুণ স্বরে বিলাপ করিতেছেন আর ক্রোধ কম্পিত কলেবরে ভর্ত্তৃগণের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন—পাণ্ডবগণের ক্রোধোদ্রেক হইতেছে—দুঃশাসন দ্রৌপদীকে স্বামীদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতে দেখিয়া দাসী দাসী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে, কর্ণ তাহার কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে,

শকুনি প্রশংসা করিতেছে, আর সভাগণ কৃষ্ণার অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন।

ভীষ্ম সঙ্কটে পড়িয়া দ্রৌপদীর কথার উত্তর দিতে পারিতেছেন না, বলিতেছেন, সুভগে! যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপ্রিয়—তুমি স্বামীর অধীন—তুমি পরাজিত হইয়াছ—তোমার স্বামী ধর্ম্মতঃ পরধন রাখিতে পারেন না—আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

দ্রৌপদী ভীষ্মবাক্য খণ্ডন ক'রলেন—রাজা ইচ্ছা করিয়া এই ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। পাপিষ্ঠ তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে। দুঃশাসন পুনঃ পুনঃ বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে—যুধিষ্ঠির হেটমুখে উপবেশন করিয়াছেন দুঃশাসন ধর্ষণ করিতেছে—দ্রৌপদী কুলবধূ।

দ্রৌপদী স্বামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগের শৌর্য্য বীর্য্য স্মরণ করিয়া দিতেছেন। এই ভীম, এই অর্জ্জুন—ইঁহারা আমার স্বামী—জগতে এত প্রতাপ কার? ইঁহারা কটাক্ষে জগৎ প্রলয় করিতে পারেন—তথাপি আজ আমার এ দুর্দ্দশা? আমি কুলবধূ—কুরু সভাক্ষেত্রে পাপিষ্ঠের শাস্তা কি কেহ নাই? ভীম স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। স্রোতপ্রোথিত বংশদণ্ডবৎ সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে—বীরহস্তে গদা কম্পিত হইতেছে—ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দুর্ব্বাক্য বলিতেছেন—তুমি আমাদের অধীশ্বর—তাহাতে এতক্ষণ ক্রোধ করি নাই, কিন্তু আজ তোমার দোষেই দ্রৌপদীর এই ক্লেশ, এই নিমিত্তই আমার ক্রোধ হইয়াছে। ক্রোধে ভীম আত্মহারা হইয়াছেন, বলিতেছেন—সহদেব, ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর, আজ আমি যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় ভস্ম করিব।

"বাহু তে সংপ্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানয়"

আর অর্জ্জুন! শতভীমের পরাক্রম অর্জ্জুন হৃদয়ে—যেমন পরাক্রম সেইরূপ সংযম—নতুবা কি কেহ কৃষ্ণসখা হইতে পারে? এত ক্রোধের কারণসত্ত্বেও অর্জ্জুন স্থির—অবিচলিত। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া ভীমকে নিবারণ করিতেছেন, বলিতেছেন—কি ছার কুরুকুল—যদি রাজার আজ্ঞা পাই এই মুহূর্ত্তে সব নির্ম্মূল করিতে পারি—কিন্তু রাজার অনুমতি মিলিতেছেনা—ভীম, তুমিই বলিয়াছ তিনি আমাদের ঈশ্বর—তুমিত কদাপি ধর্ম্মরাজকে এরূপ দুর্ব্বাক্য বল নাই—শত্রুগণ তোমার ধর্ম্মগৌরব নষ্ট করিয়াছে, শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না। ধর্ম্মাচরণ কর। মহারাজের দোষ নাই—তিনি ধর্ম্মপালন করিয়াছেন—ক্ষত্রধর্ম্মমত দ্যূত আহ্বানে প্রতি নিবৃত্ত হইব না

ইহাই তাঁহার ব্রত। ভীম শান্ত হইল, কিন্তু দ্রৌপদীর অশ্রুপূর্ণ আনন— তাহার কাতরোক্তি হৃদয় ভেদ করিয়া অন্তস্তল কম্পিত করিতেছে—তথাপি সকলে স্থির। ইহারই নাম সংযম।

বিকর্ণ দুর্য্যোধনের ভ্রাতা—বিকর্ণ ধার্ম্মিক পাণ্ডবদিগের অবস্থা দেখিয়া সেই সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সভার নিন্দা করিল। কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতি-উত্তর করিল— তুমি বালক, বেশ্যাকে সভামধ্যে বিবসন করা আশ্চর্য্য নহে। কর্ণ দুঃশাসনকে বলিল, তুমি পাণ্ডবদিগের ও দ্রৌপদীর সমুদায় গ্রহণ কর— পাণ্ডবেরা সভামধ্যে উত্তরীয় ত্যাগ করিলেন। আর দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদ্যম করিতে লাগিল।

জনে জনে সম্বোধিত হইল—সভ্যেরা কিছুই বলে না। স্বামীগণ নিস্তব্ধ। দ্রৌপদীর চক্ষে জলধারা। বড় নিরাশ্রয় হইয়া দ্রৌপদী নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সেই সর্ব্বাশ্রয়ের শরণাপন্ন হইলেন। মনে মনে সর্ব্বার্ত্তিহর মধুসূদনকে চিন্তা করিলেন। বিপদে পড়িয়া যে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাকেই তিনি রক্ষা করেন।

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়॥
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।
হে নাথ! হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্।
ইত্যনুস্মৃত্য কৃষ্ণং সা হরিং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
প্রারুদদ্দুঃখিতা রাজন্ মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী॥

দ্রৌপদী এখনও আত্মরক্ষা করিতেছেন এখনও একহস্তে বস্ত্র ধরিয়া রাখিয়াছেন অন্য হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন—ইহাত পূর্ণভাবে নিরাশ্রয় ভাব নহে- শেষে যখন দ্রৌপদী আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না—যখন সর্ব্ব পুরুষার্থ বিসর্জ্জন দিলেন—যখন দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া যোড়করে সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন— হে প্রভু! হে নাথ! হে রমানাথ! হে দীনবন্ধু! আজ তোমার সখী, তোমার দ্রৌপদী বড় বিপদে পড়িয়া তোমার শরণ নিতেছে—হে আর্ত্তিহারিন্ এখনও কেন আর লজ্জা নিবারণ করিতেছনা?

দ্রৌপদী বলিতেছেন :—

যাঁহার উজ্জ্বল চক্র কাটিয়া মস্তক নক্র

নিস্তার করিল গজরাজ,

বল করে দুবাশয়ে শরণনিলাম ভয়ে

তাঁহার চরণপদ্ম মাঝ।

যেই প্রভু ঈষদক্ষে কৃপায় সংসার রক্ষে

নাচে যেই ফণাধর মুণ্ডে,

তাঁহার চরণ বঙ্গ স্মরিয়া সপিনু অঙ্গ

রাখ প্রভু দুষ্ট কুরুদণ্ডে।

যে প্রভু কপটে ছলি পাতালে লইল বলি

নির্ভয় করিয়া শচীপতি,

তাঁহার ত্রিপাদপদ্ম ত্রিপথগামিনী সদ্ম

তাহা বিনা নাহি মোর গতি।

পরশি যে পদধূলা অনেক কালের শিলা

দিব্যরূপ অহল্যা পাইল,

জল নিধি করি বন্ধ বিনাশিল দশস্কন্ধ

দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল।

যে প্রভু পর্ব্বত ধরি গোকুলে গোপের নারী

রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে,

বেদ শাস্ত্র লোকেখ্যাত পতিপুত্রগণ নাথ

পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে।

যাঁহার সৃজন সৃষ্টি সংসারে যাঁহার দৃষ্টি

মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ,

বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জনে স্মরণ করিলে শুনে

এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ॥

কৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন না। দীনার বিলাপে দীনবন্ধুর দয়া হইল। কৃষ্ণ দ্রৌপদী হৃদয়ে উদয় হইলেন—ধর্ম্ম অন্তরে থাকিয়া দ্রৌপদীকে নানাবিধ বস্ত্রে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসন যতই বস্ত্র আকর্ষণ করে ততই নানাবিধ বস্ত্র প্রকাশিত হইতে

লাগিল। সভামধ্যে ঘোরতর কলরব উঠিল—সকলে দুঃশাসনকে তিরস্কার করিল, দ্রৌপদীর প্রশংসা করিল।

ভীম সভামধ্যে উপবিষ্ট—ক্রোধে ওষ্ঠদ্বয় বিস্ফুরিত হইতেছিল—করে কর নিষ্পেষিত করিয়া—

সভাশদ্দ নিরখিয়া কহে সর্ব্বজনে
মোর বাক্য শুন যত আছ রাজগণে।
সত্য করি কহি আমি সভার অগ্রেতে,
যাহা কহি তাহা যদি না পারি রাখিতে,
পিতৃ পিতামহ গতি না পান কখনে
এই ত ভারত কুলাধম দুঃশাসনে
রণ মধ্যে ধরি, বক্ষঃ করিব বিদার,
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার॥

সভাশুদ্ধ স্তম্ভিত হইল। ভয়ে লজ্জায় দুঃশাসন সভায় গিয়া বসিল। সভ্যগণ ধিক্কার দিতে লাগিল। বিদুর উৎক্ষিপ্ত বাহুদ্বায়া সভাসদসমূহকে নিবারণ করিয়া সভার নিন্দা করিলেন—কেহই দ্রৌপদীর কথার উত্তর করিতেছে না ইহাতে ধর্ম্মকে পীড়ন করা হইতেছে। সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর তখন প্রহ্লাদ পুত্র বিরোচন এবং অঙ্গিরা মুনির পুত্র সুধন্বার কথা কহিলেন, তথাপি কেহ কোন উত্তর করিল না।

কর্ণ দুঃশাসনকে বলিল দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও। আবার দুঃশাসন দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দুষ্টের আকর্ষণে দ্রৌপদী সভা মধ্যে নিপতিতা হইলেন—আবার উঠিয়া স্বামীগণের দিকে চাহিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অধোমুখে রয়েছেন ভাই পঞ্চজনে,
দ্রৌপদী যতেক ডাকে শুনিয়া না শুনে।
স্বামীগণ অধোমুখ দেখি যাজ্ঞসেনী,
সভাজন চাহি বলে শিরে কর হানি,—
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল,
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল;
পূর্ব্বে পিতৃ গৃহে মম স্বয়ম্বর কালে
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে;

আর কভু আমারে না দেখে অন্য জনে
আজি পুনঃ সেই সভা দেখিল নয়নে।
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আদি আমারে না দেখে,
কুরুর সভায় আজ দেখে সর্ব্ব লোকে।
চন্দ্র সূর্য্য নিরখিলে যারা ক্রোধ করে,
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে।

দ্রৌপদী আবার বলিতে লাগিলেন—

যত গুরু জনে আমি করি নমস্কার।
এক বাক্য বল সবে করিয়া বিচার
দ্রুপদনন্দিনী আমি, পাণ্ডব গৃহিণী,
সখা মম যাদবেন্দ্র গদাচক্রপাণি
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সবর্ণা মহিষী,
কহিতেছে সবে মোরে হইবারে দাসী।

যখন পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী পার্ষতের ভগিনী কৃষ্ণের প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়াছে তখনই কুরুকুল উৎসন্ন হইয়াছে। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সবর্ণা ভার্য্যা—আমাকে দাসী বল বা নাই বল উভয় পক্ষেই সম্মত আছি। এই ক্ষুদ্রাশয় কুরুকুলকলঙ্ক দুঃশাসন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আমায় ক্লেশ দিতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমাকে জিতা বা অজিতাই বোধ করুন—আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। আপনারা যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

ভীষ্ম দ্রৌপদীর ধর্ম্মাশ্রয়কে প্রশংসা করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই হইবে বলিলেন।

ব্যাধ ভয়ে ভীতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনা দ্রৌপদীকে তথাপি কেহ কোন উত্তর দিতে পারিতেছে না, তখন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিলেক তোরে,
পুনঃ পুনঃ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে।
জানাউক চারি স্বামী সম্মুখে সবার,
তোর পর আছিক ধর্ম্মের অধিকার।

মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির কহুক চারিজন,
এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন ॥
নতুবা কহুক নিজে ধর্ম্মেরকুমার,—
কৃষ্ণার উপরে নাহি মম অধিকার ॥

যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাবাদী করিতে পারিলেই দুর্য্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। দুর্য্যোধনের মত পাষণ্ডগণ সকল কালেই ধার্ম্মিক ব্যক্তির উপরে জুলুম করে। এখনও সব শেষ হয় নাই। রাজগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন—

নিঃশব্দে নৃপতিগণ এক দৃষ্টে চায়,
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায়।
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভা মাঝে,
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে,—
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি,
পাণ্ডবগণের নাই ইহা বিনা গতি,
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডব ঈশ্বর,
এতক্ষণ কভু বাঁচে কৌরব পামর ॥

বলিতে বলিতে ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল আবার বলিতে লাগিলেন—

অরে দুষ্টগণ তোর হেন নয় মতি,
এ কর্ম্ম সহিতে পারে কাহার শকতি।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিল আপনা,
ঈশ্বর হইল দাস, দাসী কি গণনা।
যুধিষ্ঠির জিত হইলে জিনিলা সবারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥
আর কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল,—
আমি জীতে তো সবার নাহিক মঙ্গল ;
যেইক্ষণে ধর্ম্মরাজে বসালি ভূতলে,
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে,
সেইক্ষণে আয়ুঃ শেষ তোমা সবাকার।
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহার ॥
হের দেখ যম দণ্ড মোর দুইভুজে,
শচীপতি না জীয়ে পড়িলে ইতি মাঝে।

পর্ব্বত করিব চূর্ণ তোমা গণি কিসে,
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে।
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন,
তেঁই মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ ?
আর তাহে পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুন নিবারে।
এখনি দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে।
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার,
তেমনি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার।

ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর ভীমকে নিবারণ করিলেন।

কর্ণ নানা প্রকারে 'সূতপুত্রকে বিবাহ করিব না' দ্রৌপদীর এই বাক্যের প্রতিশোধ লইতেছিল—বলিল ধৃতরাষ্ট্রনন্দনেরা এখন তোমার প্রভু—তুমি ইহাদের কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর।

ভীম আরও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন্ আমি সূতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই। যথার্থই আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি—যদি আপনি পাঞ্চালীকে পণ না রাখিতেন—

কথা শেষ হইল না। আবার দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে লজ্জা দিতে লাগিল—বলিল—

"আপনি বলহ কৃষ্ণা জিত কি অজিত"। যুধিষ্ঠির অধোমুখে, কোনই উত্তর নাই—"নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন"। নির্লজ্জ, যুধিষ্ঠিরের দুর্গতি দেখিয়া একবার হাসিতে হাসিতে কর্ণপানে চাহিল—একবার আড়ে আড়ে ভীমের পানে নিরীক্ষণ করিল পরে হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বসন উত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় উরু দর্শাইল। ভীম ইহা দেখিলেন—লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় উৎফালন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ভীম রাজগণ সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর
ভারত কুলের গণ্ড নির্লজ্জ পামর,
বজ্র সম অঙ্গীকার করি গদাঘাত,
রণ মধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত,—

করিলাম এ প্রতিজ্ঞা ; না করিব যবে,
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পান তবে।

ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞার নিকট সব তুচ্ছ। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করেন তখন আজ কালকার লোকে বলিতে পারেন ইহা রাক্ষসের কার্য্য—আবার যুদ্ধে নাভির অধে প্রহার নিষেধ। ভীম তাহাও লঙ্ঘন করেন। রাক্ষস হউন বা যাহাই হউন ক্ষত্রিয় যাহা প্রতিজ্ঞা করেন তাহাই পূর্ণ করেন।

কুরুক্ষেত্রের সমস্ত আয়োজন হইয়া রহিল, ভীম উপবেশন করিলেন, কিন্তু দহ্যমান বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাহার রোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।

বিদুর আবার উপদেশ দিলেন—দুর্য্যোধন আবার দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, যদি ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর কহেন, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন হইবে। এবার অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন।

ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আমাদের ঈশ্বর ছিলেন, এক্ষণে তিনি আমাদের প্রভু হইয়া কাহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন তাহা কুরুগণ জানেন।

এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে এমন সময়ে মহা অলক্ষণসূচক ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র গৃহে গোমায়ু ও গর্দ্দভগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, ভয়ানক পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়া উঠিল—বিদুর ও গান্ধারী, ভীষ্ম এবং দ্রোণ সেই শব্দ শুনিয়া ভীত হইলেন, কেহ স্বস্তি স্বস্তি করিলেন— ধৃতরাষ্ট্রকে ভয়ের কথা বলা হইল। ভয়ে ভীত ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে এ বিপদে রক্ষা করিলেন। দ্রৌপদীকে বরদান করিলেন পাঁণ্ডবেরা দাসত্ব মুক্ত হইলেন।

তৃতীয় অংশ

কর্ণ ও ভীমার্জ্জুন।

দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবেরা দাসত্ব মুক্ত হইলেন। কর্ণ তখন পাণ্ডবদিগকে উপহাস করিতে লাগিলেন। কর্ণ অধর্ম্মবৃক্ষের স্কন্ধ। কর্ণ বলিল—স্ত্রী হইতে পাণ্ডবেরা মুক্ত হইল—দুস্তর জলপ্লাবনে ইহারা নিমজ্জিত হইতেছিল পাঞ্চালী তরণী হইয়া ইহাদিগকে পার প্রাপ্ত করাইল।

অসহিষ্ণু ভীম কর্ণকে তিরস্কার করিল, আরও বলিল—

সংসারে নাহিক হীন আমার সমান,
তোরে না মারিয়া এতক্ষণ ধরি প্রাণ।

অর্জ্জুন ভীমকে শান্ত করিলেন, বলিলেন—

হীন সহ বচাবচ নাহি প্রয়োজন ॥
হীনের বচন কভু শুনে না শুনিবে,
হীনজন বচনেতে উত্তর না দিবে।
হীনজন সূতপুত্র এই দুরাচার,
ইহা সহ সমদ্বন্দ্ব না শোভে তোমার।

তখন ভীমার্জ্জুনের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিল—

ভীমবলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে,
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে।
ঈদৃশ বচন যদি কহে হীনজন,
দেহ ভুজভার তবে বহি কি কারণ।
ধর্ম্মে যদি মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ,
শত্রুগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ।
আজি সব শত্রুগণ করিব সংহার,
একত্রে আছয়ে যত শত্রু যে আমার।
যে কিছু করিল তুমি দেখিলে সে সব,
ইহাতে আর কি কহ আছে পরাভব।
বাক্‌চাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন,
উঠ ভাই সব শত্রু করিব নিধন।
পৃথিবীর ভার আজ করিব নির্ম্মূল,
নিপাত করিব আজ ভারতের কুল।

ভীম ক্রোধে কম্পিত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সম্মুখে লৌহমুদ্গর—তুলিতে যান—আরও চারি ভাই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন—কিন্তু এখনও সময় হয় নাই, এখনও বাকী আছে—

বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ ॥

জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা লঙ্ঘনে কনিষ্ঠের সাধ্য নাই। সকলে নিরস্ত হইলেন। ধর্ম্ম নরপতি তখন অন্ধরাজার অনুমতি লইয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন। এ ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিতে বাধিতে বাধিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুদ্যূত।

পাণ্ডবেরা এইমাত্র গিয়াছেন—আবার দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, রাধেয় এবং শকুনি মিলিত হইল, একেবারে ফলে ফুলে অধর্ম্মবৃক্ষ দেখা দিল—দুঃশাসন বলিল অন্ধ সব নষ্ট করিল—সকলে অন্ধের নিকটে গমন করিল। দুর্যোধন বলিল—দুষ্ট সিংহকে বদ্ধ করিলাম আপনি ছাড়িয়া দিলেন। আপনি কি মনে করেন পাণ্ডবেরা আর আমাদের ক্ষমা করিবে? ইহারা অন্য সমস্ত ক্ষমা করিতে পারে, কিন্তু দ্রৌপদীর অপমান কখনও সহ্য করিবেনা, আপনি একি করিলেন? সমস্ত উপায় দ্বারা শত্রু সংহার করাই কর্ত্তব্য। দেখুন প্রাণ সংহারোদ্যত ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গদিগকে পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া কে পরিত্রাণ পাইবে? দুর্ব্বল চিত্ত অন্ধরাজার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ভয়ে ভীত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন এক্ষণে উপায় কি? পাপিষ্ঠগণ আবার পাশা খেলিবার পরামর্শ দিল। অক্ষক্রীড়ায় পণ রাখিল দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস। অজ্ঞাত বাসের সময় সন্ধান করিতে পারিলে আবার ঐ নিয়মের পুনরাবৃত্তি। যে পক্ষ হারিবে সেই পক্ষেই ঐ নিয়ম। সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে আনয়ন জন্য দুর্য্যোধনকে আজ্ঞা দিলেন, প্রতিকামী প্রেরিত হইল। এই বার্ত্তা শ্রবণে দ্রোণ, সোমদত্ত, বিদুর, অশ্বত্থামা, যুযুৎসু, ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম, বিকর্ণ সকলে ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিল। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। গান্ধারী বহু প্রকারে বুঝাইলেন। মহারাজ কুরুকুলের অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে—আপনি শিশুর বাক্যে জ্ঞান হত হইতেছেন। এই দুর্য্যোধন জন্মমাত্র বিপরীত শব্দ করিয়াছিল—কর্ত্তা তখনই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, পাপিষ্ঠ স্নেহে তুমি সাধুবাক্য শ্রবণ কর নাই—এখনও সময় আছে, পুত্রবাক্য শুনিয়া বংশ মজাইও না।

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন আমি সমস্তই জানিতেছি—

কুরু অন্তকাল ইহা জানিহ নিশ্চয়
আমার শক্তিতে দ্যূত নিবৃত্ত না হয়,
যে হউক সে হউক দৈবের লিখন,
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন।

প্রতিকামী প্রেরিত হইল। যুধিষ্ঠির সংবাদ শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন—বলিলেন—

একে ত আশ্বাস আর গুরুর আদেশ,
ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি হয় ক্লেশ।

দ্যূতে যুধিষ্ঠির আবার পরাজিত হইলেন। যথাক্রমে সকলে রুরু চর্ম্ম ও উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। দুষ্ট দুঃশাসন আবার দ্রৌপদীকে পরিহাস করিল—ভীম আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, সংগ্রামে যাবৎ তোর রক্ত পান না করি তাবৎ আমার বিশ্রান্তি নাই।

রে দুষ্ট নিকট মৃত্যু জানিলি আপন,
সেই হেতু কহিছিস্ হেন কুবচন।
এ সব বচন আমি করাব স্মরণ,
রণ মধ্যে আমি তোরে পাইব যখন।
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার,
নির্ম্মূল করিব সখা যতেক তোমার।
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি,
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি॥

পাণ্ডবগণ সভা হইতে, নিক্রান্ত হইতেছেন, পশ্চাৎ ভাগে নরাধম দুর্য্যোধন ভঙ্গী করিয়া সিংহগতি ভীমসেনের এবং অন্যান্য কৌন্তেয়গণের অনুসরণ করিতে লাগিল। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একবারে সম্বিদহারা হইয়াছেন।

অভিমানী ভীমসেন অপমানিত হইয়া নিক্রান্ত হইতে হইতে অর্দ্ধকায়া পরিবর্ত্তিত করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন—

রে দুষ্ট উচিত ফল পাইবে ইহার,
সেই কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার।
পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে,
চুর্ণিব যাবার কালে স্মরাব তোমাকে।

শত ভাই তোমার মারিব আমি একা,
তোরে সংহারিব আর তোর যত সখা।
কর্ণেরে মারিবে পার্থ গর্ব্ব কর যার,
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার॥

পাণ্ডবেরা এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন; গদাপর্ব্ব হইতে আমরা ভীমের প্রতিজ্ঞা রক্ষা দেখাইতেছি।

উরুভঙ্গে দুর্য্যোধন পড়িয়া আছে। মহামানী রাজা দুর্য্যোধন আজ একা। অসময়ে অধার্ম্মিকের সহায় কেহই নাই। ভীম দুর্য্যোধনের নিকট আসিলেন।

দুর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন,
শুন ওহে কুরুপতি মূঢ় দুর্য্যোধন।
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীরে কৈলে অপমান,
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুনরে অজ্ঞান।
এত বলি তার মাথে মারিলেক লাথি,
উরু ভঙ্গে মান ভঙ্গ স্তব্ধ কুরুপতি।
রাজার মুকুটমণি ভাঙ্গিল চরণে,
পাষাণ হৃদয় ভীম দয়া নাহি মনে।
হেট মাথা করি আছে কুরু মহামতি,
বাম পদে মারিলেক ভীম মাথে লাথি।

আর যুধিষ্ঠির! নির্ব্বাসন কালে ক্রোধ উদ্রেক হইয়াছিল কিন্তু চক্ষু ঢাকিয়া যাইতেছিলেন পাছে দুর্য্যোধনের উপর ক্রোধ দৃষ্টি পড়িলে দুর্য্যোধনের অনিষ্ট হয়—যুধিষ্ঠির ভীমের নিষ্ঠুর ব্যবহারে বড়ই ব্যথিত হইলেন বলিলেন—

"অরে ভীম কি করিলি কর্ম্ম বিগর্হিত,
এত অপমান করা অতি অনুচিত।
সমস্ত পৃথিবী পতি রাজা দুর্য্যোধন,
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন।
চরণ আঘাত কৈলি তারে কুলাধম,
মারিলি কুরুর রাজ করি অনিয়ম।
সসাগরা পৃথিবীর রাজ চক্রবর্ত্তী,
তাহার এমন কেন করিলে দুর্গতি।

সুগন্ধ চন্দন মৃগমদ সুবাসিত,
পদ্মমালা শোভে শিরে কাঞ্চন রচিত।
ভাস্কর মুকুটমণি দিনকর প্রায়,
দুর্য্যোধন শিরোমণি ভূমিতে লুটায়।
অরে দুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার,
কেমনে করিলি বাম পদের প্রহার।

যাহা হউক এ অনেক দূরের কথা। প্রতিজ্ঞা রক্ষা অপেক্ষা কাহারও—বিশেষ ক্ষত্রিয়ের—অন্য কোন ধর্ম্ম বড় নহে। রাক্ষস বল আর দুরাচার বল, ভীম ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। যে যে অত্যাচারে এই সমস্ত করাইয়াছিল আমরা তাহাই দেখাইতেছিলাম। ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন তখন ধনঞ্জয় ভীমের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন—

যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ,
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ,
তবে ত তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত,
সহায় সম্বন্ধী তার আর হবে যত।
হিমাদ্রি টলিবে সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন।
শুন সব রাজগণ আছ সভাস্থলে,
আজ হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্ত কালে।
কৌতুক দেখিবে সবে যুদ্ধে হবে নদী,
কৌরবের শোণিতে পুরাব নদ নদী।
কদাচিৎ দিব্যজ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে,
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে।
তবে ত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল,
আনন্দে থাকিবে তবে কৌরব সকল॥

অর্জ্জুনের কথা শেষ হইলে সহদেব ও নকুল আপন আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন—সভাস্থলে সকলকে শোনাইয়া রাখিলেন।

যুধিষ্ঠির তখন সকলের নিকট বিদায় হইলেন। লজ্জায় ধৃতরাষ্ট্রাদি কিছুই

বলিতে পারিলেন না। বিদুর কুন্তীকে তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইতে বলিলেন। যুধিষ্ঠির তাহাই করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দ্রৌপদী ও কুন্তী।

আজ পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরে বিলাপ ধ্বনি উঠিল, দ্রৌপদী স্বামী সঙ্গে বনে যাইবেন কুন্তীর নিকট বিদায় লইতে গিয়াছেন। কুন্তীর পরিচয় পূর্ব্বে দুই একবার দিয়াছি—কুন্তী শোকে বিহ্বলা হইয়াছেন তথাপি কর্ত্তব্য বিস্মৃতা হন নাই। আজ কাল এ দৃষ্টান্ত কোথায়? বধূকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বাসেন—হৃদয়ে শোক ভার চাপিয়া রাখিয়া কুন্তী দ্রৌপদীকে বলিতেছেন "দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না—মা তুমি সাধ্বী, স্ত্রীধর্ম্মাভিজ্ঞা, সদাচারবতী—তোমার গুণে তোমার পতির কুল ও তোমার পিতার কুল উজ্জ্বল হইয়াছে—স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তোমাকে আর কি শিখাইব? আমি কৌরবদিগকে ধন্যবাদ দিই যেহেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎসে! আমি তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর তোমার কোন অমঙ্গল হইবে না। বনে যত্ন পূর্ব্বক সহদেবকে রক্ষা করিও এই দুঃসহ দুঃখ পাইয়া সহদেব যেন বিষণ্ণ না হয়।

দ্রৌপদী মুক্ত বেণী। শোণিতাক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, দ্রৌপদী এক বস্ত্রা। দ্রৌপদী অবিরল বিগলিত জলধারাকুল লোচনে অনাথার ন্যায় শ্বশ্রূর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। অন্য রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। পৃথা বধূ সঙ্গে বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। দেখিলেন কিয়দ্দূরে তাঁহার পুত্রগণ দাঁড়াইয়া আছে—সে রাজবেশ নাই—পরিধানে মৃগ চর্ম্ম, শত্রুবর্গ উপহাস করিতেছে—বনবাসোন্মুখ সন্তানের দুরবস্থা দেখিয়া মাতার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—কুন্তী এতক্ষণ ক্রন্দন করেন নাই কিন্তু আর ধৈর্য্য ধরে না, কুন্তী বিলাপ করিতে লাগিলেন—কেন তোরা এই হতভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলি, জন্মাবধি কখন তোদের সুখ মিলিল না—হায় তোদের অসাধারণ বল বীর্য্য তেজ উৎসাহ—তথাপি দীন হীনের

হায় তোদের এ দুর্দ্দশা কে করিল? হায় আজ রাজপুত্র হইয়া তোরা কিরূপে দুর্গম বনস্থলীতে বাস করিবি? যদি পূর্ব্বে জানিতাম তবে স্বামীর মৃত্যুর পরে আর রাজ্যে ফিরিতাম না—ঋষিদিগের আশ্রমেই বাস করিতাম—মাদ্রীই ধন্যা রাজাও ধন্য—আমিই হতভাগিনী। ধিক্ আমার জীবিত তৃষ্ণায়! আমি বহু কষ্টে তোমাদের পালন করিয়াছি—আমি এ অমূল্য রত্ন যে এমন করিয়া বনবাসে দিতে পারি না—হা বৎসে দ্রৌপদি—মা তুইও কি আজ আমায় পরিত্যাগ করিবি?

কাশিরামের বর্ণনাও মন্দ নহে—

মনে হয় দুঃখ পূর্ণচন্দ্র মুখ
কি হেতু মলিন দেখি?
অম্লান অম্বর দিল যে কিম্বর
বাকল লহে উপেখি।
মাণিক মঞ্জরী হার শতেশ্বরী
তোমার হৃদয়ে সাজে
ছিল অনুরাগ তাহা কৈলে ত্যাগ
দিল যে রাক্ষস রাজে।
যুগল কাঞ্চন অমূল্য রতন
করেতে সাজিতে ছিল
কাড়ি নিল কেবা নাহি দেখি সেবা
যক্ষপতি যাহা দিল।
থাক্ পাছে সব কোন্ ছার দ্রব্য
তোমার আপদ লৈয়া
বিরস বদন সজল নয়ন
দেখিয়া বিদরে হিয়া।
হরে মোর ক্ষুধা তোমার সে সুধা
বচনে কেবল মধু,
তুলি বিধুমুখ খণ্ড মোর দুঃখ
কহ শুনি প্রাণবধূ।
হেন লয় চিতে স্বামীগণ প্রীতে
কৈলা বধূ হেন বেশ,

দুঃশাসন দোষে কৌরব বিনাশে
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ।

আমরা এস্থানে এ বিষাদ আর অধিক তুলিব না—কুন্তীর এ বিষাদ বচন একটু ঐশ্বর্য্য মাখা—তথাপি স্বাভাবিক। সৌন্দর্য্যও আছে। ব্যাসের বর্ণনায় এটুকু নাই।

বিলাপ করিতে করিতে কুন্তী কৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছেন—হা কৃষ্ণ! আজ তুমি কোথায়? তুমি সকলের ত্রাণকর্ত্তা—আজ আমাদিগকে পরিত্রাণ কর—লোকে বিপদে পড়িলে উচ্চৈঃস্বরে তোমায় স্মরণ করে—দেখিও যেন বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক হয় না। পাণ্ডবেরা তোমার আশ্রিত—ইহারা পরম ধার্ম্মিক, তুমি ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধৃতরাষ্ট্রের উদ্বেগ।

পাণ্ডব নির্ব্বাসন হইয়া গেল। নগরে হাহাকার ধ্বনি উঠিল—ধৃতরাষ্ট্র পত্নীগণ মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন আর পুত্রগণের অন্যায় আচরণ স্মরণে ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ভীতও হইলেন। দুর্ব্বল চিত্তের লক্ষণ এই—যখন লোকের মধ্যে যে ভাব প্রবল দেখে দুর্ব্বল ব্যক্তির চিত্ত সেইরূপ হইয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডাকাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন পাণ্ডবেরা কিরূপে যাইতেছে বল। বিদুর বলিতে লাগিলেন—

সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠির বসনে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া যাইতেছেন, পার্শ্বে ভীম বিশাল বাহুদ্বয় অবলোকন করিতে করিতে যাইতেছেন। যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতেই সব্যসাচী বালুকা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেছেন। আর নকুল সহদেব?—সহদেব আলিপ্ত মুখে এবং নকুল আকুল হৃদয়ে ধূলি ধূসরিত হৃদয়ে গমন করিতেছেন সর্ব্বশেষে আয়ত লোচনা সুকুমারী দ্রুপদকুমারী। আলুলায়িত কেশপাশে মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠিত। দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিতেছেন। ধৌম্য,

রৌদ্র, সাম ও যাম্য মন্ত্র সকল গান করিতে করিতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পাণ্ডবদিগের বিবিধ প্রকারে গমনের কারণ তোমার কি বোধ হয়?

"রাজন্"! বিদুর বলিতে লাগিলেন, আপনার পুত্রগণ অধার্ম্মিক কিন্তু ধর্ম্মরাজ ধার্ম্মিক। তিনি দুর্য্যোধনাদির প্রতি নিয়ত করুণা প্রকাশ করিতেন ছল পূর্ব্বক আপনাব পুত্রগণ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিল এই ক্রোধে তিনি মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছেন পাছে তাঁহার ক্রোধ দৃষ্টিতে কাহারও সর্ব্বনাশ হয়। ভীমসেন বাহু-বলে শত্রুমর্দ্দন করিবার মানসে বাহু প্রসারিত করিয়া যাইতেছেন। আর ধনঞ্জয় বালুকা বর্ষণের ন্যায় শববর্ষণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিবেন, ইহা সঙ্কল্প করিয়া বালুকা বপন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। কেহ চিনিতে না পাবে এই জন্য সহদেব মুখ আলিপ্ত এবং নকুল সর্ব্বাঙ্গে পাংশু লেপন করিয়াছিলেন। আর দ্রৌপদী শোণিতার্দ্র বসনে মুক্তকেশে বোদন করিতে কবিত যাইতেছেন অভি-প্রায় যাহারা তাঁহার এই দশা কবিয়াছে চতুর্দ্দশবর্ষে তাহাদের রজস্বলা ভার্য্যারা পতি পুত্র বন্ধু বান্ধব নাশে যেন মুক্তকেশী শোণিত দিগ্ধাঙ্গী ও কৃততর্পণা হইয়া হস্তিনানগবে প্রবেশ করে।

আর ধৌম্য--

কুশহস্ত হ'য়ে যায় ধৌম্য তপোধন,
সংকল্প করিল কুরু শ্রাদ্ধের কারণ।

পাণ্ডবেরা এইরূপে আকার ইঙ্গিত দ্বারা আপন আপন অধ্যবসায় প্রকাশ করিতে করিতে বন প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুব হইতে প্রস্থান করিলেন আর সেই কালে বিনা মেঘে বিদ্যুৎ চমকিল, ভুমিকম্প হইল, নগর মধ্যে উল্কা খসিয়া পড়িতে লাগিল, বিনা পর্ব্বে রাহু দিবাকর গ্রাস করিল। মাংসভোজী গৃধ্র গোমায়ু বায়সগণ দেবালয় অশ্বত্থাদি বৃক্ষ প্রাচীব ও অট্টালিকাতে নিনাদ করিতে লাগিল। রাজন্! আপনার দুর্মন্ত্রণায় ভরতকুল বিনাশ হইবে—সেই জন্যই এই সমস্ত অশিব লক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছে।

ভীত ধৃতরাষ্ট্র আরও ভীত হইলেন—দুর্য্যোধনাদি বিবর্ণ হইল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ কুরুসভার পুরোভাগে আগমন করিলেন। ভয়ঙ্কর বাক্যে দেবর্ষি বলিলেন—অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ মধ্যে দুর্য্যোধনের অপরাধে ভীমার্জ্জুনের বলে

কুরুকুল নির্ম্মূলিত হইবে।” কেহ দেবর্ষিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে তিনি ব্রাহ্মশোভা ধারণ পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে আকাশপথে লুক্কায়িত হইলেন।

দুর্য্যোধন ভীত হইল। দ্রোণাচার্য্য এ বিপদে প্রধান সহায়, মনে ভাবিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয় লইলেন—দ্রোণাচার্য্য সহায় হইবেন অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু বলিলেন পাণ্ডবেরা এ জগতে অবধ্য—আমার মৃত্যুও নিকট—ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার মৃত্যুর কারণে জন্মিয়াছে। তোমরা যজ্ঞ দানাদি অনুষ্ঠান কর। ত্রয়োদশ বর্ষান্তে নিশ্চয় তোমাদের বিপদ ঘটিবে।

ধৃতরাষ্ট্র আবার পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনিতে বলিলেন—যদি না আসে রথ পদাতি ও ভোগ দ্বারা সৎকার করিয়া তাহাদিগকে বিদায় কর। ধৃতরাষ্ট্রের এ ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। বিদুর চলিয়া গিয়াছেন, অন্ধ রাজা একাকী চিন্তামগ্ন—এরূপ সময়ে সঞ্জয় আসিলেন সঞ্জয় আরও ভয় বাড়াইলেন। রাজা সমস্তই বুঝিয়া ছিলেন—সঞ্জয়কে বলিতে লাগিলেন সঞ্জয় কুরুকুলের অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে কারণ যেদিন আমার পুত্রগণ পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করে সে দিন জনপদ নিবাসী ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সায়াহ্নে অগ্নিহোত্রে হোম করেন নাই। তৎকালে হঠাৎ রথ-শালা দগ্ধ হইয়াছিল—রথের ধ্বজ সমুদায় ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছিল। গর্দ্দভগণ চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়াছিল, শৃগালগণ দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্র গৃহমধ্যে ভার স্বরে পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়াছিল—এতদ্ভিন্ন উল্কাপাতাদি অমঙ্গল ঘটিয়াছিল আমি তৎ শ্রবণে দ্রৌপদীকে বর দিয়াছিলাম। বিদুরও বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—যখন কৃষ্ণা সভামধ্যে আনীতা হইয়াছে—তখন কুরুবংশের এই অবধি অবধি হইল। বিদুর পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাও শুনি নাই। এখন আমি জীবন্মৃত।

———

তৃতীয় খণ্ড ॥

দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অংশ।

কাম্যকবন।

কির্ম্মীর বধ—যুধিষ্ঠিরের বিষাদ—সূর্য্য আরাধনা।

রাজ্যচ্যুত হইয়া পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর কি পাগলের মত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহারা ভবিষ্যৎ ভারত-সমরের জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, আমরা তৃতীয় খণ্ডে ইহাই প্রদর্শন করিব। দ্রৌপদী ও ভীম যুধিষ্ঠিরকে কিরূপে উত্তেজিত করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণগণ কিরূপে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন—যুধিষ্ঠির কিরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন—এই খণ্ডে এই সমস্ত প্রদর্শিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কৌরব চেষ্টাও উল্লেখ করা যাইবে। হস্তিনা নগর হইতে বহির্গত হইয়া পাণ্ডবেরা উত্তর মুখে চলিলেন—পাণ্ডবের বেশ দেখিয়া পুরবাসীগণ শোক-সন্তপ্ত হইল—ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরকে গালি দিল। প্রজাগণ বলিতে লাগিল—

> যে দেশে শকুনি মন্ত্রী, রাজা দুর্য্যোধন,
> তথায় বসতি নাহি করে সাধুগণ।
> জল ভূমি বস্ত্র তিল পবন যেমন
> পুষ্প সহবাসে ধরে সুগন্ধ মোহন,
> পাপীর সংসর্গে তেন পাপ বাড়ে নিতি,
> পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্য জনের সংহতি ॥

প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত গমন করিতে সংকল্প করিল। যুধিষ্ঠির বিবিধ বিনয় বাক্যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। কয়েকজন বিপ্র কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িলেন না।

পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে বাস করিবেন এই উদ্দেশ্যে জাহ্নবী কুল হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তিন দিবস অহোরাত্র গমন করিয়া নিশীথ সময়ে কাম্যকবনে উত্তীর্ণ হইলেন। বনে প্রবেশ করিতে না করিতেই এক উল্মুকধারী প্রচণ্ডাকৃতি প্রদীপ্তনয়ন রাক্ষস তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। এই রাক্ষসের নাম কির্ম্মীর—রাক্ষস বকের ভ্রাতা এবং হিড়িম্বের সখা। রাক্ষস ভীমকে চিরশত্রু জানিয়া আক্রমণ করিল। একে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় শরীর জর্জ্জরিত, তাহার উপর দুর্য্যোধন কৃত শত শত অপমান। ভীমের ক্রোধ রাক্ষসের উপর পড়িল। ভীমসেন পশুর ন্যায় রাক্ষস বধ করিলেন। কাম্যকবন নিষ্কণ্টক হইল।

যুধিষ্ঠির বড়ই বিষণ্ণ। সঙ্গে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন তাঁহাদের রীতিমত শুশ্রূষা হয় না এই ধর্ম্মরাজের দুঃখ। শৌনক যুধিষ্ঠিরকে "অর্থ ই অনর্থের মূল" এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং নীতিশিক্ষা দিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যনাশের জন্য ব্যাকুল নহেন—অর্থেরও অন্য আবশ্যক নাই; বলিলেন—

বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে,
গৃহাশ্রমে অতিথি না পূজিব কেমনে?
গৃহাশ্রমী হইয়া রহিবে যেই জন,
অতিথি যা মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ॥
তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিবে, ক্ষুধিতে ভোজন,
নিদ্রার্থীরে শয্যা দিবে, শ্রান্তকে আসন॥
অতিথি আসিলে দ্বারে করিবে যতন
কতদূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ।
যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া,
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া।
আমি হেন লোক ইথে বাঁচিব কেমনে
এই হেতু মহাতাপ পাই আমি মনে।

যুধিষ্ঠির বনবাসী হইয়াও গৃহী, কারণ সঙ্গে ভ্রাতাগণ ও স্ত্রী আছেন। তিনি বড়ই দুঃখী, কারণ গৃহী হইয়া অতিথি সেবা করিতে পারেন না। আর তুমি কলির গৃহস্থ—অতিথির মধ্যে স্ত্রী এবং স্ত্রী সংক্রান্ত সমস্তই। তোমার মঙ্গল হউক।

—ধৌম্য পুরোহিত। যুধিষ্ঠিরকে দীক্ষা দিয়া সূর্য্যের অষ্টোত্তর নাম শ্রবণ করাইলেন। যুধিষ্ঠির সূর্য্যের উপাসনা করিলেন। সূর্য্যকৃপায় যুধিষ্ঠিরের নিকটে কোনও অতিথি আর ফিরিত না। যুধিষ্ঠির এইরূপে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন।

দ্বিতীয় অংশ।

ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর।

পাণ্ডব নির্ব্বাসনেও ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি ছিল না। বৃদ্ধ বিদুরকে ডাকাইলেন—কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর সৎপরামর্শ দিলেন—উহাদিগের রাজ্যাদি প্রত্যর্পণ করুন—ভীম ও দ্রৌপদীর নিকট আপনার পুত্রগণ ক্ষমা প্রার্থনা করুক—ইহাতেই মঙ্গল হইবে। যদি আপনার পুত্র সন্তুষ্ট চিত্তে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করিতে সম্মত না হয় দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করতঃ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের হস্তে আধিপত্য সমর্পণ করুন।

বিদুরের উপদেশ ধৃতরাষ্ট্রের মনে ধরিল না। এতদিন তোমার কথা অহিতকর বোধ হয় নাই, এখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে তুমি পাণ্ডবগণের হিতার্থই এই সমস্ত বলিতেছ। আমাদের হিত সাধনে তোমার অনুমাত্র যত্ন নাই। আমি পাণ্ডবদিগের জন্য কিরূপে নিজ পুত্র ত্যাগ করিব? তুমি কপট উপদেশ দিতেছ। তুমি এখানে থাক বা অন্যত্র যাও ক্ষতি নাই।

"অসতী নারীকে যদি করয়ে পালন,
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন।"

ধৃতরাষ্ট্র সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা বিদুরও দুঃখিত হইলেন, তিনি আজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন না—একেবারে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট সমস্ত জানাইলেন, বলিলেন আমি ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ সেইরূপ উপদেশ দিয়া ছিলাম কিন্তু—

"রোগী জনে যথা দিব্য পথ্য নাহি রুচে
যুবা নারী বৃদ্ধ স্বামী যথা নাহি ইচ্ছে।" সেইরূপ—

আমার বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের শ্রদ্ধা জন্মিল না। যুধিষ্ঠির! কুরুকুল বিনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে—ধৃতরাষ্ট্র আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তোমার নিকটেই থাকিব। যুধিষ্ঠির পরম সমাদরে বিদুরের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যাহারা অধার্ম্মিক—যাহারা পরের মঙ্গল দেখিতে পারে না, যাহাদিগের চিত্ত দুর্ব্বল তাহাদের শান্তি কোথায়? ধৃতরাষ্ট্র ভাবিলেন বিদুরের উপদেশে পাণ্ডবদিগের বৃদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা—অন্ধ রাজা মনে মনে পরিতপ্ত হইলেন। রাজা দ্রুতবেগে সভাদ্বারে আসিতেছেন—আর—

যাইতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভূমিতে পড়িল,
সঞ্জয় প্রভৃতি তারে ধরিয়া তুলিল।
চেতন পাইয়া বলে সঞ্জয়ের প্রতি,
বিদুর আছয়ে কোথা ডাক শীঘ্রগতি।
পরম ধার্ম্মিক ভাই মম হিতে রত,
তাহার বিচ্ছেদে আমি আছি মৃতবত।
কুবচন বলিলাম আমি পাপমুখে,
এতক্ষণ প্রাণ সেত রাখে বা না রাখে।"

মনুষ্য চরিত্র নিতান্ত জটিল। ধৃতরাষ্ট্রের মনে মনে এক বিষয়ে পরিতাপ, সেই পরিতাপে তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন—কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিলেন, তিনি বিদুরের শোকে ব্যাকুল। সংসার পীড়নে চক্ষে জল আইসে—লোকে ভাবে কি ভগবৎ প্রেমিক। ধৃতরাষ্ট্রের ক্লেশ শুনিয়া বিদুর অস্থির হইলেন।

বিদুর আবার হস্তিনাপুরে আসিলেন। বিদুর সরল ধার্ম্মিক। ভাবিলেন ধৃতরাষ্ট্র আমাকে যথার্থই স্নেহ করেন, তিনি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না—বিদুর শীঘ্র ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ক্ষমা চাহিলেন—বিদুরকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করিলেন, বলিলেন আমার পরম ভাগ্য যে তুমি আমার ক্লেশ শ্রবণ করিয়া আবার আসিয়াছ।

কপট ব্যক্তির মনে থাকে এক, ব্যবহার হয় আর। বিদুর একটু দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিতেন, কারণ তিনি যখন আবার পাণ্ডবগণের বনবাস দুঃখ বর্ণন করিয়া বলিলেন, পাণ্ডবদিগকে দীন বোধ হইতেছে, আপনি করুণা করুন, ধৃতরাষ্ট্র তখন অন্য কথা কহিয়া বিদুরকে ভুলাইলেন।

কপট ব্যবহার চিনিবার এই পরীক্ষা যে—যে জন্য বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন—যদি সেই কারণটুকু ধৃতরাষ্ট্র সমূলে বিনাশ করিতেন, তবেই তিনি বিশ্বাসের পাত্র হইতেন। কিন্তু বিবাদের মূল কারণও রহিল অথচ ধৃতরাষ্ট্র বড়ই আত্মীয়তা করিতে লাগিল—ইহাই কপটতা।

তৃতীয় অংশ।

কৌরব পরামর্শ। ব্যাসদেব ও মৈত্রেয়।

বিদুরাগমনে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডব দিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল। নানা পন্থার পর কর্ণের পরামর্শ মত সকলে কাননে গিয়া পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে, ইহাই স্থির হইল।

ব্যাসদেব দিব্য চক্ষু সহায়ে এই সমস্ত অবগত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে আগমন করিয়া, প্রথমেই যাহাতে দুর্য্যোধন ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করে, তাহাই বলিলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রকে ভাবি বিপদের কথা কহিলেন; আরও পাণ্ডবদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে বলিলেন, এবং দুর্য্যোধনকে শান্ত করিতে আজ্ঞা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কাতর হইলেন। ব্যাসদেবকেই এই কার্য্যের ভার লইতে বলিলেন। ব্যাস অস্বীকার করিলেন। ব্যাসদেব প্রস্থানের পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন, শীঘ্রই মহর্ষি মৈত্রেয় এখানে আগমন করিবেন, এবং তোমার পুত্রকে অভিসম্পাত করিয়া প্রস্থান করিবেন।

তাহাই হইল। মহর্ষি মৈত্রেয় তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কুরু জাঙ্গল মধ্যবর্ত্তী কাম্যকবনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কপট দ্যূতের কথা শুনিয়া তিনি কুরুকুলের হিতের জন্য দুর্য্যোধনকে বহু উপদেশ করিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন মৈত্রেয়ের বচন শ্রবণানন্তর করিকরাকার স্বীয় উরুদেশে করাঘাত করিল ও হাসিতে হাসিতে চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলিখন করতঃ অধোমুখে রহিল, কিছুই উত্তর করিল না। মহর্ষি দুর্য্যোধনের উপেক্ষা দেখিয়া অভিসম্পাত করিলেন। যুদ্ধে ভীম তোমার উরু ভঙ্গ করিবেন। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র শাপ বিমোচন জন্য প্রার্থনা জানাইল। মৈত্রেয় বলিলেন, যদি তোমার পুত্র পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করে, তবে শাপ বিমোচন হইবে, নতুবা আমার শাপ নিষ্ফল হইবে না। কির্ম্মীর বধের কথা আমরা পূর্ব্বে

উল্লেখ করিয়াছি। ভীমের পরাক্রম উল্লেখ করিয়া মহর্ষি মৈত্রেয় ঐ সংবাদ প্রদান করেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কির্ম্মীর বধের বিবরণ জানাইলেন। ধৃত-রাষ্ট্র ভয়ে ভয়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অংশ।

পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ।

পাণ্ডবেরা প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, চারিদিকে ইহা রাষ্ট্র হইল। ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা পাণ্ডবদিগকে দেখিতে আগমন করিলেন। আরও দেখিতে আসিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চালের জ্ঞাতিবর্গ, চেদি অধিপতি ধৃষ্টকেতু এবং তাঁহার ভগ্নী নকুল ভার্য্যা করেণুমতি প্রভৃতি, ত্রিলোক বিখ্যাত কৈকয় রাজা, শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যু, সুভদ্রা প্রভৃতি দ্বারকাবাসীগণ। সুভদ্রা করেণু প্রভৃতি স্ত্রীগণ দ্রৌপদীর নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, আর কৃষ্ণ প্রমুখ রাজগণ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

কৃষ্ণ পাণ্ডব সখা। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদিগের বেশ দেখিয়া,, কৃষ্ণ কাতর হইয়াছেন। ভগবান্ ভক্তের জন্য বড়ই ক্লেশ অনুভব করেন। দুর্য্যোধনের অত্যাচারের কথা বলিতে বলিতে গোবিন্দের ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

ভগবানের ক্রোধ হইলে ভক্তের প্রাণে বড়ই ভয় হয়, একটা অকথ্য যাতনা হয়। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া তদীয় পূর্ব্ব দেহের কীর্ত্তি সমুদায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্ব্বে যত্রসায়ংগৃহ মুনি হইয়া ১০ সহস্র বর্ষ গন্ধমাদনে বিচরণ করিয়াছিলে—পুষ্কর তীর্থে ত্রয়োদশ বৎসর কেবল জলপান করিয়া বাস করিয়াছিলে, বদরিকাশ্রমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক শত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। সরস্বতী তীরে উত্তরীয় বস্ত্র বিবর্জ্জিত হইয়া তুমি জীর্ণ ও শিরা ব্যাপ্ত শরীরে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ কালে অবস্থান করিয়াছিলে—হে কৃষ্ণ! ধর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি আকর্ষণ করাই তোমার উদ্দেশ্য। হে কেশব! তুমিই ক্ষেত্রজ্ঞ—সর্ব্বভূতের আদি ও অন্ত। তুমিই আদি যজ্ঞ—ভৌম নরককে উন্মূলিত করিয়া তুমিই আদি অশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, দানব সংহার করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব দিয়াছ, এখন নর কলেবর পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তুমিই

নারায়ণ, তুমিই হরি, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই দিক্‌পাল, তুমিই জলস্থল, তুমিই সমস্ত। তুমিই গুরু, তুমিই সর্ব্বস্রষ্টা। চৈত্ররথ কাননে যজ্ঞ দ্বারা দেবতা অর্চ্চন করিয়াছ তুমিই—প্রতি যজ্ঞে সাত সহস্র স্বর্ণ দান করিয়াছ তুমিই।"

তুমিই বামন হইয়া তিন পাদ দ্বারা পৃথিবী আকাশ স্বর্গকে আক্রমণ করিয়াছিলে, তুমিই স্বর্গ, আকাশ ও সূর্য্যলোকে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্বকীয় তেজ দ্বারা দিবাকরকে প্রদীপ্ত করিয়াছ। পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছ তুমিই। তুমিই অগ্র দ্বারকা অধিকার করিয়া রহিয়াছ—তুমিই ইহাকে মহাসাগরের অন্তর্গত করিবে। হে মধুসূদন! তুমি কখন কপট ব্যবহার বা ক্রোধের বিষয়ীভূত নহ—তুমি কখন মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ কর না। ঋষিগণ তোমারই অভয় প্রার্থনা করেন। হে ভূতভাবন! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, তুমিই ভূত জগত সঙ্কুচিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়াছিলে,—সর্ব্বজগতের স্রষ্টা চরাচর গুরু ব্রহ্মা যুগ প্রারম্ভে তোমার নাভি সরোরুহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অতি দুর্দ্দান্ত মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, তুমিই ক্রোধ জলিত হইয়া ভগবান ত্রিলোচন শূলপাণিকে স্বীয় ললাট-দেশ হইতে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলে। আমি নারদ মুখে শুনিয়াছি ব্রহ্মা ও শম্ভু তোমারই দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়া তোমারই আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন স্তুতিবাদ অনন্তর তুষ্ণীভূত রহিলেন।

ভগবান্ ভক্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হন। তখন ভক্তই তাঁহার গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্বরূপ স্মরণ করাইয়া' দেয়। সাধারণ লোকে আত্মবিস্মৃত হইয়া কোন দারুণ কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইলে, তাহার বন্ধু তাহার পূর্ব্ব গুণাবলী উল্লেখ করিয়া তাহার স্বরূপাবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়। কৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন —

তোমার আমার কিছু নাহিক অন্তর,
আমি নারায়ণ ঋষি তুমি হও নর।
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদ লেশ,
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ।
যে তোমারে দ্বেষ করে সে করে আমারে,
তোমারে যে স্নেহ করে সে আমারে করে।

তুমি হও আমার হে আমি যে তোমার,
যে জন তোমার পার্থ সে জন আমার।

পার্থ! তুমি আমার, আমি তোমার। তোমায় দ্বেষ করিলে আমায় দ্বেষ করা হয়। ভগবানের ভক্ত বড়ই ভাগ্যবান্, বড়ই নির্ভয়।

এতক্ষণ দ্রৌপদী কিছুই বলিবার অবসর পান নাই। তিনি ভ্রাতার নিকটে উপবিষ্ট। আপনার জন দেখিলে হৃদয়ের নিভৃত স্থানে যে সমস্ত শোক দুঃখের কারণ থাকে—নানা কারণে যাহা সকলের সম্মুখে প্রকাশ হয় না, তাহাই সামান্ত প্রশ্রয়ে বিবৃত হইয়া পড়ে। ফণিনী পদদলিতা হইয়াও ভিতরে আপনার ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণ সম্মুখে আপনার দুঃখের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতে লাগিলেন, তুমি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা শঙ্কর ইন্দ্রাদি তোমার ক্রীড়া পুত্তলি—তুমি সকল ভূতের ঈশ্বর, তবে তুমি থাকিতেও আমার এই দুর্গতি? হে কৃষ্ণ! আমি পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী, তোমার প্রিয় সখী—সভা মধ্যে দুষ্ট দুঃশাসন আমায় আকর্ষণ করিল—আমি একবস্ত্রা রজঃস্বলা—আমায় পুনঃ পুনঃ রাজসভামধ্যে পাপিষ্ঠেরা উপহাস করিল—আমা অপেক্ষা হতভাগিনী আর কে আছে? পাণ্ডব, পাঞ্চাল, যাদবেরা জীবিত থাকিতেও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আমায় দাসীভাবে উপভোগ করিতে অভিলাষী হইল? হে জনার্দ্দন! আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ, তথাচ তাহারা বলপূর্ব্বক আমায় দাসী করিতে চাহিল—হায়—আমার স্বামীগণের বল-বিক্রমে ধিক! আমি পুত্রবতী—আত্মা ভার্য্যার উদরে জন্ম পরিগ্রহ করে বলিয়া ভার্য্যাকে জায়া বলে, আমার স্বামীগণ আমার অপমান সহ্য করিলেন। পাণ্ডবেরা শরণাগতকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না—আমি শরণার্থিনী হইয়াও আশ্রয় পাইলাম না। ইঁহাদের পরাক্রম অতুলনীয়, তথাপি আমি কি কারণে উপক্ষিত হইব?

কৃষ্ণা কাঁদিতেছেন—কমলকোষতুল্য কোমল করতল দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া কৃষ্ণা রোদন করিতেছেন—আবার বলিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ! হে কৃপাময়! আমার বোধ হইতেছে আমি পতি পুত্র বিহীনা, আমার বন্ধু নাই, ভ্রাতা নাই, পিতা নাই, তুমিও আমার পক্ষে নাই, কিন্তু—

তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে।
চায়ি কর্ম্মে তুমি নাথ নাথ সর্ব্বক্ষণে।

সম্বন্ধে. গৌরবে, স্নেহে, আর প্রভুত্বে ॥
দাসীজ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিও চরণে ॥

কৃষ্ণ নানা প্রকারে কৃষ্ণাকে সান্ত্বনা করিলেন। তখন পাঞ্চালী একবার অর্জ্জুনের প্রতি অভিমান কটাক্ষ করিলেন—অর্জ্জুন কৃষ্ণার মনোভাব বুঝিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই সময়ের অপেক্ষা করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন যদি আমি দ্যূতক্রীড়ার সময় দ্বারকায় না থাকিতাম, তবে কখনই পাণ্ডবদিগের এ ক্লেশ হইত না। কৃষ্ণ তখন শাল্ব দৈত্যের দ্বারকা আক্রমণ এবং শাল্ব দৈত্য বিনাশের বিবরণ জানাইলেন।

কৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন ত্রয়োদশ বৎসরান্তে নিশ্চয়ই যুদ্ধ ঘটিবে—দুর্য্যোধন আপন মৃত্যুপথ খুলিয়া রাখিয়াছে।

যাহা হউক কৃষ্ণ বিদায় হইলেন—দ্রৌপদী প্রণয় সুশীতল অশ্রু বিমোচন দ্বারা কৃষ্ণকে সংকার করিলেন। সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে পাণ্ডবেরা পবিত্র দ্বৈতবনে দ্বাদশবৎসর বসতি করিবেন এই অভিপ্রায়ে পবিত্র দ্বৈতবন উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম অংশ।

মার্কণ্ডেয়, যুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদী।

সরস্বতী নদীর তীরে এক বৃহৎ শালবন। পাণ্ডবেরা অতি কষ্টে ঐ বনে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ঐ বনে অবস্থিতি কালে পুরাণ ঋষি মহাত্মা মার্কণ্ডেয়, দালভ্য বংশীয় বক মুনি এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদের উপদেশে চলিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাকাল—কানন ঝিল্লিঝঙ্কার নিনাদিত, মধ্যে মধ্যে হিংস্র জন্তুর গভীর গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। পাণ্ডবদিগের আশ্রমে অনেক ব্রাহ্মণ অবস্থিতি করেন। সন্ধ্যায় আশ্রম নির্জ্জন হইলে দ্রৌপদী প্রায়ই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের

নিকটে কৌরবদিগের অত্যাচার নিবেদন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতেন।

যুধিষ্ঠির ক্ষমাশীল। দ্রৌপদী রাজাকে তেজ প্রকাশে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে—পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বাবস্থা এবং এক্ষণকার বনবাস দুঃখ তুলনা করিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ক্ষমা ও তেজ এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর? আমি শুনিয়াছি নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয় লাভ হয় না, আর একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভ লাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, সময়ানুসারে মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়ই অবলম্বন করিতে হয়। আপনি শুধু ক্ষমা অবলম্বনে সকলের ক্লেশের কারণ হইতেছেন কেন?

মহারাজ আপনার তেজ প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে—ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কি ক্ষমার পাত্র?

যুধিষ্ঠির—ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে, আবার ক্রোধই মঙ্গলের কারণ, শুভাশুভ ক্রোধ হইতেই জন্মে। যিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন তাঁহারই শুভ, আর যিনি ক্রোধ বেগ ধারণ করিতে না পারেন ক্রোধ তাঁহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। সাধুগণ জিতক্রোধ ব্যক্তির প্রশংসা করেন—দুর্য্যোধন উৎপীড়ন করিলেও মাদৃশ ব্যক্তি সাধুর নিন্দনীয় ক্রোধ কিরূপে অবলম্বন করিবে?

আর ক্ষমা। মহাত্মা কশ্যপ বলিয়াছেন ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র। যে যত অপরাধ করুক না কেন 'ক্ষমিলে ক্ষমার পাত্র হয় সর্ব্বজনে।' ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপ ও শৌচ, ক্ষমাই এ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে।

ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদ বেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়েন। এই ক্ষণবিধ্বংসী জীবনে ক্ষমা ত্যাগ করিয়া দুই দিনের সম্পদের জন্য অনন্তকাল দুঃখ ভোগের আয়োজন কে করিবে? হে দ্রৌপদি! ক্ষমা ও তেজ মধ্যে ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ। তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সন্তোষ আশ্রয় কর।

দ্রৌপদি! আমিও জানিতেছি—কুরুবংশ বিনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। দুর্য্যোধন রাজ কার্য্যে নিতান্ত অযোগ্য, এ নিমিত্ত কদাচ সে ক্ষমা অবলম্বন করিবে না, কিন্তু আমি রাজপদের যোগ্য পাত্র, এ জন্য ক্ষমা আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না, অধিক ক্ষুণ্ণ হইলেন, বলিতে লাগিলেন "হে নাথ! যাহারা মোহ উৎপাদন করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে তোমার বুদ্ধির ভ্রম জন্মাইতেছেন, সেই ধাতা বিধাতা উভয়কেই আমার নমস্কার। কর্ম্ম দ্বারাই উত্তম, অধম লোক প্রাপ্তি হয়। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, লোকাপবাদ, ভীরুতা অবলম্বনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না। স্বামিন্! আমি জানি তোমার রাজ্য ও জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত। তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং আমাকেও ত্যাগ করিবে, তথাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। আর আমি শুনিয়াছি, যে রাজা ধর্ম্ম রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন-- কিন্তু ধর্ম্ম ত আপনাকে রক্ষা করিতেছেন না। এই দস্যু সমাকীর্ণ বনেও তোমার যাগ যজ্ঞ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমস্তই চলিতেছে—তবে দ্যূতবাসন জনিত বিপরীত বুদ্ধি কিরূপে আসিয়াছিল?

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বহু প্রকারেই বুঝাইলেন। আজকাল বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকেও স্বামীকে বুঝাইতে এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ করে, কিন্তু যুধিষ্ঠির স্ত্রীর যুক্তিতে ধর্ম্মত্যাগ করিলেন না। দ্রৌপদী ইহাও বলিলেন, দেখুন ধর্ম্মাত্মা সুশীল আর্য্যগণ কষ্ট স্বষ্টে জীবন যাপন করেন, আর পাপাত্মাগণ বিষয় বাসনায় বিহ্বল হইয়া সুখে বাস করে—ইহা কি ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব নহে? হে মহারাজ! আপনার বিপদ ও দুর্য্যোধনের সম্পদ অবলোকন করিয়া কে না সেই বিষমদর্শী বিধাতাকে তিরস্কার করিবে?

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর নাস্তিকতায় ব্যথিত হইলেন। "যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কার্য্য করে, তাহারাই কর্ম্মের অভিলষিত ফল না পাইলে ঈশ্বরের দোষ দেয়। ইহারা ধর্ম্মবণিক। আমি সাধুজনাচরিত ব্যবহার দৃষ্টে ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাচরণ করি, কখনও কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করি নাই। আমার মন স্বভাবতঃই ধর্ম্মানুরাগী। হে রাজ্ঞি! তুমি ভ্রান্ত চিত্তে ধর্ম্মের অবজ্ঞা ও ঈশ্বরের নিন্দা করিও না। বালকেরা তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে উন্মত্ত জ্ঞান করে কারণ ইন্দ্রিয় সুখ-সম্বন্ধ লৌকিক বিষয় ভিন্ন তাহারা দেখিতে পায় না। হে পাঞ্চালি! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ আচরিত পুরাতন ধর্ম্মে কদাচ অবিশ্বাস করিও না। যাহারা সংসার-সুখ মাত্র অবলম্বন করে তাহারাই মূঢ়—সংসারে পার হইতে হইলে ধর্ম্মই একমাত্র আশ্রয়।

হে স্মেরমুখি! কোন্ কর্ম্মের ফলে কোন্ ভাগ্য উদয় হয়, কোন্

কর্ম্মের ফলে জন্ম ও মৃত্যু হয় ইহা নিশ্চয় করিতে দেবতারাও অসমর্থ। ধর্ম্ম করিয়াও সকল সময় ফল দর্শন হয় না। এজন্য দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা নাস্তিক্যের পরিচয় মাত্র। তুমি নাস্তিক্য ভাব ত্যাগ কর—সকল ভূতের ঈশ্বর ধাতাকে তিরস্কার করিও না। ভক্ত ব্যক্তি মরণশীল হইয়াও যাঁহার কৃপায় অমরত্ব লাভ করেন তাঁহাকে অবমাননা করিওনা।"

দ্রৌপদী নিজের দোষ বুঝিলেন, বলিলেন "মহারাজ, ঈশ্বরের নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে ; আমি দুঃখার্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতেছি মাত্র। আর পুরুষার্থ অবলম্বন করিলে এই অবস্থা অতিক্রম করিতে পারি ইহাই বলিতেছি। ভাবিয়া দেখুন যাঁহার ভীমার্জ্জুন সহায় তিনি যে কপটাচারী দুর্য্যোধনকে ধ্বংস করিতে পারেননা ইহা কে বিশ্বাস করিবে? আর কপট দ্যূতে আপনার এ অনিষ্ট হইয়াছে ইহাও আপনি বলিতেছেন তবে কেন প্রতিকার করিবেন না ?"

দ্রৌপদীর বুঝিবার ভুল হইয়াছিল—যুধিষ্ঠির জানিতেন পাপিষ্ঠেরা তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে—জানিতেন তাহাদিগকে দণ্ড দিবার শক্তিও তাঁহার আছে তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ অধর্ম্ম করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। ইহাই তিনি দ্রৌপদীকে বুঝাইতেছিলেন। দ্রৌপদী বিপদে হতজ্ঞান হইয়া বুঝিয়াও বুঝিলেন না, শুধু দ্রৌপদী নহেন ভীমও ঐরূপ কুযুক্তি দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অনর্থ নিবারণ করিতে প্রবুদ্ধ করিলেন, কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিলেন—যুধিষ্ঠির মোক্ষ প্রার্থী ইঁহারা ধর্ম্ম অর্থ কাম পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করেন। ভীমের মতে মোক্ষ গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে কেবল ক্লেশের কারণ মাত্র। ভীম বলিতে লাগিলেন আপনি অদ্যই হাস্তিনাপুরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হউন—আরও যেমন পূতিকরঞ্জ লতা সোমলতার প্রতিনিধি হয় সেইরূপ এক এক মাস এক এক বৎসরের মত ধরা যাইতে পারে। আমরা ত্রয়োদশ মাস বনে বাস করিয়াছি—ইহাই ত্রয়োদশ বৎসর গণনা করিতে পারি। বিশেষ এই ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিতে করিতে যদি আয়ুঃ শেষ হয় তবে আর দুর্য্যোধনের শাস্তি দিবে কে ? আপনি এই মুহূর্ত্তেই শত্রু নাশ করিতে উদ্যত হউন। দুর্ব্বল নীচ জনেরা প্রতারণা করিয়া আমাদের রাজ্য অপহরণ করিবে আর আমরা বনে বনে দুঃখ উপভোগ করিব—ইহাই কি ধর্ম্ম ? আপনার বুদ্ধি অর্থজ্ঞান শূন্য বেদাক্ষর মাত্রাভ্যাসী অত্যন্ত কুৎসিৎ শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কেবল মন্ত্রবচন বহন করিতেছে মাত্র কিন্তু তত্ত্বার্থ দেখিতেছে না।"

আশ্চর্য্য! ভীমের মত সাংসারিক কর্ত্তব্য পরায়ণ স্থূলবুদ্ধির মনুষ্য আমরা অনেক দেখিতে পাই। ইহারা অজ্ঞানী। যাঁহারা সংসার তত্ত্ব বুঝিয়াছেন তাঁহারা কখন সংসারের জন্য সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি রূপ মোক্ষপথ ত্যাগ করিতে পারেন না।

যুধিষ্ঠির দেখিলেন জড়বুদ্ধি ভীমকে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবুদ্ধ করা দুষ্কর। তখন নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। দ্যূতে আহ্বান করিলে ফিরিব না আমার এই প্রতিজ্ঞাই দোষের। সেইজন্যই তোমাদের বাক্য রূপ শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইতেছি। যদিও আমার দোষ হইয়াছিল কিন্তু দ্বিতীয় বার ক্রীড়ার সময় যখন আমি পণ স্থির করিলাম তখন তুমি ও ধনঞ্জয় কোন উত্তর কর নাই, তাহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম তোমরা ইহা অনুমোদন করিতেছ। যাহা হইবার হইয়াছে এক্ষণে সামান্য রাজ্যের জন্য প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব কিরূপে? বিশেষতঃ বহু মহর্ষি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন কেহই তোমাদের মত উপদেশ দিলেন না। আর যখন তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার বাহু ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে যদি তাহাই করিতে তবে আজ আমার জন্য তোমাদের বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে হইত না। যখন তাহা কর নাই তখন আর বাক্য বাণে আমায় দগ্ধ কর কেন? ভীম! তুমি জান না তোমরা আমার কত প্রিয়। তোমাদের ক্লেশে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে তথাপি আমি ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া সমস্ত সহ্য করিতেছি - ভাই! সময় অপেক্ষা কর তোমরাই রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। আর একটী কথা বিচার করিয়া দেখ—তুমি ও দ্রৌপদী এই মুহূর্ত্তেই দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিতেছ। কিন্তু কেবল সাহস অবলম্বন করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা মহাপাপ পরিপূর্ণ। মন্ত্রণা পূর্ব্বক কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা—ইহাঁদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে—আমরা রাজসূয়ে যে সমস্ত রাজাকে ধর্ষণ করিয়াছি তাহারা সকলেই সুযোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—এই সমস্ত বীর পুরুষকে পরাস্ত করিতে হইলে আমাদেরও বিলক্ষণ আয়োজন আবশ্যক। যুধিষ্ঠিরবাক্যে ভীমসেন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ঠিক এই সময়ে ব্যাস দেব তথায় উপনীত হইলেন।

দ্বিতীয় অংশ।

যুধিষ্ঠির ও ব্যাস।

ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগের মনের অবস্থা বুঝিয়াই আসিয়াছিলেন। দ্রৌপদী ও ভীম, যুধিষ্ঠিরকে দোষ দিতেছিলেন কিন্তু অর্জ্জুন প্রকৃত পক্ষে যুধিষ্ঠিরের অবস্থা ধারণা করিয়াছিলেন—যুধিষ্ঠির যাহা করিতেছিলেন তাহাতে দোষ দিবার কিছুই নাই সেই জন্য সংযমী অর্জ্জুন স্থির ছিলেন।

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে একান্তে লইয়া গিয়া অভয় দিলেন—ভীষ্ম দ্রোণাদি হইতে তোমার কোন ভয় নাই—আমি তোমাকে প্রতিস্মৃতি নাম্নী বিদ্যা দিতেছি গ্রহণ কর—পরে মহাবাহু অর্জ্জুন এই বিদ্যা পাইয়া মহাদেব ও ইন্দ্রের কৃপা লাভ করিবেন। এই অর্জ্জুন সুরপুরে গমন করিবে এবং সকল দেবতা হইতে অস্ত্র লাভ করিয়া মহাকার্য্য সাধন করিবে। ব্যাসদেব ভবিষ্যৎ বাক্য বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চিন্ত করিলেন, আরও বলিলেন, যুধিষ্ঠির, তুমি বাসোপযোগী অন্য কাননে গমন কর। কারণ এক স্থানে চিরবাস প্রীতিকর হয় না। বিশেষ তুমি বহু ব্রাহ্মণের ভরণ পোষণ করিয়া থাক ইহাতে তপস্বীদিগের উদ্বেগ জন্মে, লতা ঔষধি বিনষ্ট হইতে থাকে, অনন্য গতি মৃগগণের জীবিকা নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠে।

ব্যাসদেব প্রস্থান করিলেন—পাণ্ডবেরা দ্বৈতবন হইতে সরস্বতী নদীর উপকূল সন্নিহিত কাম্যক বনে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম অংশ—অর্জ্জুনাভিগমন।

ব্যাসদেব প্রস্থান করিলে পাণ্ডবগণ কিছু দিন কাম্যক বনে বাস করিলেন। ইতিমধ্যে এক দিন যুধিষ্ঠির একান্তে হস্ত দ্বারা অর্জ্জুনের গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন বৎস! প্রবল শত্রুর সহিত আমাদিগের যুদ্ধ বাধিল, ভীষ্ম দ্রোণাদি সকলেই মহাবীর। তুমি আমাদের ভরসা, তোমার উপর সমস্ত ভার—মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে এক রহস্য বিদ্যা দিয়া গিয়াছেন—আমি তোমায় ঐ বিদ্যা প্রদান।

করিব তুমি ঐ বিদ্যা সংযুক্ত হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিও এবং দেবতার নিকট হইতে প্রসাদ লাভ জন্য অপেক্ষা করিবে। তুমি উত্তর দিকে প্রস্থান করিও কিন্তু কাহাকেও পথ প্রদান করিও না। পূর্ব্বে বৃত্রাসুরভয়ে দেবগণ ইন্দ্রকে যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন তুমি দেবরাজ হইতে সেই সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে। অদ্যই দীক্ষা গ্রহণ কর।

অর্জ্জুন রহস্যবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রদর্শনে সঙ্কল্প করিয়া অর্জ্জুন প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন—সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দ্রৌপদী বড়ই কাতর হইলেন। দ্রৌপদীর চিরদিন পার্থের উপর পক্ষপাত। মহাপ্রস্থান কালে এই পাপে দ্রৌপদীকে পর্ব্বতোপরি দেহত্যাগ করিতে হয়।

বড় দুঃখে দ্রৌপদী আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন 'যেন ক্ষত্র কুলে আর কাহারও জন্ম না হয়।' এক দিন কুন্তী দেবী পাণ্ডবদিগের প্রতি অঙ্গ রক্ষার জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আজ দ্রৌপদী পার্থের জন্য সকল দেবতাকে আহ্বান করিলেন। "তোমার জন্য আমি প্রতিদিন আরাধনা করিব—" দ্রৌপদী অশ্রুপূর্ণ লোচনে ইহাও জানাইলেন।

"তোমার জন্য আমি প্রতিদিন আরাধনা করিব।" হায় এ শিক্ষা আজ কোথায়? স্ত্রীলোকের ব্রত পূজা সমস্ত স্বামীর মঙ্গলের জন্য—কুটুম কুটুম্বিতা করিবার জন্য ব্রত করিব, যে এই কুশিক্ষা চালাইয়াছে ঈশ্বর তাহাকে যেন সুবুদ্ধি প্রদান করেন। আর স্বামীর জন্য স্ত্রী প্রতিদিন উপাসনা করিবেন বড় সুন্দর প্রথা এই—কত নিষ্কাম ভাব ইহা। কবে সকল স্ত্রীলোক স্বামীর যথার্থ মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরকে ডাকিতে শিখিবে?

অর্জ্জুন সকলের নিকট বিদায় লইয়া এক দিনেই হিমালয়ে উপনীত হইলেন। হিমালয় ও গন্ধমাদন পার হইয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে পহুছিলেন—এই পর্ব্বতে ইন্দ্র ছদ্মবেশে অর্জ্জুনকে পরীক্ষা করিলেন—শেষে অর্জ্জুনের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। "যথা কালে তুমি শঙ্করের দর্শন পাইবে তখন আমিও তোমাকে দিব্যাস্ত্র প্রদান করিব" ইহা বলিয়া ইন্দ্র অন্তর্দ্ধান হইলেন, অর্জ্জুন যোগধ্যানে নিযুক্ত হইলেন।

———

দ্বিতীয় অংশ।

অর্জ্জুন ও কিরাত।

অর্জ্জুন পর্ব্বতোপরি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন এবং ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পরিধানে দর্ভময় বাস—হস্তে দণ্ড ও অজিন। অর্জ্জুন প্রথম মাসে তিন রাত্র অন্তর ফল ভক্ষণ করিতেন, দ্বিতীয় মাসে ছয় রাত্র অন্তর, তৃতীয় মাসে পক্ষান্তরে, ফল ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করিলেন। চতুর্থ মাসে বায়ু ভক্ষণ করিয়া উর্দ্ধহস্তে পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মাত্রে পৃথিবীর অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। সতত অবগাহন করাতে তাঁহার জটা কলাপ বিদ্যুতের মত পিঙ্গল বর্ণ হইয়াছিল।

উদর পরায়ণ মনুষ্যের পক্ষে এরূপ কার্য্য অসম্ভব। তথাপি এখনও বহু লোক তপশ্চরণ করিয়া থাকেন।

অর্জ্জুন তপস্যা করিতেছেন। একদিন অদ্ভুত দর্শন মূক নামে এক দানব বরাহরূপ্ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে সংহার করিতে আসিল—অর্জ্জুন বরাহ সংহারার্থ অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হইয়াছেন এই সময়ে এক কিরাত হস্ত তুলিয়া অর্জ্জুনকে নিবারণ করিল।

কিরাত বিশাল এক কাঞ্চন দ্রুমের মত। কিরাত একক নহে সঙ্গে ত্রৈলোক্য সুন্দরী কিরাতিনী। উভয়ের বেশভূষা মনোহর। সঙ্গে শত শত দাসী। কিরাত হাসিতে হাসিতে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল "তাপস, আমি অগ্রে বরাহকে লক্ষ্য করিয়াছি।" অর্জ্জুন কিরাত, বাক্য অনাদর করিয়া বরাহের উপর শর নিক্ষেপ করিলেন—কিরাতও সেই ক্ষণে অগ্নি শিখার ন্যায় এক বাণ বরাহের উপর নিক্ষেপ করিল। এককালে উভয় শরাঘাতে মূক দানব ঘোরতর শব্দ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তখন কিরাতের সহিত অর্জ্জুনের বিবাদ বাধিল। অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে কিরাতবেশধারী স্ত্রীগণপরিবৃত কনকপ্রভ পুরুষকে বলিলেন—"কে তুমি—স্ত্রী সঙ্গে এখানে ভ্রমণ করিতেছ? আমার লক্ষিত-পূর্ব্ব মৃগের উপর শর নিক্ষেপ করিয়া মৃগয়া ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছ—আমি তোমার প্রাণ সংহার করিব।"

ছদ্মবেশী কিরাত হাস্য করিলেন—বলিলেন "এই বনসমীপস্থ ভূমি আমাদের—তুমি কি জন্য এস্থানে আসিয়াছ? আমার শরাঘাতেই মৃগ

প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে—তুমি নিতান্ত গর্ব্বিত, আমি তোমাকে অদ্য বিনাশ করিব"। তখন উভয়ের যুদ্ধ বাধিল। অর্জ্জুন যত প্রহার করেন কিরাত কিছুতেই ব্যথিত হয় না—শরনিকর সহ্য করিয়া অক্ষত কলেবরে দণ্ডায়মান রহিল—বাণ ব্যর্থ দেখিয়া অর্জ্জুন ভাবিলেন ইনি কি কোন দেবতা? পিনাকপাণি ব্যতীত আমার সহস্র সহস্র শর নিকর সহ্য করিতে পারে এরূপ ক্ষমতা আর কার? যেই হউক আমি ইহাকে সংহার করিব—অর্জ্জুন আবার শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন—কিন্তু কিরাত অচঞ্চল—অর্জ্জুনের বাণ নিঃশেষ হইল—অর্জ্জুন হুতাশনকে স্মরণ করিলেন। আমার তূণীর ত অক্ষয়—খাণ্ডব দহন সময়ে হুতাশন ইহা প্রদান করিয়াছিলেন—কিন্তু এখন কি করি? কে এই মহাপুরুষ আর এই রমণী? এ রমণী মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে এক এক বার মনে হইতেছে এই কিরাতিনী বুঝি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী। বাণ নাই তখন অর্জ্জুন শরাসন কোটি দ্বারা কিরাতকে প্রহার করিলেন—রমণী যেন ব্যথা পাইলেন আর কিরাত অবলীলাক্রমে অর্জ্জুনের শরাসন কাড়িয়া লইল। ধনঞ্জয় তখন তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিয়া কিরাতের মস্তকে নিক্ষেপ করিল—মস্তকস্পর্শ মাত্র খড়্গ চূর্ণ হইয়া গেল—অর্জ্জুন শিলা ও বৃক্ষ প্রহার করিলেন—কিরাত তাহাও সহ্য করিল। অর্জ্জুন শেষে মুষ্টি প্রহার করিল—কিরাতও এতক্ষণে অর্জ্জুনের উপর দারুণ মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। উভয়ের মল্ল যুদ্ধ হইল—উভয়ের গাত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। শেষে কিরাত অর্জ্জুনকে নিষ্পীড়ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় পরাঙ্মুখ হইবার নহে। অর্জ্জুন সংজ্ঞালাভ করিয়া রুধিরাক্তকলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন, দুঃখিতচিত্তে এক মৃন্ময় স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া মাল্য দ্বারা ভগবান পিনাকীকে অর্চ্চনা করিলেন। তখন এক লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল।

"তচ্চ মাল্যং তদা পার্থঃ কিরাতশিরসি স্থিতম্।
অপশ্যৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো হর্ষেণ প্রকৃতিং গতঃ॥"

আশ্চর্য্য! অর্জ্জুনদত্ত মালা কিরাতের মস্তকে শোভা পাইতেছে অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন।

"পপাত পাদয়োস্তস্য ততঃ প্রীতোঽভবদ্ধরঃ।"

অর্জ্জুন কিরাতরূপী ভগবান্ পিনাকপাণির চরণতলে নিপতিত হইলেন। ভগবান্ ফাল্গুনকে সম্বোধন করিয়া শত বার প্রশংসা করিলেন। বীর পুরুষ

বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াই প্রীতি লাভ করেন—ইহাই বীর ধর্ম্ম। পার্ব্বতীবল্লভ তখন বলিতে লাগিলেন—

"ভো ভো ফাল্গুন তুষ্টোঽস্মি কর্ম্মণাঽপ্রতিমেন তে।
শৌর্য্যেণানেন ধৃত্যা চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে সমঃ॥"

আমি তোমায় সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব—তোমায় দিব্য চক্ষু দিতেছি

"ততো দেবং মহাদেবং গিরীশং শূলপাণিনম্।
দদর্শ ফাল্গুন স্তত্র সহ দেব্যা মহাদ্যুতিম্॥"

অর্জ্জুন রূপ দেখিয়া জানু দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিলেন—যোড় করে সজল নয়নে প্রণাম করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিলেন।

কপর্দ্দিন্ সর্ব্ব দেবেশ ভগনেত্রনিপাতন।
দেব দেব মহাদেব নীলগ্রীব জটাধর॥
কারণানাঞ্চ পরমং জানে ত্বাং ত্র্যম্বকং বিভুম্।
দেবানাঞ্চ গতিং দেব ত্বৎপ্রসূতমিদং জগৎ॥
অজেয়স্ত্বং এভির্লোকৈঃ সদেবাসুরমানুষৈঃ।
শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় হরিরুদ্রায় বৈ নমঃ।
ললাটাক্ষায় সর্ব্বায় মীঢ়ুষে শূলপাণয়ে॥
পিনাকগোপ্ত্রে সূর্য্যায় মার্জ্জারীয়ায় বেধসে।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্ব্বভূতমহেশ্বর॥
গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণকারণম্।
প্রধানপুরুষাতীতং পরং সূক্ষ্মতরং হরম্॥
ব্যতিক্রমং মে ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হসি শঙ্কর।
ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তোঽস্মীমং মহাগিরিম্॥
দয়িতং তব দেবেশ তাপসালয়মুত্তমম্।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্॥
ন মে স্যাদপরাধোঽয়ং মহাদেবাতি সাহসাৎ।
কৃতো ময়াঽয়মজ্ঞানাৎ বিমর্দ্দো যস্ত্বয়া সহ॥
শরণং প্রতিপন্নায় তৎক্ষমস্বাদ্য শঙ্কর॥

ভূতনাথ স্তবে তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন—রজতগিরির গাত্রে নীল গিরির বড় শোভা হইল—অর্জ্জুনের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

ঘোরদর্শন ব্রহ্মশিরোনামক স্বীয় পাশুপত অস্ত্র ত্যাগ ও প্রতিসংহার মন্ত্রের সহিত প্রদান করিলেন। বলিয়া দিলেন—ফাল্গুন অল্পতেজস্ক কাহারও প্রতি ইহা নিক্ষেপ করিওনা—তাহা হইলে জগৎ বিনষ্ট হইবে। মন চক্ষু বাক্য বা শরাসন দ্বারা এই বাণ প্রয়োগ করিলে অবশ্যই শত্রুকুল নির্ম্মূল হয়।

অর্জ্জুনহস্তে পাশুপত অস্ত্র আগমন করিল। সেই সময়ে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইল আর দুর্য্যোধনের মস্তকস্থ কিরীট আপনা হইতে খসিয়া পড়িল। দুর্য্যোধন অনর্থ ভাবিল। অর্জ্জুন হৃষ্ট হইলেন। মহাদেব আবার অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। পিতা যেমন আদর করিয়া পুত্র অঙ্গে হস্তার্পণ করেন মহাদেব অর্জ্জুন গাত্র সেইরূপ স্পর্শ করিলেন—অর্জ্জুনের সমস্ত অশুভ দূর হইল। অর্জ্জুনকে স্বর্গ গমনে অনুমতি করিয়া ভগবান্ ভবানীপতি গিরিরাজ-দুহিতার সহিত আকাশ মার্গে অদৃশ্য হইলেন।

তৃতীয় অংশ।

অস্ত্রলাভ ও স্বর্গ গমন।

মহাদেব অন্তর্হিত হইয়াছেন—অর্জ্জুন একাকী, প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে—'আজ সাক্ষাৎ শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিলাম'—তিনি আমায় আলিঙ্গন করিলেন, কর দ্বারা কত বার স্পর্শ করিলেন প্রেমাশ্রুতে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। সেই সময়ে জলাধিপতি বরুণদেব, ধনেশ্বর কুবের, ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম, সুররাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিলেন। লোকপালগণ সন্তুষ্ট হইয়া সব্যসাচীকে ত্যাগ ও প্রতিসংহার মন্ত্র সহ আপন আপন অস্ত্র প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ হইতে দণ্ড, বরুণ হইতে পাশ, কুবের হইতে প্রস্বাপন অস্ত্র লাভ করিয়া অর্জ্জুন ধন্য হইলেন। ইন্দ্র অর্জ্জুনকে কহিলেন অর্জ্জুন তুমি পুরাতন ঋষি নর। তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। মাতলি তোমার নিমিত্ত রথ লইয়া ভূতলে আসিবে, তোমাকে স্বর্গে যাইতে হইবে। সেখানে আমি তোমায় দিব্যাস্ত্র প্রদান করিব।

দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন—অর্জ্জুন দেবরাজের রথ প্রতীক্ষা করিতেছেন—মাতলি রথ লইয়া আসিলেন। অর্জ্জুন গঙ্গা স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া নিয়মিত জপ সমাপন করিলেন—যথাবিধি পিতৃতর্পণ করিলেন—শৈলরাজ মন্দরের স্তব করিলেন, শেষে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অর্জ্জুন রথারোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ আকাশ পথে গমন করিল- দেখিতে দেখিতে আরও উর্দ্ধে উঠিল পৃথিবী একখণ্ড ক্ষুদ্র বর্ত্তুল মত দেখা যাইতেছে। অর্জ্জুন আকাশপথে অদৃষ্টদর্শন শত শত বিমান দর্শন করিলেন। ক্রমে আরও উপরে উঠিলেন—তথায় সূর্য্য চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই লোক সকল স্বীয় পুণ্যার্জ্জিত প্রভা দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন। পৃথিবী হইতে যে সমস্ত তারকা অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়—অল্পজ্যোতিবিশিষ্ট দেখায়—অর্জ্জুন দেখিতেছেন ঐ সমস্ত বৃহদাকার অতিশয় উজ্জ্বল। অর্জ্জুন শত-সহস্র গন্ধর্ব্ব গুহ্যক ঋষি অপ্সর দেখিতেছেন। মাতলি বলিতেছেন, ফাল্গুন, তুমি ভূমণ্ডল হইতে যে সমস্ত তারকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ এই সেই সকল তারকা। পুণ্যশালেরা সুকৃতিফলে এই সব তারকারূপে এখানে স্বস্বস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

রথ আরও উর্দ্ধে উঠিয়াছে। অর্জ্জুন এক অপূর্ব্ব পুরী দর্শন করিতেছেন। পুরীর দ্বারদেশে চতুর্দ্দন্ত বিশাল ঐরাবত হস্তী দর্শন করিলেন। মাতলি বলিয়া দিলেন ইহাই অমরাবতী।

‘অমরাবতী’ নামেই কত সৌন্দর্য্য জড়িত। অর্জ্জুন স্বচক্ষে অমরাবতী দেখিতেছেন। সকল ঋতুজাত কুসুম সুশোভিত—পবিত্র তরুরাজি বিরাজিত সুরম্য অমরাবতী দর্শনে অর্জ্জুন মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রথমেই স্বর্গীয় সুরভি পরিপূরিত দিব্যগীত-নিনাদিত মনোহর নন্দন বন। অপ্সরাগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, কুসুমিত পাদপগণ যেন জীবন্ত—এ শোভা বর্ণনা হয় না। অর্জ্জুন পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন- গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছে—কুসুমসৌরভবাহী পবিত্র বায়ু তাঁহাকে বীজন করিতেছে—দেবতা সিদ্ধ মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিলেন—সকলে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব পাঠ করিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য চারিদিকে নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি ও শঙ্খ দুন্দুভি নিনাদ হইতে লাগিল।

অর্জ্জুন অতি বিস্তীর্ণ নক্ষত্রপথে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন সুররাজ সাধ্য বিশ্বমরুৎ অশ্বিনীকুমার, আদিত্য বসুগণ রুদ্র ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি তুম্বুরু নারদ

তাহারাই কত কোটি কোটি পুণ্যাত্মা পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিয়া আছেন। অর্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ করিলেন, বিনীত ভাবে সুররাজকে অভিবাদন করিলেন। সুররাজ আত্মজকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করতঃ অঙ্কে লইলেন, পরে হাত ধরিয়া নিজ পবিত্র আসনে উপবেশন করাইলেন।

অর্জ্জুনের উপর ইন্দ্রের আদর -ব্যাসদেবের বাৎসল্য ভাব সুন্দর প্রদর্শন করিতেছে।

দেবরাজ—কর দ্বারা অর্জ্জুনের শুভানন গ্রহণ করিয়া আদর করিতেছেন। শরনিক্ষেপ ও জ্যাকর্ষণকঠিন হিরণ্ময়স্তম্ভপ্রতিম অর্জ্জুনের সুদীর্ঘবাহু বিমর্দ্দন করিতে করিতে বাহুস্ফোটন করিলেন কতবার অর্জ্জুনকে নানাভাবে দর্শন করিলেন, আবার দেখিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেন তাহাতেও তৃপ্ত হই-লেন না।

তখন দেবরাজ আদেশে তুম্বরু প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ মধুর স্বরে সামগান করিল, ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা স্বয়ম্প্রভা উর্ব্বশী গোপালীচিত্রলেখা প্রভৃতি কমললোচনা কলকণ্ঠী নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিল। অর্জ্জুন বিস্ময়ে তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন ইন্দ্রপুরে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ইন্দ্রের নিকট বজ্র অশনি প্রভৃতি অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। চিত্রসেন তাঁহাকে নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা করাইলেন। ক্রমে ক্রমে অর্জ্জুন ভ্রাতাদিগের দুঃখ স্মরণে বিমনা হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ অংশ।

অর্জ্জুন ও উর্ব্বশী।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সহিত এই উর্ব্বশী ব্যাপারের সংস্রব না থাকিতে পারে কিন্তু ইহাতে আমরা সেই মহাসমরের প্রধান বীর চরিত্রের বিলক্ষণ আভাস পাই। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

"সমস্ত প্রধান প্রধান বস্তুই আমি। আমি আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু,

জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য্য, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রের মধ্যে শশী, বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় মধ্যে মন, ভূত মধ্যে চেতনা, রুদ্র মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ মধ্যে কুবের, বসু মধ্যে অগ্নি, পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু, পুরোহিত মধ্যে বৃহস্পতি, সেনানী মধ্যে কার্ত্তিকেয়, জলাশয় মধ্যে সাগর, মহর্ষি মধ্যে ভৃগু, বাক্য মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞ মধ্যে জপ, স্থাবর মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষি মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধ মধ্যে কপিল, অশ্ব মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, গজ মধ্যে ঐরাবত, মনুষ্য মধ্যে রাজা, অস্ত্র মধ্যে বজ্র, ধেনু মধ্যে কামধেনু, জন্মকারণের মধ্যে কন্দর্প, সর্প মধ্যে বাসুকি, নাগ মধ্যে অনন্ত, জলধর মধ্যে বরুণ, পিতৃগণ মধ্যে অর্য্যমা, সংযমী মধ্যে যম, দৈত্য মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারী মধ্যে কাল, মৃগ মধ্যে সিংহ, পক্ষী মধ্যে গরুড়, বেগবান মধ্যে পবন, শস্ত্রধারী মধ্যে রাম, মৎস্য মধ্যে মকর, নদী মধ্যে জাহ্নবী, বিদ্যা মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদী মধ্যে বাদ, বর্ণ মধ্যে অকার, সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংহারক মধ্যে মৃত্যু, নারী মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এই সপ্তদেবতা, সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, বেদ মধ্যে গায়ত্রী, মাস মধ্যে অগ্রহায়ণ ঋতু মধ্যে বসন্ত, বঞ্চক মধ্যে দ্যূত, তেজস্বীর তেজ, উদ্যমশীলের উদ্যম, সাত্ত্বিকের সত্ত্ব—আরও কত আছে শেষে বলিয়েছেন—

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ।

আর আমি বৃষ্ণিদিগের মধ্যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুন এবং মুনি মধ্যে ব্যাস। এক শ্লোকেই কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ব্যাসের কথাই ব্যাস লিখিয়াছেন।

অর্জ্জুন কোন্ কোন্ গুণে কৃষ্ণসখা আমরা স্থানে স্থানে তাহার উল্লেখ করিব। দ্রৌপদীস্বয়ম্বরে অর্জ্জুনের ধৈর্য্য দেখান হইয়াছে উর্ব্বশী-প্রলোভনে অর্জ্জুনের সংযম, উত্তরাবিবাহে অর্জ্জুনের শাস্ত্রমর্য্যাদা দেখাইবার মানস রহিল। এই আদর্শ চরিত্রের গুণগ্রাম স্মরণে বুঝি কৃষ্ণের দয়ার পাত্র হওয়া যায়।

ময়দানব নির্ম্মিত যুধিষ্ঠির সভার উল্লেখ কালে আমরা ইন্দ্র সভার কথা বলিয়াছি। অর্জ্জুনআগমনে সুরলোক উৎসব মগ্ন হইয়াছে—চতুর্দ্দিক হইতে রুদ্র আদিত্য অশ্বিনীকুমার ও বসুগণ আসিয়াছেন। সিদ্ধ চারণ যক্ষ মহোরগ মহর্ষি রাজর্ষি কৃশাণু ভানু শশধর সকলেই সভায় উপস্থিত—গন্ধর্ব্বেরা বীণাবাদন করিতেছে—তান লয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে সঙ্গীত আলাপন করিতেছে আর অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে—সুরের ঝঙ্কার বীণার গুঞ্জন ও শিঞ্জিনীর শব্দে জড়িত হইয়া সভা

ঝঙ্কারময় হইয়াছে। সর্ব্বশেষে সেই অপূর্ব্ব ইন্দ্রসভায় উর্ব্বশী নৃত্য করিতেছে। অর্জ্জুনকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিবার জন্য সুররাজ চিত্রসেনকে আদেশ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা হইয়া গিয়াছে। নৃত্যগীত অর্জ্জুনের ভাল লাগেনা। দ্যূতোপপন্ন দুঃসহ দুঃখ অর্জ্জুনের অন্তর দগ্ধ করিতেছে। অর্জ্জুনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দেবরাজ উর্ব্বশীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

উর্ব্বশী অর্জ্জুনের গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়াছেন। অপ্সরাগণ নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাতে কেহ বাধা দেয় না, অর্জ্জুনের প্রতি দেবরাজের আদরে উর্ব্বশীর চিত্ত আকৃষ্ট। উর্ব্বশী কি যেন নূতন অনুরাগে নৃত্য করিতেছে। প্রতি আবর্ত্তনে মনে হয় টলিয়া পড়িবে কিন্তু টলিয়া পড়ে না পাগল পাগল মত লজ্জা ভয় মানিতেছে না। সমাধি উত্থিত—নিজ-স্নিগ্ধশক্তি-সন্দর্শন প্রফুল্লিত ভাব-ভরা ভোলার নৃত্য যেমন এ নৃত্যও যেন সেইরূপ। নূতন বিশুদ্ধ নৃত্য দেখিয়া দেবগণ বিমুগ্ধ হইয়াছেন অর্জ্জুনের কথা কি? তথাপি অর্জ্জুনের ইহাতে প্রয়োজন কি —এবিচার অন্তর্হিত হইতেছেনা। ইন্দ্র পুনঃপুনঃ অর্জ্জুনকে আকৃষ্ট করিতেছেন। অর্জ্জুন ক্ষণকালের জন্য অন্য কথা ভুলিয়াছেন, ভাবিতেছেন "এই উর্ব্বশী আমাদের কুলের জননী, পৌরব বংশের প্রসূতি। ঐ বংশে কত রাজা জন্মিল কত রাজা গত হইল কিন্তু উর্ব্বশী সেই তরুণী"—অর্জ্জুন উর্ব্বশীকে দেখিতেছেন একবার দুইবার তিনবার উর্ব্বশীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উর্ব্বশী তাহা লক্ষ্য করিলেন সুর-রাজ অন্য কিছু মনে করিলেন, আর উর্ব্বশীও ভাবিল অন্যরূপ।

সে দিন সভা ভঙ্গ হইল। দেবরাজ পরদিন প্রাতঃকালে নির্জ্জনে চিত্ররথকে ডাকাইলেন। বলিলেন "তুমি পার্থকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছ, নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়াছ এক্ষণে রমণীজনের হাবভাবাদি পরিচয়ে সুনিপুণ করিয়া দাও"। "গন্ধর্ব্বরাজ উর্ব্বশীর নিকট প্রস্থান করিল, উর্ব্বশীর নিকট অর্জ্জুনের অসাধারণ ইন্দ্রিয়সংযম অবিচলিতব্রতানুষ্ঠান উল্লেখ করিল। অর্জ্জুনের ক্ষমা, অর্জ্জুনের তেজস্বিতা, অর্জ্জুনের ভক্তি, অর্জ্জুনের বেদবেদাঙ্গজ্ঞান উল্লেখ করিল—আর এক নূতন রকম করিয়া ফাল্গুনের কীর্ত্তি ও রূপ বর্ণনা করিল। শেষে বলিল "হে কল্যাণি! অদ্য ধনঞ্জয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যাহাতে তোমার চরণ- লাভ করিতে পারেন তাহার উপায় বিধান কর, অর্জ্জুন তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত।"

উর্ব্বশী একবার নিজের অন্তরের কথা প্রকাশ করিল—ইহারা নির্ভর—প্রাণের

ইচ্ছা মত কার্য্য করিয়া থাকে, স্বর্গীয় অপ্সরাদিগের ইহাতে দোষ হয় না।

উর্ব্বশী বলিল "আমি অর্জ্জুনের গুণ শ্রবণ মাত্রেই অগ্রে উহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি—অধুনা সুররাজের আদেশ আপনার প্রার্থনা ও ফাল্গুনের গুণদামে আকৃষ্ট হইয়া অধৈর্য্য হইতেছি, আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব, আপনি প্রস্থান করুন।

ব্যাসদেব এই উর্ব্বশী অভিসার কাচা রসে বর্ণনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য প্রলোভন যত অধিক হয় সংযমের পরীক্ষা সেইরূপ হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের সামান্য প্রলোভনে পতন হয়, অসাধারণ লোকের কীর্ত্তি প্রসারিত হয়।

আমরা মূলের বর্ণনা দেখাইতেছি, সন্ধ্যাকাল। উর্ব্বশী স্নান করিল—গন্ধমাল্য ও রমণীয় বেশভূষা ধারণ করিল, একে উর্ব্বশী, তায় বেশ ভূষা। মনে হইল যেন একখানা গন্ধগঠিত দেহ মনে হইল যেন প্রস্ফুটিত সুগন্ধ কুসুমখচিত একটি সঞ্চারিণী লতা। বেশ ভূষা শেষ হইল, উর্ব্বশী দিব্যাস্তরণ সংস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিল অর্জ্জুনের মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে আসিয়াছে। উর্ব্বশী যে উদ্দেশে বাহির হইবে মনে মনে তাহারই আবৃত্তি করিল কল্পনায় মাতোয়ারা হইয়া অধিক চঞ্চল হইল।

ক্রমে প্রগাঢ় প্রদোষ কাল উপস্থিত হইল। উপরে চন্দ্রমা হাসা করিতেছেন। নীচে সেই পৃথুল নিতম্বিনী নিজ ভবন হইতে বাহির হইলেন। উর্ব্বশী মেঘবর্ণ উত্তরীয় বসন ধারণ করিয়াছেন মনে হইতেছে যেন অভ্রাবৃত্ত কৃশ চন্দ্রলেখা। সুকোমল কুঞ্চিত কুসুমগুচ্ছ সুশোভিত সুদীর্ঘ কেশপাশ বেণীবদ্ধ নহে—দ্রুতগমন চেষ্টায় পশ্চাৎভাগে হেলিতেছে দুলিতেছে আর সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, দিব্য চন্দন-চর্চ্চিত, বিলোল হারাবলি ললিত, গুরুপয়োধর ভারে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া দ্রুত চলিতে গিয়া তত দ্রুত চলিতে পারিতেছে না। উর্ব্বশীর কটিদেশে মনোহর ত্রিবলীদাম, নিতম্ব রজত বসনাবগুণ্ঠিত—তাহাই সূক্ষ্ম বসনে আবৃত হইয়া উর্ব্বশীর মনোভাব বিকাশ করিতেছে। স্বভাব সুন্দর পাদদ্বয় কিঙ্কিণী চিহ্ন লাঞ্ছিত—অঙ্গুলীগুলি গূঢ়গ্রন্থি—তাম্রবর্ণ আয়ত তল। সুরসুন্দরী সহজেই মদোন্মত্তা তাহার উপর পরিমিত সুরাপান—উর্ব্বশী বড়ই প্রফুল্ল—উর্ব্বশী বিলাস বিভ্রম সহকারে বাক্‌পথাতীত প্রিয় দর্শনা হইয়াছে। সত্ত্ববিস্মিতা উর্ব্বশী দ্রুতপদ সঞ্চরণে অর্জ্জুন-আলয়ে আসিল, দ্বারপালগণ সসম্ভ্রমে অর্জ্জুনকে জানাইল। আর অর্জ্জুন! অর্জ্জুন দূতকে আনিতে বলিলেন—গভীর রজনীতে উর্ব্বশীর আগমনে ভাবিলেন "তোমার

কি পরীক্ষার সময় অসময় নাই, আমার হৃদয় কি তোমার দেখা নাই'। যাহার হৃদয়ে এইভাব জাগরিত থাকে তাহার পতন কোথায়? যথার্থ ভক্তের ত বিস্মরণ হয় না। বিস্মরণ না হইলে শত উর্ব্বশীতেও লুব্ধ করিতে পারে না। অর্জ্জুন মনে মনে ঠাকুরের রহস্য স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে উর্ব্বশী আসিল। স্বর্গীয় পারিজাত গন্ধে গৃহ আমোদিত হইল—উর্ব্বশীর বিলোল কটাক্ষে একটা তড়িৎ প্রবাহ অর্জ্জুন হৃদয়ে অনুভূত হইল, অর্জ্জুন শঙ্কিত হইলেন। পার্থ উর্ব্বশীর বিলাস সজ্জা দেখিয়া কিছু লজ্জিত হইলেন। লজ্জাবনত বদনে অভিবাদন করিলেন—গুরুর ন্যায় সৎকার করিলেন "আমি আপনার ভৃত্য—কি করিব আজ্ঞা করুন।"

'আমি তোমার ভৃত্য' সাধারণ কামিনীর ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু উর্ব্বশী! উর্ব্বশী অর্জ্জুন বাক্যে হতজ্ঞান হইলেন। প্রথমেই বাধা পাইলেন। একবার নিজের রূপের উপর দৃষ্টি পড়িল। ধিক্কার আসিল।

নির্জ্জন শয়ন কক্ষ। সর্ব্বললামভূতা সুর-সুন্দরী ব্যাকুলা। অর্জ্জুন স্থির, উর্ব্বশীর রূপে কুলাইল না। উর্ব্বশী কথা কহিল। মনের ভাব জানাইল। অনিমিষ লোচনে অর্জ্জুন নৃত্য কালে তাহাকে দেখিতেছিলেন জানাইল—ইন্দ্রের অভিপ্রায়, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের প্রার্থনা, সমস্তই বলিল। শেষে বলিল "আপনি আমার পতি হইবেন ইহা আমার চিরাভিলষিত মনোরথ।'

অর্জ্জুন উর্ব্বশীকে অন্যভাবে দেখিতেছেন—দেখিতেছেন স্ত্রী নহে, অমৃতময় পুরুষ। অন্তর্দ্দেবের মূর্ত্তি বাহিরে। অর্জ্জুন উর্ব্বশীর বাক্য চকিত মধ্যে ধারণা করিলেন—উর্ব্বশী বাক্যে কর্ণে করার্পণ করিলেন—বলিলেন "ভামিনি। নিতান্ত অশ্রাব্য বাক্য আপনার নিকট শুনিতেছি আপনি আমার গুরুপত্নী তুল্য। নৃত্যকালে উৎফুল্ল নয়নে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাতে দুরভিসন্ধি ছিল না।

কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রাণী।
ততোধিক তোমাকেও গরিষ্ঠেতে জানি॥

আপনি পৌরব বংশ উদ্ভব করিয়াছেন—আপনি আমার কুলের জননী আপনি আমার পরম গুরু! "কুলের জননী ক্ষমা করিবে আমারে"।

উর্ব্বশী নিতান্ত কাতর। ফাল্গুন! আমরা সামান্য নারী, গুরু সম্বোধন কর কেন? কুরুবংশীয় রাজগণ তপোবলে স্বর্গে আসিয়া আমাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাকেন। কেহ ত আমায় প্রত্যাখ্যান করেন না—আমি

নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছি—তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রত্যাখ্যান করিও না।

অর্জ্জুন মনে মনে ভাবিতেছেন—কোথায় সেই নিত্য পরমানন্দ—আর কোথায় সেই ক্ষণিক ইন্দ্রিয় বিলাস—অর্জ্জুন প্রকাশ্যে বলিলেন "বরারোহে। আমি সত্য কহিতেছি শ্রবণ করুন। কুন্তী মাদ্রী শচীর মত আপনিও আমার পরম গুরু—আমি নত শির হইয়া আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি আপনি মাতৃবৎ আমার পূজনীয়া আমিও আপনার পুত্রবৎ রক্ষণীয়।"

সর্ব্ব প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতির উপায় এই 'মা'। উর্ব্বশীর ইন্দ্রিয় অনুরাগ আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। সুন্দর মুখে কুটিল ভ্রুকুটী দেখা দিল—কাম প্রতিহত হইয়া ক্রোধরূপে পরিণত হইল। দেহযষ্টি ক্রোধে কম্পিত হইল—উর্ব্বশী অভিসম্পাত করিলেন। "আমি অনঙ্গবাণে পীড়িত হইয়া তোমার পিতার আজ্ঞাক্রমে অভিসারিকাবৃত্তি অবলম্বন করিলাম স্বয়ং গৃহাগত হইলাম—দেবতাগণও আমায় পান না—আর তুমি প্রত্যাখ্যান করিলে—তুমি মানহীন ক্লীব হইয়া ষণ্ডের মত স্ত্রীগণ মধ্যে নৃত্য করিবে—একবৎসর তোমার এই ভাবে কালযাপন করিতে হইবে।" রোষে উর্ব্বশীর অধর স্ফুরিত—ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে চিত্ত আকুলিত, উর্ব্বশী আর বিলম্ব করিল না।

পরদিন অর্জ্জুন চিত্রসেনের নিকট রাত্রির ব্যাপার জানাইলেন। অভিশাপ বৃত্তান্ত বলিলেন—চিত্রসেন ইন্দ্রের নিকট জ্ঞাপন করিলে ইন্দ্র পুত্রের চরিত্র দর্শনে আপনাকে ধন্য মনে করিলেন অর্জ্জুনকে গোপনে ডাকিলেন, বলিলেন "তাত। তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া পৃথা অদ্য সংপূর্ণা হইলেন। তোমার ধৈর্য্য গুণে ঋষিগণও পরাস্ত হইলেন—এ অভিসম্পাত তোমার বর হইল। ফাল্গুন। শাপভয়ে ভীত হইও না—তুমি আর কোন বেশে আপনাকে লুকাইতে পার না। সম্মুখেই অজ্ঞাত বৎসর আসিতেছে—উর্ব্বশী তোমার উপকার করিয়াছে" কাশীরামের বর্ণনা এইরূপ।

নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অর্জ্জুন
শুনিয়া বিস্ময়ে কহে সহস্র লোচন॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
তোমা হ'তে কুরু বংশ পবিত্র হইল॥
যোগীন্দ্র তপস্বী ঋষি জিনিলে সবারে।
তোমা পুত্র শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে॥

শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে তব পক্ষে হ'ল বহু গুণ॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসব বহিবে।
সেই কালে নপুংসক নর্ত্তক হইবে॥
বৎসবেক পূর্ণ হ'লে হবে শাপক্ষয়।
শুনিয়া সানন্দ অতি অর্জ্জুন-হৃদয়॥"

অনেকেব ধাবণা এবং সিংহ মহাশয় স্বয়ং মন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছেন যে "কাশীবাম কথকতা শুনিয়া বহুদিন পবে মহাভাবত বচনা কবেন—কেবল লোক বঞ্জনার্থ" ধাবণাটী সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমবা অধিকাংশ স্থানেই দেখিতেছি কাশীবামেব সহিত মূল মহাভাবতেব কথায় কথায় মিল আছে। এই অর্জ্জুন চবিত্র সম্বন্ধে সিংহ মহাশয় মূল অনুবাদ দেখাইতেছেন "এই আশ্চর্য্য পবম পবিত্র ফাল্গুন চবিত্র যিনি শ্রবণ কবেন তাঁহাব মন কদাপি পাপকার্য্যে লিপ্ত হয় না"—কাশীবামেব পযাবে আছে।

অর্জ্জুনেব চবিত্র যে জন শুনে গায়।
কদাচিৎ তাঁব চিত্তে পাপ নাহি যায়।

ইত্যাদি—আমবা পূর্ব্বেও বহু স্থানে ইহা দেখাইয়াছি। বলিতেছিলাম অর্জ্জুন চবিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দব।

৫ম অংশ।

ইন্দ্রলোক লোমশমুনি ও অর্জ্জুন

এবং কুরু পাণ্ডব সংবাদ।

অর্জ্জুন এখন ইন্দ্রলোকে বাস কবিতেছেন। এই অর্জ্জুনই পুবাতন ঋষি নয়। ইঁনিই নাবায়ণ ঋষিব সহিত পুবাকালে বদবিকাশ্রমে বাস করিতেন। সম্প্রতি পৃথিবীব কার্য্যোপলক্ষে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহর্ষি লোমশ ইন্দ্র দর্শনে সুরপুবে আগমন কবিয়া ইন্দ্রেব অর্দ্ধাসনোপবিষ্ট অর্জ্জুনকে দেখিয়া মনে মনে অর্জ্জুন কে ছিলেন মর্ত্ত্যলোকে কেন আসিয়াছেন চিন্তা করিলে, ইন্দ্র ঋষিব নিকট ঐ সংবাদ প্রদান কবেন।

ইন্দ্র অর্জ্জুন সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন। পাতালপুর নিবাসী দানব নিবাত কবচগণ দেবতাদিগের প্রতি ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে অর্জ্জুন ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। "মহর্ষি আপনি একবার মর্ত্ত্যলোকে গমন করুন—রাজা যুধিষ্ঠির এক্ষণে কাম্যক বনে—তিনি যেন অর্জ্জুনের জন্য উৎকণ্ঠিত না হন—অর্জ্জুন সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অর্জ্জুন-সংবাদ দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত করিবেন।"

লোমশ মুনি ইন্দ্রকে নমস্কার করিয়া প্রস্থানোন্মুখ হইয়াছেন অর্জ্জুন তখন ইহাঁকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন মুনি! আপনি যাহাতে ধর্ম্মরাজের তীর্থ পর্য্যটন দান ধর্ম্মাদি সম্পন্ন হয় তাহার উপর কৃপা রাখিবেন এবং তীর্থ পর্য্যটন কালে ভীষণ রাক্ষসাদি হইতে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন।

কৌরবেরা অর্জ্জুন সংবাদ পাইল। স্বয়ং ব্যাসদেব সংবাদদাতা। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে মনোদুঃখ বিবৃত করিলেন—সত্যই আমার দুরাত্মা পুত্রগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে, অর্জ্জুনকে জয় করিতে পারে জগতীতলে এমন কেহই নাই। সঞ্জয় তখন কিরাতার্জ্জুনীয় সংবাদ প্রদান করিলেন—বলিলেন মহারাজ, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর অপমান কখন সহ্য করিবেন না। কপট দ্যূতেই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সঞ্জয় আরও সংবাদ দিলেন মধুসূদন পাণ্ডবদিগের বনবাস বৃত্তান্ত শ্রবণে কাম্যক বনে আগমন করিয়াছিলেন—তিনি ভবিষ্যৎ মহাযুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সারথ্য করিবেন—আপনি সমর্থ হইয়াও পুত্রদিগকে নিবারণ করিলেন না—কৃষ্ণার্জ্জুন মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিলে কুরুকুলের মঙ্গল কোথায়?

দ্রৌপদীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কেশব তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছেন—"দেবি বরবর্ণিনি! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন—আপনার ক্রোধই দুর্য্যোধনের জীবন নাশের নিদান—আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যাহারা অক্ষক্রীড়ায় আপনাকে জয়লব্ধা বলিয়া উপহাস করিয়াছিল ব্যাঘ্র ও পক্ষিগণ তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিবে, গৃধ্র ও গোমায়ুকুল তাহাদের রুধির পানে পরিতৃপ্ত হইবে—যাহারা সভাতলে আপনার কেশ কলাপ আকর্ষণ করিয়াছিল, ক্রব্যাদগণ তাহাদের ধরাতলশায়ী শরীর আকর্ষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কবলিত করিবে। আমি ঐ দুরাত্মাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া শোণিত প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করিব—আপনি স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিবেন।

পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইবে। ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ের পরিসীমা রহিল না।

ষষ্ঠ অংশ।

পাণ্ডবগণ ও মহর্ষি বৃহদশ্ব, নারদ ও তীর্থযাত্রা।

এখনও পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে অর্জ্জুনের অপেক্ষা করিতেছেন। সকলেই অর্জ্জুনের জন্য সন্তপ্ত। আশ্রমের নিকটেই একটি নির্জ্জন স্থান। স্থানটি নবীন তৃণাচ্ছাদিত। সকলেই পার্থকে উদ্দেশ করিয়া দুঃখ করিতেছেন। ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিতেছেন, বলিতেছেন মহারাজ—অর্জ্জুনের বাহুবলে আমরা শত্রু নিপাত করিব। আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। আমি এখুন জনার্দ্দনকে আনয়ন করি। দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিব। আমরা শত্রু সংহার করিলে আপনি না হয় পুনরায় বনে আগমন করিবেন ইহাতে আর দোষ কি? আর যদি কিছু অন্যায়ও হয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব। বিশেষ বেদ বাক্যে নিরূপিত আছে যে এক অহোরাত্র সম্বৎসর তুল্য। বিশেষ জগতে এমন স্থান কোথায় যেখানে আপনি আমাদিগকে লুক্কায়িত রাখিবেন? অজ্ঞাতবাস কিরূপে কাটিবে?

যুধিষ্ঠির ভীমের যুক্তি সুযুক্তি ভাবিলেন না—উত্তর করিলেন "ভীম! তুমি বলিতেছ কাল আগত হইয়াছে—তুমি ইহা বলিতে পার কিন্তু আমি উহা বলিতে অসমর্থ, কারণ অণুমাত্র মিথ্যাও আমার হৃদয়ে স্থান পায় না। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইতে আর বিলম্ব কি? তুমি শীঘ্রই পাপমতি দুর্যোধনকে বিনাশ করিবে।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় মহর্ষি বৃহদশ্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবেরা মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করিয়া অর্চ্চনা করিলেন। যুধিষ্ঠির তখন মহর্ষিকে আপন দুঃখের কথা জানাইলেন। বলিলেন, ভগবন্ আপনি এই ভূমণ্ডলে কি মাদৃশ কোন হতভাগ্য রাজাকে দর্শন করিয়াছেন—বা এরূপ রাজার কথা শ্রবণ করিয়াছেন?

মহর্ষি বৃহদশ্ব তখন ধর্ম্মরাজকে নিষধরাজ নলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। নল রাজা স্বীয় ভ্রাতা পুষ্কর কর্ত্তৃক কিরূপে দ্যূতে পরাজিত হইয়া দুঃখিত মনে ভার্য্যার সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন, কিরূপে রাজা স্ত্রীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন—নল শোকে একাকিনী দময়ন্তীর বিলাপ—পাগলিনীর মত

দময়ন্তীর বন ভ্রমণ—নল রাজার বাহুক বেশে ঋতুপর্ণ রাজার সারথিরূপে বাস—দময়ন্তীর স্বামীর উদ্দেশ—মহারাজ! নলরাজের দুঃখ তোমা অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল। তুমিও ধৈর্য্য ধারণ কর। সত্বরেই তোমার দুঃখের অবসান হইবে। মহর্ষি বৃহদশ্ব পাণ্ডবরাজকে অক্ষ বিদ্যা ও অশ্ব বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(কাশীরাম যে শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান দিয়াছেন, মহাভারতের এস্থানে ইহা নাই।)

প্রায়ই অনেক উগ্রতপা তপস্বী হিমালয় হইতে যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে আসিতেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে পার্থের উগ্রতপস্যার কথা শ্রবণ করিয়া পার্থ সমাগম জন্য আরও অস্থির হইয়া উঠিলেন। কাম্যকবন কাহারও ভাল লাগিল না। অর্জ্জুন বিরহে কাম্যক বন বড়ই অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। এই সময়ে মহর্ষি নারদ কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির নারদের নিকট তীর্থ পর্য্যটনের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ তীর্থ সম্বন্ধে ভীষ্ম—পুলস্ত্য সংবাদ প্রদান করিলেন।

মহাভারতের এই তীর্থ পর্ব্বাধ্যায় অতিশয় বিস্তীর্ণ। অনেক আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখনও হিন্দু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রাদির মহিমার সহিত গীতা পূর্ব্বাধ্যায়ের সংশ্রব আছে বলিয়া আমরা অতি সংক্ষেপে দুই এক কথায় ইহা শেষ করিব।

দরিদ্র কখন তীর্থ ভ্রমণ করিতে পারে না। আর ধনবান ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস, তীর্থাভিগমন এবং কাঞ্চন ও গোদান না করিয়াই দরিদ্র হয়।

তীর্থের মধ্যে পুষ্কর আদি। শত অগ্নিহোত্রের ফল যাহা, এক কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পুষ্কর বাসের ফল তাহাই। দ্বাদশ রাত্রি এ তীর্থে বাস করিবে। কুরুক্ষেত্র তীর্থ অতি প্রশস্ত। সর্ব্বপ্রকার প্রাণী সেই তীর্থ দর্শন মাত্র পাপমুক্ত হয়। কিন্তু বিনা ভক্তিতে অনিষ্টই ঘটে। যে ব্যক্তি সতত একরূপ কহে যে আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব সে ব্যক্তি সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হয়। কুরুক্ষেত্রের বায়ু-বিক্ষিপ্ত ধূলি, দুষ্কৃতকর্ম্মাকে পরম পদ প্রদান করে।

উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী, কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী। উপস্থিত সময়ে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কালে সরস্বতী নদী শুষ্কই থাকে।

ভীষ্মেৰ শৰশয্যাৰ স্থান এই সৰস্বতী পাৰ হইয়া যাইতে হয। বাণগঙ্গা তীর্থ এক স্থানে আৰ ভীষ্মেৰ শৰশয্যা স্থান বহুদূৰে। কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের শৰশয্যা স্থানে এক কুণ্ডে স্নান কৰায। কুণ্ডেৰ গাথনি দর্শনে মনে হয় উহা বহুকালেৰ।

মুঞ্জ বট তীর্থ মহাদেবেৰ স্থান। ৰামহ্রদ নামক স্থানে পৰশুৰাম ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল কৰিয়া পঞ্চহ্রদ নিবেশিত কৰিয়াছেন। পঞ্চহ্রদ ক্ষত্র-রুধিৰে পূর্ণ কৰিয়া ৰাম পিতৃ পিতামহেৰ তর্পণ কৰিয়াছিলেন। পিতৃ লোকেৰ বৰ হ্রদ তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত।

পুলস্ত্য ভীষ্মকে বহু তীর্থেৰ সংবাদ দিযাছেন। আৰও বলিয়াছেন পৃথিবীৰ মধ্যে নৈমিষাৰণ্য, অন্তৰীক্ষ মধ্যে পুষ্কৰ, এবং ত্রিলোকীর মধ্যে কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ।

তৰন্তুক অৰন্তুক ৰামহ্রদ এবং মচক্রুক এই কয়েক স্থানেৰ মধ্যবর্ত্তী দেশ কুরু-ক্ষেত্র সমন্ত পঞ্চক। উহাই পিতামহেৰ উত্তৰ বেদী।

নৈমিষ তীর্থ সম্বন্ধে উক্ত আছে যে ঐ তীর্থ সিদ্ধগণ নিষেবিত। একমাস ঐখানে বাস কৰিবে। পৃথিবীৰ সমস্ত তীর্থ নৈমিষ তীর্থে বর্ত্তমান ৰহিয়াছে।

গয়াতীর্থেৰ ও বহু প্রশংসা মহাভাৰতে দৃষ্ট হয়। ৰাজগৃহও পৰম তীর্থ। কনখল ও প্রযাগেৰ মাহাত্ম্য সর্ব্বাধিক কীর্ত্তিত হইযাছে। প্রয়াগে ভোগবতী নামে বাসকী তীর্থ আছে। প্রয়াগেৰ যে স্থানে গঙ্গা স্নান কৰিবে সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্র সদৃশ ফল লাভ হইযা থাকে। সত্য যুগে সকল স্থান, ত্রেতায় পুষ্কৰ, দ্বাপৰে কুরুক্ষেত্র কিন্তু কলিযুগে একমাত্র গঙ্গাই পুণ্য বিধাত্রী। যেমন কেশবেৰ পৰ দেব নাই ব্রাহ্মণেৰ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই সেইরূপ গঙ্গাৰ সদৃশ তীর্থ নাই। যে স্থানে গঙ্গা আছেন সেই যথার্থ দেশ।

পুলস্ত্য পিতামহ ভীষ্মকে তীর্থ সংবাদ প্রদান কৰিলেন আৰও বলিলেন যে পবিত্রাত্মা আস্তিক বেদাঙ্গ শাস্ত্রদর্শী সাধুব্যক্তি তীর্থে গমন কৰেন কিন্তু ব্রত বিহীন অকৃতাত্মা অশুচি তস্কর কুটিলমতি মানবেৰা তীর্থে গমন কৰে না। সত্যযুগে দেবগণ ধর্ম্মপথ অবলম্বন কৰেন কিন্তু অসুৰেরা উহা ত্যাগ কৰে। অধর্ম্মাচৰণে প্রথমে অভ্যুদয় হয় বটে, কিন্তু শেষে একবাৰে বিনাশ হয়। দেবগণ তীর্থে পর্য্যটন করেন অসুৰেরা করে না। অহঙ্কার প্রথমে অসুরের শরীরে প্রবেশ কৰে। অহঙ্কাৰ হইতে অভিমান, অভিমান হইতে

ক্রোধ, ক্রোধ হইতে নির্লজ্জতা তৎপরেই বিনাশ। অসুরগণ কলি কর্তৃক সমাক্রান্ত, অহংপূর্ণ, অভিমানী, ক্রিয়াবিহীন।

৭ম অংশ।

পাণ্ডবদিগের তীর্থ ভ্রমণ।

লোমশ মুনির নিকট পাণ্ডবেরা অর্জ্জুনের সংবাদ পাইলেন এবং মুনির সহিত ত্রিরাত্র কাম্যক বনে বাস করিলেন। ঐ সময়ে ব্যাসদেব, পর্ব্বত ঋষি ও নারদ ঋষি কাম্যক বনে আগমন করেন। সকলেই তীর্থ যাত্রায় পরামর্শ দিলেন এবং কতকগুলি নিয়ম বলিয়া দিলেন। তীর্থ যাত্রীর পক্ষে এই উপদেশ শুভজনক।

"মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া তীর্থযাত্রা করিতে হয়। মনের সরলতা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণগণ শারীরিক নিয়মকে মানুষ-ব্রত এবং মনোবিশুদ্ধিকে দৈবব্রত বলেন। মনের নির্দ্দোষিতাই শুচিতার পর্য্যাপ্ত কারণ। শান্ত স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া তীর্থ দর্শন করিতে হয়"। পাণ্ডবেরা মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী অতীত হইলে পুষ্যানক্ষত্রে তীর্থ দর্শনে নির্গত হইলেন। বহু ব্রাহ্মণ, দাস দাসী সঙ্গে চলিল। পাণ্ডবেরা প্রথমেই পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন।

প্রথমেই নৈমিষারণ্য। তথায় গোমতীতে স্নান দান তর্পণাদি করিয়া কন্যাতীর্থ গোতীর্থ কালকোটি ও বিষধবাধরে অধিবাস করিয়া বাহুদাতীর্থে স্নান করিলেন। পরে প্রয়াগে দেবগণের দেবযজন তীর্থে স্নান ও তথায় বাস করিয়া তপস্যা করিলেন তৎপরে গয়াশির পর্ব্বতস্থ মহীধর তীর্থে গমন করিলেন। তথায় ধরণীধর ব্রহ্মসর নামক তীর্থ আছে। ওখানে মহর্ষি অগস্ত্য যোগবলে কলেবর ত্যাগ করেন। পাণ্ডবেরা ঐস্থানে চতুর্ম্মাস্য ব্রত সাধনে ঋষিযজ্ঞ সমাধান করেন।

এই স্থানে দুর্জ্জয়া তীর্থে অগস্ত্যাশ্রমছিল। এই তীর্থবাস কালে মহর্ষি লোমশ পাণ্ডবদিগকে মহর্ষি অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ ও বাতাপি দানবকে জীর্ণ

করিবার কথা বিবৃত করেন। এবং বৃত্রাসুর বিনাশ কথাও বলিলেন। এই অগস্ত্যাশ্রমে ভাগীরথী যথা নিম্ন ক্রমে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নিপতিত হইয়া পন্নগ-বধূর ন্যায় শিলাতলে প্রসিষ্ট হইতেছেন। ওখান হইতে পাণ্ডবেরা ভৃগুতীর্থে গমন করেন তথা হইতে বধূসর নামক নদীতে গমন করেন। ঐ স্থানেই দীপ্তোদ তীর্থ। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া পরশুরাম স্বীয় তেজ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ঐ তীর্থে স্নান করিলেন এবং তাঁহার শরীর কান্তি অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। লোমশ মুনি এই স্থানে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরশুরামের তেজঃ হরণ ব্যাপার বর্ণনা করেন। মহর্ষি লোমশ আরও বিন্ধ্য পর্ব্বতের দর্প চূর্ণ ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বর্ণনা করেন।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ব্যাপার মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে।

"মহারাজ ভগীরথ দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রণতি পূর্ব্বক প্রযত-চিত্তে গঙ্গাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন পবিত্রতোয়া পরম রমণীয়া ভাগী-রথী -ভগীরথ ধ্যান করিয়াছেন এবং ঈশানও সমুপস্থিত আছেন অবলোকন করিয়া সহসা গগন হইতে বিচ্যুত হইলেন"। বিজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আজকাল লোকে ইহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ও ব্যোম ইহাদের দুইটি করিয়া দেহ। এক দেহ জড়ের মত দেখায় অন্য দেহ রূপবিশিষ্ট। হিমা-লয়ের মূর্ত্তি, গঙ্গার মূর্ত্তি পৃথিবীর মূর্ত্তি, জলের মূর্ত্তি, বায়ুর মূর্ত্তি, অগ্নির মূর্ত্তি শাস্ত্রে সর্ব্বত্র দেখা যায়। যখন তোমার জীবাত্মা জড় দেহ আশ্রয়ে চলিতে ফিরিতে পারে তখন ইহার দেহ, ইহার আকার এক, আর স্বরূপ অন্যরূপ, তবে ইহাদের যে দুইটি করিয়া মূর্ত্তি থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক গঙ্গার তরঙ্গ বড়ই সুন্দর।

"দেব মহর্ষি উরগ ও যক্ষগণ গঙ্গা গগন প্রচ্যুত হইতেছেন জানিয়া সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে দর্শন করিতেছেন। তখন মহাবর্ত্তযুক্তা মীন গ্রাহ প্রভৃতি জলজন্তু সমূহ সঙ্কুলা গঙ্গা গগন হইতে নিপতিতা হইতে লাগিলেন। শূলপাণি স্বর্গ নিপতিত গগনমেখলা গঙ্গাকে মুক্তাময়ী মালার ন্যায় ললাট দেশে ধারণ করিলে তিনি ত্রিধারা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদীয় নির্ম্মল নীরে ফেনপুঞ্জ ব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন মরালকুল কেলি করিতেছে। ফেনপটলসংবৃতাঙ্গী সুরনদী কোন স্থানে কুটিলগতি, কোন স্থানে বা স্খলিত হইয়া প্রমত্তা প্রমদার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন এবং কোন স্থানে বা

তোয় শব্দ দ্বারা মধুর ধ্বনি করিতে লাগিলেন।" এখানে যে গঙ্গার কথা উল্লেখ করিতে আমরা বাধ্য হইলাম সে কেবল বিশ্বাসীর জন্য। অবিশ্বাসীর বাক্যে লেখকের মত অল্প বিশ্বাসী গঙ্গা ভক্তিতে সন্দেহবান না হয়েন ইহার জন্য এই কথার উত্থাপন। ভগবান ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্কর,—শত শত জ্ঞানী, শত শত ভক্ত, শত শত কবি ভক্তিভরে গঙ্গার স্তব করিয়া গিয়াছেন সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন "মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব নরো ভবাব্ধৌ"। কেহ বলিতেছেন —

"মাতঃ শৈলসুতে শম্ভু সঙ্গ মিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলি
ত্বত্তীরে বপুষোহবসান সময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রি দ্বয়ম্।
সানন্দংস্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণ প্রয়াণোৎসবে
ভূয়াৎ ভক্তি রবিচ্যুতা হরিহর দ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী।"

কবি কত আদর করিয়া বলিতেছেন।

কতাক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপি দ্বিপানাং ত্বচঃ,
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধা ধামশ্চ খণ্ডাঃ কতি
কিঞ্চ ত্বঞ্চ বদামি ত্রিলোক জননি ত্বদ্বারি পূরোদরে
মজ্জজ্জন্তু কদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈকমাদায় যৎ

জীবে এই গঙ্গা লাভ করুক গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গী দাঁড়াইয়া দেখিতে কলনাদিনীর তরঙ্গ ঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে স্বরূপ চারুনেত্রা চন্দ্রাযুতসমপ্রভা ত্রিলোকনমিতা মাতা শৈলসুতার ধ্যান করুক—প্রাণ ভরিয়া পদারবিন্দে গান করুক কাতর প্রাণে প্রার্থনা করুক

"হরপাদপদ্ম তরঙ্গিনী গঙ্গে হিম বিধুমুক্তা ধবল তরঙ্গে
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগর পারম্।"

জীব সহজেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া সুখ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে সাধু বাক্যই আমাদের আশা। সাধু বাক্য নিষ্ফল হয় না।

ত্রিপথগা গঙ্গার বিষয় শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নন্দা অপরনন্দা পার হইলেন সম্মুখেই হেমকূট পর্ব্বত। ব্যাসদেব এই বনপর্ব্বে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন এই পর্ব্বের প্রাকৃতিক বর্ণনায় সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়।

হেমকূট পর্ব্বতে কোন প্রকার শব্দ করিলেই মেঘধ্বনি হয় এবং শব্দকারীর উপরে প্রস্তর বর্ষিত হয়। ঋষভ ঋষি তপস্যার জন্য এই স্থান নির্জ্জন করিয়া-

ছিলেন। এই স্থান কাদম্বিনী সমীরণ বদ্ধ এবং সহস্র সহস্র উপলখণ্ড সঙ্কুল। সর্ব্বদা এস্থান স্বাধ্যায়-সংঘোষনিনাদিত অথচ কোন লোক দৃষ্ট হয় না। এস্থানে আসিবামাত্র অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ আইসে। পর্ব্বত অতি দুরারোহ। পাণ্ডবেরা নন্দাতে স্নান করিয়া কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন, কৌশিকীর অনতিদূরে বিশ্বামিত্রের আশ্রম এবং কশ্যপের আশ্রম। এই স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। লোমপাদ রাজা এই স্থান হইতে অঙ্গরাজ ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্য চম্পা নগরীতে লইয়া গিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণ করেন।

কৌশিকী তীর্থ করিয়া পাণ্ডবেরা গঙ্গা সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। ওখানে স্নান করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ দেশে বৈতরণী নদী প্রবাহিত, বৈতরণীর উত্তর তীর স্বর্গ প্রাপ্তির সুগম পথ। সকলে বৈতরণীতে তর্পণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে নিশা যাপন করিলেন।

মহেন্দ্র পর্ব্বতে যুধিষ্ঠিরের সহিত ভৃগু অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ও কশ্যপের পরিচয় হয়। যুধিষ্ঠির পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ কামনায় ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণ তখন পরশুরাম ও কার্ত্তবীর্য্যের চরিত্র কীর্ত্তন করিলেন। দত্তাত্রেয় বরে কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু হইয়াছিল. পরশুরাম ঐ বাহু সমূহ ছেদন করিয়া কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করেন।

ভৃগুর পুত্র ঋচীক সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করিয়া গাধি রাজ কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সত্যবতী আপন শ্বশুর ভৃগুর নিকট হইতে নিজের ও নিজের জননীর জন্য দুই চরু প্রাপ্ত হয়েন; এবং ঋতুস্নাতা হইয়া সত্যবতী উডুম্বর বৃক্ষকে এবং তাঁহার জননী অশ্বথ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিলেই উভয়ে মনোনীত পুত্র প্রাপ্ত হইবেন বর লাভ করেন। মাতা ও কন্যা বিপরীত চরু ভোজন ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করেন। মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন পুত্র ও কন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন প্রবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইবার কথা শ্রবণ করেন। সত্যবতী নিজের দোষ স্বীকার করেন ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যেন তাঁহার পৌত্র ঐরূপ ক্ষত্রিয় হয় ভৃগু তাহাই আশীর্ব্বাদ করেন। তাহাতেই সত্যবতী হইতে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। রেণুকার গর্ভে জমদগ্নির পাঁচ পুত্র হয়। পরশুরাম সর্ব্ব কনিষ্ঠ। রেণুকা চিত্ররথ নামক রাজ দর্শনে কাম মোহিত হয়েন তজ্জন্য পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম তাঁহার শিরচ্ছেদ করেন। রেণুকা আবার পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য একদিন জমদগ্নির

আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পুত্রগণের অনুপস্থিতি কালে কামধেনু বৎস বল-পূর্ব্বক অপহরণ করেন। রাম এই অপরাধে কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করেন কিন্তু রামের অনুপস্থিতিকালে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ জমদগ্নিকে বিনাশ করেন। এই অপরাধে রাম এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন এবং সমন্ত পঞ্চকতীর্থে রুধিরময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করেন। সত্যবতীর মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণ উদ্দেশে প্রদত্ত চরুর ফল বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়াগর্ভে জন্মিয়াও এই জন্য ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির চতুর্দ্দশীতে রামের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। পরে সকলে মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁহারা দ্রাবিড় দেশে অগস্ত্য তীর্থ ও নারী তীর্থে স্নান দানাদি করেন। তৎপরে সমুদ্রতীরে সূর্পারক তীর্থ হইয়া এক অরণ্যে প্রবেশ করেন। ওখান হইতে সকলে প্রভাসে আগমন করেন। এই স্থানে যুধিষ্ঠির জল ও বায়ু আহারে তপস্যা করেন। যদুপতি রাম ও কৃষ্ণ এই সংবাদ শ্রবণে সসৈন্যে তথায় আগমন করিলেন। যাদবেরা পাণ্ডবদিগের দুঃখ দেখিয়া দুর্য্যোধন বিনাশে সঙ্কল্প করেন। কৃষ্ণপরামর্শে উহা হইতে নিরস্ত হয়েন।

কৃষ্ণ দ্বারকা গমন করিলে পাণ্ডবেরা পয়োষ্ণী নদীতীরে গমন করেন। তথা হইতে বৈদুর্য্য পর্ব্বত নর্ম্মদা ও মহানদী দর্শন করেন। লোমশ মুনি এই স্থানে শর্য্যাতি যজ্ঞে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রের সহিত কিরূপে সোমরস পানের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন তাহা বর্ণন করেন। চ্যবন মুনি শর্য্যাতি কন্যা সুকন্যাকে লাভ করিয়া উক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ওখান হইতে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পাণ্ডবেরা ইন্দ্র প্রস্রবণে উপস্থিত হয়েন। সম্মুখস্থ পর্ব্বত প্রদেশে মান্ধাতার যজ্ঞস্থান। এই স্থানে লোমশমুনি মান্ধাতার ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগকেই যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতার দেবযজনস্থান বলে। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সোমক এবং অম্বরীষের যজ্ঞ ভূমি। এই স্থান হইতে পাণ্ডবেরা পঞ্চরামহ্রদ ও নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। ইহাই কুরুক্ষেত্রের দ্বার স্বরূপ।

বন পর্ব্বে আমরা কুরুক্ষেত্রের যে সীমাপ্রাপ্ত হইতেছি তাহাতে জানা যায় কুরুক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কুরুক্ষেত্রের দ্বার স্বরূপ যমুনা তীরগত প্লক্ষাবতরণ তীর্থ কথাত্তির [illegible] এই স্থানে ভরত রাজা ও রাজা মরু যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। প্রজাপতির [illegible]

যোজন আয়তা বেদী ও কুরুর ক্ষেত্র এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ওখান হইতে সরস্বতী, সিন্ধুতীর্থ, প্রভাসতীর্থ অতিক্রম করিয়া পাণ্ডবেরা বিপাশাতীরে গমন করেন। বশিষ্ঠ ঋষি পাশবদ্ধ হইয়া পুত্রশোকে ঐ নদীতে নিমগ্ন হয়েন এবং পাশমুক্ত হইয়া উত্থিত হয়েন বলিয়া উহার নাম বিপাশা। লোমশমুনি তৎপরে পাণ্ডবদিগকে কাশ্মীর মণ্ডল দেখাইয়া বলিলেন এই স্থান দিয়া মান সরোবরে যাইতে হয়

পাণ্ডবেরা ক্রমে ক্রমে উশীরবীজ মৈনাকশ্বেত ও কাল শৈল পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। এই স্থানে গঙ্গা সপ্তধা বিভক্ত। তাহার পরেই দুর্গম মন্দর গিরি, তৎপরেই অতি দুর্গম কৈলাস পর্ব্বত। লোমশ মুনি এই স্থানে গঙ্গা স্তব করিলেন এবং দুর্গম বলিয়া পাণ্ডবদিগকে সাবধানে আসিতে বলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির এই গঙ্গাদ্বারে অন্য সকলকে রাখিয়া আপনি, নকুল ও লোমশ মুনি সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে আনিতে যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু পাঞ্চালীর অর্জ্জুনদর্শনলালস, নির্ব্বাতিশয় প্রবল কেহই গঙ্গাদ্বারে অবস্থান করিতে স্বীকার করিলেন না; ভীম তখন সেই বিষম দুর্গম রাক্ষসসমাকীর্ণ পর্ব্বত সকলকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিলেন। বিনা তপস্যায় গন্ধমাদন পর্ব্বত পার হওয়া যায় না। লোমশ মুনি তপঃপ্রভাবে সকলকে পর্ব্বতপার করিবেন আশ্বাস দিলেন সে দিন সন্ধ্যা আসিল। সকলে সে রাত্রি সুবাহু রাজ্যে বাস করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আরও উপরে চড়িতে লাগিলেন।

সম্মুখেই আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনী। আকাশগঙ্গা অভিবাদন করিয়া পর্ব্বত প্রমাণ নরকাসুরের অস্থি সন্দর্শন করিয়া সকলে গন্ধমাদনে উপস্থিত হইলেন।

দুরারোহ এই গন্ধমাদন পর্ব্বত। তাহাতে আবার রাক্ষসাদির ভয়। পাণ্ডবেরা সসজ্জ হইয়া গন্ধমাদনের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। সহসা এক প্রচণ্ড বাত্যা সমুত্থিত হইল, চারিদিকে পত্র ও ধূলিজালে ধরাতল ও নভোমণ্ডল আচ্ছাদন করিল। পাণ্ডবেরা প্রস্তরচূর্ণমিশ্রিত সমীরণ দ্বারা আহত হইতে লাগিলেন। অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না। কে কোথায় রহিল কেহই জানিতে পারিল না। অগণিত ভূপতিত ভগ্ন বৃক্ষ শব্দে মনে হইতে লাগিল যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে অথবা ভূধর বিদীর্ণ হইতেছে। এই দুর্য্যোগে কেহ বৃক্ষ, কেহ বা সন্নিহিত উন্নত বল্মীক হস্ত দ্বারা আশ্রয় করিলেন।

ভীম কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দ্রৌপদীর সহিত এক বৃক্ষ আশ্রয় করিলেন। ধর্ম্মরাজ ও ধৌম্য এক মহাবনে প্রবিষ্ট হইলেন। সহদেব নকুলাদি কেহ বা পর্ব্বতের এক দেশে রহিলেন কেহ বা বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে ঝড় থামিল; তখন মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, শত শত অশনি পাত হইতে লাগিল—ক্ষণে ক্ষণে আশু বিনশ্বর ক্ষণপ্রভা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। ইহার উপর শিলাবৃষ্টি দেখিতে দেখিতে গিরিনদীর জল বাড়িয়া উঠিল—চারিদিকে মহীরুহগণ আকর্ষণ পূর্ব্বক কল কল শব্দ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্য উঠিল পাণ্ডবেরা তখন সমাগত হইলেন ক্রমে এক ক্রোশ চলিলেন পথ হিমদুর্গম সমবিষম। দ্রৌপদী মূর্চ্ছিতা হইলেন. ধৌম্য রক্ষোঘ্ন মন্ত্রজপ রক্ষোঘ্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন সংজ্ঞা লাভ হইতে সকলে পরামর্শ করিয়া ঘটোৎকচকে স্মরণ করিলেন

রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণদিগকে ও অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে বহন করিল ও ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে স্কন্ধে করিল সকলে বিশালা বদরীতে পৌঁছিলেন। তথা হইতে উত্তর কুরু অতিক্রম করিয়া কৈলাসসন্নিহিত নরনারায়ণাশ্রম দর্শন করিলেন। আশ্রমে শত শত বৃক্ষ—বৃক্ষে বৃক্ষে অবিরল কোমল পল্লবাবলী—সকল বৃক্ষই স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্ন—বিহগকুলসমাকুল বিশালশাখাশালী মহর্ষিসেবিত। সেখানকার বদরীতরু কণ্টকশূন্য সুজাতস্কন্ধ নিতান্ত মনোহর। আশ্রম দংশ মশক বিরহিত, বহুমূলফলসংযুক্ত স্বভাবতঃ সমতল ও মৃদুস্পর্শ দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ঐ স্থানে বাস করেন।

রাক্ষসস্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া পাণ্ডবেরা আশ্রম সন্দর্শন করিলেন অনেক মহর্ষি সন্দর্শন করিলেন। সকলে ভাগীরথী জলে স্নান করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন।

৮ম অংশ।

ভীম ও হনুমান্।

পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয় দর্শনাভিলাষে ছয় রাত্রি ঐ স্থানে বাস করিলেন। অকস্মাৎ একদিন দ্রৌপদীর নিকট একটী পদ্ম নিপতিত হইল। পদ্মটি সহস্রদল ও সূর্য্য-সন্নিভ। চারিদিক গন্ধে আমোদিত হইল। দ্রৌপদী ভীমকে ঐরূপ বহু পদ্ম প্রার্থনা করিলেন। দ্রৌপদী ঐ সমস্ত পদ্ম কাম্যকবনে লইয়া যাইবেন অভিলাষ জানাইলেন

ভীম গন্ধমাদনসানুতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুদূর গমন করিলে এক বহু যোজন বিস্তৃত সুরম্য কদলীবন দেখিলেন এই খানে হনুমানের সহিত ভীমের সাক্ষাৎকার হইল। ভীমকে হনুমান রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন এবং নিজরূপ দেখাইলেন। মহাবীর আরও বলিলেন ভ্রাতঃ তুমি স্বীয় আবাসে গমন কর-কোন কথা উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিও আমি যে এ স্থানে আছি কুত্রাপি প্রকাশ করিও না আমি তোমার মানুষগাত্র স্পর্শে সেই রঘুনন্দন সীতাননসরোরুহ দিবাকর [illegible] রামচন্দ্রকে স্মৃতি পথে সন্দর্শন করিতেছি যদি বল তবে আমি এখনই হস্তিনানগরে গমন পূর্ব্বক প্রস্তরাঘাতে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনষ্ট [illegible] লঙ্ঘন করিয়া [illegible]

ভীম আপ্যায়িত হইলেন। তখন হনুমান বলিলেন আমি যুদ্ধকালে অত্যুচ্চস্বরে তোমার স্বর উচ্চতর করিব এবং ধনঞ্জয়ের ধ্বজে থাকিয়া এমন ভয়ানক চীৎকার করিব যে সেই চীৎকারই শত্রুগণের কালান্তক হইবে এবং তাহাতেই তোমরা শত্রুগণকে সমরশায়ী করিবে

হনুমান্ কুবেরসরসীর পথ দেখাইয়া দিলেন ভীমের সহিত কুবেরানুচরগণের যুদ্ধ হইল। ভীম বলপূর্ব্বক পদ্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এ দিকে দ্রৌপদীর মুখে ভীমের কুবেরসরসীতে পদ্ম আনয়ন করিতে গমন কথা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হইলেন। তখন ঘটোৎকচ সহায়ে সকলে ভীমের নিকট গমন করিলেন। সেই স্থানে কুবেরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কুবেরের অনুমতি লইয়া পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন সানুতে কতিপয় দিবস ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা

অন্যত্রও উপরে সিদ্ধগণ সেবিত বৈশ্রবণাবাসে গমন করিতে সঙ্কল্প করেন কিন্তু আকাশ বাণীর নিষেধ শ্রবণে পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কৈলাস পর্ব্বতে এই আশ্রম। এই স্থানে ভীম জটাসুর রাক্ষস বধ করেন। পাণ্ডবেরা পুনরায় উত্তর দিকে গমন করেন। রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম পার হইয়া মাল্যবান পর্ব্বতে উপস্থিত হয়েন এবং তথা হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে কিছুদিন বাস করেন। এখানেও ভীমের সহিত পর্ব্বতসানুপ্রদেশস্থ যক্ষগণের যুদ্ধ হয়। শেষে কুবের স্বয়ং যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত হয়েন এবং পাণ্ডবদিগকে অভয় প্রদান করেন। এই স্থানে পাণ্ডবেরা কুবের মুখে অর্জ্জুনের সংবাদ শ্রবণ করেন।

পাণ্ডবেরা কিছুদিন ঐ পর্ব্বতে বাস করে। ওখান হইতে সুমেরু পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। চন্দ্র সূর্য্য ঐ পর্ব্বতের চারিদিকে ঘুরিতেছেন দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্তর্ষি এই সুমেরুতে প্রতিষ্ঠিত।

পঞ্চমবর্ষ শেষ হইলে অর্জ্জুন গন্ধমাদনে আগমন করিলেন

৯ম অংশ।

অর্জ্জুন মিলন

বহুদিনের পর পঞ্চ পাণ্ডব মিলিত হইলেন অর্জ্জুনের মস্তকে কিরীট, গলদেশে ইন্দ্রদত্ত মালা। মাতলিপরিচালিত ইন্দ্ররথে জলদের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী মহতী উল্কার ন্যায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতে করিতে অর্জ্জুন যখন গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরোহন করেন তখন পাণ্ডবেরা আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও সম্মান করিলে পাণ্ডবেরা ইন্দ্ররথ প্রদক্ষিণ করিলেন।

মাতলি বিদায় হইল। অর্জ্জুন ইন্দ্রদত্ত মহামূল্য আভরণ সকল দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন এবং আপনার অস্ত্র শিক্ষার পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন।

অনুভূত হয় না। স্বচ্ছসলিলা তীব্রবেগবতী স্রোতস্বতী সকল অরণ্যানী মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সগৌরবে ছুটিয়া চলিল। দর্দুরগণ দর্পিত হইয়া উঠিল। বরাহ মৃগ ও পক্ষিগণ আনন্দনিনাদ করিল। চাতক ময়ূর ও পুংস্কোকিলগণ আনন্দ নিনাদ করিল। বিবিধ নীরদ-রবানুনাদিত বর্ষাকাল—পাণ্ডবেরা নারায়ণাশ্রমে এই কাল কাটাইলেন।

বর্ষার পর শরৎ। অরণ্য, পর্ব্বতশৃঙ্গ, প্রচুরতৃণসমাচ্ছন্ন। নিম্নগা স্বচ্ছ-সলিলা। আকাশ নির্ম্মল। নক্ষত্র বড় উজ্জ্বল। বিভাবরী জলধরশীতল—নক্ষত্র-শশাঙ্কমণ্ডলে শোভাবতী। ক্রৌঞ্চ হংস সারস ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে। কুমুদ, কুবলয় কহ্লারে নদী পুষ্করিণী অলঙ্কৃত। নদী বড় প্রশান্ত দর্শন। বেতস-লতা-সঙ্কুল-নীল-তট শালিনী সরস্বতী তীরে ভ্রমণ করিয়া পাণ্ডবেরা নূতন-সুখ উপভোগ করিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর পরে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আগমন করেন।

কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের শাস্তির কথা আলাপ করিতেছেন এমন সময়ে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক এক মহর্ষি সেই স্থানে আগমন করিলেন। ইনি মার্কণ্ডেয়।

বহু বর্ষ বয়স্ক এই মহাতপা মার্কণ্ডেয় কিন্তু দেখিতে পঁচিশ বর্ষ বয়স্ক মনে হয়। মার্কণ্ডেয় অজর অমর।

সকলে মার্কণ্ডেয়ের অর্চ্চনা করিলেন। কৃষ্ণ তখন মার্কণ্ডেয় মুখে ভূপতি, স্ত্রী ও ঋষিদিগের সদাচার ব্যবহার শুনিবার ইচ্ছা জানাইলেন। সত্যভামা ও দ্রৌপদী বড়ই আগ্রহ জানাইলেন।

সকলে উৎসুক হইয়া আছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। সভার বড়ই শোভা হইল। বহু উপাখ্যান হইবে—একটী সময় নির্দ্ধারিত হইল।

সভার শ্রোতা ও বক্তা—সকলেই বিজ্ঞ। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিলেন—ভগবান্! আমাদের দুঃখ এবং ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের সমৃদ্ধি দেখিয়া মনে হইতেছে শুভ ও অশুভ কর্ম্মকারী কেমন করিয়া স্বকর্ম্মফল ভোগ করে? কি প্রকারেই বা আমরা ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি? তিনি যে দয়াময় কৈ তাহা অনুভূত হয়? কি নিমিত্ত সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়? দেহ ত্যাগের পরেই বা সুখ দুঃখের ভোগ কিরূপে হয়? মৃত ব্যক্তির কর্ম্ম কলাপ কোথায় থাকে?

মার্কণ্ডেয়—পূর্ব্বে নরগণ স্বর্গবাসী, নির্ম্মল শরীর ও স্বেচ্ছামরণ ছিল, ক্রমে ধরাতলচারী হইয়া কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হয় এবং নিরন্তর অশুভ কর্ম্ম দ্বারা দুরাত্মা হইয়া নাস্তিক হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ জন্মমরণস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জ্ঞান নষ্ট হইয়া গেল—ইহারা সর্ব্বদা শঙ্কিতচিত্ত—বহুব্যাধি সঙ্কুল অল্পায়ু ও সর্ব্ব কামের অভিলাষী হইয়া উঠিল। দুষ্কৃত মনুষ্যের কর্ম্ম, ছায়ার ন্যায় তাহাদের অনুগমন করে। কিন্তু জ্ঞানবান্‌ব্যক্তি সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বসুখী। এই মার্কণ্ডেয় সমস্যাতে বহুবিধ শাস্ত্র কথা আছে। যাঁহারা জ্ঞানেচ্ছু তাঁহারা মূলে ইহা পাঠ করিবেন। যাঁহারা তপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন—যাঁহারা স্থির-ব্রত, জিতেন্দ্রিয়, রোগরহিত, তাঁহারাই ঋষি। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁহারা কি জায়মান, কি ভ্রাম্যমাণ, কি গর্ভস্থ, কি আত্মা, কি পর সকলকেই বোধ করিতে পারেন। তাঁহারা কর্ম্মভূমি এই পৃথিবীতে আসিয়া আবার সুরলোকে গমন করেন। মনুষ্য কিছু বা দৈবাৎ, কিছু বা হঠাৎ, কিছু বা স্বীয় কর্ম্মফল দ্বারা লাভ করেন।

কর্ম্ম সর্ব্বদাই লোকের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। যাঁহারা ইহলোকে ধনবান্‌ হইয়া নিরন্তর কায়িক সুখ ও অঙ্গভূষায় ব্যস্ত—ক্রীড়া কৌতুক ভিন্ন অন্য কিছুই যাঁহাদের করণীয় নহে—তাঁহাদের পরলোকে সুখ নাই। ইহাদের সীমা ইহলোক পর্য্যন্ত।

যাঁহারা যোগী, তপস্যানুরক্ত, স্বাধ্যায়শীল, জিতেন্দ্রিয়, প্রাণীবধে পরাঙ্মুখ—তপঃক্লেশে দেহ জর্জ্জরিত করেন—তাঁহাদের সুখ পরকালে, ইহকালে হয় না।

যাঁহারা প্রথমে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতঃ ধনলাভ করিয়া যথাকালে গার্হস্থ্য আশ্রয় করেন এবং যোগাদি অনুষ্ঠানে রত থাকেন, তাঁহাদের ইহ ও পরকালে সুখলাভ হয়।

আর যাঁহারা বিদ্যা, তপস্যা, দান ও অপত্যোৎপাদনে যত্ন করেন না তাঁহারা কি ইহলোকে কি পরলোকে সর্ব্বত্র সুখে বঞ্চিত হয়েন।

রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে মার্কণ্ডেয় হৈহয় রাজগণ বেণ্য রাজা ও অত্রি, তার্ক্ষ্য ও সরস্বতীর ধর্ম্ম কথা, মৎস্যরূপী প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং বিবস্বতমনুর নৌবন্ধন স্থানে নৌকা রক্ষা, প্রলয় ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করিলেন। মার্কণ্ডেয় চিরজীবি—তিনি কলিযুগের মানবের অবস্থা কি হইবে তাহাও বর্ণনা করিলেন। মার্কণ্ডেয় কলিযুগের মানবের সম্বন্ধে যাহা ভবিষ্যৎ উক্তি করিয়াছেন তাহা আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছি।

ঋষিগণের দূরদৃষ্টি দেখিয়া বুঝিতেছি—তাঁহারা যাহা যাহা বলিয়াছেন সমস্ত সত্য।

তাঁহারা বলিয়াছেন কলিতে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রাচার করিবে, শূদ্র ধনী হইয়া ক্ষত্র-ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে। ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ে জলাঞ্জলি দিবে। দণ্ড অজিন বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বভক্ষ হইবে, জপ ত্যাগ করিবে। শূদ্র জপপরায়ণ হইবে। রাজগণ মিথ্যাচারী ও পাপাসক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে। মানুষ অল্পায়ু, অল্পবল, অল্পসার, অল্পসত্যভাষী হইবে। সকলে কপট ব্রহ্মবাদী হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ভো বলিয়া সম্বোধন করিবে এবং আর্য্য বলিয়া ডাকিবে। গন্ধ দ্রব্যের তাদৃশ গন্ধ থাকিবে না। সকলেই আচারভ্রষ্ট ও অনেক অপত্যশালী হইবে। কামিনীগণ আপন সুখে দুষ্কর্ম্ম করিবে। চারিদিক লম্পট ও বেশ্যাপূর্ণ হইবে। সর্ব্বত্র কপট ধর্ম্ম চলিবে। লোক কেবল মাংস ও শোণিত বর্দ্ধনের চেষ্টা করিবে। আশ্রম, পরান্নভোজী পাষণ্ড সমাকীর্ণ হইবে। সর্ব্বত্রই অপবিত্র হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণ বাণিজ্যোপজীবী হইবে এবং মুনিগণের ন্যায় নখ রোম ধারণ করিয়া ছদ্মবেশী হইবে। অর্থলোভে বৃথাচার মদ্যপায়ী এবং গুরুতল্পগামী হইবে। ধনরক্ষককে ফাঁকি দিবে। কামিনীগণ ৭।৮ বর্ষে গর্ভবতী হইবে, পুরুষ ১০।১২ বৎসরে পুত্রোৎপাদন করিবে—১৬ বর্ষেই জরাগ্রস্ত হইয়া পঞ্চত্ব পাইবে। বালক বৃদ্ধের ন্যায় ও বৃদ্ধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিবে। রমণীগণ দাস ও পশুদিগের দ্বারা ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবে। কি বীরপত্নী কি অন্য মহিলা পতি বর্ত্তমানেও পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে। ইহার পরেই বহু বর্ষ ধরিয়া অনাবৃষ্টি, পরে অতিবৃষ্টি হইয়া চারিদিক জলপ্লাবিত হইবে। আমি তখন নারায়ণকে বটপত্রশায়ী দেখিব। তাঁহার মায়ায় তাঁহার উদরে জগৎ নিরীক্ষণ করিব। তখন ভগবান্ আমার নিকট আত্ম প্রকাশ করিবেন এবং পুনরায় জগৎ সৃষ্টি দেখিব।

যুধিষ্ঠির পুনরায় সৃষ্টি সংহার ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন—মার্কণ্ডেয় পুনরায় কলির অবস্থা বর্ণনা করিলেন সেই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীর অধিকাংশই সফল হইয়াছে—অবশিষ্ট সমস্তই পূর্ণ হইবার লক্ষণ আমরা দেখিতেছি। মার্কণ্ডেয় আরও বলিতে লাগিলেন—

কালক্রমে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণগৃহে এই ভগবান্ জনার্দ্দন কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করিবেন—ম্লেচ্ছাচারিগণ উৎসাদিত হইবে—আবার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রাজা যুধিষ্ঠির কোন্ ধর্ম্মে থাকিয়া প্রজাপালন করিব এই প্রশ্ন করিলে তিনি তখন আবার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। পুনরায় ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য রাজা পরীক্ষিতের ইতিহাস কীর্ত্তন করিলেন। বামদেবের কথা, মহাতপা বকের কথাও সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্যের পরে রাজন্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। রাজা ও নহুষাত্মজ যযাতি বৃষদর্ভ ও সেদুক রাজার কথা বর্ণনা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন আপনা অপেক্ষা প্রাচীন কে? এই কথার উপলক্ষে মার্কণ্ডেয় মুনি নানা প্রকার উপদেশের কথা উত্থাপন করিলেন।

আমরা শৌচ সম্বন্ধে ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের উপদেশের কথা মাত্র উল্লেখ করিব।

শৌচ তিন প্রকার বাক্‌শৌচ, কর্ম্মশৌচ, এবং জলশৌচ। অতি পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র গুণ কীর্ত্তন এবং সৎসঙ্গ দ্বারা মনুষ্য নির্ম্মল হয়। চিত্ত শুদ্ধি বিনা ত্রিদণ্ডধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভারবহন, শিরোমুণ্ডন, ব্রত, অগ্নিহোত্র অরণ্যবাস, শরীরের শোষণ, সমস্তই মিথ্যা।

যাঁহারা মন বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা কদাচ পাপ না করেন তাঁহাদের অনশন দ্বারা শরীর শোষণ নিষ্প্রয়োজন।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পবিত্রভাবযুক্ত ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই পাপক্ষয় হয় না। পাপক্ষয় হইলে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়। তীর্থ সেবায় পাপক্ষয় হয়, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়।

আমরা বাহুল্যভয়ে ধুন্ধুমার প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিলাম না। পতিব্রতা ধর্ম্ম কীর্ত্তনকালে মার্কণ্ডেয়, কৌশিক ব্রাহ্মণ, পতিব্রতা স্ত্রী এবং ধর্ম্মব্যাধের কথায় যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন আমরা কতক কতক তাহার উল্লেখ করিব।

কৌশিক ব্রাহ্মণ তপোবনে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন। তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন। ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের গৃহে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গৃহে ছিলেন না। তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী ভিক্ষানয়ন জন্য গৃহমধ্যে গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বাহিরে দাঁড়াইয়া।

পতিব্রতা ভিক্ষা পাত্র পরিষ্কার করিতেছেন এমন সময়ে স্বামী আসিলেন। স্বামী ক্ষুধাতুর। স্ত্রী ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা না দিয়াই পতি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই পতিব্রতা প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতারন্যায় জ্ঞান, কায়মনোবাক্যে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন—আজকালকার স্ত্রীলোকের ন্যায় কভু রুষ্ট কভু তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সদাচার সম্পন্না ও কুটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সেকালের পতিব্রতাগণ শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, ননন্দা সকলকে প্রীত রাখিয়া স্বামী সেবা করিতেন—এখনকার পতিব্রতাগণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছেন একমাত্র স্বামীই সেব্য অন্য কুটুম্ব পরিত্যজ্য। যাহাহউক এই পতিব্রতা দেবতা অতিথি ভৃত্যাদির শুশ্রূষা করিতেন। আজকালকার পতিব্রতাদিগের একার্য্য নহে—বেশী পিড়াপিড়ী করিলে স্বামীকে মানহানীর মকদ্দমায় জড়িত হইতেও হয়। যাঁহারা সচ্চরিত্রা তাঁহারা এই দুষ্টা স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য ত্যাগ করিয়া মহাভারতের পতিব্রতার অনুকরণ করিবেন। পূর্ণভাবে নিজের সুখ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে অভ্যাস না করিলে পতিব্রতা হওয়া যায় না। পতিসুখ ইচ্ছাই প্রেম, আত্মসুখেচ্ছাই কাম। কামে স্ত্রীজাতি রাক্ষসী, প্রেমে স্ত্রীলোক ত্রাণকারিণী।

বাহিরে ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন পতিব্রতা বড় বিলম্বে ভিক্ষা লইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কারে উদ্যত হইয়াছেন। পতিব্রতা বলিলেন আমি বলাকা নহি, আপনি ক্রোধ দৃষ্টি দ্বারা আমার কি করিবেন? আমি কোন ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করি না। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

পতিব্রতা আবার বলিলেন ব্রাহ্মণের ক্রোধের বিষয় আমি বিশেষ অবগত আছি—ব্রাহ্মণের ক্রোধেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত, ব্রাহ্মণের ক্রোধ এখনও দণ্ডকারণ্যে প্রদীপ্ত। তথাপি তাঁহাদের ক্রোধ যেমন অসীম, প্রসাদও তদ্রূপ। আমি পতিশুশ্রূষাকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া জানি। ভর্ত্তা দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে স্বামী পূজা করিয়া থাকি। আমি জানি আপনি বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

কৌশিক ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার ক্রোধশান্তি হইয়া বিস্ময় আসিয়াছে। পতিব্রতা আবার বলিতেছেন—দেখুন ক্রোধ মনুষ্যের পরম শত্রু। সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত হওয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করা—বেদাধ্যয়ন, দম, আর্জ্জব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য ইহাই তাঁহাদের নিত্য ধর্ম্ম। আপনি যথার্থ ধর্ম্ম জানেন না। মিথিলায়

ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট গমন করুন। সে জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সতত পিতা মাতার সেবাপরায়ণ—সে আপনার নিকট ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবে। আমি স্ত্রীলোক আপনি আমার চপলতা ক্ষমা করিবেন।

পতিব্রতার মিষ্ট তিরস্কারে ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইয়াছে, পতিব্রতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণ মিথিলামুখে চলিয়াছেন। পথে শতবার আত্মনিন্দা আসিল—পিতা মাতার সেবা না করিয়া—তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া—তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন—ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি তিনি সত্যই জানেন না।

ব্রাহ্মণ মিথিলায় আসিলেন—ধর্ম্ম ব্যাধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—আসিয়া দেখিলেন তপস্বী ব্যাধ সূনা মধ্যে মাংস বিক্রয় করিতেছে।

ব্রাহ্মণ একান্তে দণ্ডায়মান ব্যাধ মনে মনে জানিয়াছেন শীঘ্র ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া প্রণাম করিলেন—পতিব্রতা আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এক্ষণে কি করিব বলুন।

কৌশিক কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না এই নীচ ব্যবসায়ী ব্যাধ কিরূপে আমার কথা জানিল? ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ব্যাধ তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সৎকার করিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন এই মাংস বিক্রয় কার্য্য তোমার নিতান্ত অযোগ্য। বলিতে কি তোমার কার্য্য দেখিয়া আমি নিতান্ত অনুতপ্ত হইতেছি।

ব্যাধ—আমি আমার কুলোচিত কর্ম্ম করিতেছি। আমি গুরুজনকে বিধি বিহিত কর্ম্ম দ্বারা সেবা করিয়া থাকি, যথাসাধ্য দান করি, দেবতা অতিথি ও ভৃত্যগণের ভুক্ত শেষ ভোজন করি, কখনও কাহারও নিন্দা চর্চ্চা করি না।

পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করে। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন উপজীবিকা হইয়াছে।

শূদ্রের কর্ম্ম সেবা, বৈশ্যের কর্ম্ম কৃষি, ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম সংগ্রাম, ব্রাহ্মণের কর্ম্ম তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, মন্ত্র ও সত্য।

রাজার কর্ম্ম ধর্ম্মানুসারে প্রজা শাসন এবং কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োগ করা এবং ধর্ম্মনষ্ট প্রজাগণকে কুকর্ম্ম হইতে নিবারণ করা।

দেখুন জনক এদেশের রাজা। এদেশে এক ব্যক্তিও কুকর্ম্মী নাই। চারি বর্ণ আপন আপন কর্ম্মে অনুরক্ত। রাজা জনক নিজ পুত্রের উপরও কখনও

পক্ষপাত করেন না। কখন ধার্ম্মিকের গ্লানি করেন না। ধর্ম্মানুসারে সকলের উন্নতি কামনা করেন এবং সকল বর্ণকে পালন করেন।

ব্রাহ্মণ—আমি স্বয়ং পশুহত্যা করি না। অন্যের হত পশুর মাংস বিক্রয় করি। কখন মাংস ভোজন করিনা। শাস্ত্রবিধিমতে স্ত্রী সহবাস ও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করি। এইরূপ অনুষ্ঠানে কদাচারীও সদাচারী হইয়া উঠে।

আমরা ধর্ম্ম ব্যাধের অন্যান্য শিক্ষা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

রাজার অধর্ম্মে প্রজার ক্লেশ হয়। ত্যাগই মনুষ্যের প্রধান কর্ম্ম। মিথ্যাবাক্য একবারে ত্যাগ করা উচিত। অযাচিত হইয়া অন্যের প্রিয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

প্রিয় বা অপ্রিয় আগমনে হৃষ্ট বা ম্রিয়মাণ হওয়া উচিত নহে। অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলেও মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মত্যাগ করিবে না। যদি কিঞ্চিৎ অপকর্ম্ম হয় তাহা হইলে পুনরায় আর ঐ কর্ম্ম করিবে না।

পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না। সর্ব্বদা সাধু আচরণ করিবে। সাধুর প্রশংসা সর্ব্বদা করিবে।

আত্মশ্লাঘা মূর্খের কর্ম্ম। অন্যের নিন্দা ও আত্মশ্লাঘা একবারে বিসর্জ্জন করিতে অভ্যাস করা উচিত। কুকর্ম্ম করিয়াও অনুতাপ করিলে লোক মুক্ত হয়। পুনরায় এতাদৃশ কর্ম্ম করিব না বলিয়া নিশ্চয় করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত, তবে আর দ্বিতীয় পাপ হইবে না।

পাপ কর্ম্ম অস্বীকার করিলেও স্বীয় অন্তরাত্মা ও দেবগণ তাহা দেখিতে পান। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপ করে সে যদি পুনরায় কল্যাণ পথের পান্থ হয় তবে সে সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়।

ব্রাহ্মণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরূপে আমি শিষ্টাচার লাভ করিতে পারিব?

ব্যাধ—যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য ইহা শিষ্টাচারের অঙ্গ। আশা, কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, কপটতা ত্যাগ করিয়া উহাদের অনুষ্ঠান করিলে শিষ্টাচার লাভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ ও দান করা উচিত। বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ—ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না, দম না থাকিলে সত্য থাকে না, বিনা সত্যে জ্ঞান নাই, জ্ঞান বিনা বেদ নিষ্ফল।

নাস্তিক, ক্রূবমতি, পাপী ও অমর্য্যাদক ত্যাগ করুন, জ্ঞান আশ্রয় করুন, ধার্ম্মিকেব সেবা করুন।

ধৈর্য্যনৌকা অবলম্বন কবিয়া কামক্রোধরূপ যাদোগণসমাকীর্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়-সলিলে পূর্ণ জন্মনদী উত্তীর্ণ হউন। অহিংসা অভ্যাস করুন, অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত।

বেদোক্ত ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম এবং শিষ্টাচাব এই তিনটি শিষ্ট ধর্ম্ম। পবেব অনিষ্ট চিন্তা কবা নিতান্ত অনুচিত। যাহা শুনিয়াছি তাহাই আপনাকে বলিলাম।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধেব বাক্যে নিতান্ত উপকৃত হইলেন, তথাপি মনেব সন্দেহ নিবাবণ জন্য বলিলেন আপনাব মত জ্ঞানী এরূপ কর্ম্ম কিরূপে কবিতে পাবেন বুঝিতে পাবিতেছিনা।

আজ কাল চাবিদিকেই ব্যভিচাব। সকলেই স্বকর্ম্ম ও জাতি ব্যবসায় ত্যাগ কবিয়া অন্য ধর্ম্ম ও অন্য কর্ম্ম গ্রহণ কবিতেছে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিব নিজ কর্ম্মকবাই কর্ত্তব্য। আমবা ধর্ম্মব্যাধেব বাক্যে ইহাবও সমর্থন দেখিতে পাই, সেই জন্য এই কর্ম্মবিভ্রাট কালে ধর্ম্মব্যাধবাক্যেব উল্লেখ অসঙ্গত নহে। ব্যাধ বলিতে লাগিলেন—

আমি যে কর্ম্ম কবিতেছি উহা নিতান্ত নিদারুণ সন্দেহ নাই। কিন্তু বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। পূর্ব্বজন্মেব কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ কবিতে হইবে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদোষেই আমি এই কুকর্ম্ম অনুষ্ঠান কবিতেছি। বিধিই প্রাণিগণকে সংহাব কবেন, ঘাতক উপলক্ষ্য মাত্র।

স্বধর্ম্ম বলিয়া উহা আমি ত্যাগ কবিনা। কাব স্বকর্ম্ম পবিত্যাগে অধর্ম্ম হয়। কর্ম্ম নির্ণয় কঠিন বটে। কোন অশুভ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে কি প্রকাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হইব, কিরূপেই বা শুভ কর্ম্মেব অনুষ্ঠান কবিব, তাহা বুদ্ধি পূর্ব্বক বিচাব কবা উচিত।

অনেকে কৃষি কর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলেন কিন্তু লাঙ্গল চালনেও বহুবিধ প্রাণী সংহাব হয়। আব বীজ সমস্তই জীব। বৃক্ষ, ফল, জল, সকল বস্তুই জীবপূর্ণ। পৃথিবী আকাশ জীবপূর্ণ। অণুমাত্রও প্রাণীশূন্য স্থান নাই। অহিংসা পরম ধর্ম্ম বটে, কিন্তু অহিংসা বর্জ্জন হওয়া কঠিন। এই জন্য স্বকর্ম্মনিবত ব্যক্তিই ধর্ম্মবী ও মান্য।

মনুষ্যের রোগ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবেই জন্মে। প্রবল কর্ম্ম প্রবাহে পতিত হইয়া জীবগণ বারংবার পীড়িত ও অবশ হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজন্য জিতেন্দ্রিয় হওয়াই কর্ত্তব্য। জীব নিত্য, শরীর অনিত্য। মৃত্যুকালে শরীরের নাশ হয়। কর্ম্ম অন্য দেহে সংক্রান্ত হয়।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন জীব নিত্য কিরূপে ?

ব্যাধ—দেহনাশে জীবের নাশ হয় না। কিন্তু "মৃত্যু হইল" এই অমূলক কথা মূর্খেরাই বলিয়া থাকে। জীব দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে গমন করে উহাই পঞ্চত্ব। এই জীবলোকে জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে। তদ্বিষয়ে অন্যের অধিকার নাই। কর্ম্মের বিনাশ নাই। জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফলও জীবের ভোগ করিতে হয়। কেহ বা পুণ্য কর্ম দ্বারা পুণ্যাত্মা কেহ বা পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপাত্মা হয়।

শুভ কর্ম্ম করিলে দেবত্ব। শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব এবং অশুভ কর্ম্ম দ্বারা তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ—কিরূপে শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় ?

ব্যাধ—বিষয় বাসনা দ্বারা দুঃখ হয়, পুনঃপুনঃ জনন মরণ হয়। যখন মানব বীতরাগ হয় তখনই সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তখন তপস্যা, যোগ ও সাধনে তাহার ইচ্ছা হয়। ধর্ম্ম সঙ্কর না হইয়া স্বধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা উচিত। ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন থাকে। ক্রমে লোক সকল বিনশ্বর এই বোধ হইলে মোক্ষলাভের উপায় উদ্ভাবন করেন। প্রথমেই বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্য হইলেই পাপত্যাগ হয়, তখন সনাতন ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয়নিরোধ, সত্য ও দম দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।

ব্রাহ্মণ—ইন্দ্রিয় কি—কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয় ?

ব্যাধ—মন স্বভাবতঃ রূপ রসাদি জানিতে প্রবর্ত্তিত হয়। রূপ রসাদি জানিতে পারিলে রাগ ও দ্বেষ ভজনা করে। তখন তাহাতে যত্ন করে—কার্য্যারম্ভ করে এবং পুনঃ পুনঃ অভিলষিত রূপ রসাদির সেবা করিয়া থাকে। পরে রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহ যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। তখন ধর্ম্ম বুদ্ধি থাকেনা—কপট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। তখন কুটিল ব্যবহার দ্বারা ধনোপার্জ্জন করে। বুদ্ধি তাহাতে কলুষিত হয়, পাপ চিকীর্ষা তখন প্রবল হয়।

সেই শম দমাদি শূন্য, বেদমার্গপরিভ্রষ্ট ব্যক্তি, বন্ধু, বান্ধব ও পণ্ডিতগণ

কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও বলে—আমি নির্লিপ্ত, আমি উদাসীন, আমি অনাসক্ত ভাবে সংসার করি মাত্র।

ব্রাহ্মণ—তবে রাগ দ্বেষ হইতেই মানুষের সমস্ত বিপদ উত্থিত হয়?

ব্যাধ—রাগ দ্বেষ জনিত অধর্ম্ম ত্রিবিধ।

(১) পাপ চিন্তা (২) পাপ কথন (৩) পাপাচরণ।

এই সমস্ত ত্যাগ করিতে পারিলে ধর্ম্মলাভ হয়।

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মী বিদ্যা কি তাহা বল।

ব্যাধ—চরাচর বিশ্বই ব্রহ্ম স্বরূপ। ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি মহাভূতাত্মক। পঞ্চ মহাভূতের রূপ রসাদি পঞ্চগুণ, ষষ্ঠ গুণ চেতনা। তাহাই মন। সপ্তমী বুদ্ধি। পরে অহঙ্কার, পাঁচ ইন্দ্রিয়, জীবাত্মা, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ১৭ মায়া সংজ্ঞা। আকাশাদি ৫, শব্দাদি ৫, ইন্দ্রিয় ৫, মন বুদ্ধি, আত্মা, অহঙ্কার, তিনগুণ এবং মন্তব্য বোদ্ধব্য এই ২৪ তত্ত্ব। ইহার মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, কতকগুলি অতীন্দ্রিয়।

ব্রাহ্মণ—পঞ্চ মহাভূত কিরূপে থাকে কিরূপেই বা দেহ গ্রহণ করে?

ব্যাধ—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী। পঞ্চ মহাভূত এবং ইহাদের গুণ সন্নিহিত হইলে জরায়ুজাদি ভূত সৃষ্ট হয়, যখন ভূত সকল দেহ লাভ ভাবনা করে তখন দেহী দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভূতের পরস্পর বিয়োগ হয় না। যদ্দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই পাঞ্চভৌতিক ধাতু সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই ব্যক্ত, যাহা অনুমেয় ও অতীন্দ্রিয় তাহাই অব্যক্ত। দেহী শব্দাদির গ্রাহক ইন্দ্রিয় ধারণ করিয়া তৃপ্ত হয়েন। তিনি সমুদায় লোক ব্যাপ্ত সোপাধিক আত্মা এবং আত্মাতে বিলীন লোক সকল সন্দর্শন করেন। সোপাধি জ্ঞান-সম্পন্ন জীব প্রারব্ধ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া দেহ পর্য্যন্ত ভূত সকলকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনিই নিরুপাধি হেতু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া সকল অবস্থায় সর্ব্বভূত অবলোকন করেন, কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না।

ব্রাহ্মণ—কে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন?

ব্যাধ—যিনি মায়াময় ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি লোকের জীবনাত্মিকা বুত্তি প্রকাশক জ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রাহ্মণ—কোন্ কার্য্য দ্বারা উপাধি মুক্ত হওয়া যায়?

ব্যাধ—সমস্তই তপোমূল। ইন্দ্রিয় সংযম করিলেই তপস্যা হয়, তপোনুষ্ঠানের অন্য উপায় নাই। ইন্দ্রিয় (শক্তি) ধারণের নাম যোগবিধি। যিনি মন-আদি ছয় ইন্দ্রিয় বশীভূত করিতে পারেন, তিনি কখনও পাপে লিপ্ত হন না। বিষয় দোষ-দর্শনে যিনি বীতরাগ তিনিই ধ্যান জনিত উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করেন।

ব্রাহ্মণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের বিষয় বল।

ব্যাধ—তম গুণ মোহাত্মক, রজগুণ সকর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সত্ত্বগুণ প্রকাশক বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণ—এই সমস্ত গুণাবলম্বী ব্যক্তিকে কোন লক্ষণে জানা যায়?

ব্যাধ—যাহাদের ইন্দ্রিয় প্রবল, যাহারা বিবেকবিধুর, ক্রোধপরবশ ও অলস তাহারা তমোগুণান্বিত।

যাহাদের বাসনা প্রবল, যাহারা অত্যন্ত অভিমানী, যিনি অসূয়াশূন্য, উত্তম মন্ত্রী এবং আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করেন তিনি রজোগুণবিশিষ্ট।

যিনি বিষয়বাসনারহিত, ক্রোধশূন্য, দয়গুণযুক্ত অসূয়াশূন্য তিনি সাত্ত্বিক।

সাত্ত্বিক ব্যক্তি লোক ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হন, তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিতে পারিয়া রজঃ ও তমঃগুণের কার্য্যকে নিন্দা করেন।

ব্রাহ্মণ—কিরূপে সাত্ত্বিক হওয়া যায়?

ব্যাধ—অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের লক্ষণ সঞ্চার হইলে অহঙ্কার মৃত হয়। তখন অন্তর সরল ও প্রসন্ন হয়। মানাপমান থাকেনা, কোন বিষয়ে সংশয়ও থাকেনা। বৈরাগ্য উদয়ে নারায়ণ-ভিন্ন অন্য সমস্তই উপেক্ষিত হয়। এইরূপ ব্যক্তি ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন। অহঙ্কার ত্যাগ হইলেই সাত্ত্বিক হওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ—বিজ্ঞানাখ্য তেজো ধাতু পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া কেন দেহাভিমানী হয়েন এবং প্রাণাদি বায়ু নাড়ীমার্গ অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে দেহ চেষ্টা বিধান করেন?

ব্যাধ—বিজ্ঞানোপাধিক বাহ্য চিদাত্মাকে আশ্রয়-করিয়া শরীরকে সচেতন করে। প্রাণ, বিজ্ঞান ও চিদাত্মার সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টমান হয়। বিজ্ঞানাত্মা চিদাত্মা ও প্রাণের সমাষ্টি জীবাত্মা।

ব্রাহ্মণ—উপাসনা কাহার করা যায়?

ব্যাধ—জীবাত্মায়। কারণ জীবাত্মাই সর্ব্বভূতের আত্মা, ইনিই সনাতন পুরুষ, ইনিই মহান্ বুদ্ধি অহঙ্কার ও শব্দাদি বিষয়। ইহার দ্বারাই লোক সকলের বাহ্য ও আন্তরিক চেষ্টা সম্পন্ন হয়।

ইনিই উপাধির আবেশ প্রভাবে জীবভাব লাভ করিয়া জঠরানল আশ্রয় পূর্ব্বক মূত্রাশয়ে ও পুরীষাশয়ে পৃথক পৃথক গতি লাভ করেন। ইনিই উপাস্য।

ব্রাহ্মণ—বায়ুর প্রাধান্য এত কেন?

ব্যাধ—জঠরানলে বায়ু প্রেরিত হইয়া অন্নাদি রস, শোণিতাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষ সমুদয় পরিণত করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে।

প্রাণাদি বায়ুর একত্র সন্নিপাত হেতু সঙ্ঘর্ষণ জন্মে। সেই সঙ্ঘর্ষণ জনিত উষ্মকে জঠরানল কহে। উহাতেই অন্নাদি পাক হয়।

নাভিমধ্যে প্রাণসকল প্রতিষ্ঠিত। শরীরস্থ নাড়ী দশবিধ বায়ু দ্বারা প্রেরিত ও হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাবে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নরস সকল বহন করিতেছে। যোগিগণ এই নাড়ীপথ দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং মস্তকে আত্মাকে ধারণ করেন।

লিঙ্গ শরীরাত্মক এবং প্রাণাদি ষোড়শকলাসম্পন্ন মূর্ত্তিমান্ আত্মাকে যোগবলে অবলোকন করা যায়।

ব্রাহ্মণ—জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় প্রভেদ কি?

ব্যাধ—পরমাত্মা নির্গুণ। তিনি গুণাতীত। স্থালীসমাহিত অগ্নির ন্যায় যিনি ষোড়শ কলায় নিরন্তর অবস্থিত। তিনিই আত্মা। পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় যে দেব ষোড়শ কলায় নিত্য অবস্থান করিতেছেন তিনিই নিত্য পরমাত্মা ও যোগলভ্য কিন্তু জীবাত্মা সত্ব রজঃ তমঃ গুণের আশ্রয় ও নির্গুণ পরমাত্মার বশম্বদ। জড় শরীরাদি জীবের উপভোগ্য।

আত্মা জীবরূপে স্বয়ং চেষ্টমান হইয়া ঈশ্বর রূপে সকলকে চেষ্টমান করেন। আত্মা, জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সপ্ত ভুবন প্রবর্ত্তক।

ব্রাহ্মণ—কিরূপে আত্ম দর্শন হয়?

ব্যাধ—জ্ঞানবানেরা সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। চিত্তের প্রসন্নতা বলে শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় হয়। শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জনিত অনন্ত সুখ ভোগ করেন। অল্পাহারী বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি নিরন্তর যোগ সাধন

দ্বারা হৃদয়ে আত্মার দর্শন করেন। মনোদীপ দ্বারা আত্মার অবলোকন করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

ব্রাহ্মণ—সংক্ষেপে মোক্ষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন কর।

ব্যাধ—ক্রোধ ও লোভ বশীভূত করিলে পবিত্র হওয়া যায়। যাঁহার সকল অনুষ্ঠান কামনাশূন্য—যিনি বিষয় বাসনা একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, গুরু যাঁহাকে সঙ্কেত দ্বারা যোগ উপদেশ করেন এরূপ ব্যক্তির ভোগতৃষ্ণাতে ঔদাস্য হেতু ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে। ইহাই যোগ সংজ্ঞিত ব্রহ্ম সংযোগ।

সকলের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিবে। কোন প্রাণির হিংসা ও কদাচ কাহারও সহিত বিবাদ করিবেনা। প্রতিগ্রহ ত্যাগ করিয়া ইহ ও পরকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ সতত যত্নবত হইবে। অকিঞ্চনত্ব, সন্তোষ, নিরাশিত্ব, অচাপল্য ও আত্মজ্ঞান এই সমস্ত বস্তুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সর্ব্বদা তপঃপরায়ণ সংযতাত্মা নিস্পৃহ মুনিগণের সঙ্গ করিবে। ইহাই সৎসঙ্গ।

যিনি সুখ দুঃখ ত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ তিনিই জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ ব্রহ্মলাভে সমর্থ। ইহাই মোক্ষ ধর্ম্ম।

এই সমস্ত উপদেশের পর ব্যাধ আপন পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল এবং বিপ্রকে উপদেশ করিল—

আপনি পিতা মাতার অনুমতি না লইয়াই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যায় করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য সত্বর গৃহে গমন করুন। নতুবা সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মই ব্যর্থ হইবে।

মার্কণ্ডেয় ধর্ম্ম ব্যাধের কথা সমাপন করিলে যুধিষ্ঠির হুতাশনের জলে প্রবেশ, হুতাশনের এক হইয়াও বহুত্ব, অঙ্গিরার হুতাশনত্ব, কার্ত্তিকেয়ের জন্মাদি প্রশ্ন করেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লেখ করিলাম না।

একাদশ অংশ।

ঘোষ যাত্রা।

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ বিদায় লইযাছেন। কৃষ্ণ ও সত্যভামা কিছুদিন পরে প্রস্থান কবিলেন, পাণ্ডবেবা কাম্যকবনে সবোবব সন্নিধানে এক গৃহ নির্ম্মাণ কবিয়া বাস কবিতে লাগিলেন।

এদিকে বাজা ধৃতবাষ্ট্র পাণ্ডবদিগেব বনবাস ক্লেশ এবং অর্জ্জুনের অস্ত্র লাভেব বিষয় অবগত হইযা নিতান্ত চিন্তিত হইলেন, নিশ্চয় কবিলেন কুরুকুলেব বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে। শকুনি, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে সমস্তই জানাইল। তখন শকুনি পাণ্ডবদিগেব দুর্দ্দশা দেখিবাব জন্য দুর্য্যোধনকে আকাঙ্ক্ষিত কবিল—বলিল তুমি শত্রুব দুঃখ দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইবে। কাম্যক বনে তোমাব গমন কবা একবাব কর্ত্তব্য। কর্ণ পবামর্শ দিল, ঘোষযাত্রা ছলে দ্বৈতবনে গমন কবিলে কেহ আমাদেব অভিপ্রায় জানিবে না। শকুনি তখন পবামর্শ দিল, দ্বৈতবনে অনেক আভীবপল্লী আছে, তুমি বাজা তাহাদেব তত্ত্বাবধান কবিতে যাইতেছ, এই বলিলে ধৃতবাষ্ট্র অমত কবিতে পাবিবে না।

দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি পবমাহ্লাদে হাস্য কবিতে কবিতে পবস্পবেব কর গ্রহণ কবিল—উপায় স্থিব হইযা গেল—ধৃতবাষ্ট্রকে কৌশল কবিয়া সমঙ্গ নামক গোপ দ্বাবা ঘোষপল্লী তত্ত্বাবধান ইচ্ছা জানাইল, আবও জানাইল দুর্য্যোধনের মৃগয়াভিলাষ হইয়াছে—আপনি অনুমতি করুন। ধৃতবাষ্ট্র নিষেধ কবিলেন। শকুনি মিথ্যা বাক্যে বলিল—আমবা পাণ্ডবদিগেব আশ্রমে গমন কবিব না, তাহাদিগেব প্রতি অত্যাচাবেবও অভিলাষ আমাদেব নাই।

আজ্ঞা মিলিল—বহুলোক জন সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দ্বৈতবনের দুই ক্রোশ দূবে দুর্য্যোধন শিবিব সন্নিবেশ করিল।

মৃগয়া কবিতে কবিতে দুর্য্যোধন দ্বৈতবনমধ্যে দ্বৈতবন সরোবরে আগমন করিল। এ স্থান গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক রক্ষিত। গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনেব সহিত দুর্য্যোধনেব যুদ্ধ হইল। দুর্য্যোধন ও বাজপত্নীকে বন্ধন কবিয়া গন্ধর্ব্বের সহিত তিনি প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের কতিপয় অমাত্য ধর্ম্মরাজের শরণাপন্ন হইল এবং বিপদের কথা জানাইল। ধর্ম্মরাজ একাদশদিন ব্যাপী যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন। ভীম, দুর্য্যোধনের অপমানে সন্তোষ জানাইলেন কিন্তু দয়ালু ধর্ম্মরাজ দুর্য্যোধনের নিষ্কৃতি জন্য ভ্রাতাদিগকে আজ্ঞা দিলেন। চিত্ররথ অর্জ্জুনের সখা।

দুর্য্যোধনের কু-অভিপ্রায় জানিয়া ইন্দ্রই গন্ধর্ব্বদিগকে এস্থানে পাঠাইয়াছিলেন। যাহাহউক অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব জয় করিয়া দুর্য্যোধন ও রাজপত্নীদিগকে মুক্ত করিয়াদিলেন। দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া চিত্রসেন যুধিষ্ঠিরের নিকট আনয়ন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় দুর্য্যোধন প্রাণ পাইল এবং কুলমর্য্যাদাও রক্ষা হইল। যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে দুর্য্যোধনকে কহিলেন এরূপ সাহস আর করিওনা। দুর্য্যোধন নিতান্ত লজ্জিত হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঘৃণায় লজ্জায় অভিভূত হইয়া দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প করিলেন। কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন নানা প্রকাবে দুর্য্যোধনকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। তথাপি দুর্য্যোধন সংকল্প ত্যাগ করিল না। দুর্য্যোধন মরণ স্থির করিল, ভূতলে কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণ করিল। কুশ ও চিরবসন পরিধান করিলেন, বাক্য ও মন সংযম করিলেন।

এক অলৌকিক ঘটনায় দুর্য্যোধনের প্রাণরক্ষা হইল, পাতালবাসী দৈত্যগণ দুর্য্যোধনের রক্ষার জন্য অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া এক যজ্ঞ করিল। যজ্ঞশেষে এক দেবতা তাহাদের নিকটে আসিলেন। দেবতা দুর্য্যোধনকে পাতালে দানব গণের নিকট আনয়ন করিলেন। দানবেরা দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়া দিল যে দুর্য্যোধনের সহায়তা করিবার জন্যই দানবেরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। অসুরগণ ভীষ্ম দ্রোণাদির শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা পাণ্ডবগণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবে। দৈত্য ও রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কর্ণ নরকাসুরের আত্মা। কৃষ্ণ নরকাসুর বিনাশ করিয়াছিলেন এ জন্য জন্মান্তরীণ বৈরনির্য্যাতন জন্য কর্ণ অর্জ্জুনবধে প্রতিজ্ঞা করিবে। এবং ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল ও কবজ অপহরণ করিবেন। পাণ্ডবগণ যেমন দেবগণের গতি, আপনিও সেইরূপ আমাদের গতি।

দুর্য্যোধন শান্ত হইল। তখন সেই দেবতা পুনরায় দুর্য্যোধনকে স্বস্থানে আনয়নকরিলেন। দুর্য্যোধনের মনে আশা জন্মিল। দুর্য্যোধন মন্ত্রণা গোপনে রাখিল এবং স্বরাজ্যে আগমন করিল।

দুর্য্যোধন প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ভীষ্ম বহুবিধ প্রবোধ দিলেন। রাজা ভীষ্মের কথা অগ্রাহ্য করিলেন। তখন কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার বাসনা জানাইল। দুর্য্যোধন সম্মতি দিলেন। কর্ণ বহু রাজা জয় করিলেন, বহুধন আনিয়া দুর্য্যোধনকে প্রদান করিলেন। দুর্য্যোধন জানিল কেহই তাহার আর শত্রু হইতে পারিবেনা।

দুর্য্যোধন তখন রাজসূয় যজ্ঞের ইচ্ছা জানাইল, পুরোহিত নিষেধ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন সকলের পরামর্শ মত বৈষ্ণব যজ্ঞ করিলেন। দুঃশাসন পাণ্ডব দিগকে নিমন্ত্রণ জন্য দূত প্রেরণ করিল। ঈর্ষাই এই সমস্ত ব্যাপারের মূল। যজ্ঞ শেষ হইল, পাণ্ডবেরা আসিলেন না। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিল যে যুদ্ধে পাণ্ডব-দিগকে তিনি বিনাশ করিবেন। তখন দুর্য্যোধন রাজসূয় করিতে পারেন। দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইল। অর্জ্জুন বিনাশার্থ কর্ণ আসুর ব্রত ধারণ করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই দান করিবেন। এই কর্ণই এই জন্য দাতাকর্ণ নামে বিখ্যাত।

রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত শ্রবণ করিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন মৃগগণ তাহাদের দুঃখ তাঁহাকে জানাইতেছে। বনবাসের আর একবৎসর আট মাস অবশিষ্ট আছে। পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে আগমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞাতিবাসের শেষ বৎসর।

প্রথম অংশ—

যুধিষ্ঠির ও ব্যাস।

একাদশ বৎসর চারিমাস অতীত হইয়া গেল। জ্ঞাতবাসের আর আট মাস অবশিষ্ট আছে।

এই রাজার দুঃখ স্মরণ করিলে সাধারণ মনুষ্যের আর দুঃখ করিবার কিছুই থাকে না। এই জন্য যুধিষ্ঠির প্রাতঃস্মরণীয়। পরম ধার্ম্মিক এই রাজা কত দুঃখ সহ্য করিয়াছেন আর নিত্য অধর্ম্মচারী তুমি, নিত্য সুখ ভোগ করিবে কিরূপে? সুখের জন্য কোন ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছ, কোন তপস্যা করিয়াছ, কি ত্যাগ করিয়াছ যে সুখ শান্তি লাভ করিবে? যখন ধার্ম্মিককেও এত দুঃখ ভোগ করিতে হয়- যখন ধার্ম্মিক ব্যক্তিও সমস্ত সহ্য করিয়া ধীরে ধীরে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করেন, তখন তোমার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানই একমাত্র কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের দুঃখ দেখিয়া রাত্রিতে নিদ্রিত হইতেন না। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন - কাহাকেও কিছু বলিতে গিয়া অশ্রুমুখ হইয়া পড়িতেন। এই সময়ে ভগবান্ ব্যাসদেব কাম্যকবনে আগমন করেন। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন—

দুঃখে তোমরা বিশেষ ম্রিয়মাণ হইয়াছ কিন্তু সুখে ও দুঃখে সমভাবে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য।

তপোনুষ্ঠান না করিলে কদাচ সুখলাভ হয় না। তুমি তপস্যা কর। তপস্যা প্রভাবে সকল বস্তুই সিদ্ধ হইতে পারে। ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতাই তপস্যা। সত্য, সরলতা, অক্রোধ, দম, শম অনসূয়া, অহিংসা, শৌচ ও ইন্দ্রিয় সংযম—এই সমস্ত অভ্যাসই তপস্যা। সত্যবাদী, দীর্ঘায়ু ও সরল হয়। ক্রোধ ও অসূয়া শূন্য মনুষ্য নির্ব্বাণলাভ করে, দান্ত ও শান্তিপর হইলে নিরন্তর সুখলাভ হয়, দানাদিতে অনন্ত ফল। সকলকে যে সম্মান করে মহৎকুলে তাহার জন্ম হয়।

ব্যাসদেব অতঃপর যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাত্মা মুসলের ব্রীহি দ্রোণ দানের ফল বিবৃত করিলেন, এবং এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে হে কৌন্তেয়! রাজ্যচ্যুত হইয়াছ বলিয়া তোমার শোক করা অনুচিত, তুমি তপোবলে পুনর্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। মহামুনি ব্যাস তখন নিজ আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

—:*:—

দ্বিতীয় অংশ।

দুর্ব্বাসা ও পাণ্ডবগণ।

কাম্যকবনে মুনিগণের সহিত পাণ্ডবেরা বাস করিতেছেন। রাজা আরণ্যক মৃগমাংসে প্রতিদিন অন্নার্থী ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করিতেন—দ্রৌপদীর ভোজন পর্য্যন্ত অন্ন অক্ষয় থাকিত।

সকলে আহার করিয়াছে—আহারান্তে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত সুখে উপবিষ্ট আছেন এরূপ সময়ে বহুলোকের কোলাহল শ্রুত হইল। মহর্ষি দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য পরিবৃত হইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

দুর্ব্বাসার পরিচর্য্যা করা হইল। দুর্ব্বাসা স্নানার্থ গমন করিয়াছেন পাণ্ডবগণ বড়ই ব্যাকুল হইলেন।

এই দুর্ব্বাসা একদিন যদৃচ্ছাক্রমে দশ সহস্র শিষ্যের সহিত হস্তিনাপুরে উপস্থিত হন। দুর্য্যোধন শাপভয়ে শঙ্কিত হইয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বাসার পরিচর্য্যা করেন।

এইখানে আমরা মহামুনি দুর্ব্বাসার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাই। সপ্ত প্রজাপতির অন্যতম অত্রি অনুসূয়াকে বিবাহ করেন। অনুসূয়ার পুত্র সোম, দত্তাত্রেয় এবং দুর্ব্বাসা। দুর্ব্বাসা শঙ্কর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্ব্বাসা ঋষি। ঋষিগণ বর প্রদান জন্য লোকের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেন। দুর্ব্বাসার পরীক্ষা হইতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন তাঁহারা ধন্য হইয়া যাইতেন। ঋষিদিগের জন্য লোকে ব্যভিচার করিতে ভয় পাইত। তাঁহারা লোকালয়ে

আগমন করিলে লোকে সতর্ক হইয়া তাঁহাদের সেবা করিত, কিন্তু নিতান্ত ব্যভিচারী শাপগ্রস্ত হইত। ঋষিগণ সমাজের সামঞ্জস্যকর্ত্তা স্বরূপ হইয়া লোকালয়ে আসিতেন। দুর্য্যোধন গৃহে আগমন করিয়া দুর্ব্বাসা কখন 'ক্ষুধিত হইয়াছি অন্ন প্রদান কর' বলিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন, কিন্তু বহু বিলম্বে প্রত্যাগত হইলেন—বলিলেন 'আজ আহার করিব না'। পুনরায় সহসা আগমন করিয়া বলিতেন 'ত্বরান্বিত হইয়া ভোজন করাও'। কখন নিশীথ সময়ে অন্ন প্রস্তুত করাইতেন—কিন্তু তাহা ভোজন করিতেন না, প্রত্যুত তিরস্কার করিতেন। রাজা দুর্য্যোধন নির্ব্বিকার চিত্তে সমস্ত সহ্য করিল। দুর্ব্বাসা পরিতুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

দুর্য্যোধনের অন্তরে পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তা রহিয়াছে—দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগকে অভিসম্পাত করুন ভিতরে এই ইচ্ছা, কিন্তু বাহিরে বলিল, "যুধিষ্ঠির আমাদের কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ এক্ষণে তিনি কাম্যকবনে বাস করিতেছেন। আপনি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করুন। যে সময়ে দ্রৌপদী সকলের আহারান্তে ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিবেন আপনি সেই সময়ে তথায় গমন করিবেন ইহাই আমার প্রার্থনা"। দুর্ব্বাসা স্বীকার করিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির অসময়ে সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। ভয়ের কথা দ্রৌপদী জানিলেন। আজ দ্রুপদ রাজনন্দিনী নিতান্ত চিন্তাকুলা।

কৃষ্ণ বিনা এ বিপদে কে রাখিবে দ্রৌপদী কাতর হইয়া কৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন :–

"হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু জগতের পতি,
রক্ষাকর কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডবের গতি।
তুমি যদি এই বার না কর রক্ষণ,
তবেত পাণ্ডব বংশ হইল নিধন ॥

দ্রৌপদী পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকে নমস্কার করিতেছেন হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে মহাবাহো হে দেবকীনন্দন হে অব্যয়, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে বরেণ্য হে অনন্ত হে গতিহীনের গতি হে পুরাণপুরুষ হে প্রাণ! হে সর্ব্বসাক্ষিন্ আমি তোমার শরণাপন্ন। হে শরণাগতবৎসল কৃপা করিয়া আমায় রক্ষা কর। হে নীলোৎপলদলশ্যাম! হে পদ্মারুণেক্ষণ হে পীতাম্বর হে কৌস্তভভূষণ—তুমি যাহাকে রক্ষা কর তাহার ভয় কোথায়? তুমি সভামধ্যে

দুঃশাসন হইতে তোমার দ্রৌপদীকে মুক্ত করিয়াছিলে আজ আমায় এই সঙ্কট হইতে রক্ষা কর"।

প্রতি বিষাদে ভক্ত এইরূপে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। ধনবান্ বিপদে পড়িয়া ধনের বা লোকবলের আশ্রয় গ্রহণ করে—এজন্য সকল সময়ে বিপদ হইতে রক্ষা পায় না, কিন্তু যে বিষাদযোগে সর্ব্বকালে এইরূপে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে—ভক্তবৎসল মধুসূদন তাহাকে কৃপা করেন।

কৃষ্ণ রুক্মিণীপার্শ্বে শয়ন করিয়াছেন—ভক্ত কাতর হইয়া ডাকিতেছে—ভগবান থাকিতে পারিলেন না।

"ব্যগ্র হয়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ
শ্যাজল অম্বরে যেন কণ্টক আঘাত।
রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত দুঃখ জানি
ব্যস্ত হ'য়ে উঠিলেন দেব চক্রপাণি।

হায় মানুষের এ আশ্রয় থাকিতে মানুষ কাহার নিকটে কাতরতা জানায়? যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি ভিন্ন কে আর মানুষকে এই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারে?

কৃষ্ণ আসিলেন—অন্তর্যামী সমস্তই জানিতেছেন—আসিয়াই দ্রৌপদীর নিকটে হাত পাতিয়া আহার চাহিলেন—বলিলেন সখি! আমি বড়ই ক্ষুধিত—কিছু ভোজন প্রদান কর। হরি হরি একি পরিহাস ঠাকুর করিতেছেন? দ্রৌপদীর চক্ষে জল আসিল। কৃষ্ণ হাত পাতিয়া আছেন—পরিহাস বুঝিয়াও দ্রৌপদী স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুর! কিছুই যে নাই। আমিও যে আহার করিয়াছি, একি কর তুমি?

"ক্ষুধার সময় আলস্য? কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—বলিতেছেন শীঘ্র যাও সূর্য্যদত্ত স্থালী আনিয়া দেখাও।

দ্রৌপদী নির্ব্বন্ধাতিশয় উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না—স্থালী আনিলেন। একটি শাকজড়িত অন্ন স্থালীকণ্ঠে সংলগ্ন ছিল। কাঙ্গাল ঠাকুর তাহাই লইয়া মুখে দিলেন। দ্রৌপদী বুঝিলেন না কি হইল। কৃষ্ণ বলিলেন ইহাতেই বিশ্বাত্মা প্রীত হইলেন। কৃষ্ণ বাহিরে আসিয়া ভীমসেনকে ব্রাহ্মণ ডাকিতে বলিলেন।

কে বুঝিবে কৃষ্ণের মায়া? চিত্র পুত্তলিকার মত এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যিনি নাচাইতেছেন তাঁহার পক্ষে অসাধ্য কি আছে? মানুষ বোঝে না তাই তাঁর কর্ম্মে দোষ দেয়—কখন বলে কৃষ্ণ বড় একজন রাজনৈতিক, কখন

বলে কৃষ্ণ একজন আদর্শ মানুষ—হরি হরি জীব বড়ই অপরাধ করে। ঠাকুর সর্ব্বজীবকে ক্ষমা কর।

ভীম আহ্বান করিতেছেন—সশিষ্য দুর্ব্বাসা স্নানান্তে সাম্রস উদ্গার করিতেছেন। দুর্ব্বাসা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভীমকে বলিলেন 'আমরা সকলেই এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে কোন প্রকারে আহার করিতে পারিব না। আমরা বৃথা পাক নিমিত্ত রাজর্ষির নিকট অপরাধী হইলাম।'

দুর্ব্বাসা ভীমকে বিদায় করিলেন—দুর্ব্বাসা ভীত হইয়াছেন। পাণ্ডবেরা হরিপদাশ্রিত—ইহারা মহাত্মা তপস্বী সদাচারবত। ভক্তের ক্রোধানলে সমস্তই দগ্ধ হইতে পারে।

দুর্ব্বাসা আর ফিরিলেন না—শিষ্যগণ চারিদিকে প্রস্থান করিলেন। ভীম তীর্থে তীর্থে অন্বেষণ করিলেন—তথাপি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন— ভাবিলেন নিশীথ কালে হয়ত দুর্ব্বাসা অকস্মাৎ আসিয়া নির্য্যাতন করিবেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে নির্ভয় করিলেন—বলিলেন মহারাজ দুর্ব্বাসা হইতে আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই, যাঁহারা ধর্ম্মের অনুগত তাঁহারা অবসন্ন হন না।

কৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবেরা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা কাশীরাম এ স্থানে দুর্ব্বাসার পারণ বলিয়া একটি অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা মনে নাই।

তৃতীয় অংশ।

দ্রৌপদী ও জয়দ্রথ।

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। দ্রৌপদী একাকিনী আশ্রমে রহিয়াছেন। আশ্রমের অন্য দেশে ধৌম্য এবং তৃণবিন্দু অবস্থান করিতেছেন।

আশ্রমদ্বারে একটি কদম্ববৃক্ষ। দ্রৌপদী খেলা করিতেছেন। কদম্ব

বৃক্ষের শাখা অবনত করিয়া তাহাই সঞ্চালন করিতেছেন। শর্ব্বরীকালে পবনকম্পিত প্রজ্জ্বলিত হুতাশনশিখা যেরূপ দেখায়—শাখান্দোলননিযুক্ত দ্রুপদকন্যাকে সেইরূপ দেখাইতে ছিল।

দ্রৌপদী আপন মনে খেলা করিতেছেন—সহসা কোন অপরিচিত স্বর শুনিয়া কদম্বশাখা পরিত্যাগ করিলেন, দেখিলেন সম্মুখে এক রাজপুত্র। রাজপুত্র নিজের পরিচয় দিতেছে এবং অন্য এক রাজপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে আমি রাজা জয়দ্রথের নিকট হইতে আসিয়াছি।

জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের ভগ্নী দুঃশলার স্বামী। মহাসমরে ইহাকে অর্জ্জুন বিনাশ করেন। জয়দ্রথ বিবাহার্থী হইয়া শাল্বেয়দিগের নিকট গমন করিতে-ছিলেন। পথে কাম্যকবন। অকস্মাৎ দ্রৌপদীর রূপরাশি চক্ষে পড়িয়াছে—জয়দ্রথ কামমোহিত হইয়া সখা কোটিকাস্য দ্বারা সংবাদ লইতে পাঠাইয়া-ছেন—কোটিক নানা কথা বলিতেছে।

দ্রৌপদী শাখা ত্যাগ করিয়া কৌশেয় উত্তরীয় গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রৌপ-দীর ব্যবহারে সতীর শিক্ষার অনেক আছে।

দ্রৌপদী লজ্জায় জড়সড় হইলেন না—এবং ক্রোধেও অন্ধ হইলেন না। ভদ্রতার সহিত বলিতে লাগিলেন তোমার সহিত কথোপকথন করা মাদৃশী ভদ্রমহিলার নিতান্ত অনুচিত। এখানে এমন কোন পুরুষ বা নারী নাই যে তোমার বাক্যের উত্তর প্রদান করে কাজেই আমি স্বয়ং উত্তর করিতেছি। আমি স্বধর্ম্ম-নিরত বিশেষতঃ একাকিনী—তুমি এখানে একাকী আসিয়াছ—তুমি সুরথের পুত্র কোটিকাস্য পরিচয় দিলে এজন্য আমি আমার কুলের পরিচয় দিতেছি। দ্রৌপদী নিজের পরিচয় দিলেন, পাণ্ডবেরা মৃগয়ায় গিয়াছেন ইহাও জানাইলেন—আরও বলিলেন তোমরা বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষণকাল এইস্থানে অবস্থান কর—আমার স্বামীদিগের প্রত্যাগমনের সময় হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ একান্ত অতিথিপ্রিয়। দ্রৌপদী অন্য কিছু না বলিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

এই অবসরে অন্য রাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাপাত্মা জয়দ্রথ অন্ধ হইয়াছে—কোটিকাস্য দ্রৌপদীকে হরণ করিতে উপদেশ দিল। দুরাত্মা আশ্রমে প্রবেশ করিল, পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিয়া বলিল—বরাননে তুমি আমার ভার্য্যা হও, রথে আরোহণ কর—আমার সহিত যাবজ্জীবন সুখে কাটাইবে।

দ্রৌপদী প্রথমে জয়দ্রথকে নির্লজ্জ বলিয়া তিরস্কার করিলেন, ভয় দেখাই-লেন, কিন্তু দুষ্ট তাহাতেও প্রতিনিবৃত্ত হয় না দেখিয়া মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া রাখিয়া স্বামীদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতেও ফল হইল না। তখন ভীমের কথা স্মরণ করাইলেন, বলিলেন, পাপিষ্ঠ অজ্ঞানতা বশতঃ তুই সুখ-প্রসুপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত সিংহকে পদাঘাত করিয়া তাহার মুখ—লোম উৎপাটন করিয়া পলায়ন করিতে অভিলাষ করিয়াছিস। জয়দ্রথ ক্রমে বল প্রয়োগ আরম্ভ করিল। কম্পিতাঙ্গী দ্রৌপদী পাপাত্মাকে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ধৌম্য পুরোহিতকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ শুনিয়াও শুনিল না—দ্রৌপদীর উত্তরীয় ধারণ করিল।

দ্রৌপদীর উপায়ান্তর নাই। পতিব্রতা বেগে জয়দ্রথকে আকর্ষণ করি-লেন—পাপিষ্ঠ ভূতলে নিপতিত হইল। দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে ধৌম্য উপস্থিত হইলেন। জয়দ্রথের আকর্ষণে পীড়িত হইয়া দ্রুপদবালা ধৌম্যকে প্রণাম করিয়া অগত্যা জয়দ্রথের রথে উঠিলেন।

ধৌম্য অভিসম্পাত করিলেন, ভয় দেখাইলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির নানাবিধ কুলক্ষণ দেখিয়া ভ্রাতাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন, সকলে দ্রুতবেগে আশ্রমমুখে ফিরিলেন। আশ্রমের অনতিদূরে দ্রৌপদীর দাসী ধাত্রেয়িকাকে দর্শন করিলেন। দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। যে পথে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়াছে পাণ্ডবেরা দ্রুতবেগে সেই পথে ছুটিলেন। জয়দ্রথরথে দ্রৌপদীকে দেখিলেন।

দ্রৌপদী স্বামীদিগকে সন্দর্শন করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। ভীরু জয়দ্রথ তখন দ্রৌপদীকে পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—দ্রৌপদী পাণ্ডবদিগকে দেখাইয়া দিল—আরও বলিল—যদি আজ তোমার রক্ষা হয় তবে তোমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল জানিও।

ক্রমে ভীমার্জ্জুন জয়দ্রথের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিলেন। জয়দ্রথ রথ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়নপর হইল। দ্রৌপদী নকুল সহদেবের রথে উঠিলেন, ধৌম্যকে সঙ্গে দিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রুপদনন্দিনীকে আশ্রমে পাঠাইলেন। বৃথা সৈন্যক্ষয় নিবারিত হইল। ভীমার্জ্জুন জয়দ্রথের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

একক্রোশমধ্যে ভীম ও অর্জ্জুন জয়দ্রথের অশ্ব দেখিতে পাইলেন। অর্জ্জুন জয়দ্রথের অশ্ব বিনাশ করিলেন—জয়দ্রথ দ্রুতবেগে বনমধ্যে ধাবমান হইল। ভীম জয়দ্রথকে ধরিয়াছে—ক্ষমাশীল অর্জ্জুন জয়দ্রথকে প্রাণে বিনাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

জয়দ্রথ প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। কিন্তু ভীমের ক্ষমা নাই। অর্জ্জুনের নিষেধ বাক্যে ভীম ক্ষান্ত হইল। ভীম অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা জয়দ্রথের মস্তকের পঞ্চস্থান মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড় করিয়া দিলেন।

জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট আনিলেন। জয়দ্রথ আপনাকে পাণ্ডবদিগের দাস বলিয়া স্বীকার করিল-যুধিষ্ঠির দুঃশলার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

জয়দ্রথ লজ্জায় ও ঘৃণায় গঙ্গাদ্বারাভিমুখে প্রস্থান করিল। ভগবান ভবানীপতির ঘোর তপস্যা করিল। শিব সাক্ষাৎ হইল। জয়দ্রথ পঞ্চপাণ্ডবকে যাহাতে জয় করিতে পারি এইরূপ বর প্রার্থনা করিল।

পাণ্ডবজয় মনুষ্যের সাধ্য নহে, তথাপি তুমি একদিনের জন্য অর্জ্জুন ব্যতীত সসৈন্য পাণ্ডবচতুষ্টয়কে জয় করিতে পারিবে। মহাদেবের নিকট এই বর প্রাপ্ত হইয়া জয়দ্রথ স্বরাজ্যে প্রস্থান করিল। পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন।

—— ——:*:

চতুর্থ অংশ।

যুধিষ্ঠির ও মার্কণ্ডেয়।

বৃহস্পতির ও মার্কণ্ডেয়, তৃতীয় প্রজাপতি ভগবান্ অঙ্গিরার পুত্র। ০ রাজা যুধিষ্ঠির চিরজীবি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে। আপনি ত্রিকালজ্ঞ—কখন কি আমার ন্যায় হতভাগ্য কোন মনুষ্যকে আপনি দর্শন করিয়াছেন? তখন মার্কণ্ডেয় আদ্যোপান্ত রামচন্দ্রের বিবরণ বর্ণনা করিলেন—রামচন্দ্র সীতা হরণে তোমাপেক্ষা অধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। মহারাজ তুমি রাম চরিত্র আলোচনা করিয়া শোক সম্বরণ কর। তোমার সদৃশ মহাত্মার শোকে

অভিভূত হওয়া উচিত নহে। যুধিষ্ঠির শোক পরিহার পূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে দ্রুপদনন্দিনী পতিব্রতা, কিন্তু আমার জন্য রাজকন্যা হইয়াও পুনঃ পুনঃ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। আপনি বলুন দ্রৌপদীর মত পতিব্রতা কোথাও কি দেখিয়াছেন?

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তখন পতিব্রতামাহাত্ম্য কীর্ত্তনচ্ছলে সাবিত্রীর ইতিহাস জ্ঞাপন করিলেন।

এখনও অনেক স্ত্রীলোক সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন। আমরা সাবিত্রী-সত্যবান্ চরিত্রে কিরূপে জীবন গঠিত করিতে হয়—পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকে সাবিত্রীর জীবনে কোন্ শিক্ষালাভ করিতে পারেন—ইহা কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করিব। ভরসা করি এই দুর্দ্দিনে এই কুশিক্ষার দিনে হিন্দু রমণী সাবিত্রীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন—পতি কোন্ বস্তু ইহা চিনিতে পারিবেন—পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় বুঝিতে পারিবেন। আমরা স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে সাবিত্রীর কথা ও সাবিত্রীর উপাসনা সমস্তই "সাবিত্রী" নামক ভিন্ন পুস্তকে দেখাইয়াছি।

হে মহারাজ এইরূপে পতি পরায়ণা সাবিত্রী পিতা, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, সমগ্র ভর্ত্তৃকুল ও আপনারে কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কল্যাণী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে।

পঞ্চম অংশ।

যুধিষ্ঠির ও লোমশ।

যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা কর্ণের ভয় করিতেন। লোমশমুনি ইন্দ্রপুরে যখন গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদ্বারা ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে ধনঞ্জয়ের কুশল সংবাদ প্রদান করেন। সেইকালে সুরপতি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে ধনঞ্জয় ইন্দ্রলোক হইতে প্রস্থান করিলে ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল অপহরণ করিবেন।

পাণ্ডবদিগের দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস হইয়া গেল। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কেহ যে কোন বিষয় ভিক্ষা করিবে তাহাই প্রদান করিব। সূর্য্য আপন পুত্রকে স্বপ্নযোগে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তোমার কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিবে—যদি তুমি সহজাত কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর তবে গতায়ু হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে।

কর্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই—ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও কুণ্ডল দান করিয়াছিলেন।

এইখানে কর্ণের কুণ্ডলসহ জন্মের বিবরণ মহাভারতে বর্ণিত আছে। প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যাগণের মধ্যে কুন্তীও একজন। কুন্তী বৃষ্ণিবংশের রাজা শূরসেনের কন্যা বসুদেবের ভগিনী। শূরসেন সন্তুষ্ট চিত্তে আপন সখা কুন্তি-ভোজকে এই কন্যা দান করেন।

কুন্তীর রূপলাবণ্য আলোকসামান্য। বালিকাকালে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ সেবায় এই কুন্তী নিয়োজিত হয়েন।

কুন্তী বালিকা, কিন্তু আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এক বৎসর ব্রাহ্মণের সেবা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ কিরূপ আচরণ করিতেন তাহার একটু পরিচয় দিব। ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে আগমন করিব বলিয়া কখন সায়ংকালে, কখন বা রাত্রিকালে আগমন করিতেন, তথাপি পৃথা তাঁহাকে ভোজ্য শয়ন আসন প্রদান করিয়া পূজা করিতেন। কুন্তী যে সময় ব্যস্ত থাকিতেন, ব্রাহ্মণ সেই সময়ে তাঁহাকে নানাবিধ আদেশ করিতেন ও অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী প্রার্থনা করিতেন। বালিকা সহাস্যবদনে ব্রাহ্মণকে তাহাই আনিয়া দিতেন।

এই মহাতপা ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া কুন্তীকে এক বর প্রদান করেন। কুন্তী মন্ত্রদ্বারা যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিতে পারিতেন। বালিকাসুলভ চপলতা হেতু কুন্তী মন্ত্রপরীক্ষার জন্য একদিন সূর্য্যকে আহ্বান করেন। কন্যাকালে কুন্তীর যে সন্তান হয় তাহাতে কোন প্রকার কামপরতন্ত্রতা ছিল না। ভগবান্ সহস্র কিরণ স্বীয় তেজপ্রভাবে কুন্তীরে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভাধান করিলেন, কিন্তু তাহার কন্যাবস্থা দূষিত করিলেন না। ইহাতেই কর্ণের জন্ম হয়।

লোকাচার হেতু কুন্তী এই পুত্র বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সেই সময়ে কুন্তীর কাতরতা, বিলাপ ও পরিতাপে বালিকা কালেও কুন্তীর মাতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃত্বহীনা নারীকে নারী বলা যায় না।

কুন্তী সকল দেবতার প্রতি পুত্রের রক্ষার ভার প্রদান করেন। আরও বলিয়াছিলেন বৎস! এক্ষণে যে তোমারে পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিবে এবং তুমি পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ব্যগ্রতা সহকারে যাহার স্তন পান করিবে সে নারীও ধন্য; না জানি সে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে। আহা! তাঁহার কি সৌভাগ্য যে এই কমললোচন সুললাট সুকেশসম্পন্ন পুত্রকে লালন পালন করিবে। যখন তুমি ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া জানুদ্বারা গমনপূর্ব্বক মধুর অস্ফুট বাক্য প্রয়োগ করিবে, যখন তুমি হিমাচলসম্ভূত কেশরি শাবকের ন্যায় যৌবনসম্পন্ন হইবে, না জানি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সেই রমণীর হৃদয়ে কতই আনন্দের সঞ্চার হইবে।

যাহা হউক ইন্দ্র কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল আহরণ করিলেন—ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্ণ প্রতারিত হইয়াছেন শুনিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন, পাণ্ডবেরা হৃষ্ট হইলেন।

পাণ্ডবেরা অতঃপর কাম্যকবন ত্যাগ করিয়া দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন।

—:o:—

ষষ্ঠ অংশ।

আরণ্যেয় পর্ব্বাধ্যায়

বনপর্ব্বের শেষ অংশ এই আরণ্যেয় পর্ব্বাধ্যায়। আমরা এখানে ধর্ম্ম ও যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর শৃঙ্খলাপূর্ব্বক বর্ণন করিয়া বনপর্ব্বের উপসংহার করিব।

যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে ভাল বাসেন তাঁহারা এই অধ্যায়ে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে বাস করিতেছেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ বিপন্ন হইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্থদণ্ড এক বৃক্ষে বদ্ধ ছিল। এক মৃগ আসিয়া সেই বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করে—অগ্নিহোত্র তাহার শৃঙ্গে সংসক্ত হয়। মৃগ অগ্নিহোত্র লইয়া পলায়ন করে। পঞ্চ ভ্রাতা মৃগ অনুসরণ করেন। মৃগ দৃষ্টিপথে পতিত হইলেও কেহ তাহাকে শরবিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মৃগ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। পাণ্ডবেরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর—এক পাদপমূলে সকলে উপবেশন করিলেন।

আপন আপন দুঃখের কারণ কি সকলে আলোচনা করিতেছেন। পিপাসা নিবারণ জন্য জলান্বেষণ চেষ্টা হইল। নকুল এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া জানিলেন কোথায় জল আছে।

নকুল জলাশয়ের নিকট গমন করিয়াছেন, জল পান করিতে যান এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষ তাঁহাকে বলিল, "জলপান করিওনা। অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া জলপান করিও নতুবা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" নকুল যক্ষ বাক্য উপেক্ষা করিলেন—যেমন জলস্পর্শ করিলেন অমনি প্রাণশূণ্য মত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। আর তিন ভ্রাতারও এই দশা হইল।

সকল ভ্রাতাই জলান্বেষণে গিয়াছে, কেহই ফিরিতেছে না। যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হইলেন।

মহাবন। মনুষ্যের শব্দ নাই। রুরু, বরাহ ও পক্ষিগণ চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। নীল ভাস্বর পাদপসকল সর্ব্বত্র শোভমান। ভ্রমরসকল ঝঙ্কার করিতেছে। যুধিষ্ঠির বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বনমধ্যে সুন্দর সরোবর—কত পদ্ম ঐ সরোবরে ফুটিয়া রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন চারিভাই নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাতলে পতিত—তাহাদের ধনুর্ব্বাণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

ধর্ম্মরাজ প্রতি ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিলাপ করিলেন। কি করা উচিত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের কারণ নির্ণয়ে চেষ্টা করিলেন।

ভ্রাতাদিগের মুখ কর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে—ভাবিলেন এই জল কি বিষাক্ত। তিনি সরোবরে অবতীর্ণ হইতে যান এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে শুনিলেন

"রাজপুত্র আমি শৈবাল ও মৎস্য ভোজী বক—আমিই তোমার অনুজদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিয়াছি—আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া জল পান বা জল স্পর্শ করিলে তোমারও ঐ দশা ঘটিবে।"

যুধিষ্ঠির—অবিচলিত পর্ব্বত সমান আমার ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে পাতিত করা কি পক্ষীর কর্ম্ম? আপনি কে পরিচয় প্রদান করুন? কোন্ অভিপ্রায়ে আপনি এই কর্ম্ম করিয়াছেন? আমি ভয়ে ও কৌতূহলে অভিভূত হইতেছি—হৃদয় কম্পিত হইতেছে, শিরোবেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। বলুন আপনি কে?

যক্ষঃ—আমি যক্ষ—জলচর পক্ষী নহি—আমি ইহাদিগকে নিহত করিয়াছি।

যুধিষ্ঠির সরোবর গর্ভ হইতে উত্থিত হইবা মাত্র এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন—আর

যক্ষ কহিল তোমার ভ্রাতাগণ আমার নিষেধ সত্ত্বেও আমার অধিকৃত জল গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিল সেইজন্য এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া সলিল পান করিও।

যুধিষ্ঠির—আপনার অধিকৃত বস্তু গ্রহণে আমার ইচ্ছা নাই। বলুন আপনার প্রশ্ন কি?

প্রঃ—কোন্ কোন্ অপকর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরক ভোগ হয়?

উঃ—যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই বলিয়া যে বিদায় করে, বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া যে প্রতিপন্ন করে, ধন বিদ্যমান থাকিতেই নাই বলিয়া যিনি দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হয়েন—এই সকল ব্যক্তির অক্ষয় নরক ভোগ হয়।

প্রঃ—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পরস্পর বিরোধী। কি প্রকারে ইহাদের সমাবেশ হয়।

উঃ—যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশবর্ত্তী হয় তখনই ধর্ম্মার্থকামের সমাবেশ হয়।

প্রঃ—সনাতন ধর্ম্ম কি?

উঃ—জ্ঞানযোগ।

প্রঃ—ধর্ম্মের আশ্রয় কি?

উঃ—যশ।

প্রঃ—জ্ঞান কাহাকে বলে ?

উঃ—তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান।

প্রঃ—প্রধান ধর্ম্ম কি ?

উঃ—আনৃশংস্য।

প্রঃ—ধর্ম্মের আশ্রয় কি ?

উঃ—দাক্ষ্য।

প্রঃ—কোন ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্ ?

উঃ—বৈদিক ধর্ম্ম।

প্রঃ—ধর্ম্ম অনুরাগীর লাভ কি ?

উঃ—সদগতি।

প্রঃ—কি ত্যাগে লোকে সুখী হয় ?

উঃ—লোভ।

প্রঃ—সুখের একমাত্র আশ্রয় কি ?

উঃ—শীল।

প্রঃ—কি ত্যাগে অর্থবান হয় ?

উঃ—কামনা।

প্রঃ—লোভে পড়িয়া মানুষ কি ত্যাগ করে ?

উঃ—পরম মিত্রকেও ত্যাগ করে।

প্রঃ—কি ত্যাগে শোক যায় ?

উঃ—ক্রোধ ত্যাগে।

প্রঃ—শোক কি ?

উঃ—অজ্ঞান।

প্রঃ—কি করিলে শোক যায় ?

উঃ—মনঃ সংযমে।

প্রঃ—কোন শত্রু দুর্জ্জেয় ?

উঃ—ক্রোধ।

প্রঃ—কোন ব্যাধি অনন্ত ?

উঃ—লোভ।

প্রঃ—কিসের জন্য মানুষ স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয় ?

উঃ—সঙ্গ জন্য।

প্রঃ—স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি ?

উঃ—সত্য।

প্রঃ—বিষ কি ?

উঃ—প্রার্থনা।

প্রঃ—অমৃত কি ?

উঃ—যজ্ঞশেষ ও সলিল।

প্রঃ—মৃত পুরুষ কে ?

উঃ—দরিদ্র পুরুষ।

প্রঃ—মৃত রাজ্য কি ?

উঃ—অরাজক রাজ্য।

প্রঃ—মৃত শ্রাদ্ধ কি ?

উঃ—অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধ।

প্রঃ—কিসে বুদ্ধিমান হওয়া যায় ?

উঃ—বৃদ্ধসেবায়।

প্র—কিসে মহত্ত্ব লাভ হয় ?

উঃ—তপস্যা দ্বারা।

প্রঃ—কিসে পুত্রবান্ হয় ?

উঃ—যজ্ঞ দ্বারা।

প্রঃ—সুখের মধ্যে উত্তম কি ?

উঃ—সন্তোষ।

প্রঃ—লাভের মধ্যে উত্তম কি ?

উঃ—আরোগ্য।

প্রঃ—অন্ন কি ?

উঃ—ধেনুই অন্ন।

প্রঃ—সাধু কে ?

উঃ—সর্ব্ব প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু।

প্রঃ—ব্রাহ্মণের সাধুভাব কি ?

উঃ—তপস্যা।

প্রঃ—ক্ষত্রিয়ের সাধুভাব কি ?

উঃ—যজ্ঞ।

প্রঃ—ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি ?

উঃ—বেদ পাঠ।

প্রঃ—ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি ?

উঃ—অস্ত্র শস্ত্র।

প্রঃ—ব্রাহ্মণের মনুষ্যত্ব কি ?

উঃ—মৃত্যুঃ।

প্রঃ—ক্ষত্রিয়ের মনুষ্য ভাব কি ?

উঃ—ভয়।

প্রঃ—ব্রাহ্মণের অসাধুভাব কি ?

উঃ—পরীবাদ (অপবাদ-নিন্দা)।

প্রঃ—ক্ষত্রিয়ের অসাধুভাব কি ?

উঃ—পরিত্যাগ।

প্রঃ—প্রবাসীর মিত্র কে ?

উঃ—সঙ্গী।

প্রঃ—গৃহবাসীর মিত্র কে ?

উঃ— ভার্য্যা।

প্রঃ—আতুরের মিত্র কে ?

উঃ—চিকিৎসক।

প্রঃ—মুমূর্ষুর মিত্র কে ?

উঃ—দান।

প্রঃ—বহুমিত্রশালী ব্যক্তির লাভ কি ?

উঃ—সতত সুখে বাস।

প্রঃ—সর্ব্বভূতের অতিথি কে ?

উঃ—অগ্নি।

প্রঃ—পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কে ?

উঃ—মাতা।

প্রঃ—আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে ?

উঃ—পিতা।

প্রঃ—বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে?

উঃ—চিন্তা।

প্রঃ—কে আদিত্যকে উন্নত করেন?

উঃ—ব্রহ্ম।

প্রঃ—কে আদিত্যের চারিধারে আছেন?

উঃ—দেবগণ।

প্রঃ—কে আদিত্যকে অস্তমিত করেন?

উঃ—ধর্ম্ম।

প্রঃ—আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

উঃ—সত্যে।

প্রঃ—যজ্ঞীয় সাম কি?

উঃ—প্রাণ।

প্রঃ—যজ্ঞীয় যজুঃ কি?

উঃ—মন।

প্রঃ—কে যজ্ঞকে বরণ করে?

উঃ—ঋক্।

প্রঃ—যজ্ঞ কাহাকে অতিক্রম করে না?

উঃ—ঋক্‌কে।

প্রঃ—মৃত যজ্ঞ কি?

উঃ—অদক্ষিণ যজ্ঞ।

প্রঃ—অবপনকারী মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উঃ—বৃষ্টি।

প্রঃ—নিবপনকারী মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

উঃ—বীজ।

প্রঃ—প্রতিষ্ঠমান মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

উঃ—ধেনু।

প্রঃ—প্রসবকারী মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

উঃ—পুত্র।

প্রঃ—সমুদায় জগৎ কি পদার্থ ?

উঃ—বায়ু সমুদায় জগৎ।

প্রঃ—কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত ?

উঃ—ধর্ম্ম নিমিত্ত।

প্রঃ—কি জন্য নটকে ও নর্ত্তককে দান করে ?

উঃ—যশের নিমিত্ত।

প্রঃ—কি নিমিত্ত রাজাকে দান করে ?

উঃ—ভয়ের নিমিত্ত।

প্রঃ—লোক সকল কিসে দ্বারা আবৃত ?

উঃ—অজ্ঞান দ্বারা।

প্রঃ—লোক সকল কিসে অপ্রকাশিত ?

উঃ—তমো দ্বারা।

প্রঃ—মনুষ্যের আত্মা কে ?

উঃ—পুত্র।

প্রঃ—মনুষ্যের দৈবকৃত সখা কে ?

উঃ—ভার্য্যা।

প্রঃ—মনুষ্যের উপজীবিকা কি ?

উঃ—মেঘ।

প্রঃ—তপের লক্ষণ কি ?

উঃ—স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিত্ব।

প্রঃ—দমের লক্ষণ কি ?

উঃ—মনের নিগ্রহ।

প্রঃ—ক্ষমার লক্ষণ কি ?

উঃ—দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা।

প্রঃ—লজ্জার লক্ষণ কি ?

উঃ—অকার্য্য হইতে নিবৃত্তি।

প্রঃ—জ্ঞান কাহাকে বলে ?

উঃ—তত্ত্বোপলব্ধি।

প্রঃ—শম কি ?

উঃ—চিত্তের প্রসন্নতা।

প্রঃ—দয়া কি?

উঃ—সকলের সুখের ইচ্ছা করা।

প্রঃ—আর্জ্জব কি?

উঃ—সমচিত্ততা।

প্রঃ—মোহ কি?

উঃ—ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞতা।

প্রঃ—মান কি?

উঃ—আত্মাভিমানতা।

প্রঃ—আলস্য কি?

উঃ—ধর্ম্মানুষ্ঠান না করা।

প্রঃ—স্থৈর্য্য কি?

উঃ—স্বধর্ম্মে স্থিরতা।

প্রঃ—ধৈর্য্য কি?

উঃ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

প্রঃ—স্নান কি?

উঃ—মনোমালিন্য পরিত্যাগ।

প্রঃ—দান কি?

উঃ—প্রাণিগণকে রক্ষা করা।

প্রঃ—পণ্ডিত কে?

উঃ—ধর্ম্মজ্ঞ।

প্রঃ—নাস্তিক কে?

উঃ—মূর্খ।

প্রঃ—মূর্খ কে?

উঃ—নাস্তিক।

প্রঃ—কাম কি?

উঃ—সংসারহেতুই কাম।

প্রঃ—মৎসর কি?

উঃ—হৃত্তাপ।

প্রঃ—অহঙ্কার কি ?

উঃ—অজ্ঞানরাশি।

প্রঃ—দম্ভ কি ?

উঃ—ধর্ম্মধ্বজের উন্নমন।

প্রঃ—দৈব্য কি ?

উঃ—দানের ফলই দৈব্য।

প্রঃ—পৈশুন্য কি ?

উঃ—পরের প্রতি দোষারোপ।

প্রঃ—কুল, বৃত্ত, স্বাধ্যায়, ও শ্রুতি ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের কারণ কোনটি ?

উঃ—ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, অধ্যয়ন অধ্যাপন বা শাস্ত্র চিন্তা, চতুর্ব্বেদে জ্ঞান—এ সমস্তের কোনটিই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে। এই সমস্ত দ্বারা শূদ্র হইতে ভিন্নতা বুঝা যায়। একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। যিনি দুর্বৃত্ত তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যিনি ক্রিয়াবান্, যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ, তিনিই ব্রাহ্মণ। নিরন্তর যিনি অন্তরে বাহিরে অগ্নিমান্দ্যতা দূর করিয়া রাখিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

প্রঃ—পুরুষ কে ?

উঃ—মানবের নাম পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয় সেই নাম যতদিন থাকে ততদিন সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রঃ—সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কে ?

উঃ—যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ দুঃখ প্রিয় অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী।

যক্ষযুধিষ্ঠির সংবাদে মহাত্মা কাশীরাম অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল চারিটি প্রশ্ন মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে চারিটি এই—

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতান্ চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥

কিবা বার্ত্তা ? কি আশ্চর্য্য ? পথ বলি কারে ?
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে ?
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি।

কাচ বার্ত্তা

যুধিষ্ঠিরঃ—মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।
মাস ঋতু হাতা দিয়া করেন ঘট্টন।
সূর্য্য অগ্নি রাত্রি দিবা তাহাতে ইন্ধন॥
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা
ভূতগণে করে পাক এইত বারতা।

কিমাশ্চর্য্যং

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥
প্রতিদিন কত প্রাণী যায় যমঘরে
অবশিষ্ট যারা তারা এই মনে করে
আমরা ত চিরজীবী নাহি হ'ব ক্ষয়
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়।

কঃ পন্থাঃ

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥
বেদ আর স্মৃতি শাস্ত্র একমত নয়,
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়;
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব গুহায় স্থাপন,
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে চলে মহাজন।

কশ্চ মোদতে

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ
অঋণী চাপ্রবাসীচ স বারিচর মোদতে॥
অ প্রবাসী ঋণ বিনা যার কাল যায়
যদ্যপি মধ্যাহ্নকালে শাক অন্ন খায়
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর
বারিচর এই তব প্রশ্নের উত্তর॥

যক্ষ সন্তুষ্ট হইলেন। যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন তুমি ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনের জীবন প্রার্থনা কর। যুধিষ্ঠির শ্যামকলেবর লোহিতলোচন বিশালবক্ষ নকুলের জীবন প্রার্থনা করিলেন। যক্ষ আশ্চর্য্য হইলেন। ভীমার্জ্জুন বাদ দিয়া নকুলের জন্য প্রার্থনা কেন? যুধিষ্ঠির বলিলেন আমি ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমস্ত স্বার্থ বলি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। জানি ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মও আমাকে রক্ষা করিবেন। সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল জানেন অতএব আমি কোনক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। কুন্তী মাদ্রী উভয়েই আমার জননী। উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন এই আমার অভিলাষ। আমার পক্ষে উভয়েই সমান। এজন্য আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।

যক্ষের পরীক্ষা শেষ হইল। ধর্ম্ম যক্ষরূপে যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করিলেন। সকল পাণ্ডব জীবিত হইলেন, নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ধর্ম্ম আপন পরিচয় দিলেন। বলিলেন আমি তোমার পিতা। তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আমার শরীর, অহিংসা শৌচ শান্তি আমার ইন্দ্রিয়। আমি তোমার আনৃশংস্যে তৃপ্ত হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।

"যে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থদণ্ড মৃগকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে তাহার অগ্নিহোত্র সকল যেন বিলুপ্ত না হয় ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা"।

"তোমার পরীক্ষা জন্য আমি মৃগবেশে মন্থদণ্ড অপহরণ করিয়াছিলাম—গ্রহণ কর"।

তখন যুধিষ্ঠির অন্য বর প্রার্থনা করিলেন—আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। ত্রয়োদশ উপস্থিত। এক্ষণে যে স্থানে আমরা অবস্থান করিব কেহ যেন উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয় আপনি এই বর প্রদান করুন।

তখন ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে গূঢ় বেশে বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসের আদেশ করিলেন। আরও বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন তুমি আমার আত্মজ, বিদুর আমার অংশজ—তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

হে দেব—যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন—আমি যেন লোভ, মোহ, ক্রোধ পরাজয় করিতে সমর্থ হই—আমার অন্তর যেন তপ দান ও সত্যে অনুরক্ত থাকে।

স্বভাবতঃ ঐ সমস্ত গুণ থাকিলেও উহাবা আরও উজ্জ্বল হইবে এই বলিয়া ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলেন।

সপ্তম অংশ।

জ্ঞাতবাসের শেষ কথা।

বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের বহু প্রশংসা করিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার কালে বলিয়া গেলেন—

"ধর্ম্ম না ছাড়িহ কভু ধর্ম্ম কর সার,
দুঃখের সাগর হবে অনায়াসে পার।"

চারি ভাই ও দ্রৌপদী বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। সকলে যুধিষ্ঠিরকে ঐ স্থানে আসিবার কাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সকলে মৃত্যু সরোবরে স্নান করিয়া সেই দিন সেই স্থানে যাপন করিলেন।

প্রভাত হইল। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবেরা তপস্বিগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্মের অনুজ্ঞা জানাইলেন। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বৎসরের ক্লেশ স্মরণ করিয়া অভিভূত হইলেন। দুঃখের কথা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ধৌম্য নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। ব্রাহ্মণেবা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ব্রাহ্মণেবা বিদায় গ্রহণ করলিলেন। পাণ্ডবেরা এক ক্রোশ মাত্র গমন করিয়া অজ্ঞাতবাসের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

———

চতুর্থ খণ্ড।

অজ্ঞাতবাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডব প্রবেশ।

প্রথম অংশ—মন্ত্রণা

আজ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। কল্য হইতে অজ্ঞাতবাসের বৎসর আরম্ভ হইবে। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতাদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরামর্শ হইল কোন রম্য দেশ দেখিয়া ছয়জনে একসঙ্গে থাকিব। কুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে চেদী, মৎস্য, কুন্তিরাষ্ট্র, অবন্তী, শূরসেন প্রভৃতি বহুদেশের নামোল্লেখ হইল। যুধিষ্ঠির মৎস্য দেশে বিরাট রাজ্যে বাস করিবেন স্থির হইল। বলিলেন —

"সবারে দেখিব সবে থাকিব গুপ্তেতে,
অন্য জন কেহ যেন না পাবে লক্ষিতে" ॥

স্থান ঠিক হইয়া গেল। এক্ষণে কে কোন কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা উত্থাপন করা হইল। ধর্ম্মরাজ কিরূপে আত্মগোপন করিবেন—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ চক্রবর্ত্তী পরবশে থাকিবেন অর্জ্জুনের প্রাণে বড়ই যাতনা হইতেছে। বলিতেছেন

ইহা সম দুঃখ আর নাহিক রাজন্।
রাজা হ'য়ে পরবশ পরের সেবন ॥
মহাপাপে দুঃখ যথা পায় পাপিগণ।
কোন্ কর্ম্মে নির্ব্বাহিবে বলহ রাজন্ ॥

যুধিষ্ঠির বলিতে আরম্ভ করিলেন—আমি কঙ্কনামা অক্ষহৃদয়জ্ঞ দ্যূতপ্রিয় ব্রাহ্মণরূপে বিরাট রাজার সভায় থাকিব। বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময়, কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণে রঞ্জিত মনোহর অক্ষ গুটিকা সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া

রাজাকে সর্ব্বদা সন্তোষে রাখিব। মৎস্য দেশে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব বাজা যুধিষ্ঠিবেব প্রাণ সম সখা ছিলাম।

যুধিষ্ঠিব নিজের জন্য দুঃখিত নহেন, কিন্তু প্রবলপ্রতাপশালী ভ্রাতাগণ কিরূপে পরাধীনে কালযাপন কবিবেন সেইজন্য বডই দুঃখিত। একে একে সকলেব গুণগ্রাম উল্লেখ কবিয়া ছদ্মবেশেব কথা জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলেন। ভীম, বল্লভ নামে সূপকাব হইয়া বিবাট ভবনে থাকিবেন আব মল্লযুদ্ধে বাজার কৌতুক উৎপাদন করিবেন বলিলেন। অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম গ্রহণ করিয়া নপুংসক বেশ ধাবণ কবিবেন। শঙ্খআচ্ছাদনে দুই হস্তেব ধনুর্গুণেব চিহ্ন আববণ কবিবেন, মস্তকে বেণী ধাবণ কবিবেন, কর্ণে কুণ্ডল পবিবেন। স্ত্রীজনসুলভ আখ্যায়িকা পাঠ কবিয়া বাজা ও স্ত্রীগণেব মনোবঞ্জন কবিবেন এবং অন্তঃপুবমহিলাদিগকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিবেন। নকুল গ্রন্থিক নাম ধাবণ করিয়া অশ্ববৈদ্য হইয়া বাজাব চিত্ত আকর্ষণ করিবেন।

কড়িয়ালি দিই আমি যে ঘোড়াব মুখে।
কোন কালে দুষ্টভাব তাব নাহি থাকে॥

কুন্তীব বড আদবেব পুত্র সহদেব বিবাট বাজাব গোবক্ষক হইবেন—নাম হইবে তন্ত্রিপাল। "বাজন" সহদেব বলিতে লাগিলেন "আপনি আমাব জন্য দুঃখিত হইবেন না। গোচর্য্যা বিষয়ে আমি নানাবিধ কৌশল জ্ঞাত আছি। যাহাদেব মূত্র আঘ্রাণ কবিয়া বন্ধ্যানাবী পুত্রবতী হয় আমি একপ বৃষভ দেখিয়া চিনিতে পাবি। আমি এইরূপে বিরাট নৃপতিকে সন্তুষ্ট কবিয়া বাস করিব।

শেষে দ্রৌপদী। বাজা যুধিষ্ঠিব দ্রৌপদীকে কিছুই বলিতে পাবেন না। সহদেবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সহদেব আমাদেব প্রাণপ্রিয়। ভার্য্যা জননীর ন্যায় পালনীয়া ও জ্যেষ্ঠা ভগিনাব ন্যায় পূজনীয়া ইনি কিরূপে আত্মগোপন কবিবেন? বিশেষতঃ

বাজকন্যা বাজপত্নী দুঃখিনী আজন্ম।
কিছু নাহি জানে কৃষ্ণা স্ত্রীলোকেব কর্ম্ম॥
পুষ্পমালা আভবণ ভাব নাহি সয়।
কিরূপে অধীনা হ'য়ে ববে পবালয়।

দ্রৌপদী রাজাব দিকে একবাব কটাক্ষ কবিলেন। রাজার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাব প্রাণ বিগলিত হইতেছে। তিনি বলিলেন মহারাজ আমাব জন্য দুঃখ

করিবেন না। লোকে শিল্পকর্ম্ম সম্পাদনার্থে কিঙ্করী নিযুক্ত করে। কিন্তু সৎকুলসম্ভূত রমণীরা কদাচ সেইরূপ কর্ম্ম করেন না। আমি কেশসংস্কার—কুশল সৈরিন্ধ্রী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব। রাজা জিজ্ঞাসিলে বলিব আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। এইরূপে আত্মগোপন করিয়া রাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিব। আপনি মনস্তাপ করিবেন না।

কিরূপে সকলে আত্মগোপন করিবেন নিশ্চয় হইল। এক্ষণে ধৌম্য, দ্রৌপদীর পরিচারিকা এবং সারথিদিগকে বিদায় দিতে হইবে। ধৌম্য, দ্রৌপদীর দাসীগণ সহ দ্রুপদভবনে গমন করুন এবং পাণ্ডবদিগের অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ দ্বারকায় গমন করুন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে যেন ইহারা বলেন যে পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন কিছুই জান না।

তখন ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করা হইল। ধৌম্য সমস্তই শ্রবণ করিলেন—সমস্ত অনুমোদন করিলেন—পুনরায় পাণ্ডবদিগের বিরাট গৃহে ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ করিলেন।

অধুনা রাজার সমক্ষে কিরূপ আচার ব্যবহার করিতে হয় ইহা শিক্ষা করিতে আমরা অনেকেই চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু ধৌম্য রাজসভায় কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তদ্বিষয়ে কিছু উপদেশ করিয়াছেন। উভয়ের তুলনায় উপকার আছে তজ্জন্য আমরা ধৌম্যের উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম। মূলে অনেক বেশী আছে আমরা কাশীরামে তাহার সমস্ত আবশ্যকীয় কথাই দেখিতে পাই। কাশীরাম লিখিতেছেন :

তবে ধৌম্য করিলেন বহু উপদেশ।
অজ্ঞাত সময়ে হ'তে পাবে নানা ক্লেশ॥
যদি অপমান করে তাহা সম্বরিবে।
যখন যেমন হয় বুঝিয়া করিবে॥
ক্ষত্র মধ্যে অগ্নি সম তোমা পঞ্চ জনে।
সকলে তোমার শত্রু জানহ আপনে॥
গুপ্ত ভাবে গুপ্তবেশে থাক ভাল মতে।
রাজসেবা করি সদা থাক রাজনীতে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা তেয়াগিবে আলস্য শয়ন।
বিশ্বাস করিবে নাহি নৃপে কদাচন॥

রাজার সম্মুখে আর পশ্চাতে না রবে।
তার বাম পার্শ্বে কিম্বা দক্ষিণে থাকিবে॥
কোন কার্য্য হেতু যদি রাজা আজ্ঞা করে।
আপনার প্রাণপণে করিবে সত্বরে॥
অন্তঃপুর নারী সহ না কহিবে কথা।
মিথ্যা বাক্য রাজারে না কহিবে সর্ব্বথা॥
হরষেতে মত্ত নাহি হবে কদাচন।
রাজা সনে না কহিবে রহস্য বচন॥
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবে।
লাভালাভ না বিচারি আজ্ঞায় করিবে॥
ভাই বন্ধু পুত্রে নাহি নৃপতির প্রীত।
সেই সে আপন যেই করে মনোনীত॥"

আর দুই চারিটি উপদেশ আমরা মূল হইতে উদ্ধৃত করিলাম :
রাজসভায় স্থিরভাবে উপবেশন করিবে। হস্ত পদ ওষ্ঠ প্রভৃতি সঞ্চালন করিবে না। উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না, আর গোপনে নিষ্ঠীবন ও বাতাদি পরিত্যাগ করিবে। অতিহাস্য বা একেবারে বাক্যসম্বরণ করিবে না। লাভে হৃষ্ট বা অপমানে দুঃখিত হইবে না। রাজকৃত উপকার বিপক্ষের নিকট বলিবে না। রাজাকে সর্ব্বদা শিক্ষা দিবে না। রাজার সমান বেশ ভূষা কখন করিবে না। রাজদত্ত বস্ত্র অলঙ্কার যত্ন পূর্ব্বক ধারণ করিবে।

উপদেশ প্রদত্ত হইল। শ্বেতবনের মধ্যে একটি পবিত্র স্থান। ঐ স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে। ব্রহ্মতেজদীপ্তকলেবর এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিতেছেন। পাঁচজন পুরুষ ও ত্রৈলোক্যসুন্দরী একটি যুবতী যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহাঁরা পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী। ধৌম্য রাজ্যলাভ কামনায় আহুতি দিলেন। পাণ্ডবেরা অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় লইলেন। শস্ত্রধারী পাণ্ডবগণ কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন। নানা দেশ পার হইয়া মৎস্য দেশে প্রবেশ করিলেন।

দ্রৌপদী আর চলিতে পারেন না। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিলেন এবং নগরসমীপে উপস্থিত হইয়া অবতারিত করিলেন।

অস্ত্র শস্ত্র সহ নগরে প্রবেশ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবেরা পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ এক দুরারোহ শমীবৃক্ষে আয়ুধ সংস্থাপন করিলেন। গোপালক

মেষপালদিগের নিকট প্রচার করিলেন যে পূর্ব্বাচরিত কুলধর্ম্মানুসারে তাঁহারা তাঁহাদের অশীতিবর্ষ বয়স্কা গতাসু প্রসূতিকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

পাণ্ডবেরা নগরে প্রবেশ করিলেন। পরস্পরের কার্য্য উদ্ধার জন্য, জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পাঁচটি গূঢ় নাম গ্রহণ করিলেন।

কতকগুলি অল্পদর্শী ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে মহাভারতে এক শিব ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনার কথা পাওয়া যায় না। ইহা ভ্রম। মনে আছে রাজা যুধিষ্ঠির বিরাট নগরে উপস্থিত হইয়া মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। ভগবতী ভক্তকে দেখা দেন। ধর্ম্মরাজ প্রার্থনা করিলেন—হে ভক্তবৎসলে শরণাগতপালিকে দুর্গে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনাকে প্রণাম করি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ভগবতী অভয় প্রদান করিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

২য় অংশ।

সভাপ্রবেশ।

প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির বিরাট সভায় প্রবেশ করিলেন-কক্ষে বস্ত্রাবৃত বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় অক্ষগুটিকা। যুধিষ্ঠির সভা নিরীক্ষণ করিতেছেন আর বিরাট-রাজা মনে মনে নানা প্রকার বিচার করিতেছেন কে ইনি? সভাসদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।—

এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার।
ইহাকে কখন কেহ দেখেছ কি আর?
ক্ষত্রিয়লক্ষণ, সর্ব্ব ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্বতেজোময়॥

যুধিষ্ঠির আশীর্ব্বাদ করিলেন—ধর্ম্মরাজ ছদ্মবেশী। বিরাটরাজ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—যুধিষ্ঠির পরিচয় দিলেন—তিনি ব্যাঘ্রপদী গোত্র সম্ভূত ব্রাহ্মণ।

আমি যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সখা ছিলাম। দ্যূতে আমার নিপুণতা আছে।

বিরাটরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, বলিলেন তুমি মৎস্যদেশ পালন কর। যুধিষ্ঠির দ্যূতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে একটু বাঁধা বাঁধি করিয়া লইলেন, বলিলেন, "মহারাজ আমি নীচ লোকের সহিত কখনই দ্যূত-ক্রীড়া করিব না, এবং আমি যাহাকে পরাজয় করিব সে আমার ধনলাভে কদাচ অধিকারী হইবে না। রাজা অভয় দিলেন। সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন আমার প্রিয় সখা কঙ্ক আমার ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে অধিকারী হইলেন যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সখে! আমি তোমার সহিত একযানে আরোহণ করিব—আমার ন্যায় তোমারও প্রচুর বস্ত্র ও অপর্য্যাপ্ত পান ভোজন লাভ হইবে। আমি গৃহের দ্বার উদঘাটন করিয়া দিতেছি তুমি সর্ব্বদাই বাহ্যাভ্যন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিবে—তোমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিবে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিব।" রাজার আদরে রাজরাজেশ্বর ধর্ম্মরাজের প্রাণে কি জাগিল তাহা আমরা উল্লেখ করিব না।

রাজা ও সভাসদগণ যুধিষ্ঠিরকে লইয়া ব্যস্ত এমন সময়ে সূর্য্যসম তেজস্বী অন্য এক পুরুষ সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরুষ অসিত বসনে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছেন, হস্তে কোষবিনিষ্কাষিত অসিতাঙ্গ অসি, মন্থদণ্ড ও দর্ব্বী। সূপকার বেশে ভীমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছেন। রাজা একবারে বলিলেন—ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবা যেই হউক আমি উহার মনোরথ পূর্ণ করিব। ভীম ছদ্ম পরিচয় প্রদান করিলেন।

> এত শুনি মৎস্যপতি বলেন বচন,
> সূপকার তোমারে না লাগে মোর মন॥
> জ্বলন্ত ভাস্কর যেন শোভিয়াছে তুমি,
> সর্ব্ব ক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি॥

মূলে আছে—আমি তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিলাম, তুমি স্বীয় অধি-কার গ্রহণ কর কিন্তু এপ্রকার কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। তুমি সসাগরা ধরা মণ্ডলের শাসনযোগ্য। ভীম নিজগুণে নৃপতির সাতিশয় প্রীতিভাজন হইলেন—কেহ কিছুই জানিল না।

মূলে ইহার পর দ্রৌপদীর মৎস্যরাজধানী প্রবেশের কথা আছে। কাশীদাসে অন্যরূপ। ব্যাসদেব পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদীর কেশপাশ বর্ণন করিয়াছেন।

নীল, সূক্ষ্ম, সুকোমল, সুদীর্ঘ—ইহাই কেশের বিশেষণ—দ্রৌপদী বেণী বন্ধন করিয়াছেন, বস্ত্র মলিন—মলিন বস্ত্র হইলেও রূপ ঢাকা দিতে পারিতেছেন না। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী বেশে দীনভাবে গমন করিতেছেন। নাগরিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছে। হরি হরি! পঞ্চ পাণ্ডব যাঁহার স্বামী—অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক যাঁর সখা, তাঁর এই দীন বেশ—তুমি আমি কোন্ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি? দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন—রাজ রাজেশ্বরী সাম্রাজ্ঞীকে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে কাহার ইচ্ছা হইতেছেনা।

বিরাটরাণী সুদেষ্ণা প্রাসাদে উঠিয়াছিলেন। পথে লোক জন দেখিয়া তিনি ঐ দিকে দেখিতেছেন। সহসা দ্রৌপদী নয়নপথে পতিত হইল—দ্রৌপদী রূপবতী কিন্তু অনাথ ও একবসনা। রাণীর দয়া হইল—রাণী দ্রৌপদীকে ডাকিলেন দ্রৌপদী পরিচয় দিলেন। ছদ্মবেশধারিণী কোন কার্য্য প্রার্থনা করিবেন তাহাও জানাইলেন। দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা করিলেন।

এমন অনুচ্চ গুল্ফ, সংহত উরুদ্বয়, গভীর নাভি, উন্নত নাসিকা লোহিতবর্ণ কর চরণ জিহ্বা অধর—একরূপ হংসের ন্যায় গদগদ বাক্য—মনোহর কেশকলাপ, শ্যাম সুন্দর অঙ্গ, নিবিড় নিতম্ব ও পয়োধর—পূর্ণচন্দ্রসম মুখমণ্ডল—এমন তুমি। তুমি কি দাসীযোগ্যা? দেখিতেছি তুমি কাশ্মীরী তুরঙ্গীর ন্যায়—পদ্মপলাশলোচনা কমলার ন্যায—কে তুমি বল—বল

"কি দেবী নামিলে তুমি কি হেতু লমহ ভূমি
না ভাণ্ডিহ সত্য কহ মোরে?"

দ্রৌপদী কি বলিয়া পরিচয় দিবেন? দুই একবার সত্যভামার নাম আপনা হইতেই বাহির হইল—বলিলেন

গোবিন্দের প্রিয়তমা মহাদেবী সত্যভামা
বহুকাল সেবিলাম তাঁকে।
আমার নৈপুণ্য দেখি পাণ্ডবের প্রিয় সখী
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে॥
কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ ইথে না জানিহ আন
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা॥
রাজ্য নিল শত্রুগণ পাণ্ডবেরা গেল বন
তেঁই আমি আসিলাম হেথা॥

মূলে আছে "আমি সৈরিন্ধ্রী—আমি কেশ সংস্কার, বিলেপন, পেষণ, মল্লিকা, উৎপল, কমল ও চম্পক প্রভৃতি কুসুম কলাপের বিচিত্র মালা গ্রন্থন করিয়া থাকি। প্রথমে কৃষ্ণ প্রিয়তমা সত্যভামা, তৎপরে কুরুকুলের একমাত্র সুন্দরী দ্রুপদ কুমারীর সেবা করিয়াছিলাম। স্বয়ং দেবী আমারে মালিনী বলিয়া ডাকিতেন। এতটুকু না বলিলেও বুঝি কেহ বিশ্বাস করে না, তথাপি কিন্তু সন্দেহ গেলনা। সুদেষ্ণা বলিলেন, কল্যাণি! আমি তোমাকে মস্তকে স্থান দিতে পারি, কিন্তু ভয় হয় পাছে রাজা তোমার নিমিত্ত চঞ্চল হয়েন—পুরুষের কথা দূরে থাক্—

'স্ত্রী জাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি'। দেখ দেখি অন্তঃপুরের সকলেই তোমায় উৎসুক হইয়া দেখিতেছে—আমার মনে হয়—আমার আলয়জাত তরুরাজ তোমায় দর্শন করিবার জন্য অবনত হইতেছে—এই হাসি, এই স্বর, এই ভ্রুযুগ্ম—এই সুকোমল দৃষ্টি—নিবিড় নিতম্বিনি! বিরাট রাজ তোমায় দেখিলে আমায় ত্যাগ করিবেন—মানুষ যেমন আত্মহত্যার জন্য বৃক্ষে আরোহণ করে, তোমাকে রাজগৃহে স্থানদান করা আমার পক্ষে সেইরূপ। ফলতঃ তোমারে স্থান দান করা কর্কটীর গর্ভধারণের ন্যায় আমার মৃত্যুস্বরূপ হইবে।

কাশীরাম কথকের মুখে শুনিয়াই মহাভারত লিখিয়াছেন একথা ভ্রমাত্মক—আমরা মূলের অনুবাদ অনেক স্থানে দেখিতে পাই—পূর্ব্বেও ইহা দেখিয়াছি—

কাশীরাম লিখিতেছেন—

"হের দেখ বরাননে তোমা দেখি তরুগণে
লম্বিত হইল শাখা সহ।"

আবার—"তোমা দেখি আদর না করিবেন মোরে,
আমি উদাসীনা হ'ব তোমা রাখি ঘরে।
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে,
কর্কটীর গর্ভ যথা মৃত্যুর লক্ষণে"॥

দ্রৌপদীর উত্তরে দ্রৌপদীর মত বিপদগ্রস্তা অনেক মহিলার উপকার হইতে পারে। দ্রৌপদী বলিতেছেন—

"বিরাট কি অন্য কোন পুরুষ আমারে লাভ করিতে সমর্থ নহেন। পাঁচ জন যুবা গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী—যিনি আমারে উচ্ছিষ্ট দান না করেন এবং পাদ

প্রক্ষালন না করান, আমার পতিগণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হয়েন। যে পুরুষ ইতর কামিনীর ন্যায় আমার প্রতি লোভপরবশ হয়, সেই রাত্রেই তাঁহাকে যমালয় যাইতে হয়"। যাহা হউক, সুদেষ্ণা স্বীকার করিলেন—তথাপি কোন কোন বিপদ আশঙ্কা এক একবার প্রাণকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল।

এই তিনের পর সহদেব রাজার দৃষ্টিতে পড়িলেন। একে সুন্দর পুরুষ। সহদেব তাহাতে গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন। সহদেব রাজভবনবর্ত্তী গোষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন, রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সহদেব আপনাকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, নাম বলিলেন অরিষ্টনেমি। রাজা আশ্রয় দিলেন। সহদেব আরও বলিলেন

আর এক মহৎ কর্ম্ম জানি নরনাথ।
ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান মম জ্ঞাত॥
পৃথিবী ভিতরে নৃপ যত কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয়॥

সহদেবের পরে অর্জ্জুন সভামণ্ডপে আগমন করিলেন। কর্ণে স্ত্রীলোকের ন্যায় কুণ্ডলযুগল হস্তে শঙ্খবলয় ও অঙ্গদ, সুদীর্ঘ কেশপাশ উন্মুক্ত। কৃষ্ণ, উদ্ধব ও অর্জ্জুন এক প্রকার। এ বেশ লুক্কায়িত হয় না। অর্জ্জুন স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু গমনকালে ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। প্রচ্ছন্নরূপী গজেন্দ্রবিক্রম মহেন্দ্রতনয়কে দেখিয়া রাজা নানাপ্রকার বিতর্ক করিলেন। সভোরা কিছুই বলিতে পারিল না। অর্জ্জুন আপন পরিচয় দিলেন।—

আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা॥

দেবী উত্তরার শিক্ষার ভার আমায় প্রদান করুন। বৃহন্নলা আরও বলিল, রাজন্ যে কারণে আমি এরূপ হইয়াছি তাহা আপনারে আর কি বলিব উহা স্মরণ করিলে শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। হে রাজন্। আপনি আমাকে পিতৃমাতৃহীন পুত্র বা কন্যা বলিয়া জ্ঞাত হইবেন।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের নেতা, মৃত্যুঞ্জয় বিজয়ী কৃষ্ণসখার এই বেশ এই ব্যবহার—এই মাখামাখি ভাব—বিস্ময়ের কথা কি? ব্রহ্মবস্তু সকল জানেন

সকল সাজেন—সখা না করিবে কেন? রাজা অর্জ্জুনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন—রাজা মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্ত্রীলোক দ্বারা পরীক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে সভাস্থলে নকুল প্রবেশ করিলেন। নকুল দ্রুত পদসঞ্চারে আগমন করিলেন—আসিবার সময় অশ্বদিগকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আসিতে ছিলেন। সকলে উহাকে হয়তত্ত্ববেত্তা বলিয়া অনুমান করিল। রাজা নকুলকে অশ্বকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর পাণ্ডবগণ দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য এইরূপে বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করিতে লাগিলেন।

মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহেন গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহস্র কিরণে॥
রহিল অনল যেন ভস্ম মধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সবে অনুথন দেখি॥

—:০:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডবকীর্ত্তি।

প্রথম অংশ।

সময় পালন।

অজ্ঞাত বাসের চারিমাস কাটিয়া গেল—পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়া করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করিতেন গোপনে ভ্রাতাদিগকে তাহা প্রদান করিতেন। ভীম মাংসাদি বিবিধ খাদ্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরের জীর্ণ বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন অন্যোন্য পাণ্ডবদিগকে তাহা প্রদান করিতেন। নকুল অশ্ব সেবা করিয়া যে অর্থ পাইতেন তাহা ভ্রাতা দিগকে

প্রদান করিতেন। সহদেব দধি দুগ্ধ প্রদান করিতেন। তপস্বিনী দ্রৌপদী লোকের অজ্ঞাতসারে পাণ্ডবদিগকে নিরীক্ষণ করিতেন।

সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াও জীর্ণ বস্ত্র বিক্রয় করা চলিত, সূপকার হওয়া যাইত—এ দুঃখ ও সহ্য হইত কিন্তু তোমার দুঃখের শেষ নাই! একবার পাণ্ডবদিগের কথা মনে মনে স্মরণ কর, তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, তুমি ভিতরে সহিষ্ণু হইবে। আর ইঁহাদের উপার্জ্জন? যাহা উপার্জ্জিত হইত তাহাই সকলের—কিন্তু তোমার উপার্জ্জন কার জন্য? কার ভয়ে তোমার উপার্জ্জনের কথা তুমি গোপন করিতে চাও—কেন এ অধঃপতন? এ সমস্ত কালের ক্রীড়া।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর আট মাস আছে। আজ মৎস্যনগরে মহোৎসব। চারিদিক হইতে মল্লগণ যুটিতে লাগিল। সকলে আপন আপন ক্ষমতার কথা বলিল। সর্ব্বাপেক্ষা একজন প্রধান—কোন মল্ল তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। বিরাটরাজ ভীমকে যুদ্ধ করিতে বলিলেন। ভীম দুঃখিত হইলেন একদিকে রাজার আজ্ঞা, না শুনিলে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, অন্যদিকে বাহুবল প্রকাশের ভয়, অগত্যা ভীম স্বীকার করিলেন।

ভীমের লীলা সর্ব্বত্রই চমৎকার। শার্দ্দূল যেমন ধীরে ধীরে শিকার অভিমুখে অগ্রসর হয়, ভীম সেইরূপ মহারঙ্গে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে কটি বন্ধন করিলেন। মার্জ্জার যেমন মূষিকের সহিত ক্রীড়া করে ভীম কতক্ষণ সেইরূপ ক্রীড়া করিলেন। সহসা ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল—ভীম বলপূর্ব্বক মল্লকে আকর্ষণ করিয়া উৎক্ষিপ্ত করিলেন—সবলে ঘূর্ণিত করিলেন। সকলে বিস্মিত হইল, মল্ল শতবার ঘূর্ণিত হইয়া মৃত প্রায় ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল। রাজা বড়ই প্রীত হইলেন—মৎস্যরাজ ভীমকে অনেক পুরস্কার প্রদান করিলেন, কিন্তু অন্তঃপুরে স্ত্রীগণসমক্ষে সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি পশুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বলিলেন। ভীমকে তাহাই করিতে হইল। দ্রৌপদী ব্যাকুল হইয়া ভীমার্জ্জুনের দুরবস্থা দেখিতেন। অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জিত হইত, দ্রৌপদীর দুঃখ বর্ণনাতীত।

দ্বিতীয় অংশ।

দ্রৌপদী, কীচক ও ভীম।

কীচক বিরাটরাজের শ্যালক—সুদেষ্ণার ভ্রাতা। অতিশয় বলশালী। বিরাটরাজ কীচকের বাহুবলে রাজ্য শাসন করিতেন। কীচক কাহাকেও ভয় করিত না।

কীচক বলশালী, কিন্তু এ বল পশুবল। ভীম বা অর্জ্জুন কখন নয়ন কোণে পরস্ত্রী অবলোকন করিতেন না—প্রকৃত বীরহৃদয় সংযমী। কীচক বাহু-বল ধরিত, কিন্তু এ পশুর বাহুবল। দুর্ব্বৃত্ত দ্রৌপদীর রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হইল—পরিচারিকা বুঝিয়া বল প্রয়োগ করিতেও সাহস করিল—প্রথমে সুদে-ষ্ণাকে জানাইল—সুদেষ্ণা নিষেধ করিলেন—কিন্তু পশু কাহার নিষেধ শুনিয়া থাকে? শেষে সুদেষ্ণা আপনার প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার তুচ্ছ করিয়া কৌশলে দ্রৌপদীকে ভ্রাতৃগৃহে পাঠাইলেন—দ্রৌপদী বিপদে পড়িলেন—দ্রৌপদীকে একাকিনী পাইয়া পশুর পশুত্ব প্রবল হইল—চণ্ডাল দ্রৌপদীর দক্ষিণ কর ধারণ করিল—দ্রৌপদী বলিলেন "অরে পাপাত্মা! আমি গর্ব্ব করিয়া মনে মনেও কখন পতিদিগকে অনাদর করি নাই। সেই পুণ্যফলে তোরে পরাভূত দেখিব।" কীচক পুনরায় দ্রৌপদীর উভয় কর ধারণ করিল, দ্রৌপদী ক্রোধভরে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রৌপদী ছুটিয়া সভামুখে চলিলেন।

যখন সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে সুরা আনয়নার্থে কীচকের গৃহে প্রেরণ করেন, তখন দ্রৌপদী ভীত মনে সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন—দ্রৌপদী সতী—স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তা কখন হৃদয়ে স্থান পাইত না—কখন অন্য পুরুষের মুখ অবলোকন করিতেন না। অতি সাবধানে সতীত্ব রক্ষা করিতেন। সমস্ত দেবতাই সতীর বশ। সাবিত্রী যমের মুখ হইতে মৃত পতি ফিরাইয়া আনিয়া-ছিলেন। দ্রৌপদী সূর্য্যের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন ভাবে এক রাক্ষস রক্ষক পাই-লেন। আর তুমি! শতবার দেবতাকে ডাকিলেও দেবতা কর্ণপাত করেন না। তুমি বিচার কর দেবতা নাই—থাকিলে শুনিতেন। তোমার বিচার ঠিক নহে। দেবতা আছেন সতীত্বের রক্ষা সম্বন্ধে কখনও সাবধান কি হইয়াছ?

স্বামীকে নারায়ণ কি কথন মনে করিয়াছ—শুধু অপর লোক হইতে শরীর রক্ষা করিলে কি সতী হওয়া যায়? তাও কি তুমি রক্ষা কর? ঋষিগণ সমাজ গড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের কৌশলেই রক্ষা হয়? তুমি কি কর? কৈ স্বামীর পশুত্ব হইতে নিজের শরীর কয় দিন রক্ষা করিয়াছ? পশুত্ব হইতে নিজের শরীর রক্ষা কর—স্বামীকে রক্ষা করিতে শিক্ষা কর, সংযমী না হইলে সতী হওয়া যায় না। মনকে ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিতে হইবে—মন অব্যভিচারী হইয়া নিরন্তর স্বামীপদে রহুক--স্বামীর সংসারের সকল বস্তুই তোমার প্রিয় হউক, মনে মনে অনুভব কর যে স্বামীর প্রীতির জন্য তুমি স্বামীর সংসার করিতেছ—স্বামীব সন্তোষেব জন্য সাজ সজ্জা করিয়া থাক—যে দিন হইতে অকপটে বলিতে পারিবে আমি স্বামীর প্রীতিব জন্য জীবন ধারণ করিতেছি—আমি নিজের সুখ আকাঙ্ক্ষা করি না সেই দিন হইতে তুমি সতী হইবে। স্বামীর সুখের আকাঙ্ক্ষাই প্রেম, আর নিজের সুখ চেষ্টাই কাম। কাম পশুর জন্য আব প্রেম সতীব জন্য। সতী হও, দেবতাও তোমায় ভয় করিবেন। এ রত্ন হারাইয়া তোমরা কোন সুখে আছ? গহনা কাপড় বিস্তর হইয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু তুমি ত সুখী নও। সংযম শিক্ষা কর, স্বামীর সুখের জন্য আত্মসুখ বলি দাও, বড় সুখ পাইবে। পুত্র কন্যাকে সাজাইতে চাও, ইহাও জানিও প্রচ্ছন্নভাবে নিজের অভিলাষ পূর্ণ করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইহাও কাম। স্বামীর শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিজাত ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলাও, সতীত্ব জাগাইতে পারিবে। সতীত্ব জাগাও বুঝিবে দ্রৌপদীর বর প্রাপ্তি অসম্ভব নহে।

আলুথালুকুন্তলা দ্রৌপদী সভামুখে ছুটিয়া চলিলেন। কীচক ক্রোধোন্মত্ত হইয়া দ্রৌপদীর পশ্চাৎ ছুটিল—আবার দুঃশাসনহস্তে দ্রৌপদীর অপমান অভিনয় হইতে চলিল—এবার গুরুতর হইল।

কীচক দ্রুতপদসঞ্চারে সভায় গমন পূর্ব্বক দ্রৌপদীর কেশপাশ আকর্ষণ করিল—দ্রৌপদীকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ভূপালসমক্ষে পদাঘাত করিল। সূর্য্যপ্রেরিত রক্ষক রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কীচককে আঘাত করিল। কীচক আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও বিঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

সেই সভাস্থলে যুধিষ্ঠির ও ভীম রহিয়াছেন। উভয়ে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছেন—ভীম কীচকবধে অভিলাষ করিয়াছেন দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ

করিতেছেন—চক্ষু রক্ত বর্ণ, ভ্রূপক্ষ্ম সকল ক্রোধানলের ধূম শিখার মত বোধ হইতে লাগিল—ললাটে স্বেদ দেখা দিল—ভ্রুকুটি কুটিল হইয়া উঠিল—ভীম করতল দ্বারা ললাট মর্দ্দন করিতেছেন—ক্রোধভরে বারংবার উত্থিত হইবার উপক্রম করিতেছেন—যুধিষ্টির আত্মপ্রকাশের ভয়ে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার অঙ্গুষ্ঠ মর্দ্দন করিলেন—বলিলেন সূদ! তুমি কি কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ অবলোকন করিতেছ? যদি তোমার কাষ্ঠে প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে বহির্দ্দেশের বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আহরণ কর।

আর দ্রৌপদী! পাঠক—আজ যদি তোমার জননী বা তোমার কন্যা বা তোমর স্ত্রী এইরূপে তাড়িত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে ছুটিয়া আইসেন— আজ যদি দুর্ব্বৃত্ত পশু কর্ত্তৃক এইরূপে লাঞ্ছিত হন—বলিতে পার তোমার মনের বৃত্তি কিরূপ হয়? তাহার উপর দ্রৌপদীর ক্রন্দন—

বিগলিতবাষ্পাকুললোচনা দুঃখিনী পাণ্ডবমহিষী পুনঃ পুনঃ স্বামীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন—স্বামীদিগের নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া ক্রোধ আসিয়াছে—কঠোর দৃষ্টিপাতে চারিদিক দগ্ধ কবিতে করিতে দ্রৌপদী বিরাট রাজাকে বলিতেছেন—দ্রৌপদী রাজমহিষী বীর পত্নী সতী—কোন কিছু ভিক্ষা করিতেছেন না—নিজের তেজ দ্বারা ধর্ম্মমত কথা বলিতেছেন—

পদাঘাতে মৃতবৎ করে শত্রুগণে।
দেবদ্বিজগণপ্রিয় বড় প্রিয় রণে॥
সে সব জনের আমি মানসী মহিষী।
সূতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি॥
যাব ধনুর্ঘোষে তিন লোক কম্প হয়।
এক রথে যে করিল তিন লোক জয়॥
তাঁর ভার্য্যা হই আমি দেখিয়া অনাথ।
সূতপুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত॥

যাঁহারা অসাধারণ তেজস্বী, দান্ত, বলবান্, সম্ভ্রান্ত, যাঁহারা মনে করিলে সকল লোক সংহার করিতে পারেন, দুরাত্মা কীচক তাঁহাদিগেরই মানিনী প্রণয়িনীকে পদাঘাত করিয়াছে—যাঁহারা শরণার্থীর একমাত্র শরণ; যাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন—অস্থ তাঁহারা কোথায়? আজ তাঁহাদের এই উপেক্ষা কেন?

"বলবুদ্ধি তা সবার কোথাকারে গেল
মোর এত অপমান নয়নে দেখিল"।

দ্রৌপদী এক্ষণে বিরাটরাজের প্রতি দোষারোপ করিলেন, বলিলেন অদ্য জানিলাম বিরাটরাজ নিতান্ত অধার্ম্মিক—কারণ নিরপরাধিনী অবলার প্রতি অত্যাচার দেখিয়াও তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন। হায় ইনি রাজা—দুরাত্মা কীচক রাজা কর্ত্তৃক এখনও দণ্ডিত হইতেছে না—হায়—অবিচারক কি রাজপদবীর যোগ্য? ভীত ব্যক্তি কি রাজা হইতে পারে? তখন সভাসদ্‌গণের উপর লক্ষ্য পড়িল। দ্রৌপদী বলিতে লাগিলেন—হে সভ্যগণ আপনারা কীচকের এই ব্যতিক্রমের উপর দৃষ্টিপাত করুন—কীচক অধার্ম্মিক, বিরাটও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন—আর যাঁহারা ইঁহার উপাসনা করিতেছেন সেই সমস্ত সভ্যেরাও ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

অশ্রুমুখী রাজাকে তিরস্কার করিলেন। বিরাটরাজা বলিলেন তোমাদের বিবাদের বিষয় কিছুই জানিনা কিরূপে বিচার করিব। সভ্যেরা সমস্ত জানিলেন—কীচকের নিন্দা করিলেন, দ্রৌপদীকে সাধুবাদ করিলেন।

ধর্ম্মরাজ ক্রোধসন্তপ্ত হইয়াছেন—রোষভরে ললাট হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতেছে। কার না হয়? সর্ব্বসমক্ষে এই পদদলিতা কুপিতা ফণিনীর দিকে চাহিতে যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—রাজা ক্রোধ সম্বরণ করিলেন—বলিলেন সৈরিন্ধ্রি! আর এস্থানে থাকিবার আবশ্যক নাই—সুদেষ্ণার আলয়ে গমন কর—বীরপত্নীগণ স্বামীর নিমিত্ত অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া চরমে পতিলোক প্রাপ্ত হয়েন। বোধ হয় অদ্যাপি তোমার পতিগণের ক্রোধের সময় উপস্থিত হয় নাই—তাহা হইলে অবশ্যই সেই সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী গন্ধর্ব্বেরা তোমার নিকট আগমন করিতেন। সৈরিন্ধ্রি! তুমি নিতান্ত কালানভিজ্ঞ। কেন বৃথা রাজসভায় শৈলুষীর ন্যায় ক্রন্দন করতঃ ক্রীড়মান মৎস্যগণের বিঘ্নোৎপাদন করিতেছ? এক্ষণে গমন কর, গন্ধর্ব্বেরা উপযুক্ত সময়ে তোমার প্রিয় কার্য্য করিবেন তাঁহারা অবশ্যই তোমার অপ্রিয়কারীর প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তোমার দুঃখ অপনোদন করিবেন।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে কঠিন কথায় উত্তর দিলেন—বলিলেন যাঁহারা জ্যেষ্ঠের দ্যূতক্রীড়ানিবন্ধন সাতিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন আমি তাঁহাদের

নিমিত্ত সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, তাঁহারা অবশ্যই দুষ্টকে সংহার করিবেন।

কৃষ্ণা কেশপাশ বিমোচন করিলেন, রোষকষায়িত লোচনে সুদেষ্ণার নিকট গমন করিলেন। সুদেষ্ণার নিকট দুঃখ জানাইলেন। উভয়েই কীচকের মৃত্যু কামনা করিলেন। হউক সহোদর—কামোন্মত্ত পশু যদি সহোদর হয় তাহার মৃত্যু কামনা করাই উচিত—সুদেষ্ণা ঠিক করিয়াছিলেন। সকল সুদেষ্ণারই ইহা করা উচিত।

সাত্ত্বিক বৃত্তিতে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে হয় কিন্তু রাজসিক বৃত্তিতে দুষ্টের শাসন আবশ্যক। প্রথম কার্য্য ব্রাহ্মণের, দ্বিতীয় কার্য্য ক্ষত্রিয়ের। ব্রাহ্মণের কার্য্যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। দ্রৌপদী বীর-পত্নী—ক্ষত্রিয়রমণী—মনে মনে দুষ্টের দমন ইচ্ছা করিলেন। কীচকের মৃত্যু কামনা করিলেন—স্বীয় আবাসে আগমন করিয়া গাত্র ও বস্ত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন। স্মৃতিপটে সমস্ত দুঃখের কথা জাগিল—ভাবিলেন "কি করি—কোথায় যাই ?" ভীমসেন ভিন্ন এ কার্য্য কে উদ্ধার করিবে ?

রাত্রি দুই প্রহর—চারিদিক নিস্তব্ধ। দ্রৌপদীর নিদ্রা নাই। ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিলেন, ধীরে ধীরে ভীমের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

ভীম নিদ্রা যাইতেছেন। ভাবিলেন ভীম আমার দুঃখ দেখিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। দ্রৌপদী ভীমের নিদ্রা ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

যেমন লতা প্রকাণ্ড শালবৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, যেমন হস্তিনী মহাগজকে আলিঙ্গন করে, যেমন মৃগরাজবধূ প্রসুপ্ত মৃগরাজকে আলিঙ্গন করে, পাণ্ডব কুললক্ষ্মী ভীমসেনকে সেইরূপে বাহুপাশে বন্ধন করিলেন। ভীম জাগিতেছেন—দ্রৌপদী মধুর বাক্যে নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছেন, বলিতেছেন নাথ! গাত্রোত্থান কর—কি আশ্চর্য্য এখনও নিদ্রা যাইতেছ—তুমি কি জীবন পরিত্যাগ করিয়া শয়ন করিয়াছ ? আমি ত তোমার জীবন। তুমি কি আমায় ত্যাগ করিয়াছ নতুবা পাপাত্মা কীচক কি জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যারে অবমানিত করিয়া এখনও জীবিত থাকিতে পারে ?

দ্রৌপদী তখন ভীমের নিকট সমস্ত কথাই জানাইলেন। দ্রৌপদী ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছেন। বহু প্রকারে ধর্ম্মরাজের নিন্দা করিলেন—ক্রোধ সর্ব্বস্থানেই মোহ আনয়ন করে—যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বাবস্থার সহিত এখনকার অবস্থা তুলনা করিয়া দ্রৌপদী বড়ই দুঃখ করিলেন—বলিলেন ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিয়া

আমার ক্রোধানল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে—ক্রোধের পরক্ষণে বুদ্ধি আসিল—দ্রৌপদী বলিতে লাগিলেন "নাথ! আমি অসূয়া প্রকাশ করিতেছিনা—যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতেছি বলিয়াই বলিতেছি। আর তোমার এই সূপকারবৃত্তি—এই দাসবৃত্তি—বল আমি কি করিয়া জীবন ধারণ করি—অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া যখন তুমি বিরাটের উপাসনা করিতে যাও—বল তখন আমি কোন্ প্রাণে ইহা সহ্য করিতে পারি? যখন বিরাট সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে কুঞ্জরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করেন—যখন অন্তঃপুরস্থ নারীগণ তোমার প্রতাপ দেখিয়া হাস্য করিতে থাকে তখন আমি কি হইয়া যাই। যখন তুমি অন্তঃপুরে সুদেষ্ণার সমক্ষে সিংহ, শার্দ্দূল ও মহিষগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলে, আমি তখন শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মোহাবিষ্ট হইয়াছিলাম। সুদেষ্ণা আমাকে মোহাভিভূতা দেখিয়া উত্থান করাইল—করাইয়া সমাগতা রমণীগণের সমক্ষে বলিতে লাগিল সূপকার প্রবল পরাক্রান্ত জন্তুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া চারুহাসিনী সৈরিন্ধ্রি সহবাসসুলভ স্নেহে শোকাভিভূত হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী অতিশয় রূপবতী, বল্লব পরম সুন্দর পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের চিত্তবৃত্তি ও দুর্জ্ঞেয়। ইহারা উভয়েই এক সময়েই রাজকুলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বিশেষ সৈরিন্ধ্রী সর্ব্বদাই প্রিয়সহবাসের জন্য পরিতাপ করিয়া থাকে"—রাজমহিষী এইরূপে আমায় তর্জ্জন করিয়া থাকে। আমি রোষ করিলে আরও সন্দিহান হয়েন। দেখ আমার দুঃখের শেষ নাই—তোমার এই নরক যন্ত্রণা—ধর্ম্মরাজের সর্ব্বদা শোকক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া আমি আর জীবন ধারণ করিতে পারিনা।

আর অর্জ্জুন! হায় তাহার কার্য্য দেখিয়া আমি কি হইয়া থাকি কিরূপে বলিব—মৌর্ব্বী-আস্ফালনে যাহার পরিঘসদৃশ বাহুদ্বয় সাতিশয় কঠিন, আজ সেই বাহু স্ত্রী হস্তের মত শঙ্খাবৃত এও কি আমায় দেখিতে হয়? শত্রুগণ যাহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ মাত্রে কম্পিত হইয়া উঠে—আজ স্ত্রীগণ তাহার গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে—যাহার মস্তক সূর্য্যসদৃশ কিরীটে সুশোভিত হইত আজ তাহা বেণী দ্বারা বিকৃত হইয়া রহিল। আমি আর সহ্য করিতে পারিনা। যখন আমি দেবরূপী ধনঞ্জয়কে করেণুপরিবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কন্যাগণ-পরিবৃত্ত ও তূর্য্যমধ্যস্থ হইয়া বিরাট রাজের উপাসনা করিতে দেখি তখন আমার দশদিক্ শূন্য হইয়া যায়। হায়! আজ আর্য্যা কুন্তী তোমাদের এই দুর্দ্দশা কিছুই জানিতেছেন্ না। সহদেবের গোপালবেশ দেখিয়া আমি পাণ্ডুবর্ণ

হইয়াছি। সহদেবের এমন পাপ ত কিছুই নাই যাহার জন্য এই দণ্ড। বিরাট কুপিত হইলে যখন তিনি লোহিত বেশ ধারণ করিয়া গোপালগণের অগ্রে গমন করেন—যখন রাজাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করেন তখন আমার কলেবর জর্জ্জরিত হইয়া যায়। আর্য্যা কুন্তী বনে আসিবার কালে আমার হাতে হাতে সহদেবকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন—তিনি যে বলিয়াছিলেন স্বহস্তে ইহাকে পান ভোজন প্রদান করিতে। আজ সেই সহদেব গোচারণ করে—বৎসচর্ম্মে শয়ন করে—আমি ইহা দেখিয়াও এখনও জীবিত আছি? আর নকুল—যখন তিনি বিরাটরাজের সম্মুখে অশ্বগণকে বেগ শিক্ষা দেন—তখন দর্শকগণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে—আমি এই সব স্বচক্ষে দেখিয়া এখনও জীবনের আকাঙ্ক্ষা করি?

ভীম তুমি আজ আমায় সুখিনী ভাবিতে পার, আজ শান্ত মনে আমায় কাল প্রতীক্ষা করিতে বল, আমি সমস্তই করিতেছি। কিন্তু আমার প্রাণ নিরন্তর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি জীবন্মৃতা। কিন্তু আমার কথা যখন স্মরণ করি তখন যে কি করিতে ইচ্ছা হয় বলিতে পারি না। এ দুঃখ আমার অসহ্য—আর্য্যা কুন্তী ব্যতীত আমি কদাচ কাহারও গাত্র বিলেপন ও পেষণ করি নাই—আজ আমায় সুদেষ্ণার চন্দন পেষণ করিতে হইতেছে। দেখ আমার পাণিতল আর পূর্ব্ববৎ কোমল নাই, কিণাঙ্কিত হইয়াছে। আমি আর্য্যা কুন্তীকে ও তোমাদিগকে ও কখন ভয় করি নাই—কিন্তু সর্ব্বদা আমাকে বিরাটের ভয় করিতে হয়। অনুলেপন সুমৃষ্ট হইয়াছে কিনা—দেখিয়াই বা রাজা কি বলিবেন—সর্ব্বদা আমার এই শঙ্কা—কারণ আমি ভিন্ন অন্য কেহ চন্দন পেষণ করিলে রাজার মনে ধরে না।

দ্রৌপদী সুপ্ত সিংহকে জাগ্রত করিলেন। ভীম দ্রৌপদীর কিণাঙ্কিত পাণিতল মুখমণ্ডলে প্রদান করিলেন—আজ ভীমের চক্ষু হইতে অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল।

ভীম আপনার বাহুবল ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্কার দিলেন—নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—কি বলিব যুধিষ্ঠির সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, নতুবা সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া আমি কি স্থির থাকিতে পারি? তুমি ক্রোধ ত্যাগ কর, ধর্ম্মত্যাগ করিও না—রাজা যুধিষ্ঠির তোমার এই তিরস্কার বাক্য শুনিলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন—তখন ধনঞ্জয় নকুল সহদেব ও আমি কি জীবন রাখিতে পারিব?

সুকন্যা সর্ব্বদা চ্যবনের অনুগামিনী ছিলেন। চন্দ্রসেনা সহস্রবর্ষবয়স্ক স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন। সীতা রামসঙ্গে বনে গমন করিয়া রাক্ষসের হস্তে কতই লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। রাজকন্যা লোপামুদ্রা রাজভোগ ত্যাগ করিয়া অগস্ত্যের সহচরী হইয়াছিলেন—সাবিত্রী যমলোক পর্য্যন্ত সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন—তুমি আর অত্যল্প কাল অপেক্ষা কর—তুমি ত রাজমহিষী।

দ্রৌপদী কাঁদিতেছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়াণীর নিকট ক্রন্দন বড় তুচ্ছ—বলিলেন শোক করিয়া কি হইবে—কর্ত্তব্য বিষয়ে চেষ্টাবান্ হও। রাণী আমার জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত। আমাকে স্থানান্তরে প্রেরণের সর্ব্বদা চেষ্টা করেন—কীচক সর্ব্বদা আমায় অপমান করে।

দুরাত্মা কীচক ধর্ম্মভ্রষ্ট, নৃশংস ও বীর্য্যাভিমানী। পুনরায় কামান্ধ হইয়া অপমান করিলে আমি জীবন রাখিব না—তোমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, নতুবা তোমাদিগের ভার্য্যাকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না। দুরাত্মা কীচক রাজার প্রশ্রয় পাইয়া আমায় এরূপ করিতেছে। যদি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ জীবিত থাকে তাহা হইলে বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

দ্রৌপদী এই কথা কহিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদীর কার্য্য সিদ্ধ হইল। কীচককে সংহার করা নিশ্চয় হইল। কন্যাগণের নৃত্যশালা রাত্রিকালে নির্জ্জন। তুমি কীচককে সঙ্কেত করিয়া ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিও। আমি, ঐখানেই উহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

সমস্তই আয়োজন হইল। দ্রৌপদী পুনরায় মহানসে ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, জানাইয়া গেলেন যে কীচককে নৃত্যশালায় আগমন করিতে সঙ্কেত করা হইয়াছে।

ভীম অদ্য রাত্রে কীচককে সংহার করিবেন। দ্রৌপদী ভীমকে সাবধান করিলেন, বলিলেন দেখিও যেন আমার নিমিত্ত তোমাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে না হয়।

কীচক কামান্ধ। কামান্ধ হইলে মনুষ্য কিরূপ পশু হয় ব্যাসদেব কীচক বিনাশে তাহা সুন্দর দেখাইয়াছেন। নৃত্যশালে ভীমকে সৈরিন্ধ্রী মনে

করিয়া কীচক যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে পশুরও সংজ্ঞা লাভ হয়। কীচক নৃত্যশালে প্রবেশ করিবামাত্র ভীম ক্রোধে কম্পিত হইতেছিলেন। কীচক পশু সেই অবস্থায় দ্রৌপদী বোধে ভীমকে আলিঙ্গন করিল—কামবাক্যে আপনার ও দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে লাগিল। যাহার অঙ্গ স্পর্শে পর্ব্বত চূর্ণ হয় তাহাকে স্পর্শ করিয়াও কামমোহিত পশু কিছুই জানিতে পারিল না। ভীম স্মরণ করাইয়া দিলেন বলিলেন—আহা তুমিত ঈদৃশ স্পর্শ সুখ কখন অনুভব কর নাই। আহা! তোমার কি চমৎকার স্পর্শ জ্ঞান, কি রসিকতা, কি কাম শাস্ত্রে বিচক্ষণতা!

ঐ রাত্রিতে নির্জ্জন নৃত্যশালে কীচক ও ভীম নিঃশব্দে যুদ্ধ করিল—কীচক নিহত হইল—ভীম কীচকের হস্ত পদ গ্রীবা ও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবেশিত করিলেন—পরে দ্রৌপদীরে আহ্বান করিয়া কহিলেন পাঞ্চালি! দেখ তোমার অপমানকারীর কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

দ্রৌপদী তুষ্ট হইয়াছেন। সভাপালদিগের নিকট গমন করিয়া প্রকাশ করিলেন দেখুন পরস্ত্রী কামবিমোহিত দুরাত্মা কীচক আমার পতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া কিরূপে ভূতলে পতিত আছে।

তখন রাজ্য মধ্যে বড়ই গোল উঠিল, দলে দলে লোক আসিয়া কীচকের কুষ্মাণ্ডাকৃতি পরীক্ষা করিল—দেহে হস্ত পদ গ্রীবা মস্তক কিছুরই চিহ্ন নাই, দেহ কেবল একটা মাংসপিণ্ড মাত্র।

কীচকের বন্ধুগণ তাঁহার ঊর্দ্ধ্বদৈহিক কার্য্যের জন্য মৃতদেহ বাহিরে আনিতে-ছেন—উপকীচকেরা সম্মুখে দ্রৌপদীরে দেখিতে পাইলেন।

আবার গোল বাধিল। সৈরিন্ধ্রী কীচক বিনাশের হেতু! এই ভ্রষ্টাকে কীচকের মৃতদেহের সহিত ভস্মসাৎ কর। উপকীচকেরা দ্রৌপদীকে বাঁধিয়া লইল। দ্রৌপদী প্রাণভয়ে করুণস্বরে জয় জয়ন্ত বিজয় জয়ৎসেন ও জয়দ্বল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদীর বিলাপ ভীমসেনের কর্ণে পৌছিল। ভীমসেন অন্য স্থান দিয়া উল্লঙ্ঘনে নগর প্রাকার পার হইলেন—পার হইয়া শ্মশান অভিমুখে ছুটিলেন। তথায় দশব্যাম আয়ত তালপ্রমাণ এক বনস্পতি উৎপাটন করিলেন—বৃক্ষ প্রহারে একশত পঞ্চ উপকীচক নিহত হইল।

ভীমসেন দ্রৌপদীর বন্ধন মোচন করিলেন—দ্রৌপদী বন্ধন মুক্ত হইয়া একপথে নগরে প্রবেশ করিলেন, ভীমসেন অন্য পথে মহানসে প্রবেশ

করিলেন। ১০৫ উপকীচক এবং সেনাপতি কীচক বিনষ্ট হইল। নগরবাসিগণ বিস্মিত হইল। কাহারও মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি নাই। কেহ আর দ্রৌপদীরদিকে চাহিতে সাহস করেনা। রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ভীত হইলেন—সুদেষ্ণাকে বলিয়া দিলেন সৈরিন্ধ্রী যেন যথাস্থানে গমন করেন। রাজা নিজে বলিতে ভরসা করেন না। স্ত্রীলোক দিয়া বলা না হইলে গন্ধর্ব্বগণ সন্দেহ করিবে রাজা তজ্জন্য এরূপ করিলেন।

এদিকে শার্দ্দূল বিত্রাসিত হরিণীর ন্যায় দ্রৌপদী নগরাভিমুখে চলিলেন। পুরুষগণ কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব ভয়ে পলাইল—কেহ নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিল—দ্রৌপদী মহানসের দ্বারদেশে আসিলেন—সঙ্কেতে ভীমসেনকে নমস্কার করিলেন, ভীমও সঙ্কেতে জানাইলেন তিনি অদ্য ঋণমুক্ত হইলেন।

দ্রৌপদী নৃত্যশালার নিকট দিয়া যাইতেছেন। অর্জ্জুন কন্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন—অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন সৈরিন্ধ্রি! তুমি সৌভাগ্যক্রমে সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছ; যাহারা তোমায় ক্লেশ দিয়াছে তাহারাও নিহত হইয়াছে—অর্জ্জুন আবার বলিলেন সৈরিন্ধ্রি! কিরূপে তুমি বিপদ মুক্ত হইলে শুনিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। দ্রৌপদী অভিমানে চক্ষু মুছিলেন, বলিলেন কল্যাণি! বৃহন্নলে—তুমি কন্যাগণের সহিত অন্তঃপুরে পরমসুখে বাস করিতেছ কর আমার বৃত্তান্তে তোমার লাভ কি? সৈরিন্ধ্রীর যন্ত্রণা ত আর তোমায় ভোগ করিতে হইতেছেনা—তাই তাহার দুঃখ দেখিয়াও হাসিতেছ।

অর্জ্জুন কহিলেন সৈরিন্ধি! বৃহন্নলা তোমার দুঃখে কত দুঃখী তুমি কিরূপে বুঝিবে। তুমি তাহাকে পশু পক্ষী বিবেচনা করিও না। যাহারা সতত একত্রে বাস করে তাহাদের একের দুঃখে সকলে দুঃখিত হয়—বুঝিলাম কেহ কাহারও হৃদগত ভাব বুঝিতে পারে না—তুমি আমার মনোগতভাব কিরূপে বুঝিবে?

দ্রৌপদী সুদেষ্ণার গৃহে গমন করিলেন, সুদেষ্ণা রাজার আজ্ঞা জানাই লেন। দ্রৌপদী কাতর হইয়া জানাইলেন দেবি! মহারাজ আর ত্রয়োদশ দিবস মাত্র আমারে ক্ষমা করুন। গন্ধর্ব্বগণ ইতি মধ্যে কৃত কার্য্য হইবেন। তৎপরে তাঁহারা আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যাইবেন। তখন মহারাজ বিরাট ও আপনি সবান্ধবে শ্রেয় লাভ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গোহরণ।

প্রথম অংশ—

পাণ্ডবান্বেষণ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি দেখাইবার জন্য গীতা পূর্ব্বাধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদিগের ইতিহাস আমরা বর্ণনা করিয়াছি। মহাভারতের প্রায় সমস্ত আবশ্যকীয় কথাই বলা হইয়াছে। না বলিয়া থাকা যায় না। শত শত নীতি বাক্য, শত শত উপদেশ, এই মহাভারতেব অঙ্গ শোভিত করিতেছে। মহাভারত পঞ্চম বেদ।

এত দিনে আমরা কুরুক্ষেত্রের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। বিরাট রাজ্যের যুদ্ধকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম আহুতি বলা যায়।

প্রায় অজ্ঞাত বাসের বৎসর শেষ হয় আর ত্রয়োদশ দিবস অবশিষ্ট আছে। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব অনুসন্ধানে দেশে দেশে, নগরে নগরে, চর পাঠাই-য়াছেন। চরগণ গ্রাম, নগর, বন, রাষ্ট্র সর্ব্বত্র খুঁজিল। কত অরণ্য, কত গিরিশিখর, কত দুর্গ, কত মহারণ্য, তন্ন তন্ন করিল কিন্তু কোথায় পাণ্ডব? একদিন পাণ্ডবদিগের সারথি, শূন্য রথ লইয়া দ্বারাবতী যাইতেছে—চর তাহার অনুসরণ করিল কিন্তু পাণ্ডবগণ কোথায়? শেষে স্থির হইল পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হইয়াছে। চরগণ এই সমস্ত বিবৃত করিল। শেষে আর এক শুভ সংবাদ দিল।

কীচক ত্রিগর্ত্তদিগকে অনেকবার পরাস্ত করিয়াছিল। কীচক—নিধন—বার্ত্তা দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল। দুর্য্যোধনের চরগণ শুনিল রজনীযোগে অদৃশ্য গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক কীচক ও তাহার সহোদরগণ বিনষ্ট হইয়াছে।

দুর্য্যোধন সমস্ত শুনিলেন কিছুই উত্তর করিলেন না। কতক্ষণ পরে সভাসদদিগকে ভয়ের কথা জানাইলেন, আর দিন নাই যাহাতে আবার পাণ্ডব-গণ বনে যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা হউক।

কিন্তু মুখে বলিলে কাজে হয় কৈ—প্রতি "উচিত" ত আর ফলবতী হয়না। কর্ণ ও দুঃশাসন আবার চর পাঠাইতে মন্ত্রণা দিল। আচার্য্য দ্রোণও ঐ

কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন—কেবল বলিলেন পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হয় নাই। সামান্য লোকে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে পারিবে না—পাণ্ডবদিগের পরিচিত ব্রাহ্মণগণ প্রেরিত হউক।

ভীষ্ম সদ্‌যুক্তি প্রদান করিলেন—ধর্ম্মরাজ যে দেশে থাকিবেন সে দেশ সর্ব্ব প্রকার আতঙ্ক শূন্য হইবে, সে দেশের লোকে সৎপথ অবলম্বন করিবে, সামান্য লোকে তাহাদিগকে ত চিনিতেই পারিবে না, দ্বিজাতিগণও তাঁহাদিগকে সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ নহেন।

সকলেই পরামশ প্রদান করিল কিন্তু কোন পরামর্শ মত কার্য্য হইল না। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা সেই সভাতে অন্য এক প্রস্তাব করিলেন। কীচক নিহত হইয়াছে এক্ষণে কুরুসেনাপতি সহায় হইলে তিনি বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেন; ইহাতে দুর্য্যোধনের বল বৃদ্ধি হইবে।

এই প্রস্তাব সকলে অনুমোদন করিল। কর্ণ বলিলেন অর্থ বলহীন পৌরুষ বিহীন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? বিরাট রাজ্য আক্রমণ করাই শ্রেয়ঃ।

রাজা সুশর্ম্মা মহতিসেনা সঙ্গে কৃষ্ণা সপ্তমীতে অগ্নি কোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৌরবগণ পরদিন অষ্টম্যান্তে বিরাট রাজ্যে গমন পূর্ব্বক গো সমূহ আক্রমণ করিবেন স্থির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অংশ।

ভীম ও সুশর্ম্মা।

প্রথমেই সুশর্ম্মা বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করিল। গোপগণ ভীত হইয়া রাজসভায় সংবাদ দিল। বিরাট রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্খ, ভ্রাতা শতানিক যুদ্ধ সজ্জা করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব বিরাট আজ্ঞায় সাজিয়া চলিলেন।

সৈন্য সজ্জা করিতে অপরাহ্নকাল অতীত হইল। মৎস্যগণ নগর হইতে বাহির হইয়া ত্রিগর্ত্তদিগকে আক্রমণ করিল।

সন্ধ্যা হয় তথাপি যুদ্ধ থামিল না। যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। সুশর্ম্মা বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বিরাটরাজাকে রথচ্যুত করিলেন। সুশর্ম্মা হস্তে বিরাটরাজ বন্দী। মৎস্য সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইল।

যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে অনুমতি দিলেন; ভীম একাকী বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া সকলকে বিনাশ করিতে চান যুধিষ্ঠির নিসেধ করিলেন, ধনু খড়্গাদি লইয়া মানুষভাবে ভীম যুদ্ধ করুক—যুধিষ্ঠির ইহাই অনুমতি করিলেন—রাজা যুধিষ্ঠির ও নকুল সহদেব ভীমের সহায় হইলেন—সুশর্ম্মা পরাস্ত হইল। ভীমসেন সুশর্ম্মাকে রথ হইতে নিম্নে ফেলিলেন, কেশপাশ গ্রহণ কবিয়া বোয ভরে উর্দ্ধে উত্তোলিত ও মহীতলে নিষ্পেষিত করিলেন—মস্তকে পদ প্রহাব ও অরত্নি দ্বারা জঙ্ঘা গ্রহণ এবং বক্ষে জানু প্রদান কবিলেন। ত্রিগর্ত্তসৈন্য পরাজিত হইল—ভীমসেন সুশর্ম্মাকে বধ করিতে চাহেন- যুধিষ্ঠির নিষেধ করিলেন। ভীম সুশর্ম্মারে বিরাটরাজের দাস স্বীকার করিলে ছাড়িয়া দিবেন অঙ্গীকার করিলেন। যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

সুশর্ম্মা পলায়ন কবিল—বিবাটরাজ ও পাণ্ডবগণ সেই রাত্রি সমরক্ষেত্রেই বাস করিলেন।

বিরাটরাজ পাণ্ডবদিগের সহায়ে মুক্ত হইয়াছেন—যুধিষ্ঠিরকে বড়ই সন্মান করিলেন—বলিলেন কঙ্ক তুমিই আমাব সখা—তুমিই এ রাজ্যের অধিকারী। যাহা হউক সেই রাত্রিতেই বাজধানীতে লোক প্রেরিত হইল—প্রাতে চারি দিকে বিরাটরাজের জয় ঘোষণা পড়িল।

-:*:-

তৃতীয় অংশ।

অর্জ্জুন ও কুরুসৈন্য।

প্রথম কথা—গাভীহরণ সংবাদ।

বিরাটরাজ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধে গিয়াছেন যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব সঙ্গে গিয়াছেন, রাজ্যে রহিয়াছেন বিরাটরাজার কনিষ্ঠ পুত্র উত্তর।

যে দিন বিরাট গোধন প্রত্যাহরণার্থ সুশর্ম্মার নিকটবর্ত্তী হইলেন, সেই দিনই অন্য একদিক দিয়া বিরাটরাজ্যের গোধন চুরি হইতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ প্রভৃতি মহারথগণ মৎস্যদেশ আক্রমণ করিয়াছেন—ঘোষদিগকে প্রহার করিয়া সহস্র সহস্র গো হস্তগত করিয়াছেন। গোপাধ্যক্ষ সত্বরে রথারোহনে নগরে আসিল। রাজ্যে বিরাটরাজা নাই। রাজপুত্র উত্তরকে সমস্ত সংবাদ দিল। আরও বলিল রাজা আপনার উপর রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছেন, আপনি রাজ্য রক্ষা ও প্রজা রক্ষা করুন।

উত্তব অন্তঃপুরে স্ত্রী সমাজ মধ্যে ছিলেন। দূত আসিয়া এই সংবাদ দিল।

উত্তরের চরিত্রে আমাদেব বিশেষ প্রয়োজন। আমরা পরে অর্জ্জুন ও উত্তর চরিত্র হইতে মহাপুরুষ ও কাপুরুষ চরিত্র বিশ্লেষণ করিব।

উত্তর দূতমুখে গোহরণ সংবাদ পাইয়া বড় বড় কথা কহিয়া ফেলিল। আমার সারথি অষ্টবিংশতি রাত্রিব্যাপী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। যদি আমি একজন সারথি পাই তবে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত কৌরব পরাভব করিয়া পশুযূথ প্রত্যানয়ন করিতে পারি। দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ কেহই আমার গতিরোধ করিতে পারেনা।

কৌরব, শূন্য দেশ পাইয়া গোধন অপহরণ করিয়াছে, আমি থাকিলে তাহারা কি এই কার্য্য করিতে পারিত? যাহা হউক এক্ষণে সমাগত কৌরবগণ আমার বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক। স্বয়ং ধনঞ্জয় কি আমাদের বিপক্ষে আগমন করিয়াছেন? উত্তর জানিত না যে ধনঞ্জয় নারীমধ্যে থাকিয়া তাহার বাক্য স্বকর্ণে শুনিতেছেন।

অর্জ্জুন উত্তরের কথা শুনিলেন। গোপনে দ্রৌপদীরে বলিলেন "বৃহন্নলা পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের সারথ্য করিত—উনি আপনার সাবথি হইবেন"—যেন দ্রৌপদী ইহা ব্যক্ত করেন।

উত্তর অর্জ্জুনের নাম করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছে, দ্রুপদবালার সহ্য হইল না। দ্রৌপদী উত্তরের নিকট গিয়াছেন। ধীরে ধীরে সলজ্জভাবে বলিলেন—রাজপুত্র ঐ প্রিয়দর্শন বৃহন্নলা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন উনি সেই মহাত্মার শিষ্য; ধনুর্বিদ্যায় তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন—আপনি উঁহার মত সারথি কোথাও পাইবেন না।

'আমি সব করিতে পারি যদি এই হয়' সকল কাপুরুষের কথাই এইরূপ কিন্তু 'যদি এই হয়' ইহা সংগ্রহ হয় তখন বিশেষ আপত্তি উঠে।

উত্তর আপত্তি করিল। বলিল বৃহন্নলা নপুংসক—আমি উহারে অনুরোধ করিতে পারি না। দ্রৌপদী ছাড়িলেন না। বলিলেন আপনার যবীয়সী ভগ্নী উত্তরার অনুরোধ বৃহন্নলা রক্ষা করিবেন। উত্তর উত্তরাকে বৃহন্নলাকে আনিতে বলিল। উত্তরা নর্ত্তন গৃহে—ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের গৃহে গমন করিলেন।

উত্তরা অর্জ্জুনের নিকটে দাঁড়াইল—ব্যাসদেব বলিতেছেন বড় শোভা হইল। এ শোভা জলধর সংলগ্না সৌদামিনীর ন্যায়—নাগরাজ সমীপবর্ত্তিনী করিণীর ন্যায়। উত্তরা অর্জ্জুনকে বড়ই ভালবাসিত। উত্তরা ছুটিয়া আসিয়াছেন—অর্জ্জুন হাসিতেছেন—বলিতেছেন উত্তরা এত দ্রুত কেন? তোমার মুখ অপ্রসন্ন কেন?

উত্তরা বৃত্তান্ত জানাইল—দ্রৌপদীর সংবাদ—উত্তরের অভিপ্রায়—একবারে প্রকাশ কবিল, শেষে বলিল, যদি তুমি অস্বীকার কর আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব।

অর্জ্জুন স্বীকার করিলেন। অর্জ্জুন রাজপুত্রেব নিকট গিয়াছেন—যেমন বারণ বধূ মদমত্ত করভের অনুসরণ করে—ব্যাসদেব বলিতেছেন—বিশালনয়না উত্তরা সেইরূপ ত্বরিতগামী অর্জ্জুনের অনুগামিনী হইলেন। দূব হইতে বৃহন্নলাকে দেখিয়াই উত্তর সংবাদ দিল আমি অপহৃত পশুযূথ প্রত্যাহরণ জন্য কৌরবদিগের সহিত সংগ্রাম কবিব তুমি সারথি হও।

অর্জ্জুন—রাজপুত্র! সংগ্রাম মুখে সাবথ্য কর্ম্ম কি আমার সাধ্য—গান বাদ্য পাবি—সারথ্যে আমার শক্তি কোথায়?

পাঠকের মনে হইতে পারে অর্জ্জুনের এ রহস্য কি ভাল হইয়াছে? আমরা উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি—আত্মগোপনের জন্য ইহাও প্রয়োজন হইয়াছিল—অন্তঃসার শূন্য লোকে অন্যের মুখে আত্মপ্রশংসা করাইতে চায়—একটু গুণ বা রূপ থাকিলে বলে 'আমার কি আছে' অর্থাৎ লোকে বলুক 'আহা এমন রূপ, এমন গুণ জগতে নাই'। অর্জ্জুন চরিত্রে এ দোষ আমরা কোথাও দেখি নাই। যাহা হউক উত্তর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল—ধনঞ্জয় উত্তরামুখে সমস্ত শুনিয়াছিলেন তথাপি পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিলেন—অধিক রহস্য

অভিলাষে স্বীয় কবচ বিপর্য্যস্ত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলেন—কুমারীগণ হাসিয়া উঠিল। উত্তর অর্জ্জুনকে দিব্য কবচ পরাইয়া দিল।

দ্রৌপদী উত্তরাকে যবীয়সী বলিয়াছিলেন—দ্রৌপদী কোন্ চক্ষে অর্জ্জুন সন্নিহিতা উত্তরাকে যবীয়সী দেখিতেন বলা যায় না। কিন্তু উত্তরা বড় আদর করিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়া দিল যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধনের বিচিত্র বসন আনিও আমরা পুত্তলিকা সাজাইব। ধনঞ্জয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন তোমার ভ্রাতা জয় করিলে আমি আনিব ইহার আর বিচিত্র কি?

এই স্থানে আমরা কাশীরাম সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিব। সিংহ মহাশয় মহাভারত অনুবাদ করিয়াছেন এ অনুবাদ মূল দেখিয়া। কিন্তু কাশীরাম সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন এবং দেশেও রাষ্ট্র যে কাশীরাম পণ্ডিত ছিলেন না তিনি কথকের মুখে শুনিয়া মহাভারত লিখিয়াছেন। আমার দেশের হাল এই যে একজন কোন কথা রাষ্ট্র করিলে তাহা অবাধে সর্ব্বসাধারণে চলিয়া যায়। ইহাও বলা আবশ্যক যে গুণের কথা নহে, দোষের কথাটাই এইরূপে রাষ্ট্র হয় গুণটা প্রায় হয় না।

রাস্তা সমতল, কোথাও গর্ত্ত নাই। হঠাৎ প্রথম পথিক এক লম্ফ ত্যাগ করিলেন—মনে করিলেন গর্ত্ত আছে। পরবর্ত্তী সমস্ত পথিক ঠিক সেই সমতল স্থানকে গর্ত্ত মনে করিয়া লম্ফ ত্যাগ করিবেন। অনেক জীব এইরূপ করে আমাদের দেশ হইতে এই সমতল ক্ষেত্রে গর্ত্ত মনে করিয়া লম্ফ ত্যাগ করার প্রথাটা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই উঠাইতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় ভালহয়।

এই বিরাট পর্ব্বে কাশীরাম নূতন কথাও দিয়াছেন সেও চরিত্র বিশ্লেষণ জন্য। সময়ে সময়ে তাঁহার ঠিক বুঝিবার ভুলও আছে। আর পদ্যে অনুবাদ করিতে গিয়া স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু আবার কথায় কথায় অনুবাদও আছে। পূর্ব্বে আমরা অনেকবার ইহা দেখাইয়াছি আর একবার ইহা দেখাইয়া এই ব্যাপারের ইতি করিব।

উভয়ের বাক্য শুনিয়া দ্রৌপদী যাহা করিয়াছিলেন আমরা মূল হইতে তাহা দেখাইয়াছি—কাশীরামে এইরূপ আছে।

স্ত্রী গণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থ প্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল॥
রাখিব বিরাট লক্ষ্মী বিচারিল মনে।
শীঘ্রগতি উঠি গেল অর্জ্জুনের স্থানে॥

নৃত্যকালে পার্থসহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী আর বলেন বচন॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরুসৈন্যগণ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাট গবী কুরুগণ জিনি॥

ইত্যাদি। মূলের সহিত ইহার মিল নাই। উত্তরাকে দ্রুত আসিতে দেখিয়া পার্থ হাঁসিতেছেন—আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর।"

ইহা অনুবাদ। আবার—

"না গেলে তোমার আগে ত্যজিব জীবন।"

ইহাও অনুবাদ। আবও অনুবাদ—

বৃহন্নলা প্রতি চাহি বলে ততক্ষণ।
পুতুলি খেলাব মোরা যত কন্যাগণ॥
এই বাক্য তুমি মোর করিহ স্মরণ।
যোদ্ধাগণ শরীরের বিচিত্র বসন॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি জিনি বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হ'তে আনিবে বসন॥
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর॥
আনিব বসন রত্ন তোমাব বাঞ্ছিত।
এত বলি রথমধ্যে বসেন ত্বরিত॥

———(:*:)———

দ্বিতীয় কথা।

যুদ্ধ যাত্রা—অর্জ্জুন ও উত্তর।

অর্জ্জুন উত্তরের রথে সারথি হইয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণগণ রথ প্রদক্ষিণ করিলেন—রমণীগণ মঙ্গলাচরণ করিলেন। রথ দ্রুতবেগে কুরুসৈন্যাভিমুখে ছুটিল।

সম্মুখে শ্মশান-সমীপস্থ শমীবৃক্ষ। এখান হইতে সাগরোপম কৌরব বল দেখা যাইতেছে। উত্তর দেখিতেছেন—নীচে অগণিত সেনা আর আকাশ পথে বিচরণশীল মহারণ্য। সৈন্যগণের পার্থিব রেণু আকাশে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ঐরূপ দেখাইতেছিল।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, অশ্বথামা—সম্মুখে জগদ্বিখ্যাত মহারথ অর্জ্জুন। উত্তর, কৌরববাহিনী নিরীক্ষণ করিয়া সন্ত্রস্ত হইল; কলেবর রোমাঞ্চিত, চিত্ত ভয়োদ্বিগ্ন হইল। উত্তর সারথিকে বলিতে লাগিলেন—সারথে! কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আমাব সাহস হয় না। এই দেখ আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, বহুবীব-পরিরক্ষিত ভয়ঙ্কর কুরুসৈন্য দেবগণেরও দুরধিগম্য। আমি কিরূপে এই ভীম-কার্ম্মুক-শালিনী পত্তিধ্বজ-সমাকীর্ণ রথগজাশ্বসঙ্কুলা ভারতী সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইব? এই সমস্ত বীর পুরুষদিগকে অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত, অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও শরীর অবসন্ন হইতেছে।

কুরুক্ষেত্র সমরে সমাগত রাজন্যবর্গকে দেখিয়া অর্জ্জুনের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। উত্তরের মত অর্জ্জুনও সারথিকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন।

> "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
> সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
> বেপথুশ্চ শরীরে মে বোমহর্ষশ্চ জায়তে।
> গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥
> ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
> নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥"

কিন্তু অর্জ্জুন ও উত্তরে পার্থক্য আছে উত্তর ভীত হইয়া বলিলেন "পারিব না" অর্জ্জুন দয়া পরবশ হইয়া বলিলেন "করিব না"। এই দুই বাক্য দ্বারা পুরুষ ও কাপুরুষ চিনিতে পারা যায়। 'করিব না' কারণ এই কার্য্যে কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই পুরুষের যুক্তি। অর্জ্জুন ও সেই যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, বলিলেন, প্রথমতঃ এই কার্য্যে জ্ঞাতি বধ হইবে, কুলধর্ম্ম নষ্ট হইবে, স্ত্রীগণ দূষিত হইবে, পিতৃলোক নরকে পতিত হইবেন—যাহার ফল এত দূষণীয় সেই কার্য্য উচিত নহে। কিন্তু উত্তরের যুক্তি অন্য প্রকার—

উত্তর বলিতেছেন "বৃহন্নলে পিতা আমারে শূন্য গৃহে রাখিয়া সমস্ত সৈন্য

সামন্ত সঙ্গে ত্রিগর্ত্ত যুদ্ধে গিয়াছেন। আমি একাকী, আমি বালক বিশেষতঃ পরিশ্রমে অপটু। কৌরবেরা কৃতাস্ত্র ও বহু। আমি পারিব না তুমি ফের।"

অর্জ্জুন নিজে যখন যুদ্ধ করিব না বলিয়া রথ মধ্যে উপবেশন করিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবুদ্ধ কবিবার জন্য ব্রাহ্মীস্থিতির কথা পাড়িলেন। আত্মা অনাত্মা বিচার দ্বারা শোক দূর করিতে চেষ্টা করিলেন; অর্জ্জুন যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের পরধর্ম্মাবলম্বনের দোষ দেখাইয়া দিলেন। সমস্ত গীতাশাস্ত্র পরধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছুকে স্বধর্ম্মে আনয়ন জন্য।

অর্জ্জুন উত্তরকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, মহাশয় এত কাতর হইয়া শত্রুদিগের হর্ষবর্দ্ধন করেন কেন? শত্রুদিগের কোন্ কর্ম্ম দেখিয়া আপনি ভীত হইলেন? আপনি স্ত্রীগণ সমক্ষে যে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত করুন। নিতান্ত কাপুরুষেরা বালক বা স্ত্রীলোক অথবা মূর্খ লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করে, কিন্তু কার্য্য উপস্থিত হইলে প্রাণের জন্য সমস্ত প্রতিজ্ঞা বিসর্জ্জন দেয়। আপনি পুরুষত্ব প্রদর্শন করুন—গোধন জয় না করিয়া ফিরিয়া গেলে সকলে আপনাকে উপহাস করিবে—আমি সৈরিন্ধ্রীর স্তুতিবাদ, উত্তরার অনুরোধ ও আপনার আদেশ ক্রমে আসিয়াছি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত হইব?"

সকল কাপুরুষে প্রাণের ভয়ে যাহা করে উত্তর তাহাই করিল। "কৌরবগণ আমার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করুক, সকলে উপহাস করুক, নগর শূন্য হউক, পিতা তিরস্কার করুন, আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।" কৃষ্ণবাক্যে অর্জ্জুনের অজ্ঞান দূর হইয়াছিল, অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম পালন করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, কিন্তু কাপুরুষকে যুক্তি বিচার দিয়া প্রবুদ্ধ করা যায় না। ইহাদিগকে বশ করিতে হইলে বল প্রয়োগ আবশ্যক। অর্জ্জুনকে তাহাই করিতে হইল। উত্তর মান ও দর্প জলাঞ্জলি দিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাৎ ছুটিলেন। দ্রুতগমনে সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত হইল, বসনযুগল শিথিল হইয়া ইতস্ততঃ বিধূয়মান হইল।

কৌরব পক্ষীয় কতিপয় সৈনিক হাস্য করিয়া উঠিল। কিন্তু সকলে হাস্য করিল না। কৌরব পক্ষেও বীর ছিলেন, গুণশালী লোক ছিলেন। নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক উঠিল।

কাশীরামেরর বর্ণনা সুন্দর।
পাছে ধায় রড়ে দীর্ঘ বেণী নড়ে
পৃষ্ঠোপরে শোভে চারু।
লোহিত বসন অঙ্গে বিভূষণ
যেন করি কর উরু॥
আজানুলম্বিত অঙ্গদমণ্ডিত
দ্বিভুজ ভুজঙ্গ সম;
দেখিয়া কৌরব নেহালয়ে সব
মানসে পাইয়া ভ্রম।
একজন আগে পলাইছে বেগে
আর জন পাছে ধায়;
একি বিপরীত না বুঝি চরিত
কেবা যে আগে পলায়।
পাছুতে যেজন নহে সাধারণ
বেশধারী প্রায় লাগে;
যেন ভস্ম মাঝে অগ্নিহীন তেজে
সিংহ যেন ধায় মৃগে।
পুরুষ কি নারী বুঝহ বিচারি
ছদ্ম করিআছে তনু;
শুনি সেইক্ষণ কহে বিচক্ষণ
ভরদ্বাজ অঙ্গজনু।
"আগে যেই যায় ভয়েতে পলায়
কেবা সে তারে না চিনি।
পাছু গোড়াইয়া যায় যে ধাইয়া
তার এক অনুমানী।
নরসিংহ প্রায় দেখি তার কায়
চিত্তে করি অনুভব;
বিনা ধনঞ্জয় আর কেহ নয়
সব তার অবয়ব।

স্বর্গে সুরমণি মর্ত্ত্যেতে ফাল্গুনী
বিনা এ যুগল জনে ;
অন্য কার প্রাণে কুরুসৈন্য সনে
আসিবে একক রণে ॥"

এইরূপে নানা প্রকার বিতর্ক হইতেছে। মূল অপেক্ষা কাশীরাম ইহা প্রস্ফুট করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্যের কথা শুনিয়া কর্ণ উপহাস করিলেন বলিলেন—মনে করিয়াছিল দুই চারিজন সৈন্য, ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া গোধন আনয়ন করিব, এখন দেখিল বহু সৈন্য তাই ভয়ে পলাইতেছে—তাই—

"পলাইল রথী কি করে সারথি
সেহ পলায় ভয়েতে।"

দ্রোণ ভ্রম দেখাইলেন—"যদি উভয়ে পলায়ন করিত তবে রথে চড়িয়াই পলাইতে পারিত ইত্যাদি।

যাহা হউক একশত পদ গমন করিতে না করিতে অর্জ্জুন উত্তরের কেশ ধরিলেন। কাপুরুষের প্রাণের ভয় আরও বাড়িল—বলিল "বৃহন্নলে! জীবিত থাকিলে অনেক শ্রেয়োলাভ হইবে—আমি তোমায় বহু ধন, বহু অশ্ব প্রদান করিব, তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও।"

হায়! জ্ঞানবান লোকের নিকট জীবন তুচ্ছ, প্রতিজ্ঞা বড়। আর মূর্খের নিকট ঘৃণিত হইয়াও জীবন ধারণ ভাল; প্রতিজ্ঞা, ধর্ম্ম, লোকভয়, সমাজভয়, ঈশ্বর, সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

যাহা হউক অর্জ্জুন উত্তরকে সারথি করিলেন—উত্তরের হইয়া যুদ্ধ করিবেন, উত্তরকে অভয় দিলেন।

তৃতীয় কথা।

কৌরবদিগের ভয়।

ছদ্মবেশী অর্জ্জুন উত্তরকে সারথি করিয়া শমীবৃক্ষ নিকটে রথ চালনা করিলেন। কৌরব দিগের আশঙ্কা আসিয়াছে—সৈন্যদলে নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত ঘটিতে লাগিল। সকলে যেন ভগ্নোৎসাহ—সমীরণ কর্কর বর্ষণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে বহিল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল—চারিদিকে ভীষণ

ঘনমণ্ডলী দেখা গেল—শিবাগণ সূর্য্যাভিমুখে কঠোর স্বরে চিৎকার করিল—দিগ্‌দাহ হইতে লাগিল—অশ্বগণ অশ্রু ত্যাগ করিল—কোষ হইতে অস্ত্রজাল স্খলিত হইল—ধ্বজদণ্ড চালিত না হইয়া কম্পিত হইল।

দ্রোণ সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন, ব্যূহ রচনার্থ পরামর্শ করিলেন, এ ছদ্মবেশী নিশ্চয়ই অর্জ্জুন। দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের নিকট অর্জ্জুনের গুণ কীর্ত্তন করিলেন। কর্ণ জ্বলিয়া উঠিল, দুর্য্যোধন বলিল "ছদ্মবেশী যদি অর্জ্জুন হয় তবেত আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস হইবে।" সকলে মুখে দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিল।

চতুর্থ কথা।

উত্তর ও অর্জ্জুন।

শমীবৃক্ষতলে গিয়া অর্জ্জুন উত্তরকে বৃক্ষে আরোহণ করিতে বলিলেন। উত্তর বৃহন্নলার কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে। অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন "উত্তর!"—উত্তর আশ্চর্য্য মানিল। তাহার পিতার ভৃত্য নর্ত্তক তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, আবার ভৃত্যের মত তাহাকে আদেশ করিতেছে—উত্তর মন্ত্রমুগ্ধবৎ। অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন "উত্তর! তোমার এই ধনু অসার—যখন আমি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া হস্তী অশ্ব দলন করিব তৎকালে এই সকল শরাসন আমার বাহু বিক্ষেপ ও বল বীর্য্য সহ্য করিতে পারিবে না—তুমি বৃক্ষে আরোহণ কর, এই বৃক্ষে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের শর কার্ম্মুক ও দিব্য কবচ রহিয়াছে। অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ঐ বৃক্ষে রহিয়াছে—গাণ্ডীব সহস্র সহস্র কার্ম্মুকের তুল্য—সকলের কার্ম্মুকই দৃঢ়।"

উত্তর শবের কথা বলিল—রাজপুত্র হইয়া শব স্পর্শ করিব? অর্জ্জুন বুঝাইয়া দিলেন, উত্তর বৃক্ষে আরোহণ করিল। সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র ভূতলে অবতারিত হইল। এই সমস্ত আর একবার মাত্র কিছু দিনের জন্য তুলিয়া রাখা হইয়াছিল—কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এই অস্ত্র নিরন্তর রুধির পান করিয়াছিল।

বস্ত্রাচ্ছাদন উন্মুক্ত হইল—উত্তর জৃম্ভণশীল ভীষণ ভুজঙ্গমাকৃতি কার্ম্মুক দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর—উত্তর কিছুই বুঝিতে পারিতেছেনা—কে এই ছদ্মবেশী মহাপুরুষ! মহামতি পাণ্ডবদিগের অস্ত্র শস্ত্র এ কিরূপে জানিবে—কত কথাই

মনে উঠিতেছে। উত্তর এক একটি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া কাহার অস্ত্র জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সমস্ত অস্ত্রের পরিচয় দিলেন—উত্তরের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছে। উত্তর সজল নয়নে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বলুন সেই লোক বিখ্যাত পাণ্ডবেরা এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন—আজ যাঁহাদের অস্ত্র দেখিয়া আমি প্রাণের আবেগ রাখিতে পারিতেছি না, কোথায় সেই সব মহাপুরুষ ? আর সেই স্ত্রীরত্ন পাঞ্চালীই বা কোথায় গিয়াছেন।

অর্জ্জুন আত্ম প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "আমিই অর্জ্জুন!" উত্তরের মনের ভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইল, চক্ষে জল আসিল—বলিল আর আর পাণ্ডবগণ ? অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন উত্তর! তোমার পিতার ভাগ্যের তুলনা নাই। মহারাজ চক্রবর্ত্তী পাণ্ডবনাথ আজ ছদ্মবেশে কঙ্কনামে তোমার পিতার পরিচর্য্যা করিতেছেন, ভীমসেন বল্লভ পাচক, নকুল অশ্বপাল, সহদেব গোপাল—আর যাহার নিমিত্ত দুরাত্মা কীচক নিহত, আজ তিনিই তোমার মাতার দাসী হইয়া কালযাপন করিতেছেন। উত্তর! তোমাদের ভাগ্যের কি সীমা আছে ?

উত্তর কি হইয়া যাইতেছেন। আরও কৌতূহল বাড়িতেছে। কীচক নিধন ব্যাপার পরিষ্কার হইতেছে, তথাপি সন্দেহ আসিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি যদি অর্জ্জুন বলুন আপনার দশ নাম কি কি ? কি নিমিত্ত ঐ দশ নাম হইয়াছে ? এই বলিলে আর আমার কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

অর্জ্জুন দশ নামের পরিচয় দিলেন। বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের যাহা হইয়াছিল উত্তরের কতক কতক তাহাই হইল। উত্তর অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিতেছে—উত্তরের চক্ষে জল—উত্তর বলিতেছে আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই—আজ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলাম—অর্জ্জুন যেমন বিশ্বরূপ দেখিয়া বলিয়াছিল—

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তদেবং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি॥"

উত্তরও সেইরূপ বলিতে লাগিল "দেব, আমি অজ্ঞানত প্রযুক্ত যে যে অযুক্ত কথা আপনাকে বলিয়াছি তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এখন আমার ভীতি স্থানে প্রীতি আসিতেছে।"

অর্জ্জুন তখন উত্তরকে আশ্বাস দিলেন, "আমি অন্য যুদ্ধে তোমার সমস্ত শত্রু সংহার করিব। তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না; এই সকল তূণীর শীঘ্র আমার রথে বন্ধন পূর্ব্বক সুবর্ণ সমুজ্জ্বল এক খড়্গ আহরণ কর।"

উত্তর তাহাই করিল। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। অর্জ্জুন উত্তরকে বলিতে লাগিলেন "উত্তর, আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বেই তোমার গোধন সকল প্রত্যাহরণ করিব। আমার বাহুযুগল তোমার নগরের প্রাকার ও তোরণ স্বরূপ হইবে। ক্ষণকাল মধ্যে তোমার নগর জ্যাঘোষ-নিনাদিত-দুন্দুভিধ্বনি-মুখরিত হইয়া উঠিবে। তোমার কোন ভয় নাই।"

এরূপ আশ্রয়ে কাহার ভয় থাকে? হাজার কাপুরুষ হউক, বীরপুষের তেজ কাপুরুষকেও অনুপ্রাণিত করে। উত্তরের কোন ভয় নাই—উত্তর ভীষ্ম দ্রোণের জন্য ব্যাকুল নহে—উত্তর ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—আজ এই জগদ্বিখ্যাত বীরপুরুষ আমার পিতার অধীনে কি এক কর্ম্মে নিযুক্ত—উত্তর করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে—এই পুরুষ—এই অশেষ গুণের নিধান—আজ কোন্ কর্ম্ম বিপাক বশতঃ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—আমি নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না—মনে হয় আপনি বুঝি ক্লীববেশ ধারী শূলপাণি অথবা গন্ধর্ব্বপতি চিত্ররথ অথবা ত্রিদশেশ্বর ভগবান্ ইন্দ্র।

উত্তর! 'আমি প্রকৃত ক্লীব নহি' অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন। "ধর্ম্মরাজের নিয়োগ পরতন্ত্র হইয়া সংবৎসরকাল ব্রত ধারণ করিয়াছি মাত্র, এক্ষণে ব্রতকাল অতীত হইয়াছে।"

উত্তর অশ্রুপূর্ণ মুখে কত কথাই বলিতে চায়, শত শতবার প্রণাম করিতে চায় অর্জ্জুন কুরুসৈন্য দেখাইলেন। উত্তরের আর কোন ভয় নাই। নিতান্ত উৎসাহে বেগশালী অশ্বযোজনা করিল।

আর অর্জ্জুনের রণসজ্জা! মহাবীর বাহুযুগল হইতে বলয় উন্মোচন করিলেন—কাঞ্চন নির্ম্মিত বর্ম্মধারণ করিলেন। নীলকলেবরে কাঞ্চন বর্ম্ম বড় শোভা পাইল। শুক্ল বসন দিয়া কুটিল কেশ কলাপ বন্ধন করিলেন। অর্জ্জুন পবিত্র হইয়াছেন। প্রাঙ্মুখ হইয়া রথে আরোহণ করিলেন—অস্ত্র সমুদায়কে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইল।

কি অবিশ্বাসের কথা! অস্ত্র আবার আসিবে কি? মন্ত্র চৈতন্য হয়, অস্ত্র আবির্ভূত হয় একথা নাস্তিকে বুঝিবে কিরূপে? দ্রোণাচার্য্য মন্ত্র বলে কূপ পতিত কন্দুক ঊর্দ্ধে তুলিয়া ছিলেন—ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু দিলেন, গান্ধারীকে মৃতপুত্র সমূহ দর্শন করাইলেন—কৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পরীক্ষিতকে রক্ষা করিলেন—আরও কত আছে কিন্তু এসব বিশ্বাসের কাল গিয়াছে। ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ এখনও আছেন এবং তাঁহাদের কথা যাহারা বিশ্বাস করে—সে সব লোক এখনও আছে—তুমি আমি মূলেই অবিশ্বাস করি—ব্যাস বলিয়া কেহ ছিলনা—মন্ত্র বলিয়া কিছু নাই, এই হৃদয়ে কি ব্যাসের ধ্যান হয়, না মন্ত্র চৈতন্যে চেষ্টা হয়? কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে বুদ্ধি সৎযুক্তি খুঁজিবেনা। ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিয়া যুক্তি খোঁজ, নাস্তিকতা বাড়িয়া যাইবে। বিশ্বাস করিয়া যুক্তি অনুসন্ধান কর, তোমার যুক্তিতে শত শত নাস্তিক আস্তিক হইয়া যাইবে।

অর্জ্জুন হৃষ্ট মনে রথে বসিয়াছেন। প্রথমেই গাণ্ডীবে জ্যারোপণ পূর্ব্বক টঙ্কার প্রদান করিলেন। যদি সেই মুহূর্ত্তে এক শৈলের উপর আর এক শৈল নিপতিত হইত তথাপি বুঝি এ ভীষণ শব্দ উত্থিত হইত না। সেই ভীষণ শব্দে কৌরবদিগের বুঝিতে বাকি রহিল না এ অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধ্বনি।

উত্তর আবার ভীত হইতেছে বলিতেছে "আপনি একক এ সৈন্য সমুদ্র কিরূপে মন্থন করিবেন।" দুর্ব্বল হৃদয় মাত্রেই অবিশ্বাসী। অর্জ্জুন আবার উত্তরের বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন—বলিলেন উত্তর তুমি ভীত হইওনা—"যখন ঘোষ যাত্রায় একাকী গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন ভীষণ খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল, যখন নিবাতকবচ গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল, যখন দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে লক্ষ ভূপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কে আমার সাহায্য করিয়াছিল? উত্তর! আমি গুরু ও দেবতা কৃপায় অবশ্যই ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিব।"

সেই খানে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার হইল। অর্জ্জুন ভগবান্ পাবককে উপাসনা করিলেন—পাবকদত্ত রথ আসিল—অর্জ্জুন সেই রথে আরোহণ করিয়া উত্তর দিকে রথ চালাইতে বলিলেন এবং অতি ভীষণ লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি করিলেন। তুরঙ্গম সকল প্রবল বেগে ছুটিল—উত্তর ভীত হইয়া রথগর্ভে উপবেশন করিল।

উত্তর এখনও ঠিক গড়া হয় নাই। অর্জ্জুন অশ্ব রশ্মি সংযত করিলেন—এবার অর্জ্জুন উত্তরকে আলিঙ্গন করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন—বলিলেন "উত্তর ভীত হইও না—ক্ষত্রিয় কি শত্রু মধ্যে ভীত হয়? তুমি নানাবিধ যুদ্ধ ধ্বনি শুনিয়াছ তথাপি এ শঙ্খধ্বনি শুনিয়া প্রাকৃত লোকের মত বিত্রস্ত হইতেছ কেঁন?" উত্তর এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কখন প্রত্যক্ষ করে নাই—বলিল মহাভাগ—শত শত ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি, রণমাতঙ্গ বৃংহিত শুনিয়াছি কিন্তু ঈদৃশ শঙ্খধ্বনি ও জ্যা নির্ঘোষ কখন শুনি নাই—আমার কর্ণ কুহর বধির হইয়া গিয়াছে—অর্জ্জুন উত্তরকে বল দিলেন, বলিয়া দিলেন আবার শঙ্খধ্বনি করিব তুমি ভীত হইও না।

অর্জ্জুন তাহাই কবিলেন—আর কাহারও জানিতে বাকি রহিল না—আচার্য্য ভীত বইয়াছেন। কৌরব সৈন্য নিরুৎসাহ হইয়াছে। দ্রোণ পরামর্শ দিলেন গো সমূহ প্রস্থাপিত করিয়া ব্যূহ নির্ম্মাণ করা হউক নতুবা আর নিস্তার নাই।

পঞ্চম কথা।

কৌরব সমস্যা—যুদ্ধ সজ্জা।

আচার্য্যের কথায় দুর্য্যোধন যুগপৎ হর্ষিত ও ভীত হইয়াছেন—বলিতেছেন এখনও অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। ইতিমধ্যে ধনঞ্জয় যদি প্রকাশ হয় তবে ত আবার তাহাদিগকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনগমন করিতে হইবে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞার সময় কি অবশিষ্ট আছে বা অতিক্রান্ত হইয়াছে—এ বিষয়ে পিতামহ কি বলেন?

দুর্য্যোধন আরও বলিলেন মৎস্যগণ বহুবার ত্রিগর্ত্তদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছে। ত্রিগর্ত্তগণ আমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে, আমরা তাহাদের সাহায্যার্থ যুদ্ধে আসিয়াছি, এই ধর্ম্ম যুদ্ধে আমাদের কোন পাপ নাই। ত্রিগর্ত্তগণ সপ্তমীতে অপরাহ্ণে মৎস্যগণের গোধন হরণ করিবে। মৎস্যরাজ যুদ্ধার্থী

হইয়া গোষ্ঠে আগমন করিলে আমরা অষ্টমীতে সূর্য্যোদয় সময়ে এই সমস্ত গোধন গ্রহণ করিব। তজ্জন্য মৎস্যগণের সহিত যুদ্ধে আসিয়াছি।

দুর্য্যোধন তখন বলিলেন হয়ত ত্রিগর্ত্তগণ আমাদের সহিত মিলিত হইয়া মৎস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে—তাহারাই হয়ত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। হউক বিরাটরাজ বা অর্জ্জুন—আমাদিগকে যুদ্ধ করিতেই হইবে এই আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম।

ভীষ্ম দ্রোণাদি এই সঙ্কটে কি জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রথোপরি দণ্ডায়মান আছেন। ধনঞ্জয়ের নাম শুনিয়াই এত বিমোহিত হইবার কারণ কি?

কর্ণ দুর্য্যোধনের কথা সমর্থন করিলেন। যদি ঐ ক্লীব বেশধারী ব্যক্তি অর্জ্জুন হয় আমি তাহাকে পরাস্ত করিব। কৃপ কর্ণকে তিরস্কার করিলেন—বলিলেন "তুমি পুনঃ পুনঃ বৃথা আস্ফালন কর; কিন্তু চিরদিন অর্জ্জুন হস্তে পরাস্ত হইয়াছ। বিশেষতঃ অর্জ্জুন সমস্ত দেবতা হইতে দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছে। আর এককথা তুমি একাকী কোন্ কালে কোন্ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ? অর্জ্জুনের সহিত তোমার যুদ্ধ—এ যেন অঙ্গুলি প্রসারণে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের আক্রমণ নিবারণ চেষ্টা। তুমি অঙ্কুশ না লইয়া মহাবন প্রবিষ্ট মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া নগর প্রবেশে চেষ্টা করিতেছ; অর্জ্জুন হস্তে তুমি নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে।"

তখন অশ্বত্থামাও কর্ণের বৃথা অহঙ্কার দেখাইয়া দিলেন। দুর্য্যোধনকে নৃশংস ও নির্ঘৃণ বলিয়া তিরস্কার করিলেন—কপট দ্যূতের কথা উল্লেখ করিলেন—দ্রৌপদীর অপমানের কথা স্মরণ করাইলেন আর তোমরা পুনঃ পুনঃ আচার্য্যকে নিন্দা করিতেছ কিন্তু শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের সর্ব্বদাই অপত্যস্নেহ দৃষ্ট হয়—তোমাদের সমস্তই কপটতা; আজ অর্জ্জুন তোমাদের সমস্ত অপরাধের শাস্তি প্রদান করিবে।

স্বয়ং ভীষ্ম, কৃপ ও অশ্বত্থামার বাক্য সমর্থন করিলেন—আচার্য্যের বাক্য বহুমান্য করিলেন—কেবল কর্ণই যুদ্ধে অভিলাষ করিতেছে—কিন্তু উত্তমরূপে দেশ-কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। ভীষ্ম পরামর্শ দিলেন এ সঙ্কটে পরস্পরের বিরোধ নিতান্ত কুলক্ষণ। এক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই একাগ্র হইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আপনারা সকলে কর্ণকে ও দুর্য্যোধনকে ক্ষমা করুন। ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের পক্ষে দুই এক কথা বলিলেন। দুর্য্যোধন

আবার প্রতিজ্ঞা করিল আমি কদাচ পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না। আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন।

তখন পিতামহ যুদ্ধ প্রণালী নির্দ্দেশ করিলেন। দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্যের এক চতুর্থাংশ লইয়া গমন করুক। কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও আমি অবশিষ্ট দুই অংশ সৈন্য লইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব।

ভীষ্মের বাক্য মত কার্য্য হইল। ভীষ্ম প্রথমতঃ দুর্য্যোধন তৎপরে গোধন সকল প্রেরণ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে ব্যবস্থাপিত করতঃ ব্যূহ রচনা করিলেন আচার্য্যকে মধ্যস্থানে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। অশ্বত্থামা বাম পার্শ্ব ও কৃপ দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। কর্ণ রহিল সর্ব্বাগ্রে আর ভীষ্ম রহিলেন সর্ব্ব পশ্চাতে।

ষষ্ঠ কথা।

যুদ্ধ।

আর অর্জ্জুন! অর্জ্জুন এই মহাযুদ্ধে একা। একমাত্র সারথি সঙ্গে—সেও অনুপযুক্ত। অর্জ্জুন কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন না। কুরুসৈন্য তাঁহার নিকট তৃণতুল্য।

আচার্য্যের সন্মুখীন হইয়া অর্জ্জুন বাণ দ্বারা অভিবাদন করিলেন। আচার্য্য সকলকে দেখাইতে লাগিলেন—দেখ অর্জ্জুনের গতি নিরীক্ষণ কর। ঐ দেখ দূরে রথ—ধ্বজাগ্রমাত্র দেখা যাইতেছে, মর্ম্মরধ্বনি মাত্র শোনা যাইতেছে, ঐ দেখ দেখিতে দেখিতে রথ কত নিকটে আসিল, ঐ দেখ ধ্বজাগ্রবর্ত্তী মহাকপি হুঙ্কার করিয়া সকলের ভয় উৎপাদন করিতেছে—ঐ দেখ অর্জ্জুন মুহুর্মুহু গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন—ঐ দেখ—আরও অদ্ভুত দেখ—দুটি শর আমার চরণে নিপতিত হইল, আমার প্রিয় শিষ্য আমায় প্রণাম করিল; সেই কালে আর দুইটি শর কর্ণ পথ দিয়া প্রবলবেগে অতিক্রান্ত হইয়া গেল—যেন বলিয়া গেল 'গুরো' বহুক্লেশ পাইয়া, বহু অপমান সহ্য করিয়া, বহুকাল হৃদয়ে অগ্নি চাপিয়া রাখিয়া আজ ভাগ্যক্রমে শত্রু নিকটে পাইয়াছি; আশীর্ব্বাদ করুন একবারে ছিন্ন শত্রুমুণ্ড প্রবাহিত রক্ত দেখিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করি। গুরু বলিতে বলিতে বলিলেন না। একবিন্দু অশ্রু চক্ষে দেখা দিল।

অর্জ্জুন প্রথমেই উত্তরকে রথরশ্মি সংযত করিতে বলিলেন। ইচ্ছা কুরু-কুলাধম দুর্য্যোধনকে একবার দেখা দেন। দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ সকলেই আছেন, কিন্তু দুর্য্যোধন? বুঝিয়াছি নরাধম গোধন গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণমুখে পলায়ন করিতেছে অন্য কাহারও সহিত আমার বিবাদ নাই চল পাপিষ্ঠের অনুসরণ করি।

রথ তীরবেগে ছুটিল। কুরুসৈন্য অতিক্রম করিয়া অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন—কৃপাচার্য্য, অর্জ্জুনের অভিপ্রায় দ্রোণকে জানাইলেন—সকলে দুর্য্যোধন রক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন।

অর্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার নাম কীর্ত্তন করি-লেন—বর্ষার বারিধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন—অনতিবিলম্বে পার্থশরে ভূমণ্ডল ও নভস্থল সমাচ্ছন্ন হইল। কৌরব সেনা স্তম্ভিত হইল—কেহ পলায়ন করিল না।

কিন্তু ধনঞ্জয় অদ্ভুত কার্য্য করিলেন। শঙ্খধ্বনি রথনির্ঘোষ গাণ্ডীব শব্দ ও ধ্বজ সন্নিবিষ্ট উৰ্দ্ধপুচ্ছ কপি, সকলের কলরবে পৃথিবী বিচলিত হইল—ধেনুগণ অদ্ভুত কৌশলে দক্ষিণাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

কৌশলে গোধন মুক্ত হইল—অর্জ্জুন এক্ষণে দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইলেন। দূর হইতে কৌরবগণ দেখিল গো সমুদায় মুক্ত হইয়া দ্রুতবেগে মৎস্যাভিমুখে ছুটিতেছে। আর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন—কৌরবেরা অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। অর্জ্জুন ইহা লক্ষ্য করিলেন উত্তরকে অন্যদিকে রথ চালনা করিতে বলিলেন—বলিলেন "রাজপুত্র, শীঘ্র এই পথে রথ চালনা কর, আমি অনায়াসে কুরুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিব।" উত্তর তাহাই করিল—রথ, মত্ত মাতঙ্গ তুল্য কর্ণের নিকটে উপস্থিত হইল।

কর্ণের সাহায্যার্থ বিকর্ণ উপস্থিত হইল, অর্জ্জুন চকিতে বিকর্ণকে ভূতলে পাতিত করিলেন—বিকর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া পলায়ন করিল। সম্মুখেই শত্রুন্তপ, অর্জ্জুন শত্রুন্তপকে পঞ্চ শরাঘাতে সংহার করিলেন। বহু বীর সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীতলে শয়ন করিল। অর্জ্জুন একশরে কর্ণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিলেন। ভ্রাতার বিনাশে কর্ণ কুপিত হইয়া অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তী হইল। কর্ণ অদ্ভুত রণ কৌশলে কতক্ষণ যুদ্ধ করিলেন শেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন।

কর্ণ পরাস্ত হইল—অর্জ্জুন দুর্য্যোধন প্রমুখ অন্যান্য বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যে যুগান্ত কালের কালাগ্নি কুরুক্ষেত্রে সমস্ত কুরুকুল ভস্মসাৎ করিয়াছিল আজ সেই অগ্নির ফুৎকারে বহুরিপু ভস্মসাৎ হইল।

এই যুদ্ধে অর্জ্জুনের শরক্রীড়া অনন্ত ভুজগের মহার্ণবে ক্রীড়ার ন্যায়। সব্যসাচী চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া অবিশ্রান্ত বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন—মনে হইল যেন সর্ব্বত্র সায়কের আসন সকল বিস্তির্ণ রহিয়াছে। শক্র রক্তে ধরণী লোহিত বর্ণ ধারণ করিল।

অর্জ্জুন একবারে দ্রোণ, অশ্বথামা, দুঃশাসন, কৃপ, ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনকে আক্রমণ কবিলেন! শত শত বাণে এই সমস্ত বীর দিগকে বিদ্ধ করিলেন—ঐ সময়ে কর্ণের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া সারথিকে সংহার করিলেন, রথচূর্ণ হইয়া গেল। কৌরব সেনা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত হইল। এই অবসরে উত্তর অর্জ্জুনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—অর্জ্জুন কৃপাচার্য্য সম্মুখে রথ লইতে বলিলেন সঙ্গে সঙ্গে অন্যোন্য বীরপুরুষদিগকে দেখাইলেন। ঐ দেখ উত্তর—"যাঁহার ধ্বজদণ্ডে সুবর্ণ নির্ম্মিত কমণ্ডলু শোভা পাইতেছে তিনিই আমার গুরু দ্রোণাচার্য্য। গুরু সর্ব্বত্র পূজ্য আমাকে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া উঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—যদি আচার্য্য অগ্রে আমাকে প্রহার করেন তবে আমিও প্রহার করিব—ইহাতে গুরু আমার প্রতি কুপিত হইবেন না।"

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের এ ভুল হয় নাই আর এই অধম কালের অধম শিক্ষা—হায়! গুরু কেহই নহে—আপন আপন অভিমানই গুরু! সুধীব্যক্তি একালে মৃতবৎ।

অর্জ্জুন উত্তরকে পুনরায় দেখাইতেছেন—দ্রোণাচার্য্যের অদূরে—যাঁহার ধ্বজদণ্ডে কোদণ্ড তিনি আচার্য্য পুত্র অশ্বথামা। যাঁহার ধ্বজাগ্রে হেমকেতন-লাঞ্ছিত মাতঙ্গ উনিই শ্রীমান্ দুর্য্যোধন। আর ঐ দেখ যাঁহার রথে সূর্য্য তারা লাঞ্ছিত ধ্বজ ও মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র উনিই পিতামহ ভীষ্ম—আমি পরে পরে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি অগ্রে কৃপাচার্য্যের সম্মুখে রথ স্থাপন কর।

অর্জ্জুন যাইবার পথ নির্দ্দেশ করিলেন—উত্তরকে বলিলেন "রাজপুত্র যাঁহার ধ্বজে ঐ সুবর্ণময়ী বেদী উঁহার দক্ষিণ পথ দিয়া রথ চালনা কর।" উত্তর

একবারে কুরুসৈন্য সমীপে উপস্থিত হইলেন আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন আবার বামদিক দিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কুরুসৈন্য সম্মোহিত করিলেন—নিমেষ মাত্রে রথ কৃপের সম্মুখীন হইল। উত্তর অশ্ববিদ্যা বিশারদ।

প্রথমেই উভয়ে শঙ্খধ্বনি করিলেন পরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন—যাঁহারা যুদ্ধ বর্ণনা পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা মূল দেখিলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। আমরা বলিয়া রাখি অর্জ্জুন বারম্বার কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক ছিন্ন করিলেন—কৃপ বিব্রত হইয়া পড়িলেন—অন্য বীরগণ কৃপের সাহায্যার্থ আসিলেন। প্রথমেই আসিলেন আচার্য্য দ্রোণ—ইনি কৃপাচার্য্যের ভগ্নীপতি। গুরু শিষ্যে যুদ্ধ—উভয়েই বিস্মিত।

দ্রোণ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিলেন—পরশুরামের শিষ্য এই দ্রোণ, ইনি অর্জ্জুনের গুরু। অর্জ্জুনের রণকৌশলে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন—শত শত প্রশংসা করিলেন। আর অর্জ্জুন! কোন্ সময়ে শরগ্রহণ করেন, কোন্ সময়ে নিক্ষেপ করেন, কেহই অনুভব করিতে পারে না, লোকে দেখিতে পায় গাণ্ডীব হইতে যুগপৎ শত সহস্রবাণ নির্গত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথ আচ্ছাদন করিতেছে। দ্রোণাচার্য্য পরাস্ত হইলেন আবার কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিলেন।

অর্জ্জুন কর্ণকে তাহার অপরাধ স্মরণ করাইয়া দিলেন—কর্ণ বাক্যব্যয় না করিয়া যুদ্ধ করিতে বলিল—আর বহু আস্ফালন করিতে লাগিল—অর্জ্জুন অধিক কিছুই বলিলেন না—এইমাত্র বলিলেন রাধেয়! তুই এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিস্! এইমাত্র তোর অনুজ নিহত হইল—কিরূপে আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্! তোর সমান নির্লজ্জ কাপুরুষ আর কি কেহ আছে?

কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া কতক্ষণ যুদ্ধ করিল। অর্জ্জুন কর্ণের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিবেন—বাণ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কর্ণ বিকলেন্দ্রিয় ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল—কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিল—কর্ণ দুঃসহ বেদনায় অস্থির হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে পলায়ন করিল—আর অর্জ্জুন ও উত্তর উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

বাকি রহিয়াছেন ভীষ্ম—অর্জ্জুন উত্তরকে ভীষ্ম সমীপে রথচালনা করিতে বলিলেন। উত্তর অনবরত শরজালে জর্জ্জরিত কলেবর—আর অশ্বরশ্মি সংযত করিতে পারে না—কাতর হইয়া বলিলেন, মহাভাগ! আমার সর্ব্বাঙ্গ বিষন্ন ও

মন বিহ্বল হইয়াছে। আমি খেদ করিয়া কশাঘাতে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়াছি। পূর্ব্বে এরূপ বীর সমাগম কখন দেখি নাই—আর আপনার শঙ্খধ্বনি, গদাঘাত ও গাণ্ডীব বিঘট্টন! আমার কর্ণ বধির, স্মৃতিভ্রংশ ও চেতনা বিনষ্ট হইতেছে। আপনার এই উগ্রমূর্ত্তি! অর্গল তুল্য ভুজযুগল! আমার অন্তঃকরণ ভয়ে বিহ্বল হইতেছে। আপনি কখন্ বাণ গ্রহণ—কখন্ সন্ধান—কখন্ প্রয়োগ করেন—আপনার ক্ষিপ্রকারিতায় আমি বিচেতন হইতেছি—আমি আর কশাঘাত করিতেও অসমর্থ।

অর্জ্জুন উত্তরকে আবার প্রবুদ্ধ করিলেন, শেষে বলিলেন উত্তর! ভীত হইও না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। আমি আজ শত্রুগণের শোণিত তরঙ্গিণী আলোড়িত করিব—কর, চরণ, শির, পৃষ্ঠ ও বাহু শাখা শঙ্কুল কুরুকানন অবলীলাক্রমে ছেদন করিব—দেখ রথ বন্ধুর প্রদেশে আসিয়াছে সাবধানে অবস্থান কর।

তখন রথ দেখিতে দেখিতে ভীষ্ম রক্ষিত সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ভীষ্ম পথরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন, অর্জ্জুন ভীষ্মের ধ্বজদণ্ড ছেদন্ করিলেন। এই অবসরে দুঃশাসন বিকর্ণ দুঃসহ বিবিংশতি—ইহারা আসিয়া আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন ইহাদের নানাবিধ দুর্গতি করিলেন। আবার দুর্য্যোধনাদি সকলে আসিয়া আক্রমণ করিল—আবার পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। এখন ভীষ্ম মাত্র অবশিষ্ট—উভয়ের যুদ্ধ বাধিল, উভয়কেই সকলে ধন্য ধন্য করিল। ইন্দ্র উভয়ের যুদ্ধ দর্শনে প্রীত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিলেন, শেষে ভীষ্মের পরাজয় হইল। ভীষ্ম পলায়ন করিলেন।

সকলে পরাস্ত হইল। অর্জ্জুন ক্ষণকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। অকস্মাৎ দুর্য্যোধন কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ফাল্গুনীর ললাট দেশ বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন ভল্লবিদ্ধ হইয়া একশৃঙ্গ নীল পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিলেন। ললাটদেশ হইতে অনবরত রুধিরধারা ছুটিল। অর্জ্জুন ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিলেন। এই অবসরে বিকর্ণ পর্ব্বত সদৃশ মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। অর্জ্জুন ক্ষণমাত্রে শর দ্বারা করি বিনাশ করিলেন, বিকর্ণ ভীত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। একশত অষ্ট পদ গমন করিয়া বিবিংশতির রথে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অর্জ্জুন সেই অবসরে একশরে দুর্য্যোধনের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন এবং তৎক্ষণেই অন্যোন্য যোদ্ধ্‌গণের প্রতি শত শত শর বর্ষণ করিলেন। দুর্য্যোধন পলায়ন পর—অর্জ্জুন তিরস্কার করিলেন।

অঙ্কুশাহত-মত্ত মাতঙ্গের মত দুর্য্যোধন বাহুড়িয়া আসিল। কর্ণ এই কালে উত্তরদিক দিয়া আক্রমণ করিল, ভীষ্ম পশ্চিমদিক রক্ষা করিতে লাগিলেন— দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন পুরোভাগে উপস্থিত হইল।

হংস যেমন উদয়োন্মুখ মেঘরাশির সম্মুখে আইসে, ধনঞ্জয় সেইরূপে সকলের সম্মুখে আসিলেন। অর্জ্জুন আর বৃথা সৈন্য ক্ষয় অনাবশ্যক দেখিয়া, বিশেষ ধর্ম্মরাজের অনুমতি লওয়া হয় নাই ভাবিয়া, সর্ব্বলোক মূর্চ্ছা জন্য মহাশঙ্খ নিনাদ করিলেন, দেখিতে দেখিতে কুরু বীরগণ মোহ প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন।

যুদ্ধ শেষ হইল। অর্জ্জুন উত্তরার কথা বিস্মৃত হয়েন নাই; উত্তরকে বলিলেন তুমি সত্বর হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শুক্ল বস্ত্রদ্বয়, কর্ণের পীতবস্ত্র, অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্র আহরণ কর।

ভীষ্মের নিকট যাইও না, পিতামহ এই অস্ত্রের প্রতিঘাত কৌশল অবগত আছেন, উঁহার অশ্বগণকে বামদিকে রাখিয়া সতর্ক হইয়া গমন করিও।

উত্তর তাহাই করিল, তখন উত্তরে রণক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবেন এমন সময়ে ভীষ্ম, অর্জ্জুন প্রতি শর সন্ধান করিলেন, কিন্তু ভীষ্ম শীঘ্র পরাস্ত হইলেন।

অর্জ্জুন সমর কৃত্যত্যাগ করিয়া একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন— সুন্দর মূর্ত্তি বড় গম্ভীর—নীল কপোল তলে মধ্যে মধ্যে রক্তবিন্দু চক্ষু বড় প্রশান্ত— পরাজিত কুরুসৈন্য মধ্যে কি যেন কি দেখিতেছেন—কতক্ষণে কৌরব সেনা-নায়কগণের সংজ্ঞালাভ হইল; দুর্য্যোধন সেনাপতিদিগকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন আপনারা কি নিমিত্ত অর্জ্জুনকে ত্যাগ করিয়াছেন? ভীষ্ম হাসিলেন, বলিলেন তোমরা হতচেতন ছিলে, অর্জ্জুন অনায়াসে তোমাদের প্রাণ সংহার করিতে পারিতেন। কিন্তু বীরপুরুষ কখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন না, কখন পাপ করেন না। নতুবা এতক্ষণ তোমরা নিহত হইতে। এক্ষণে সত্বর দেশে প্রস্থান কর, আর এই ব্যাঘ্রকে পীড়ন করিওনা।

অন্যোন্য বীরগণ আর ধনঞ্জয়-হুতাশনকে বর্দ্ধিত করিতে ভয় করিল— সকলে প্রস্থানপর হইলেন। অর্জ্জুন প্রফুল্লচিত্তে পিতামহ, আচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও মাননীয় কৌরবগণকে শরদ্বারা প্রণাম করিলেন কিন্তু দুর্য্যোধনের বিচিত্র মুকুট ছেদন করিলেন। উত্তরকে রথ ফিরাইতে বলিলেন, গাণ্ডীব প্রত্যাহৃত হইল—যুদ্ধ শেষ হইল।

আর এই বীরচরিত্র ? কত কথাই বলিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু নিস্ফল। এই বলি—যথার্থ ক্ষত্রিয় শোণিত যদি কাহারও হৃদয়ে প্রবাহিত থাকে, তিনি যেন এই আদর্শ বীরকে একবার ভক্তি ভরে হৃদয়ে ধারণ করেন—এই আদর্শ যে ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে জাগ্রত তিনিই সর্ব্বসিদ্ধ।

সপ্তম কথা।

শমীবৃক্ষ—বেশ পরিবর্ত্তন।

যুদ্ধে জয়লাভ হইল। অসাধ্য সাধন হইল। গোধন সমস্ত প্রত্যাহৃত হইল। অর্জ্জুন ও উত্তর নগরাভিমুখে ফিরিয়াছেন—এক অরণ্যের পার্শ্ব দিয়া শ্মশানে যাইতে হয়। অর্জ্জুন অরণ্য নিকটে আসিয়াছেন। অকস্মাৎ বড় গোল উঠিল। বহু সংখ্যক সৈন্য কাতরভাবে অর্জ্জুনের দিকে ছুটিয়া আসিল। ইহারা বৈদেশিক কুরুসৈন্য, ঘড় ভয় বিহ্বল এই সমস্ত সৈন্য; ইহারা মুক্ত-কেশ ও ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর। অর্জ্জুন উহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া বিদায় দিলেন, বলিলেন আমি কখন আর্ত্তজনের হিংসা করি না।

পথে আসিতে আসিতে অর্জ্জুন উত্তরকে কহিলেন, তাত! পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকটে বাস করিতেছেন এ কথা তুমিই অবগত হইলে—নগরে প্রবেশ করিয়া কদাচ প্রকাশ করিও না, অতি ভয় বশতঃ তোমার পিতার প্রাণ নাশ হইবার সম্ভাবনা। তুমি কৌরব পরাজয় ও গোধন প্রত্যা-হরণ বৃত্তান্ত আত্মকৃত বলিয়া প্রকাশ করিও।

উত্তর কহিলেন মহাশয়! এ অদ্ভুত কর্ম্ম আমা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না—তবে অঙ্গীকার করিতেছি যাবৎ অনুমতি না পাইব তাবৎ পিতার সকাশে প্রকাশ করিব না।

নিকটে শ্মশানবর্ত্তী শমীতরু। উত্তর তরু সমীপে আগমন করিলেন। বহ্নি-প্রতিম মহাকপি, ভূতগণ দৈবীমায়া সমভিব্যাহারে অদৃশ্য হইল—স্যন্দনে সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল, উত্তর পাণ্ডবগণের আয়ুধ সমূহ পূর্ব্ববৎ শমীবৃক্ষে বিন্যস্ত করিল। ধনঞ্জয় পূর্ব্বের ন্যায় বেণীবন্ধন করিলেন; হস্তে শঙ্খ ও

কর্ণে কুণ্ডল পরিলেন। আবার বৃহন্নলা রূপে রাজপুত্রের অশ্ববল্গা গ্রহণ করিলেন। শর-বিক্ষত-শরীর পার্থ উত্তরের সারথি হইয়া নগরাভিমুখে রথ চালাইলেন।

পথি মধ্যে উত্তর গোগৃহ। দেখিলেন গোধন গোপালগণের সহিত সমানীত হইয়াছে। অর্জ্জুন উত্তরকে বলিলেন—গোপালগণকেআদেশ কর যেন বাজিগণকে সলিল পানকরান হয় এবং স্নান করান হয়। আর ইহাদিগের কতকগুলিকে নগরে পাঠাইয়া দাও—তোমার পিতাকে সংবাদ দিয়া তোমার বিজয় ঘোষণা করা হউক—আমরা অপরাহ্ণে গমন করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথম অংশ।

পাণ্ডব প্রকাশ।

কঙ্ক, বিরাট, উত্তর।

চারি পাণ্ডব এবং বিরাট, নগরে ফিরিয়াছেন। অপহৃত গোধন ফিরিয়া আসিল—ত্রিগর্ত্ত-লুণ্ঠিত বহু ধনরত্ন নগরে আসিয়া পৌঁছিল। বিরাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

উত্তর বৃহন্নলা সঙ্গে কৌরব যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, অন্তঃপুরচারিণীগণ রাজাকে এই সংবাদ দিল। রাজা বিষন্ন মনে বাহিরে আসিলেন। মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন—উত্তরের প্রাণ রক্ষার জন্য বিপুল সৈন্য মণ্ডলী প্রেরণ করা হউক—চতুরঙ্গিণী সেনা প্রয়াণের অনুমতি পাইল।

রাজা চিন্তা মগ্ন—কুমার কি জীবিত আছে? যে কুমারের সংবাদ দিতে পারিবে সে রাজ সন্মান প্রাপ্ত হইবে। চারিদিকে লোক ছুটিল। রাজা বড়ই ভীত। কুরু সৈন্য মধ্যে উত্তর বালক। বিশেষ ক্লীব,সারথি হইয়া যখন গমন করিয়াছে, তখন সে জীবিত নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিলেন, মনে ২ ভাবিলেন রাজন্—আজ ধনঞ্জয় তোমার পুত্রের সারথি—যে মৃত্যুঞ্জয়কে সন্তোষ করিয়াছে, সকল দেবতা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সখা—আজ সে তোমার পুত্রের সারথ্য স্বীকার করিয়াছে। কঙ্কের চক্ষু জল পুরিত, কঙ্ক সহাস্য বদনে বলিতেছেন—

"চিন্তা না করিবা রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি॥
ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে কৌরব।
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব॥

বৃহন্নলা নপুংসক। কঙ্কের কথা রাজার ভাল লাগিতেছে না। এই অবসরে দূত সকল রাজ সভায় উপস্থিত হইল, উত্তরের বিজয় সংবাদ ঘোষণা করিল। রাজমন্ত্রী সারথির সহিত কুমারের আগমন সংবাদ দিল। রাজা আনন্দে বিহ্বল—কঙ্কের প্রাণে কি খেলিতেছে কে বুঝিবে? কঙ্ক বলিলেন—

পূর্ব্বে কহিয়াছি বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরব জিনিবে এই কোন্ চিত্র কথা॥"

বিরাট কঙ্কের কথায় উত্তর দিলেন না। সমাদরে উত্তরকে আনিতে লোক পাঠাইলেন।

"কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধেতে জিনিল একেশ্বর॥
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটিয়া করহ সমসর॥

আর রাজপথে পতাকা উড্ডীন হউক—পুষ্পোপহার দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা করা হউক। যোদ্ধা, অলঙ্কৃত গণিকা, বালক ও বাদকেরা উত্তরের প্রতি গমন করুক,—অধিকৃত লোকেরা মত্ত বারণে আরোহণ করিয়া চতুষ্পথে জয় ঘোষণা করুক, আর উত্তরা উজ্জ্বল বেশ বিন্যাস করিয়া কুমারীগণ সমভিব্যাহারে উত্তরকে আনয়ন নিমিত্ত গমন করুক।

রাজার আদেশ। একেবারে চারিদিক হইতে ভেরী তুরী শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল—চারিদিকে মঙ্গল বাজনা বাজিতে লাগিল; প্রমদারা উজ্জ্বল বেশে উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করিল—সূত ও মাধবগণ রাজকুমারকে আনয়ন করিতে ছুটিল।

রাজা আনন্দে মগ্ন। নিকটে সৈরিন্ধ্রী দণ্ডায়মানা। রাজা জানেন না আজ পাণ্ডবরাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে দাসী। রাজা সৈরিন্ধ্রীকে আজ্ঞা করিলেন—"অক্ষ আনয়ন কর। কঙ্কের সহিত দ্যূত ক্রীড়া করিব" কঙ্ক নিষেধ করিলেন,—বলিলেন "হৃষ্ট ও ধূর্ত্তের সহিত ক্রীড়া করা গর্হিত—রাজন্,

আজি আপনি অতিশয় হৃষ্ট—আমি আপনার সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব না। বলুন আপনার অন্য কোন্ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিব?

রাজা আজ উন্মত্ত—অন্য সময়ে কঙ্কের কথা অগ্রাহ্য করিতে যেন পারিতেন না—যেন কঙ্ক কোন মহাপুরুষ—যেন কঙ্ককে দেখিয়া রাজা কত সম্মান করিতে চাহিতেন, কত পূজা করিতে চাহিতেন, লজ্জায় পারিতেন না। ইহা হইতেই পারে। রাজসূয় যজ্ঞ কালে ভক্তাধীন ভগবান্ সমস্ত দেবতা সহিত যাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন, বিরাট নৃপতির অজ্ঞাতসারে সেই চরণে যে তাঁহার মস্তক নত হইবে এ বড় বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু আজ রাজা প্রকৃতিস্থ নাই।

"বিরাট কহিল কঙ্ক কত না বুঝিয়া।
কোন্ শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া॥
রাজ চক্রবর্ত্তী কুরুরাজা দুর্য্যোধন।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন॥
আর কোন্ জন আছে পৃথিবী ভিতরে।
হইয়া আমার বৈরী যাবে যমঘরে॥"

রাজা শুনিলেন না। কঙ্ক দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দ্যূতারম্ভ হইল। মৎস রাজা হর্ষিত হইয়া বলিতেছেন আমার পুত্র অনায়াসে কৌরব দিগকে জয় করিয়াছে—যুধিষ্ঠির মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন এবং বলিতেছেন—

"কি ভয় কৌরবে তার যথা বৃহন্নলা।"

বিরাট রাজের ক্রোধ জন্মিল। 'আমার উত্তর, ভীষ্ম দ্রোণ জয় করিতে কেন অসমর্থ হইবে? তুমি একবারও উত্তরের প্রশংসা করিতেছনা, তোমার বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই, তুমি এক্ষণে আমারই অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ।

একা উত্তর কুরুকুল জয় করিল—

"একবার তুই তার না করিস্ গুণ।
বাখানিস্ বৃহন্নলা ক্লীবে পুনঃ পুনঃ॥"

আমার রাজ্যে বৃহন্নলার মত কত ক্লীব আছে—আজ আমি বয়স্য ভাব প্রযুক্ত তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম—তুমি আর কদাচ এইরূপ করিও না।

যুধিষ্ঠির বিরাটরাজকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—বলিলেন " মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন—এই সমস্ত মহারথ রাজগণ,

এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও যদি রণস্থলে উপস্থিত হন, তাহাহইলে বৃহন্নলা ব্যতিরেকে কেহই তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে সমর্থ নহেন। বৃহন্নলা তুল্য বাহুবল সম্পন্ন কেহ হয় নাই হইবেও না। ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিলে তাহার মনোমধ্যে সাতিশয় হর্ষ সঞ্চার হইয়া থাকে—যে ব্যক্তি একত্র সমবেত দেব, দানব ও মানবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহার সাহায্যে কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ না করিবে?

বিরাট বড়ই কুপিত হইলেন, বলিলেন "কঙ্ক!—বারংবার নিষেধ করিতেছি তথাপি তোমার বাক্য সংযম হইল না। নিয়ন্তা না থাকিলে বুঝি কেহই ধর্ম্ম পথে প্রবৃত্ত হয় না।"—বলিতে বলিতে রাজার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল, হাতে অক্ষপাটি ছিল, রাজা কঙ্কের প্রতি ছুড়িয়া মারিলেন—অক্ষ মুখে লাগিল—নাসিকা হইতে রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল।

"অক্রোধ অজাতশত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে রুধির ধরেন সেইক্ষণ॥"

রুধির ধারা ধরাতল স্পর্শ করিতে না করিতে ধর্ম্মরাজ অঞ্জলি দ্বারা রুধির ধরিয়াছেন, পার্শ্বে কৃষ্ণা—যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

দ্রৌপদী ভাবিতেছেন—বুঝি আজ সর্ব্বনাশ হয়—যদি ভীমার্জ্জুন কেহ ইহা দেখে—দ্রৌপদী ঝটিতে বারিপূর্ণ এক সুবর্ণ পাত্রে শোণিত ধারা ধারণ করিলেন।

এই সময়ে উত্তর গন্ধমাল্যে আকীর্ণ হইয়া নগবে প্রবেশ কবিলেন—সকলে অভ্যর্থনা করিতেছে। রাজকুমার পিতারে সংবাদ দিয়াছেন—রাজা বৃহন্নলার সহিত উত্তরকে আসিতে অনুমতি করিলেন। ধর্ম্মরাজ দ্বারবানের কাণেকাণে বলিয়া দিলেন, তুমি একাকী উত্তরকে আনয়ন কর—বৃহন্নলা যেন এখানে আগমন না করে। ধর্ম্মরাজ দ্বারবানকে আর এককথা বলিলেন—বলিলেন বৃহন্নলার প্রতিজ্ঞা, সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আমার কলেবর হইতে শোণিত নিস্কাষণ করিবে বা কোন অঙ্গ ক্ষত করিবে, সে তাহারে কদাচ জীবিত রাখিবে না। বৃহন্নলা যদি আজ আমার অঙ্গে শোণিত দর্শন করে তবে অমাত্য সহ সেই মুহূর্ত্তে বিরাটরাজকে বিনাশ করিবে। তুমি শুদ্ধ কুমারকে লইয়া আইস। দূত উত্তরকে ঐ সংবাদ দিল। পার্থ আসিতেছিলেন, শুনিলেন কঙ্কের নিষেধ, আর আসিলেন না—উত্তর একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিল।

উত্তর পিতার চরণে প্রণাম করিল, কঙ্কের চরণ বন্দনা করিতে চায়—কঙ্কের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল, ব্যাকুল চিত্তে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমিতে বসিয়া কঙ্ক কেন বিষাদিত॥
বহিতেছে মুখে রক্ত ধারা কি কারণ।
কোন্ হেতু কহ তাত হইল এমন ?"

রাজা ঘটনা বলিলেন—উত্তর বড়ই ভয় পাইয়াছে—যুদ্ধক্ষেত্রেও উত্তরের এরূপ ভয় হয় নাই—উত্তর করযোড়ে পিতাকে বলিতেছে "পিতঃ! এই পাপাচরণ জন্য আপনি উপায় করুন, কঙ্ককে সামান্য ব্রাহ্মণ মনে করিবেন না।

"এক্ষণে ইঁহারে যদি শান্ত না করিবে।
"নিশ্চয় জানিবে তাত সর্ব্বনাশ হবে।
উঠ তাত শীঘ্র আগে প্রবোধ কঙ্কেরে॥
যে মতে চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে॥"

সংগ্রাম-বিজয়ী পুত্রের কথা পিতা উপেক্ষা কবিতে পারিলেন না। নিজেরও ভয় হইয়াছিল—ভস্মাছন্ন হুতাশন সদৃশ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন—

"পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন্।
যেই কালে অক্ষপাটী করিলে ঘাতন॥
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল।
যতন পূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল॥
সেই রক্ত যদ্যপি পড়িত ভূমিতলে।
তব রাজ্য কভু নাহি থাকিত কুশলে॥
আমার শোণিত বিন্দু যেই স্থানে পড়ে।
সে স্থানের রাজা প্রজা সকলেতে মরে॥"

ধর্ম্মরাজ আবার বলিলেন—তুমি আমারে নিরপরাধে প্রহার করিয়াছ বটে কিন্তু আমি তন্নিমিত্ত তোমার অনুমাত্রও অপরাধ গ্রহণ করি নাই। ইহা প্রসিদ্ধই আছে বলবান প্রভুরা সহসা অধিকৃতের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া উঠেন।

যুধিষ্ঠিরের নাসিকা নিঃসৃত শোণিত অপনীত হইল। এই সময়ে বৃহন্নলা রাজসভায় প্রবেশ পূর্ব্বক বিরাটের অভিবাদন করিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিলেন। বিরাট সকলের সাক্ষাতে পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পুত্র যুদ্ধের যথার্থ বিবরণ বলিলেন। কিরূপে এক দেবের কুমার তাহার সহায় হয়েন, কিরূপে তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি দুদ্ধর্ষ বীর গণকে পরাস্ত করিয়া গোধন মুক্ত করিয়া দিলেন—উত্তর সজল নয়নে এই সমস্ত বলিতে লাগিল—মধ্যে মধ্যে এক একবার অর্জ্জুনের প্রতি ভক্তি দৃষ্টি করিতেছিল। উত্তর আরও বলিল সেই দেবকুমার আর দুই তিন দিন পরে উদয় হইবেন। উত্তর এই পর্য্যন্ত আভাস দিল। বিরাট, মহাবীর অর্জ্জুনের বিবরণ কিছুই জানিলেন না।

বৃহন্নলা আবার অন্তঃপুরে চলিলেন। এবার যেন কেমন কেমন বোধ হইল।

উত্তরা নৃত্যশালে আপন মনে বসিয়া আছে—উত্তরা বৃহন্নলার আগমন সংবাদ পাইয়াছে। উত্তর কুরুবীরদিগকে জয় করিয়াছেন তাহাও শুনিয়াছে —মনে মনে ভাবিতেছে যদি বৃহন্নলা আমার জন্য অঙ্গীকৃত বিষয় না আনেন তবে আমি আর—

এই সময়ে পশ্চাৎ দিক হইতে নানা বর্ণের বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইলেন; উত্তরা বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখেই বৃহন্নলা। উত্তরা বড়ই তুষ্ট হইল— দৌড়িয়া বৃহন্নলার নিকট আসিল—কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল।

অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে যুদ্ধের কথা বলিলেন—বলিলেন তাহার ভ্রাতার কীর্ত্তি। উত্তরা অবাক্ হইয়া শুনিল—মনে মনে কতবার বৃহন্নলাকে প্রণাম করিল। আজ কেন বলা যায় না উত্তরা পূর্ব্বকার মত আদর করিতে পারিল না।

উত্তর সেই সময়ে উত্তরার নিকট আসিল—উত্তর সাষ্টাঙ্গে বৃহন্নলাকে প্রণাম করিল—উত্তরা কিছুই বুঝিল না।

ধনঞ্জয় উত্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া পঞ্চভ্রাতার মিলনের অনুষ্ঠান করিলেন।

———

দ্বিতীয় অংশ।

পাণ্ডব উদয়।

যুদ্ধের পূর্ব দুই দিন অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় দিবস রজনীতে পাণ্ডবেরা একত্র সমবেত হইলেন—মূলে ইহার আভাস মাত্র আছে। আমরা কাশীরাম হইতে এই বিষয় বর্ণনা করিব। মূলের সহিত এক না হইলেও—কাশীরাম অসম্ভব কিছুই করেন নাই। মূল ও কাশীরাম মিলাইয়াই বলিতেছি।

পাণ্ডবেরা একত্রে মিলিয়াছেন। যুধিষ্ঠির পরকার্য্যে জ্ঞাতিবধের সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। আরও শুনিলেন বিনা যুদ্ধে দুর্য্যোধন সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও প্রদান করিবেনা। ধর্ম্মরাজ ভীত হইলেন, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—কিরূপে দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইলে? পরিচয় কি দিয়াছ?

"পার্থ বলে অস্ত্র মুখে জিজ্ঞাসিনু দ্রোণে।
না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে॥"

যুধিষ্ঠির শঙ্কিত হইয়া সহদেবকে গণনা করিতে বলিলেন—সহদেব গণনা করিয়া দেখিলেন—অজ্ঞাতবাস শেষ হইয়াছে আরও দিন কতক বেশী হইয়াছে। কল্য প্রাতে সকলে বিরাট রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করিবেন, স্থির করিলেন।

প্রতিজ্ঞা মুক্ত পাণ্ডবগণ তৃতীয় দিবসে স্নানাহ্নিক শেষ করিলেন—শুক্ল বসন পরিধান করিলেন—নানাবিধ আভরণ, শোভা বর্দ্ধন করিল—কাশীরাম কিছু অধিক লিখিয়াছেন।

অদ্য আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ইন্দ্রযোগ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, বৃহস্পতি বাসর— কাশীরাম কিরূপে এই দিন গণনা করিলেন বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক এই দিনে শুভ লগ্ন বুঝিয়া পাণ্ডবগণ ভস্ম হইতে হুতাশনের ন্যায় বিরাট রাজ্যে প্রকাশ হইলেন।

সকলে বিরাট সভায় আগমন করিলেন। উত্তর পূর্ব্ব হইতে সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল—যুধিষ্ঠির বিরাট সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন—

"বাম ভাগে বসিলেন দ্রুপদ রাজসুতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ড ছাতা॥
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়॥"

বিরাট সভা বড় সুশোভিত হইল। দ্বার দেশে মদমত্ত মাতঙ্গের শোভা যেরূপ—গৃহ মধ্যে অগ্নি সমূহের শোভা যেরূপ—এ সভায় পাণ্ডবদিগের শোভা সেইরূপ হইল।

বিরাটরাজ রাজকার্য্য পর্য্যালোচন জন্য সভায় আসিতেছেন—সিংহাসন অধিকৃত। পাবক সন্নিভ সিংহাসনাধিরূঢ় ব্যক্তিকে গোচর করিয়া রোষাভিভূত হইলেন, মন্ত্রী ও অন্যোন্য সভাসদগণের বাক্য স্ফুরণ হইতেছেনা—সিংহাসন অধিকারীর শোভা ও তেজ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত। আরও দেখিলেন উত্তর কতক দূর হইতে ভূমিতলে পড়িয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তুতি বাক্যে প্রণাম করিতেছে।

বিরাট পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এতদিন বিজয়ী পুত্রকে কিছুই বলেন নাই, আজ পুত্রের প্রতি কুপিত হইয়া কঙ্ককে লক্ষ করিয়া কঠিন বাক্যে বলিতেছেন—

"হে কঙ্ক কিহেতু তব হেন ব্যবহার।
কি মতে বসিলে তুমি আসনে আমার॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন্ বুদ্ধে বৈস আজি মোর রাজপাটে॥
প্রথমে বলিলে তুমি আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি ফল মূলাহারী॥
কোন দ্রব্যে নাহি মম কিছু অভিলাস।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলে প্রকাশ॥
অনুগ্রহ করি তোমা করি সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হল মম নিতে রাজপদ॥
না বুঝি বসিলে তুমি সিংহাসনে মোর।
আমা বিদ্যমানেতে সম্ভ্রম নাই তোর॥
আর দেখ মহাশ্চর্য্য সব সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে॥
মোরে ভয় নাই কিছু নাহি লোক লাজ।
পরস্ত্রী হইয়া বসে রাজসভা মাঝ॥

কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাঁড়াইলে কর যোড়ি ॥
হেবল্লব সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কোপরে ধর তুমি ছাতা ॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্করে কেন চামর ঢুলায় ॥
হে সৈরিন্ধ্রি জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র ॥
এখন কঙ্কের সহ হেন ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার ॥"

নরপতি পুনঃ পুনঃ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন—ভীম ক্রোধে কম্পিত হইতেছেন। উত্তর প্রমাদ গণনা করিতেছেন—ভাবিতেছেন আজ বুঝি কিছু অনর্থ ঘটে।

"বাপের বচন শুনি পুত্র ভীত মন।
আঁখি চাপি জনকেরে করে নিবারণ ॥"

পুত্রের ব্যবহারে পিতা আরও ক্রুদ্ধ হইতেছেন—বিরাট পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মোর পুত্র হ'য়ে কেন এমন অনীত ॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতি বাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত ॥
সেই দিন হ'তে তোর বুদ্ধি হ'ল আন।
কুরু হ'তে যেই দিন গোধনের ত্রাণ ॥
আমা হ'তে শতগুণে কঙ্কেরে ভকতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের শকতি ॥"

প্রথমে উত্তরের উপর কটু কাটব্য পরে কঙ্কের উপর তিরস্কার বর্ষিত হইল। ভীম ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না।

"নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।"

তখন অর্জ্জুন হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"যে বলিলে বিরাট অন্যথা কিছু নয়।
তোমার আসন কি ইহার যোগ্য হয়?
যে আসন এ তিন ভুবন নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত॥
সে আসনে নিরন্তর বসে সেই জন।
কি মতে তাহার যোগ্য হয় এ আসন?"

ধর্ম্মরাজের গৌরব বর্ণনা করিতে করিতে অর্জ্জুনের ভাষা গদ্ গদ্ হইতেছে, স্বর বড়ই মধুর হইয়া যাইতেছে—অর্জ্জুন আবার বলিতেছেন—

"বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ সহ যার খাটেন শ্রীহরি॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজা রাজ্যেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর॥
দশকোটি হস্তী যাঁর প্রতি দ্বার রাখে।
অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে॥
দানেতে দরিদ্র না রাখিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পালনেতে॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব অকৃতি অভাজন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে নাহিক বারণ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্যভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ব্বনরে॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাহার।
দুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতুল কুমার॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্যোধনে॥
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিলেন তীর্থ বনে॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহার?"

সেই মুহূর্ত্তে যদি বিরাট রাজের হস্তে চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়িত—রাজা বোধ-হয় অধিক আশ্চর্য্য হইতেন না!

বিরাট রাজা কতক্ষণ বিস্মিত হইয়া সেই শোভা নিরীক্ষণ করিলেন—অজ্ঞাতসারে চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল—বিরাট রাজা বিনীত ভাবে সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—অর্জ্জুন সকলকে চিনাইয়া দিলেন—উত্তর আর একবার পরিচয় প্রদান করিল—আপনা হইতেই পাণ্ডব গৌরব বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হইল। উত্তর বলিতে লাগিল—

"তাত"! এই যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, সিংহের ন্যায় তেজস্বী, উন্নত নাসা-সম্পন্ন, লোহিতায়ত নেত্র পুরুষ—ইনি রাজা যুধিষ্ঠির। এই যে মত্ত মাতঙ্গগামী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্থূলস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, পুরুষ ইনি বৃকোদর—ইহার পরে যে বারণী-যূথ পতি সদৃশ, সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, গজরাজগামী, কমলায়তলোচন, শ্যাম-কলেবর যুবা দণ্ডায়মান ইনি মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। ঐ যে উপেন্দ্র মহেন্দ্র সদৃশ দুইটি পুরুষ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া উপবিষ্ট আছেন—মনুষ্য লোকে যাঁহাদিগের রূপ লাবণ্য, বলবিক্রম ও সুশীলতার তুলনা নাই, ইঁহারাই নকুল, সহদেব। আর ঐ যে মূর্ত্তিমতি পার্ব্বতীর ন্যায় স্নিগ্ধদর্শনা, ইন্দীবরের ন্যায় মনোহারিনী, সুরকামিনীর ন্যায় শোভনবতী, লক্ষ্মীর ন্যায় রমণী ইঁহাদের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া আছেন ইনি দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা। উত্তর সকলের পরিচয় দিয়া আবার নূতন করিয়া অর্জ্জুনের পরাক্রম বর্ণন করিল—মৎস্যরাজ কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না—পাণ্ডবদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উত্তরকে বলিলেন "উত্তর যদি তোমার মত হয় বল, আমি এই-ক্ষণেই ধনঞ্জয়কে উত্তরা প্রদান করি।" উত্তর তৎক্ষণাৎ আগ্রহ জানাইল। বিরাটরাজ তখন পাণ্ডব হস্তে যাহা উপকার পাইয়াছেন পাণ্ডবদিগের সমক্ষে তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন—বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—

"আমরা অজ্ঞাতসারে ইঁহাদিগকে যাহা কিছু বলিয়াছি ধর্ম্মরাজ তৎসমুদয় ক্ষমা করিয়াছেন সন্দেহ নাই"। রাজা, যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইতেছেন—কত কি প্রদান করিতেছেন—মুখ হইতে "কি সৌভাগ্য," "কি সৌভাগ্য," বাহির হইতে লাগিল—রাজা স্নেহভরে অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহ-দেবের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। পুনঃ পুনঃ বলিলেন "মহারাজ, সব্যসাচী উত্তরার উপযুক্ত ভর্ত্তা। আপনি অনুমতি করুন শীঘ্র এ বিবাহ সম্পন্ন হউক।

ধর্ম্মরাজ অনুমতি করিলেন, অর্জ্জুন একবার দ্রৌপদীর মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন, মুখখানা যেন কি মাখা বোধ হইল। অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিলেন।

পঞ্চম পরচ্ছেদ।

উত্তরা বিবাহ।

গীতা শাস্ত্রে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্জ্জুন চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আমরা পূর্ব্বে বহুবার ইহা দেখিয়াছি---উত্তরা বিবাহে আমরা আর একবার ইহা উল্লেখ করিব।

গীতা পূর্ব্বাধ্যায় পাণ্ডব চরিত্র বুঝিবার জন্য। আমরা এ সুযোগ ছাড়িতে পারি না। মহাভারত জগতে অতুল্য গ্রন্থ।

উত্তরা সুন্দরী। দ্রৌপদী উত্তরারে যবীয়সী বলিতেছেন। বয়সে যুবতী হইলেও উত্তরা বালিকা—পুতুল খেলার কথায় আমরা তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি—অর্জ্জুনের সহিত উত্তরার বিবাহ দিতে ব্যাসদেবের মত ছিল কিনা বলিতে পারি না—যেখানে উত্তরা পার্থ সন্নিধানে আসিয়াছেন, ব্যাসদেব সেই খানেই উল্লেখ করিয়াছেন—জলধর সংলগ্ন সৌদামিনীর মত শোভা, নাগরাজ সমীপবর্ত্তিনী করিণীর ন্যায়—ইত্যাদি।

আর উত্তরা? আজ এক বৎসর ধরিয়া অর্জ্জুনের সহিত উত্তরা নিরন্তর রহিয়াছে। শুধু অর্জ্জুন দর্শনই যথেষ্ট। তাহার উপর নারী সন্তোষ জন্য অর্জ্জুন শাস্ত্রীয় গল্প করিতেন। উত্তরা আপন হৃদয় অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। প্রকাশ আপনি হইয়াছে।

ইহার উপর বিরাট রাজা অনুরোধ করিতেছেন—উত্তর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে—ধর্ম্মরাজ অনুমতি দিয়াছেন—আর অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন এ বিবাহ করিতে পারেন না। বিবাহ করিলে শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা হয় না---বিবাহ করিলে লোকে নানা কথা কহিতে পারে।

শাস্ত্র বলিতেছেন—যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়—যে পিতাকে বিশ্বাস করিবার মত বিশ্বাস করিয়া রহস্য কি প্রকাশ্য সকল বিষয় প্রকাশ করে সে কন্যার তুল্য।

ভরতকুলের সহিত মৎস্যকুলের সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়া একান্ত সমুচিত—কিন্তু সমাজের উপরও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই যুবতীর সহিত অর্জ্জুন এক বৎসর একত্রে বাস করিয়াছেন। অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন—যদি আমি উত্তরার পাণিগ্রহণ করি তাহা হইলে আপনার ও অন্যোন্য ব্যক্তির সন্দেহ হইতে পারে। আমি নির্দ্দোষ জিতেন্দ্রিয় দান্তভাবে আপনার কন্যার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি। আমি উত্তরাকে বধূ রূপে গ্রহণ করিতে পারি। তিনি পুত্র বধূ হইলে কেহ আপনার দুহিতার প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি বা আমার প্রতি কোন সন্দেহ করিতে সমর্থ হইবে না।"

বাসুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয় আপনার জামাতা হইবার ও উত্তরার ভর্ত্তা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

আজকাল লোকাপবাদ ভয় যথার্থ দোষীব্যক্তিকেও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না! লোকাপবাদ প্রধান সামাজিক শক্তি। যে সমাজ লোকাপবাদের ভয় করেনা সে সমাজ বিকৃত। সমাজ—শরীরী পদার্থ। যখন সমাজের প্রতি অঙ্গ অবিকৃত ভাবে আপন আপন কার্য্য করে—সেই প্রতি অঙ্গের কার্য্যে সমাজ জীবন অক্ষুন্ন থাকে। লোকাপবাদ ভয়ে লোকে দুষ্প্রবৃত্তি মত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেও করিতে পারে না। উপস্থিত সময়ে সমাজ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মানুষ চলে না, ইহাও সমাজের অধঃপাতের সময়। আমরা রামায়ণ এবং মহাভারতে দেখিতে পাই কিরূপে সমাজ মর্য্যাদা রক্ষা হইত। প্রকৃত সাধু চরিত্র যাঁহারা, তাঁহারাও মিথ্যা লোকাপবাদ ভয়ে নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও লোক তৃপ্তি করিতেন। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র বৃথা লোকাপবাদ জন্য সতী-স্ত্রীকে বনবাসে দিয়াছিলেন। লোকে বুঝিতে না পারিয়া এই কার্য্যের জন্য রাম চরিত্রে দোষারোপ করে। ন্যায়বিচার ও দয়া এই দুইটি উৎকৃষ্ট পদার্থ। অনেক সময়ে ন্যায়বিচার করিতে গেলে নির্দ্দয় হইতে হয়। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়া ন্যায়বিচার ও দয়া সম্বন্ধে সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন। জীবে দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু ন্যায়বিচার, সর্ব্বাগ্রে আপনার প্রতি প্রয়োগ আবশ্যক। আপনার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াও জীবে দয়া প্রদর্শন আবশ্যক। সীতা ও রাম অভিন্ন। সীতার ক্লেশ ও রামের ক্লেশ একই! নিজের ক্লেশ সহ্য করিয়া সাধু ব্যক্তি জীবে দয়া করেন ও জীব শিক্ষা প্রদান করেন। যাহারা বৃথা অপবাদ দিয়াছিল, তাহারা যখন রামের মহত্ত্ব বুঝিল তখন নিজে অনুতপ্ত হইল। বিশেষতঃ লোকাপবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক যদি রাম

মিথ্যা বলিয়া উহা মান্য না করিতেন তবে প্রজাদের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিত। দুষ্ট লোকের যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার নিদর্শন যদি মহৎ চরিত্র হইতে দেখাইতে পারে, তবে আপনার দুষ্প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে কোথাও সঙ্কুচিত হয় না। ইহা নিবারণ জন্য মহাপুরুষেরা লোকাপবাদ মান্য করিয়া থাকেন। বিচার নিজের জন্য, দয়া জীবের জন্য। মহাপুরুষের লক্ষণ এই। তাঁহারা সহিষ্ণু। সবই করিতে পারেন কিন্তু করেন না। সর্ব্বদাই দয়ামান দীর্ঘনয়নে জীবের প্রতি অবলোকন করেন, জীবের শত দোষ ক্ষমা করেন। তুমি তোমার সুখের জন্য প্রকৃতির কত অনিষ্ট করিয়া থাক। বন কাটিয়া বাড়ী প্রস্তুত কর—প্রস্রবণ শুষ্ক করিবার জন্য পাথর চাপা দাও—প্রকৃতি হাসিতে হাসিতে সহ্য করে। যাহার শক্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলে, সে মনে করিলে তোমায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারে, তাহা করেনা তোমার দৌড় দেখে। তোমার দুদিনের খেলা ফুরাইয়া যায়। তুমি যে স্থানে প্রাচীর তুলিয়াছিলে, প্রকৃতি ধীরে ধীরে তাহা ভাঙ্গিতে থাকে, ধীরে ধীরে ক্ষত স্থানে আজ একটি বৃক্ষ, কাল একটি লতা বপন করিতে থাকে। ধীরে ধীরে বৃক্ষ লতা বর্দ্ধিত হইয়া উচ্চ নীচ স্থান সমতল করিয়া দেয়—আবার অরণ্যে প্রকৃতি আপন অঙ্গ আচ্ছন্ন করে। এই কার্য্যেও বিচার ও দয়া আছে। উত্তরা বিবাহে অর্জ্জুনও লোকাপবাদ-ভীতি গণ্য করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন—কারণ বিরাটরাজা আগ্রহ করিতেছিলেন—যুধিষ্ঠির অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু লোক মান্য করিলে মহাপুরুষের মহত্বই প্রদর্শিত হয়। ইহার নাম যথার্থ বিচার নতুবা সামান্য অর্থ বল থাকিলে যাহারা লোক মর্য্যাদা রক্ষা করেনা তাহারাই নিতান্ত মূঢ়।

বিরাটরাজ অর্জ্জুনের ধর্ম্ম পরায়ণতায় মুগ্ধ হইলেন। সকলেই অর্জ্জুনের ভূয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী নিতান্ত সন্তুষ্টা হইলেন।

বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। উভয় পক্ষের মিত্রবর্গের নিকট চর প্রেরিত হইল। সর্ব্বাগ্রে দ্বারকাতে দূত প্রেরিত হইল—কাশীরাজ ও শৈব্য যুধিষ্ঠিরের প্রিয় পাত্র। তাঁহারা প্রত্যেকে অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে আসিলেন। দ্রুপদ-রাজ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বহু লোক, বহু ধনরত্ন সহ আগমন করিলেন। দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইল পাণ্ডবেরা বিরাটদেশে অবস্থান করিতেছেন।

কৃষ্ণ আসিলেন—বিরাটরাজ্য আনন্দে পূর্ণ হইল। কৃষ্ণ সঙ্গে সুভদ্রা আসিয়াছেন। সুভদ্রা আসিয়া দ্রৌপদীরে একটি প্রণাম করিলেন। দ্রৌপদী কৃষ্ণ

ভগিনীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। অভিমন্যু পিতাকে এবং অন্যান্য পাণ্ডব-দিগকে অভিবাদন করিলেন। সুভদ্রা অভিমন্যুকে অন্তঃপুরে ডাকিলেন, ডাকিয়া দ্রৌপদীকে হাতে হাতে সমর্পণ করিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অভিমন্যু এক সঙ্গেই থাকিত।

বড় সমারোহে বিবাহ শেষ হইল। সুদেষ্ণার আনন্দের সীমা নাই। আজ দ্রৌপদীর নিকট সুদেষ্ণা কতই ক্রটী স্বীকার করিল। উত্তরাকে সর্ব্বা-লঙ্কার ভূষিতা করিয়া সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর নিকট আনয়ন করিলেন—ব্যাসদেব বলিতে-ছেন কিন্তু পাঞ্চালনন্দিনীর অসীম রূপলাবণ্য ও উজ্জল কান্তি সন্দর্শনে মৎস্য নারীগণ পরাভূত হইলেন। এই বিবাহে ব্রাহ্মণগণ বিস্তর ধনরত্ন উপহার পাইলেন।

বিরাট পর্ব্ব শেষ হইল। কেহ কেহ বলেন সৌন্দর্য্যে বিরাট পর্ব্ব মহা-ভারতের শ্রেষ্ঠ অংশ। আমরা বলি পাণ্ডব চরিত্র এই পর্ব্বে বড়ই সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। দ্রৌপদী, ভীম, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির—ইহাঁদের ধৈর্য্য, পুরুষার্থ, সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মব্যবহার—এ সমস্ত সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য—অনুকরণে নীচত্ব দূর হয়।

আর এক কথা বলিয়া আমরা এই পর্ব্ব উপসংহার করিব। পূর্ব্বে রাজগণ গো সেবা করিতেন। দিলীপ রাজার বহুদিন পর্য্যন্ত পুত্র হয় নাই। গুরু বশিষ্ঠ গো সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। রাজা রাণী এক বৎসর ধরিয়া গো সেবা করিয়াছিলেন—কালীদাসে একথা আমরা পাইয়াছি। বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহের কথা আমরা মহাভারতে দেখিতেছি। এখনকার রাজসাহি, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানই প্রাচীন মৎস্যদেশ বলিয়া কেহ কেহ নির্ণয় করেন।

গো কে ভগবতী বলিয়া হিন্দুগণ পূজা করেন। যদি দেশের ধনবানগণ, দেশের রাজগণ, বিরাট রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন—যদি আপনাদের দেশের এই গোধন রক্ষার চেষ্টা করেন, তবে এই ভারতের বোধহয় বড় শুভদিন আইসে। গাভী ভগবতী—তাঁহার সেবায় ধর্ম্ম আছে, আবার গাভী প্রতি-পালনে রাজাদিগের বিলক্ষণ আয়বৃদ্ধিও আছে; গাভীর দুগ্ধে ঘৃত, মাখম ইত্যাদি সাত্ত্বিক আহার্য্য প্রস্তুত হয়। গোময় বড় পবিত্র বস্তু। প্রতি রাজার যদি প্রভূত পরিমাণে এই সম্পত্তি থাকে তবে আর কিছু না করিলেও দেশের নানা প্রকার উপকার হয়। যে দেশে গোহত্যা হয় সে দেশ দেবতা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। আমরা ইহা সাক্ষাৎ দেখিতেছি।

পঞ্চম খণ্ড।

উদ্যোগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অংশ।

বিরাট সভা।

উত্তরার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু পাণ্ডবেরা রাজ্য শূন্য। সমস্ত অপমান, সমস্ত দুঃখ, পাণ্ডবেরা বিস্মৃত হইতে পারিতেন যদি আপনাদের প্রাপ্য অংশ পাইতেন। শুধু পাণ্ডবেরা কেন—সকল সাধু ব্যক্তিই জানিয়াছিলেন, তাঁহারা নির্দ্দোষ অথচ বলশালী। বিরাট যুদ্ধে অর্জ্জুন আপনার সামর্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। দুর্য্যোধনাদি বিনাশ করিতে ভীমার্জ্জুনের কোন আশঙ্কা নাই।

সকলেই জানিতেন যুদ্ধ বাধিবে—শ্রীকৃষ্ণও জানিতেন—পরে ও বলিবেন "লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ" লোক সংহারে তিনি প্রবৃত্ত। দুর্য্যোধনের চরিত্র কাহারও অবিদিত ছিল না। শত উপদেশ প্রদান কর, দুর্য্যোধন এক কথাই বলিবে -বলিবে—

"তিলার্দ্ধং যবষড্ভাগং সূচ্যগ্রে বিদ্ধতে মহী।
বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহং"॥

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি এক তিলের অর্দ্ধভাগে অথবা এক যবের ছয় ভাগের এক ভাগে কিম্বা সূচির অগ্রভাগে যত টুকু ভূমি পরিমিত হয় বিনা যুদ্ধে তাহাও দিব না"। জিজ্ঞাসা কর তাহাদের পৈতৃক অংশ তুমি দিবে না কেন? উত্তর করিবেন 'দিব না' তার আবার কেন কি? জোর থাকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করুক। আমি কাহারও কথা শুনিব না। সমস্ত গুরুজন বুঝাইলেন দুর্য্যোধন শুনিল না। দুর্য্যোধন শুনিত শকুনি মাতুলের কথা আর মিথ্যাহঙ্কারী কর্ণের কথা—অন্ত সকলদুর্য্যোধন যাহা এখন করে—এ দুর্য্যোধনও তাহাই

করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে জানিত পাণ্ডবেরা শত্রু—ভীমকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিল, পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে পুড়াইয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কপট পাশায় পাণ্ডবদিগের বহু দুর্গতি করিয়াছিল, আপন বংশের কুলবধূ! ইঁহাকে সভা মধ্যে আনিয়া উলঙ্গ করিতে চাহিয়াছিল, সভা মধ্যে ইঁহাকে উরু দেখাইয়াছিল, আর পাণ্ডবগণ সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন—ভীমার্জ্জুন দুর্ব্বল নহেন। ভীম ও অর্জ্জুন শত দুর্য্যোধনকে নিষ্পেষিত করিতে পারেন, কেবল ধর্ম্মরাজের মুখাপেক্ষায় কিছুই করেন না। দুষ্ট লোকে ধার্ম্মিককে নানা কৌশলে কায়দা করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সমস্ত বুঝিয়াও জাগতিক ব্যবহারে সরল—সকলকেই সহজ মনুষ্য ভাবিয়া যে যাহা বলাইতে বা করাইতে চায়, তাহাতে ভিতরে বুঝিয়াও বাহিরে কিছুই বলেন না—নিজে বুঝেন ইহাতে ইষ্টানিষ্ঠ তাঁহার কি হইতে পারে। তিনি জানেন যে সংসার মিথ্যা। সংসারে আগমন করাই মানুষের ঠকা—ইহার উপর আবার কে কি প্রতারণা করিবে? সমস্তই ভগবানে অর্পণ করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করা তাঁহার কার্য্য। ব্রাহ্মণ দুঃখ প্রতিকার না করিয়া তপস্যা দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় করেন, ক্ষত্রিয়াদি যুদ্ধাদি কর্ম্ম দ্বারা প্রারব্ধ ভোগ করেন ইত্যাদি। আবার কোন দুষ্ট লোককে যদি কিছু অঙ্গীকার করিয়া ফেলেন—তাহা সহজে অন্যথা করিতে পারেন না—করিতে প্রাণ চায় না। যদি কেহ বলে এই পাপিষ্ঠকে কি এরূপ কখনও অঙ্গীকার করিতে হয়, তখন কোন কিছুই উত্তর করিতে পারেন না। যে সজ্জন হয় তাহার পক্ষে অঙ্গীকার অন্যথা করা আর নরকে যাওয়া একই "ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ" একথা বড়ই সত্য। যুধিষ্ঠির সজ্জন আর দুর্য্যোধন দুষ্ট। দুর্য্যোধনকে বুঝিতে অনেকের বড় ক্লেশ হয়না—সহজেই বুঝিতে পারেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে বুঝিতে গেলে ক্লেশ হয়, যুধিষ্ঠিরকে বোকা মনে হয়, যুধিষ্ঠিরের শত শত দোষ চক্ষে উদ্ভাসিত হয়। কতকগুলি লোকে বলেন দুর্য্যোধন যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন—ইহাই ঠিক করিয়াছিলেন। কারণ রাজ্যে যুধিষ্ঠিরাদির কোন স্বত্ব নাই। সৎ অসৎ সর্ব্ব লোকেই আপন আপন পক্ষ সমর্থন জন্য যুক্তি নির্দ্দেশ করিতে ক্রটী করেন না। স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা দেখাইতেছেন, দুর্য্যোধন মন্যুময় আর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময়। দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্মিয়াছিল। তথাপি কলি—অংশ—প্রবল মনুষ্য বলিবে দুর্য্যোধন চরিত্র বীর পুরুষের আর যুধিষ্ঠির চরিত্র কাপুরুষের। উপস্থিত কলিকাল চলিতেছে—দুর্য্যোধন সাক্ষাৎ কলি। কলির চক্ষে কলি সুন্দর—আপনি যেমনই

হউক না কেন আপনার চক্ষে আপনাকে প্রায় সকলেই সুন্দর দেখে। আমাদের মধ্যে কলির অংশ প্রবল ভাবে চলিতেছে। যুধিষ্ঠির চরিত্র আমরা পরে বিশ্লেষণ করিব।

যাহা হউক লোকের মনে হইতেছে, যুদ্ধ বাধিবে তথাপি যাহাতে না বাধে সে চেষ্টাও হইতে লাগিল।

বিরাট রাজ্যে বিরাট সভা বসিল। কৃষ্ণ, বলদেব, সাত্যকি, দ্রুপদ, বিরাট এবং পাণ্ডবগণ এই সভার প্রধান সভ্য। প্রথমেই কৃষ্ণ পাণ্ডব কার্য্য সাধনের জন্য ভূপতি বর্গকে সম্বোধন করিলেন। পাণ্ডবদিগের প্রতি যতদূর অত্যাচার হইয়াছে, দেখাইয়া দিলেন। পাণ্ডবেরা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছেন—এক্ষণে ইহারা সত্য উত্তীর্ণ হইয়াছেন; যদি কৌরবেরা সংখ্যায় অল্প দেখিয়া পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ ও হয়েন তথাপি পাণ্ডবদিগের সুহৃৎ আমরা, আমরা সকলে মিলিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগকে সংহার করিতে যত্ন করিব।

কিন্তু দুর্য্যোধন এ বিষয়ে কি করিবেন তাহা আমরা জানি না। পরের অভিপ্রায় না জানিয়া কার্য্য আরম্ভ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত? আমার বিবেচনায় যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির জন্য কোন এক ধার্ম্মিক দূত প্রেরিত হউক। বলদেব, কৃষ্ণের বাক্য সমর্থন করিলেন কিন্তু ধর্ম্মরাজের দ্যূতাসক্তি জন্য ধর্ম্মরাজকে নিন্দা করিলেন—বলিলেন কৌরবগণ বল পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছেন বটে কিন্তু সকল অবস্থায় তাঁহাদিগকে কুপিত করা কর্ত্তব্য নহে।

সাত্যকি বলদেবের অন্যায় বাক্যে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে দোষ দেখাইলেন—পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধনের নিন্দা করিলেন, শেষে বলিলেন হয় আজি কৌরবগণ সম্মান পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য প্রদান করুক নতুবা আমরা কৌরবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিব।

রাজা দ্রুপদ সাত্যকির বাক্য সমর্থন করিলেন আরও বলিলেন গর্দ্দভের প্রতি মৃদু ভাব দেখান উচিত কিন্তু ষণ্ডসকলের প্রতি তীব্রভাব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমাদের তীব্রতা আবশ্যক। দ্রুপদ তখন আপন পুরোহিতকে কৌরব সভায় প্রেরণ করিতে চাহিলেন এবং সুহৃৎ রাজগণের নিকট দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

বাসুদেব দ্রুপদ রাজার বাক্য বহুমান্য করিলেন—বলিলেন দ্রুপদ রাজার বাক্য মান্য না করিলে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি এক্ষণে আমাদের গৃহে গমন করা কর্ত্তব্য। আমরা দেখি ভগবানও সাধারণ মনুষ্যের মত সামাজিকতা রক্ষার জন্য ব্যস্ত। অথবা সাধারণ মনুষ্য ভগবানের নিকট হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছে।

কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। চারিদিকে দূত প্রেরিত হইতে লাগিল। দ্রুপদরাজ. পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত বিজয়প্রদ শুভ সময়ে পাণ্ডবদিগের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য স্বীয় পুরোহিত প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

দ্বিতীয় অংশ।

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন চরমুখে পাণ্ডবদিগের চেষ্টা অবগত হইয়া স্থানে স্থানে নরপতি-গণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। যখন শুনিলেন ধনঞ্জয় দ্বারাবতী গিয়াছেন তখনই তিনি অগ্রে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণার্থ সচেষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন অগ্রে গিয়া কৃষ্ণের মস্তক পার্শ্বস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অর্জ্জুন পরে গিয়া যাদবপতির পদতল সমীপে সমাসীন হইলেন। কৃষ্ণের আবার নিদ্রা কি? তথাপি তিনি যেন কপট নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। শ্রীভগবান দর্পণের মত। তুমি সরল হইয়া শ্রীভগবানের নিকটে যাও তাঁহাতে সরলতাই দেখিবে। কপট হও—ব্যবহারে কপটতাই পাইবে। শ্রীকৃষ্ণের স্বপক্ষ পরপক্ষ নাই। তিনি ধার্ম্মিকের পক্ষে। দুর্য্যোধন ইহা জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে সামাজিকতা হিসাবে অগ্রে আমন্ত্রণ করিলেই কার্য্য উদ্ধার হইবে—এই কপটতা লইয়া গিয়াছিল। শ্রীভগবান সকলের অভিপ্রায় জানেন। তিনি অধার্ম্মিকের মনোরথ বিফল করিবার জন্য উঠিয়াই প্রথমে দেখিলেন পদতলে অর্জ্জুন। তৎপরে পশ্চাতে দৃষ্টি পড়িলে দেখিলেন রাজা দুর্য্যোধন সিংহাসনে উপবিষ্ট। উপস্থিত কার্য্য সাধনের জন্য ভগবান ঐ কৌশল করিয়াছিলেন কিনা ব্যাসদেব ইহা

ভাঙ্গেন নাই। যাহা হউক কৃষ্ণ উভয়ের কথা শুনিলেন, শুনিয়া কৌশলে ধর্ম্ম-রক্ষা জন্য -ভাবী যুদ্ধে নিরস্ত্র ও পরাঙ্মুখ হইয়া অর্জ্জুনের সারথ্য করিবেন এবং দুর্য্যোধনকে নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ সেনা প্রদান করিবেন--ইহাই মীমাংসা হইল। উভয়ে সন্তুষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন তৎপরে বলদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলদেব কোন পক্ষই অবলম্বন করিবেন না। দুর্য্যোধন মহানন্দে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

বাসুদেবের সহিত অর্জ্জুনের যে কথা হইল তদ্দ্বারা অর্জ্জুনের সন্তোষের কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। বাসুদেব কহিলেন, সমর পরাঙ্মুখ জানিয়াও তুমি কি নিমিত্ত আমায় বরণ করিলে ?

অর্জ্জুন—আমি একাকী সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশো-লাভ করিব ইহাই আমার অভিপ্রায়। তুমি সম্মুখে থাকিলে, আরও আমি প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ করিব এ অপেক্ষা আমি ক্ষত্রিয়, আমার আর কিসে অধিক তৃপ্ত হইতে পারে ?

কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করিলেন।

শল্য কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ সংবাদ পাইয়া, পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ আগমন করিতেছিলেন কিন্তু পথে দুর্য্যোধন আসিয়া ধরিল। শল্য কুরুপক্ষে যুদ্ধ করিবেন স্বীকার করিলেন। শেষে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যুধিষ্ঠির চির দিন কর্ণের ভয় করিতেন—শল্যকে একটি অনুরোধ করিলেন। স্নেহ মানুষের প্রধান বন্ধন। যেখানে স্নেহ যত অধিক সেইখানে মোহও তত প্রবল। যুধিষ্ঠির শল্যকে বলিলেন- আপনি যুদ্ধে বাসুদেব সদৃশ -যখন কর্ণ ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ হইবে, তৎকালে আপনি সারথ্য স্বীকার করিয়া আমাদের হিতোদ্দেশে অর্জ্জুনকে রক্ষা ও কর্ণের তেজ সংহার করিবেন—হে তাত। অকার্য্য হইলেও আপনাকে ইহা করিতে হইবে।

'অকার্য্য হইলেও করিতে হইবে' ইহার বিচার আমরা করিব না। ইহা যথার্থ হইয়াছিল কিনা হহাও প্রদর্শন করা এস্থানে অযোগ্য। মদ্ররাজ স্বীকার করিলেন। অধর্ম্ম বিনাশে ধার্ম্মিকের কপটতা ইহাও ধর্ম্মের অঙ্গ।

পাণ্ডবদিগের মনোকষ্ট লাঘবের জন্য শল্য ইন্দ্র ও শচীদেবীর দুঃখ বর্ণনা করিলেন। বৃত্রাসুর বধের পর ইন্দ্র রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং নহুষ রাজা

হইলে শচীদেবীর দুঃখের অবধি ছিল না। এই ইন্দ্রবিজয় উপাখ্যান উদ্যোগ পর্ব্বের অষ্টম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অংশ।

সৈন্য সংগ্রহ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংগ্রহ হইতেছিল। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংখ্যা সপ্ত অক্ষৌহিণী। তন্মধ্যে সাত্বত বংশীয় সাত্যকি এক অক্ষৌহিণী, মগধাধিপতি জরাসন্ধ তনয় জয়ৎসেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্য আনিয়াছিলেন, বিরাট রাজা ও দ্রুপদ রাজা প্রভৃতি আর পঞ্চ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।

দুর্য্যোধনের সৈন্য সংখ্যা একাদশ অক্ষৌহিণী। চীন ও কিরাত কুলের রাজা ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী, ভূরিশ্রবা এক অক্ষৌহিণী, শল্য এক অক্ষৌহিণী, হার্দ্দিক্য এবং কৃতবর্ম্মা ভোজ অন্ধক ও কুকুরগণ সমভিব্যাহারে অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আগমন করিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এক অক্ষৌহিণী, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ এক অক্ষৌহিণী শক ও যবন সৈন্য লইয়া কুরু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাহিষ্মতী নিবাসী নীল, দক্ষিণাপথ নিবাসী সেনা সঙ্গে আগমন করিলেন। অবন্তীরাজ এক অক্ষৌহিণী, কেকয় বংশীয় পঞ্চ সহোদর এক অক্ষৌহিণী এবং অন্যান্য ভূপতিগণ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য আনয়ন করিলেন। একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য হস্তিনানগর ছাইয়া ফেলিল। এই বিপুল সৈন্য হস্তিনানগর হইতে পঞ্চনদ কুরুজাঙ্গাল রোহিতকারণ্য মরুভূমি অহিচ্ছত্র কালকূট গঙ্গাকুল বারণ বাটধান ও যামুন পর্ব্বত এই সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে বাস করিতে লাগিল।

এখানে আমরা একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য মনে করি। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সীমা—ইহা যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন তাঁহারা কত দূর সত্য পথে চলিতেছেন তাহাও বিবেচনা যোগ্য। দুর্য্যোধনের পক্ষে যে সমস্ত ম্লেচ্ছ রাজা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা উপস্থিত ভারতবর্ষের বহিঃপ্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। চীনদেশ, কেকয় রাজ্য (আধুনিক হিবাট) কাম্বোজ দেশ (আধুনিক আরব) শক তুরষ্ক (টরকী) ইহারা আধুনিক ভারতবর্ষের বাহিরে। অশ্বক্রান্ত, রথাক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত লইয়া ভারত। কাজেই ইষুজাতা (ইয়ুরোপ), সুর্য্যারিকা (আফ্রিকা) কুমারদ্বীপ বা মাহের (আমেরিকা বা

মহিরাবণের দেশ) অসেচনক (এসিয়া) ইন্দুদ্বীপ (ইংলণ্ড) ইত্যাদি নাম শাস্ত্রে দেখা যায়। ভারতবর্ষে শুধু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মিগণ বাস করিতেন। যাঁহারা ব্যভিচার করিতেন তাঁহারা ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া ম্লেচ্ছ যবনাদির বংশ-ধর রাজা হইয়া ভারতের বাহিরে রাজত্ব করিতেন। উপস্থিত সময়ে ইহাও কাহারও কাহারও মত।

আমরা অক্ষৌহিণীর সৈন্য সংখ্যা কত তাহাই এখানে নির্দ্ধারণ করিব। যাঁহারা বলিয়া থাকেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কাল্পনিক কারণ এত সৈন্যের স্থান কুরু-ক্ষেত্রে হইতে পারেনা—সৈন্য সংখ্যা নির্দ্ধারণ করায় বোধহয় তাঁহাদের কথঞ্চিৎ উপকারে আসিতে পারে। উপস্থিত দিল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পঞ্জাব দেশ এক দিকে গঙ্গাকুল অন্য দিকে মধ্যভারতের পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া কুরুক্ষেত্র—এই সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া দুর্য্যোধনের সেনা নিবাস স্থাপিত হইয়া-ছিল। কুরু পাণ্ডবদিগের সেনা নিচয় সমস্ত আর্য্যবর্ত্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল ইহা বলা যাইতে পারে। সে সমস্ত দেশ লইয়া কুরুক্ষেত্র সেই স্থানেই যে সমস্ত সৈন্য সজ্জীকৃত ছিল ইহা বলা হয় নাই।

এক্ষণে সৈন্যের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। মহাত্মা তুলসীদাস কৃত রামায়ণ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল।

সংজ্ঞা	রথ	হস্তী	অশ্ব	পদাতি	সমষ্টি
পত্তি	১	১	৩	৫	১০
সেনামুখ	৩	৩	৯	১৫	৩০
গুল্ম	৯	৯	২৭	৪৫	৯০
গণ	২৭	২৭	৮১	১৩৫	২৭০
বাহিনী	৮১	৮১	২৪৩	৪০৫	৮১০
পৃতনা	২৪৩	২৪৩	৭২৯	১২১৫	২৪৩০
চমু	৭২৯	৭২৯	২১৮৭	৩৬৪৫	৭২৯০
অনীকিনী	২১৮৭	২১৮৭	৬৫৬১	১০৯৩৫	২১৮৭০
অক্ষৌহিণী	২১৮৭০	২১৮৭০	৬৫৬১০	১০৯৩৫০	২১৮৭০০

যাঁহারা বলেন কুরুক্ষেত্রে এত লোক আঁটিতে পারে না তাহারা কুরু-ক্ষেত্রকে একটি বড় গড়ের মাঠ মনে করেন। থানেশ্বর—কুরুক্ষেত্র-ষ্টেশন হইতে বহুদূবে কর্ণাল আমিন প্রভৃতি ষ্টেশন। এ সমস্ত কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। বিশেষতঃ সকল সৈন্য একবাবে যুদ্ধ কবিত না। যাওয়া আসা হইত। তৎ-পবে আমবা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে দুর্য্যোধনেব সৈন্য নিবাস সমস্ত পঞ্জাব লইয়া। এতদ্দৃষ্টে সহজেই অবিশ্বাসীব ভ্রম সংশোধন হইতে পারে। এ সময় বড়ই বিচিত্র। যুধিষ্ঠিব, ভীম, অর্জ্জুন, কৃষ্ণাদি কেহই ছিল না—ইহাবা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সাদা আলো, নীল রং, এইরূপ। সব রূপক কেবল এই কালেব লোকগুলি মাত্র রূপক নহে। ইহাবাই মনুষ্য—আব যাহা কিছু লেখা আছে সব লাল নীল রং। অদ্ভুত ইন্দ্রজাল—ইন্দ্রজালের ভিতর ইন্দ্রজাল চলিতেছে, তথাপি মানুষ মানুষকে বুঝিতেছে।

মূলে আছে "মহাবল পবাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ঐরূপ সমাগত হইয়া ন্যায়ানু-সারে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থান কবিতে লাগিলেন। পঞ্চ যোজন বিস্তৃত মণ্ডলাকার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নানা দ্রব্য সম্পন্ন শিবির সকল সন্নি-বেশিত হইল।" ১৯৬ অধ্যায় উদ্যোগ পর্ব্ব।

চতুর্থ অংশ।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়—যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ।

এদিকে দ্রুপদরাজপুরোহিত কুরু সভায় উপস্থিত—ভীষ্ম, দ্রোণ, ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে পাণ্ডবদিগেব উপব নিতান্ত অত্যাচার করা হইতেছে। ভীষ্ম, পুবোহিতের মতে মত দিলেন, কর্ণ দুর্য্যোধনকে উত্তে-জিত কবিলেন। ধৃতবাষ্ট্র, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা কবিলেন এবং সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, সন্ধিব প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। যুদ্ধ করা যুধিষ্ঠিরের অন্যায় ববং বনবাসী হওয়া ভাল সঞ্জয় ইহাই সমর্থন করিলেন। বাসুদেব তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দিগের ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। সঞ্জয় পাণ্ডব পক্ষের দূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং কুরুদিগের নিকট দৌত কার্য্যে গমন করিবেন ইহাও বলিলেন।

সন্ধ্যাকালে সঞ্জয় গৃহে ফিরিলেন এবং পাণ্ডবদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। তিনি সেই রাত্রে বিদুরকে আহ্বান করিলেন।

পঞ্চম অংশ।

বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র।

বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র সংবাদের নাম প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়। এই পর্ব্বাধ্যায়ে বিদুর নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়ে এবং পরবর্ত্তী সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়োক্ত উপদেশ সমস্ত গীতা পূর্ব্বাধ্যায়ের পরিশিষ্ট—"ভারতীয় উপদেশ" মধ্যে সঙ্কলন করিব, আমাদের ইচ্ছা রহিল।

ধৃতরাষ্ট্র সেই রাত্রি বিদুর ও কুমার সনৎসুজাতের সহিত অতিবাহিত করিলেন। সনৎসুজাত ব্রহ্মার পুত্র। সনৎ অর্থেও সনাতন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হইতে জাত এজন্য নাম সনৎসুজাত। ইঁহার অন্য নাম সনৎকুমার। ভগবান্ শঙ্কর এই সনৎসুজাতীয় ব্রহ্মোপদেশের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাবী পুত্রশোক কাতর ধৃতরাষ্ট্রের শান্তির জন্য বিদুর যোগবলে সনৎকুমারকে আহ্বান করেন। বিদুর শূদ্র। এজন্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানের তিনি অধিকারী নহেন, বিবেচনা করিয়া, সনৎসুজাত দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের শোক অপনোদন মানসে এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করাইয়াছিলেন। আমরা ইহার সার সার উপদেশ অন্য স্থানে সন্নিবেশিত করিব। এখানে সনৎসুজাতের প্রথম শ্লোকে যেরূপ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাই মাত্র উল্লেখ করিলাম। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

সনৎসুজাত যদিদং শৃণোমি
মৃত্যুর্হি নাস্তীতি তবোপদিষ্টং।
দেবাসুরা আচরন্ ব্রহ্মচর্য্য
মমৃত্যবে, তৎ কতরন্ন সত্যম্॥

ধৃতরাষ্ট্র সনৎসুজাতকে বলিতে লাগিলেন—আমি বিদুরের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন "মৃত্যু নাই, কিন্তু দেবাসুরা পুনঃ অমৃতমেব মৃত্যো র্তারায় অমৃতত্ব প্রাপ্তয়ে ব্রহ্মচর্য্যমাচারন্তো গুরুং বাসং

কৃতবন্তঃ। অর্থাৎ দেবতা ও অসুরেরা অমর হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরু গৃহে বাস করিয়াছিলেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় "তদ্ধোভয়ে দেবা অসুরা অনুবুবুধিরে" ইত্যাগ্য রভ্য "তৌহ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমুষতু" বিত্যাস্তেনেন্দ্র বিরোচনয়োঃ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যাচরণম" অর্থাৎ দেবতা ও অসুরেরা মৃত্যু বিনাশ কামনায় ব্রহ্মচারী হইয়া প্রজাপতির নিকট ৩২ বৎসর বাস করিয়াছিলেন আরও দেখা যায় "একশতং হবৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্য মুবাস" ইতি চ। এজন্য বলিতেছি—যদি মৃত্যুর্নাস্তীতি তব পক্ষঃ তর্হি কথং দেবাসুবানাম্ মৃত্যবে ব্রহ্ম-চর্য্যাচরণম্? আপনি বলেন মৃত্যু নাই, শাস্ত্রে শুনি মৃত্যু আছে—এ সন্দেহ আপনি মীমাংসা করিয়া দিয়া আমাকে শান্ত করুন। দুর্য্যোধনাদির মৃত্যুভয়ে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে স্বজনাদি বিনাশ ভয়ে আমি নিতান্ত ভীত হইয়াছি। সনৎ সুজাতে ইহারই মীমাংসা রহিয়াছে।

সে রাত্রি রাজা ধৃতরাষ্ট্র সৎসঙ্গে কর্ত্তন করিলেন। প্রভাতে সঞ্জয় মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ মানসে সভাতলে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত রাজা সভাতে উপবিষ্ট আছেন। সঞ্জয় পাণ্ডবদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন। সঞ্জয় অর্জ্জুনের কথা বলিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্য নিতান্ত উদ্বগ্ন হইয়াছেন —বলিয়াছেন আমার গাণ্ডীব শরাসন স্পর্শ করে নাই তথাপি স্ফীত হইতেছে, অনাহত মৌর্ব্বী কম্পিত হইতেছে—শর সমুদায় তৃণমুখ হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত মুহুর্মুহু উৎসুক হইতেছে—আমার নির্ম্মল খড়্গা নির্ম্মোক মুক্ত বিষধরের ন্যায় কোষ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে ইত্যাদি।

এই অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ নর-নারায়ণ। একমাত্র আত্মাই নর ও নারায়ণ রূপে দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন ইহাদের সহিত যুদ্ধ কে করিবে? যে স্থানে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হয় ইহাঁরা সেই সকল স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধই ইহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভীষ্ম ও দ্রোণ পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ইহাদের কথা অনাদর করিয়া আবার সঞ্জয়কে অন্যোন্য পাণ্ডবদিগের চেষ্টা জিজ্ঞাসা করিলেন। সঞ্জয় মুখে ভীমাদির চেষ্টা অবগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ভীত হইলেন।

দুর্য্যোধন নানা প্রকার সাহস দেখাইয়া রাজাকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ভীষ্ম দ্রোণাদির প্রতাপের কথা বলিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন কিছুতেই সন্ধি করিবে না। কর্ণ দুর্য্যোধনের পক্ষ সমর্থন করিলেন।

এবং অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবেন ইহাও উল্লেখ করিলেন। ভীষ্ম কর্ণকে তিরস্কার করিলেন। কর্ণও প্রতিজ্ঞা করিলেন ভীষ্ম জীবিত থাকিতে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। যাহা হউক স্থির হইল যুদ্ধ হইবে। সঞ্জয় আসিবার কালে ধনঞ্জয় বলিয়াছিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দেশের রাজা সকলেই মুমূর্ষু, প্রদীপ্ত পাণ্ডবাগ্নিতে হোম জন্য ইহাদের আনয়ন করা হইয়াছে। সকলেই ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অংশ।

কৃষ্ণ দৈত্য।

সঞ্জয় বিদায় হইবার পরেই শ্রীকৃষ্ণ কুরু সভায় গমন করিবেন স্থির হইয়াছে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সঞ্জয় সংবাদ জানাইলেন।

সঞ্জয়ের মুখে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় যেরূপ অবগত হইয়াছেন—যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন যাহা শুনিতেছি তাহাতে সন্ধির আশা করা যায় না। কারণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভ বশতঃ আমাদিগকে রাজ্যাংশ প্রদান না করিয়াই আমাদের সহিত শান্তি সংস্থাপন করিতে বাসনা করিতেছেন। আমি ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারেই দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চতুর্দ্দশ বর্ষে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন বিবেচনা করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নাই। এক্ষণে দুষ্ট পুত্রের বশীভূত হইয়া, সে যাহা বলিতেছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। বৃকস্থল মাকান্দী বারাণাবত ও অন্য ভুইখানি গ্রাম চাহিলাম—কিন্তু দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্র তাহাতেও সম্মত হইলেন না। আমি স্বীয় মাতা ও বান্ধবগণের দুঃখ নিবারণ করিতে পারিতেছিনা ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধাবস্থাতে অতি লোভী হইয়াছেন। হে কেশব! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রস্নেহ অতিশয় প্রবল। তিনি পুত্রের বশীভূত হইয়া আমাদের প্রণিপাত অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্য প্রদানে পরাঙ্মুখ হইবেন। এস্থলে তুমিই আমাদের আশ্রয়। যেরূপে আমাদের ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা হয় তুমিই তাহার উপায় কর।

উভয় পক্ষের হিতার্থ কৃষ্ণ কৌরব সভায় গমন করিবেন এবং পাণ্ডবদিগের স্বার্থের অব্যাঘাতে যাহাতে সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন, তাহাই করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে কৃষ্ণের কুরু সভায় গমনে ভীত হইলেন। কৃষ্ণ শক্তি প্রদর্শন করায় বলিলেন, তোমার ইচ্ছা কেহই রোধ করিতে পারিবে না। তুমি গমন কর।

কৃষ্ণ কুরু সভায় গমন করিয়া কিরূপ ব্যবহার করিবেন অগ্রে তাহা যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিলেন। তখন ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলে যাহা যাহা বলিতে হইবে বলিয়া দিলেন।

শেষে দ্রৌপদী। দ্রৌপদী সজল নয়নে যোড়হস্তে বলিতে লাগিলেন—কৃষ্ণ! যাহাতে সন্ধি না হয় তুমি তাহাই করিও। সাম দান দ্বারা কৌরবদিগের নিকট হইতে কার্য্য সিদ্ধি করা কাহারও সাধ্য নহে। এক্ষেত্রে দয়া প্রকাশ হইতেই পারে না। দণ্ডই এক্ষেত্রে ব্যবস্থা। দ্রৌপদী তখন আপন দুঃখের কথা জানাইলেন। বাসুদেব শান্তনা করিলেন, কৌরবদিগকে বিনাশ করিবেন বলিলেন, আরও বলিলেন যদি হিমবান্ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্র সহ নিপীড়িত হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।

• কার্ত্তিক মাস। রেবতী নক্ষত্র, মৈত্র মুহূর্ত্তে, কৃষ্ণ যাত্রা করিলেন—নানা প্রকার মাঙ্গল্য কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইল। কৃষ্ণ সশস্ত্র হইয়া গমন করিলেন, সঙ্গে চলিলেন সাত্যকি। দারুক রথের সারথী। যাত্রাকালে বশিষ্ঠ, বামদেব, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে অন্যোন্য মহর্ষিগণ ধরাতলে আগমন করিলেন -জামদগ্ন্য সকলের হইয়া বলিলেন—আমরা কৌরব সভামধ্যে আপনার মুখ নিঃসৃত ধর্ম্মার্থ যুক্ত বাক্য শ্রবণে অভিলাষী। আপনি অগ্রে গমন করুন, আমরা পরে যাইতেছি। কৃষ্ণ সঙ্গে বহু সৈন্য সামন্তও চলিল।

কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে আসিলেন—নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কৃষ্ণ সন্দর্শনে আগমন করিল—বাসুদেব সকলের সৎকার করিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় কিরণ জাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ বৃকস্থলে উপস্থিত হইলেন। সান্ধ্য ক্রিয়া শেষ হইল—রথাশ্ব মোচন হইল। নগরের লোক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে আগমন করিল। কৃষ্ণ সে রাত্রি ঐ স্থানে যাপন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র দূতমুখে কৃষ্ণাগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণের অভ্যর্থনা জন্য বহুবিধ আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সঞ্জয় ও বিদুরকে বলিলেন যদি আমরা যথাবিধি পূজা দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সমুদায় অভিলাষ সফল হইবে। স্থানে স্থানে রমণীয় সভা প্রস্তুত হইল—বৃকস্থলেও কৃষ্ণের বাসের জন্য বহু রত্নমণ্ডিত সভা প্রস্তুত হইয়াছিল। মহাত্মা কেশব সেই সকল সভা ও রত্নজাতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কুরু সভায় গমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট কৃষ্ণাভ্যর্থনার্থ দ্রব্যজাতের উল্লেখ করিলেন। সভাসদেরা প্রশংসা করিল। বিদুরও প্রথমে সুখ্যাতি করিলেন। পরক্ষণেই ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন মহারাজ সরলতা অবলম্বন করুন। আপনি ধর্ম্মানুষ্ঠান বা কৃষ্ণের প্রীতি সাধন উদ্দেশে ঐ দ্রব্যজাত প্রদান করিতে বাসনা করেন নাই, কেবল কপটতা সহকারে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে অভিলাষ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক—মহারাজ! কাহার সহিত কপটতা করিবেন?

আপনি অর্থ প্রদান দ্বারা কৃষ্ণকে প্রলোভিত করিয়া পাণ্ডব পক্ষ হইতে পৃথক করিতে বাসনা করিয়াছেন? এ বাসনা ত্যাগ করুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রাণ। অর্জ্জুন ছাড়িয়া কৃষ্ণ আপনার পক্ষ আশ্রয় করিবেন এ দুরাশা করিবেন না। কেশব মঙ্গল কামনায় এখানে আসিতেছেন—শান্তি বিধানই তাঁহার উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ আপনি পাণ্ডবদিগের পিতা স্বরূপ, তাহারা বালক, আপনি বৃদ্ধ। যাহাতে সকলের মঙ্গল হয় তাহাই করুন।

দুর্য্যোধন বিদুর বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিবাদ করিল। কৃষ্ণ সকলের পূজ্য হইতে পারেন কিন্তু যখন তাঁহারে অর্চ্চনা করিলে উপস্থিত যুদ্ধ শান্ত হইবেনা তখন তাঁহারে পূজা করা আমাদের মতে রীতি বহির্ভূত কার্য্য।

ভীষ্ম হিতবাক্য কহিলেন। সৎকার কর বা অসৎকার কর কৃষ্ণ কদাচ ক্রুদ্ধ হন না। কিন্তু তিনি যাহা বলিবেন তাহা করাই কর্ত্তব্য।

দুর্য্যোধন তখন ভীষ্মকে বলিতে লাগিলেন—পিতামহ! পাণ্ডবদিগকে বশীভূত না করিয়া আমি কিছুতেই স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতে পারিব না। কিন্তু কৃষ্ণকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেই পাণ্ডবেরা সহজেই বশে আসিবে। আপনি ইহার উপায় করুন।

দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে শত ধিক্কার দিলেন এবং ক্রোধ ভরে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

কৃষ্ণ নিন্দা স্থলে আমি তিলেক না থাকি।
নিন্দুকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি॥

যাহা হউক ভীষ্ম, দ্রোণ, ও ধৃতরাষ্ট্র নন্দনগণ বহু দূর অগ্রে আগমন করিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণের সম্মান জন্য নগর অলঙ্কৃত ও রাজমার্গ বহু যত্নে সুসজ্জিত হইয়াছিল। আধুনিক সময়ে রাজ আগমনে যেরূপ আয়োজন হইয়া থাকে—কৃষ্ণ সম্ভাষণা তদপেক্ষা কোটি গুণে উত্তম।

আবাল বৃদ্ধ বনিতা নগর হইতে বহির্গত হইয়া রাজমার্গে দণ্ডায়মান হইয়াছে—সকলে স্তুতি পাঠ করিতেছে—স্ত্রীগণ পথিপার্শ্বস্থ গৃহ মধ্য হইতে স্তব পাঠ করিতেছে—আর ঐ সমস্ত মহা গৃহ প্রচলিতের ন্যায় বোধ হইতেছে। জনতায় বাসুদেবের বায়ু-বেগগামী-অশ্ব সমুদায়ের গতি মন্দীভূত হইয়াছে।

কৃষ্ণ প্রথমেই ধৃতরাষ্ট্র ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিন কক্ষ অতিক্রম করিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিকটে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত রাজা গাত্রোত্থান করিয়া কৃষ্ণের পূজা করিলেন। কৃষ্ণ সকলের যথাবিধ মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, পরে দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন করিলেন, এবং কাঞ্চনময় আসনে ক্ষণকাল উপবেশন করিলেন, পরে কুরু সভা এবং কুরু সভা হইতে বিদুর ভবনে যাত্রা করিলেন।

অপরাহ্নে পিতৃস্বসা কুন্তীর নিকটে গমন করিলেন। কুন্তী কৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া বহুক্ষণ ক্রন্দন করিলেন। পরিশেষে দ্রৌপদীর দুঃখ স্মরণ করাইয়া যুদ্ধের জন্য আপন পুত্রগণকে বদ্ধ পরিকর হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন দুর্য্যোধন এই চতুর্দ্দশ বৎসর আমার ও আমার পুত্রগণের নানাপ্রকার অপমান করিয়াছে। ভীমার্জ্জুন যেন শীঘ্রই ইহার প্রতিকার করে। কৃষ্ণ পিতৃস্বসারে প্রবোধ দিয়া দুর্য্যোধন ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিন কক্ষ পার হইয়া দুর্য্যোধনের প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।

দুর্য্যোধন ভোজনের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণ সম্মত হইলেন না।

দুর্য্যোধন কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের বাহু ধরিয়া মেঘ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—দুর্য্যোধন! দূতগণ কার্য্য সমাধানান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে—কৃত কার্য্য হইলে পূজা গ্রহণ করিব।

তথাপি দুর্য্যোধন জেদ করিল। দুর্য্যোধন বাতুল। প্রতারণা যার তার সঙ্গে হয় না। কৃষ্ণের চক্ষু লজ্জা নাই।

বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া একবার দুর্য্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন পরে বলিতে লাগিলেন—

হে কৌরব! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, কপটতা বা লোভ নিবন্ধন কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। লোকে হয় প্রীতি পূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদ গ্রস্থ হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব? আমি বিদুরের ভবনে ভোজন করিতে পারি কিন্তু কখনই আপনার এই সকল ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করিব না।

কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কোন কোন স্থানে অন্যায় করিয়াছেন; (অশ্বত্থামা হত) এই মিথ্যা কথা পাকে প্রকারে যুধিষ্ঠিরকে বলাইয়াছেন অজ্ঞ লোকে এই সমস্ত বলিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সর্ব্ব দ্রষ্টা, সাধারণ বুদ্ধিতে লোকে তাঁহার কার্য্য আলোচনা করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য ভার যাঁহার—কিরূপ কার্য্য করিলে ব্রহ্মাণ্ডের হিত হইবে তাহা কে নির্দ্ধারণ করিতে পারে? তাঁহার সম্বন্ধে ব্যাসদেব এই কথা স্মরণ রাখিতে বলেন যে তিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা অর্থের বশীভূত হইয়া কদাচ অন্যায় আচরণ করেন নাই।

আর বিদুর? খুদ কুঁড়া সংগ্রহ করিয়াছেন—ভগবান্ প্রীতি পূর্ব্বক তাহাই গ্রহণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ভক্তের সামগ্রী ভগবান্ কত সাদরে গ্রহণ করেন। ভগবান্ বিদুর প্রদত্ত অন্নপান দ্বারা সর্ব্বাগ্রে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া বহুবিধ ধন সম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক পরিশেষে সেই ব্রাহ্মণগণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন।

কোথায় সেদিন যে দিন ভগবানও উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন।

সে রাত্রি ভগবান্ বিদুরের গৃহে যাপন করিলেন। দুর্য্যোধন সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, মনে মনে আপনাকে নির্ভয় ও মৈত্রী শূন্য বিবেচনা করিয়াছে। সে কখনই শান্তি স্থাপন চেষ্টা করিবে না। বিদুর বলিতে লাগিলেন—

এই পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। কালগ্রাসে পতনোন্মুখ ভূপতিগণ ও অন্যোন্য যোদ্ধাগণ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিয়াছে।

হে কৃষ্ণ! যাহারা পূর্ব্বে আপনার প্রভাবে অবনত হইয়াছিল তাহারা এক্ষণে দুর্য্যোধনের সহিত যোগ দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ধি স্থাপনের কথা উত্থাপন করা আমার মত নয়। কিন্তু আপনাকে আমার বলিবার কিছু নাই, আপনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।

বহু কথার আলাপে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। কৃষ্ণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমূহ সম্পাদন করিলেন। উদকক্রিয়া, হোম ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া আদিত্যের উপাসনা ও উত্তর সন্ধ্যার আরাধনা করিতেছেন—এমন সময়ে দুর্য্যোধন ও শকুনি সংবাদ দিল ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মাদি সভায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা ইত্যাদি বৃষ্ণিবংশীয়গণ সঙ্গে, কেহ রথে, কেহ গজে কেহ অশ্বে আরোহণ করিয়া সভামুখে চলিলেন।

কৃষ্ণ সভাতে প্রবেশ করিয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন এবং প্রথমেই ভীষ্মকে বলিলেন, নারদাদি মহর্ষিগণ সভা অবলোকন জন্য মর্ত্ত্য লোকে আগমন করিয়াছেন—উহাঁদের সৎকার করুন। সকলে সভাস্থলে উপবেশন করিলেন—অতসীকুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসন জনার্দ্দন সুবর্ণ জড়িত নীলকান্ত মণির ন্যায় সভার মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

উভয় পক্ষের মঙ্গল বাসনায় কৃষ্ণ বহু প্রকারে সংগ্রাম যে ক্ষয়ের হেতু তাহাই বুঝাইলেন—শকুনি ও দুর্য্যোধনের অত্যাচার এবং পাণ্ডবদিগের ধৈর্য্যেরং কথাও বলিলেন—আরও ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, মহারাজ আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ বিবেচনা করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন।

রাজগণ রোমাঞ্চিত কলেবরে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন—জামদগ্ন্য তখন সেই সভাস্থলে দম্ভোদ্ভব সম্রাটের ইতিহাস কীর্ত্তন করিলেন এবং নর নারায়ণের হস্তে দম্ভোদ্ভবের কিরূপ লাঞ্ছনা হইয়াছিল তাহারও দৃষ্টান্ত দিলেন। অর্জ্জুন ও কেশব সেই নর নারায়ণ, অতএব কেশবের বাক্য মত কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জামদগ্ন্যের পরে ভগবান্ কণ্ব দুর্য্যোধনকে বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দ্রের মাতলি কিরূপে—আপন কন্যা গুণকেশীর স্বামী নির্দ্ধারণে পাতালপুরে নারদসঙ্গে গমন করিয়াছিলেন তাহা কহিলেন। এইখানে

পাতালের বর্ণনা রহিয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতাপ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিরূপে ভগবান্ গরুড়ের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন তাহাও এই স্থানে বলা হইয়াছে।

দুর্য্যোধন মহর্ষি কণ্বের বাক্য শ্রবণে ভ্রুকুটিকুটিলমুখে কর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিল। মহর্ষির বাক্য অশ্রদ্ধা করিয়া উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া কহিল—পরমেশ্বর আমারে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন আমি তদনুরূপ কার্য্যই করিতেছি। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে—আপনি কেন বৃথা প্রলাপ বকিতেছেন?

যাহার মৃত্যু শিয়রে সেইরূপ মনুষ্যের বাক্য এইরূপ। কিন্তু যে এই বাক্য প্রয়োগ করে সে বুঝিতে পারে না যে মৃত্যু তাহাকে এইরূপ বাক্য বলাই-তেছে। অন্য সকলের স্থির নিশ্চয় করা উচিত যে ধার্ম্মিক ব্যক্তির সদুপদেশ শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি বলে অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে, পরমেশ্বর আমাকে যেরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন তাহাই করিতেছি, চেষ্টা না করিয়াও যাহারা বলে, যাহা বুঝিতে পারিব না, তাহা বল কেন—ইহারা ভূতাবিষ্ট জনের মত কোন অপকারী শক্তির অধীনেই কার্য্য করে—এবং ইহাদের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। শয়তান ইহাদিগকে যে কোন সময়ে হউক সংহার করিয়া থাকে।

দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইলেন—ভগবান্ ব্যাসদেব পিতামহ ভীষ্ম এবং দেবর্ষি নারদ বহু প্রকারে বুঝাইলেন। প্রথমেই নারদ, বিশ্বামিত্রশিষ্য গালব, দুর্য্যোধনের মত, গুরু বিশ্বামিত্রের নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে নিতান্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল—এই উপাখ্যান বলিলেন, পরে বলিলেন মহারাজ যযাতিও তোমার মত অভিমানবশতঃ যৎপরোনাস্তি বিপন্ন হইয়াছিলেন, এমন কি স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন—অতএব সুহৃজ্জনের বাক্য শ্রবণ কর—নির্ব্বন্ধাতিশয় কদাপি বিধেয় নহে।

নারদের উপদেশ শেষ হইল বাসুদেব মধুর বচনে দুর্য্যোধনকে বহু শিক্ষা প্রদান করিলেন, প্রীতিপূর্ব্বক বলিলেন তুমি যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ—তোমার সেনাপতি মধ্যে অর্জ্জুনের সমকক্ষ একজন বাহির করিতে কি পার? সমুদয় কুল উচ্ছিন্ন করিও না। আগমনোন্মুখী রাজলক্ষ্মীকে অবমাননা করিও না।

দুর্য্যোধন কৃষ্ণের কথার সমাদর করিতেছেনা দেখিয়া ভীষ্ম অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন—দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন তুমি কুলঘ্ন, কাপুরুষ, দুর্বুদ্ধি ও কুপথগামী, তোমার দোষে কুরুকুল-রাজলক্ষ্মী দূরীভূত হইবেন।

ভীষ্মের কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। আচার্য্য দ্রোণ ও বিদুর তখন দুর্য্যোধনের ক্রোধ শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মিষ্টবাক্যে অনুনয়করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বাসুদেববাক্য সমাদর করিতে বলিলেন—কিন্তু বিপরীত ফল হইল—মতিভ্রষ্ট রাজা দুর্য্যোধন ভগবান্ কেশবকে বলিতে লাগিল—হে বাসুদেব! অগ্রে উত্তম রূপে বিবেচনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া তুমি আমার নিন্দা করিতেছ। তুমি অকস্মাৎ কোন্ বলাবল সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আমারে নিন্দা করিতেছ? ভীষ্ম, দ্রোণ, তুমি প্রভৃতি সততই আমার নিন্দা করিয়া থাক—অন্য কোন ভূপালকে নিন্দা কর না। আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও নিজের অণুমাত্র অপরাধ ও অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই না।

পাণ্ডবেরাত পরাস্ত হইয়াছিল—ইচ্ছা করিয়াই তাহারা ক্রীড়া করিয়াছিল—তাহাদের রাজ্য কোথায়? শকুনি তাহাদের রাজ্য জয় করিয়াছে তাহাতে আমার অপরাধ কি? তাহারা বনে গমন করিয়াছিল তাহাতেই বা আমার দোষ কি? তাহারা আমার অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে, কিন্তু আমি এমন কোন ক্ষত্রিয় দেখি না যে যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে পারে? পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না।

দুর্য্যোধন অন্যায় কথা বলিতেছে, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণাদিই যে তাহার বল তাহাও বলিতেছে। শেষে বলিল—যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। মতঙ্গ মুনি বলিয়াছেন "উদ্যমই পৌরুষ বলিয়া গণ্য। অতএব উদ্যম করা নিতান্ত আবশ্যক। নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোন সময়ে নত হইবে না"।

আমি জীবিত থাকিতে পিতৃবাক্যে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিব না—যে পর্য্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিবেন তাবৎ আমরা বা তাহারা—এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় কালাতিপাত করিতেই হইবে। হে কেশব! পূর্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম তৎকালে অজ্ঞান বশতঃই হউক বা ভয় প্রযুক্তই হউক আমার অদেয় রাজ্য

প্রদান করা হইয়াছিল। এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণে ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায় পাণ্ডবদিগকে তাহাও দান করিব না।

দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে জনার্দ্দন ক্রোধপর্য্যাকুললোচন হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। সভাসমক্ষে দুর্য্যোধনের সমস্ত অপরাধ প্রদর্শন করিলেন— পরিশেষে বলিলেন—স্থির হও, অচিরাৎ মহৎ সংগ্রাম উপস্থিত হইবে—তুমি যে অমাত্যের সহিত বীরশয্যা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহা তোমার অবশ্যই লাভ হইবে।

এই সময়ে দুঃশাসন আর এক কথা প্রকাশ করিল। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণকে বন্ধন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করা হইবে এই বার্ত্তা শ্রবণে দুর্য্যোধন সকলকে অবজ্ঞা করিতে করিতে সভা ত্যাগ করিল—তাহার ভ্রাতাগণও সভা ত্যাগ করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র বড়ই ব্যাকুল হইলেন—তখন গান্ধারীকে আনয়ন জন্য বিদুরকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। গান্ধারী বিপদের কথা ভাল করিয়া প্রকাশ করিলেন— বলিলেন রাজন্ এই ব্যাপারে তুমিই নিন্দনীয় হইবে—বিশেষ তুমি দুর্য্যোধনের পাপপরায়ণতা জানিয়াও তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাক।

গান্ধারীর বাক্যে দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভায় আনয়ন করা হইল—গান্ধারী নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন—দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া আবার সভা ত্যাগ করিল —এবারে পাপিষ্ঠ শকুনির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল—কর্ণ ও দুঃশাসন মিলিত হইল—এই অধর্ম্মবৃক্ষ ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হইল—পাপাত্মাগণ কৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবে পরামর্শ করিল—ইহাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেই পাণ্ডবদিগের বিষদন্ত ভগ্ন হইবে।

সাত্যকি পাপাত্মাদিগের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিলেন। অতি শীঘ্র হার্দ্দিক্যের সহিত তিনি বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং কৃতবর্ম্মারে কবচ ধারণ করিয়া সৈন্য যোজনা করিতে বলিলেন।

কৃতবর্ম্মা সভাদ্বারে সসৈন্যে দণ্ডায়মান রহিল, সাত্যকি কৃষ্ণনিকটে সংবাদ দিতে গমন করিলেন।

কৃষ্ণ সংবাদ পাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, রাজন্! কে কাহারে নিগৃহীত করিতে পারে এখনই দেখিতে পাইবেন, তাহাতে আমার কোন পাপ নাই, কিন্তু

আপনার সন্নিধানে ক্রোধ ও পাপ বুদ্ধি জনিত গর্হিত কার্য্য আমি করিব না। দুর্য্যোধন ইচ্ছা মত কার্য্য করুক।

আর একবার দুর্য্যোধনকে সভাতে আনয়ন করা হইল। ধৃতরাষ্ট্র মাধবের প্রতাপ বর্ণনা করিলেন। বিদুর ভগবানের বাল্যলীলা কীর্ত্তন করিলেন। ভগবান্ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দুর্য্যোধন! তুমি যে আমাকে একাকী মনে করিয়া রুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছ তাহা তোমার ভ্রম। পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি, আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ এই স্থানে বিদ্যমান। কৃষ্ণ তখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিল—কৃষ্ণের শরীর হইতে রূপবান্ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেবগণ আবির্ভূত হইতেছেন, ললাট হইতে ব্রহ্মা, কণ্ঠ হইতে রুদ্র, হস্ত হইতে লোকপালগণ, মুখ হইতে অনল, আদিত্য, সাধ্য, বসুগণ, বায়ুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র ও ত্রয়োদশ বিশ্বদেব সমুৎপন্ন হইলেন। দক্ষিণ বাহু হইতে ধনঞ্জয়, বাম বাহু হইতে হলধর, পৃষ্ঠ হইতে ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্নাদি উদ্যতায়ুধ হইয়া বাহির হইলেন। চারিদিক হইতে শত সহস্র অস্ত্র বাহির হইয়া বাহু সমূহে দীপ্যমান হইতে লাগিল। নেত্র, নাসিকা, শ্রোত্র হইতে সধূম অগ্নিশিখা আবির্ভূত হইল, লোমকূপ হইতে সূর্য্যকিরণের ন্যায় কিরণসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। ভগবান্, ভীষ্ম, দ্রোণাদিকে দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন—তাঁহারা ভিন্ন অন্য সমস্ত ভূপাল কেশবের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়াকুল চিত্তে নেত্র নিমীলিত করিল। ধৃতরাষ্ট্র দিব্য চক্ষু চাহিলেন। কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র রূপ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব নিজরূপ উপসংহার করিয়া সভা ত্যাগ করিলেন—মহর্ষিগণ অন্তর্হিত হইলেন—চারিদিকে অদ্ভুত কোলাহল উপস্থিত হইল।

কৃষ্ণ আর একবার কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কৌরব সভায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বলিলেন। কুন্তী কেশবের নিকট নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন—পুত্রদিগকে যাহা যাহা বলিতে হইবে বলিয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া পুত্রদিগকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে বলিয়া দিলেন।

কৃষ্ণ যাইবার কালে কর্ণের সহিত কতকদূর একরথে গমন করিলেন। কর্ণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। কর্ণ এ সময়ে দুর্য্যোধনকে ত্যাগ

কবিবেন না বরং ক্ষত্রধর্ম্ম পালন কবিয়া স্বর্গে গমন কবিবেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। কর্ণ কৃষ্ণসমক্ষে দুর্য্যোধনেব শস্ত্রযজ্ঞেব কথা কহিলেন এবং কে কাহাকে সংহাব কবিবেন তাহাও জানাইলেন।

যাইবাব সময়ে মধুসূদন কর্ণকে বলিয়া গেলেন আজি হইতে সপ্ত দিবসেব মধ্যে অমাবস্যা হইবে, পুবন্দব এই তিথিব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ভীষ্ম, দ্রোণ যেন সেই দিনে সংগ্রামসাধন সামগ্রী সংগ্রহ কবেন।

ইহাব পবে কুন্তীও গঙ্গাতীবে কর্ণেব সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। কর্ণ মাতাব নির্দ্দয়তা স্মবণ করাইয়া দিলেন। এই সময়ে অক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম আমি কবিব না বলিলেন। এবং অর্জ্জুন ভিন্ন কাহাবও প্রাণ সংহার কবিবেন না ইহা স্বীকাব কবিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম অংশ।

পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ যাত্রা।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের নিকট সমস্তই শ্রবণ কবিলেন—কুরুকুলের অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বুঝিলেন; তখন কৃষ্ণকে পাবণ্ডদিগেব সেনা বিভাগ করিতে বলিলেন। যে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সঞ্চয় হইয়াছে দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, সাত্যকি, ভীমসেন ও অর্জ্জুন ইঁহাবা এই সাত অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক হইবেন। তৎপবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত কবা হইল।

রাত্রিকালে এই সমস্ত স্থির হইয়া গেল। প্রাতঃকালে যুদ্ধ যাত্রা করা হইবে স্থিব হইয়া গেল।

প্রভাতে পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে গভীর আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল। চারি দিকে সৈন্যগণের সাজ সাজ শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, রথচক্রেব ঘর্ঘর ধ্বনি এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি নিনাদে চারিদিক পরিপূরিত হইল। দূত সকল ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা জন্য বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল সৈন্য সঙ্গে শকট, আপণ, বেশ্যাগণ, যান বাহন, কোষ, যন্ত্র, আয়ুধ, অস্ত্রচিকিৎসক ও চিকিৎসক সকল যাত্রা করিল। রাজা

যুধিষ্ঠির সমস্ত পরিচারক এবং অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল সৈনিক পুরুষদিগের জন্য পশ্চাতে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সত্যবাদিনী দ্রুপদনন্দিনী দাসী ও দাসগণ পরিবৃত হইয়া উপপ্লব্য নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সেই দিনে সকলে কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। বাসুদেব ও অর্জ্জুনের শঙ্খধ্বনি প্রতি সৈন্য শ্রবণ করিল—বীরগণের সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও মহাসাগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির শ্মশান, দেবস্থান, যজ্ঞস্থান, মহর্ষিগণের আশ্রম ও তীর্থ সকল পরিহার করিয়া সমতল প্রদেশে সেনা নিবেশ করিলেন। সাত্যকি, যুযুধান ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শিবিরের পরিমাণ স্থির করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবশিবিরের চারিদিকে এক পরিখা খনন করাইলেন এবং আত্মরক্ষার্থ কতকগুলি সেনাকে অদৃশ্যভাবে সন্নিবেশিত করিলেন। শিবিরে সর্ব্ব প্রকার শস্ত্র ও আহারীয় সংগৃহীত হইল।

দ্বিতীয় অংশ।

কৌরবদিগের যুদ্ধ যাত্রা।

রাজা দুর্য্যোধন সংবাদ পাইলেন পাণ্ডবেরা সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। রজনী প্রভাতে তিনিও একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে সমরাঙ্গনে উপনীত হইলেন। নানাপ্রকার অস্ত্র, শস্ত্র, ধ্বজ পতাকা, রজ্জু, তৈল, গুড়, সলিল, ঘৃত, বালুকা, কুম্ভ, ধূনকচূর্ণ, তৈলাক্তবস্ত্র ও অন্যান্য সকল প্রকার দ্রব্য শকটে শকটে আসিতে লাগিল—শত সহস্র অস্ত্রচিকিৎসক, হয়তত্ত্ববেত্তা—শিল্প, মজুর আসিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধারী, খড়্গধারী, ত্রিশূলধারী, অঙ্কুশধারী, রক্ষিবর্গে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত রাজগণ পৃথক পৃথক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন।

কৌরবদিগের সেনাপতি হইলেন ভীষ্ম। সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ যত্নবান্ হইলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে নানাপ্রকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—মহারাজ আপনি যে বলিতেছেন অদৃষ্টই বলবান্ ও পুরুষকার নিরর্থক, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু পুরুষ স্বয়ং শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না। দারুযন্ত্রের ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়া কার্য্যে নিয়োজিত হয়। কেহ ঈশ্বরের নিদেশে, কেহ স্বেচ্ছানুসারে, কেহ বা পূর্ব্ব কর্ম্ম বলে কার্য্যানুষ্ঠান

করিয়া থাকে। এই তিন প্রকার ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। আপনি এক্ষণে স্থিরচিত্তে সমরবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়।

দুর্য্যোধন সৈন্য সামন্ত লইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ সংবাদ জন্য ব্যস্ত হইলেন। সঞ্জয়কে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কুরু পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কিরূপ করিলেন তাহা তুমি আমার নিকট বর্ণনা কর। সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—

মহারাজ! পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী নদীর নিকট অবস্থান করিলে পর কৌরবেরা তথায় প্রবেশ করিবেন। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির সহিত পরামর্শ করিল এবং শকুনির পরামর্শে উলূক দূতকে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ কবিল।

এই উলূক দূত সংবাদে পাণ্ডবক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দুর্য্যোধন উলূকের মুখে পাণ্ডবদিগকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। দ্রৌপদীর বস্ত্রাপহরণে আমি যে পাণ্ডবদিগকে ষণ্ড বলিয়াছিলাম তাহা অমূলক নহে। দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনকে পৃথক্ পৃথক্ গালাগালি বর্ষণ করিল। কাপুরুষ পাণ্ডবদিগের সাধ্য কি আমার এই অগাধ সৈন্য সাগর উত্তীর্ণ হয়।

উলূকের নিদারুণ বাক্যে অর্জ্জুন ও ভীম নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া ললাট মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সভাস্থ নৃপতিগণ অর্জ্জুনের ক্রোধ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। বাসুদেব অর্জ্জুনের প্রতি দুর্য্যোধন প্রযুক্ত তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত সেনা নায়ক দশনে দশনে নিষ্পেষণ ও সৃক্কণী লেহনপূর্ব্বক সহসা আসন হইতে উত্থিত হইলেন।

বৃকোদর নেত্রদ্বয় উন্নত করিয়া দন্তের কড় মড় শব্দে ও হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করত উলূককে কতকগুলি কথা বলিয়া দিলেন। যুদ্ধ ত কল্যই আরম্ভ হইবে—তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমরা সুস্থ হইব। উলূকসংবাদে আমরা দেখিতে পাই রাজা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধানলে কুরুকুল ধ্বংস হইতে চলিল।

উলূক ফিরিয়া আসিয়া দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের ক্রোধবাক্য জানাইল।

ধৃতরাষ্ট্র তৎপরে কৌরবসৈন্যমধ্যে যাহা যাহা ঘটিতেছিল সমস্তই জিজ্ঞাসা করিলেন। সঞ্জয় তখন ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনে যে যে কথা হইয়াছিল তাহাই বলিলেন। ঐইখানে দুর্য্যোধন প্রশ্নোত্তরে ভীষ্ম, কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ মধ্যে কে রথী, কে অতিরথ, কে অর্দ্ধরথ, ইহা নির্দ্ধারণ করিলেন। সর্ব্বশেষে ভীষ্ম আপন প্রতিজ্ঞার কথা জানাইলেন। একমাত্র শিখণ্ডীর সহিত তিনি যুদ্ধ করিবেন না ইহাও জানাইলেন। দুর্য্যোধন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম অম্বোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায়ে শিখণ্ডীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এই শিখণ্ডী দ্রৌপদীর সহিত যজ্ঞকুণ্ড হইতে এককালে উত্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বজন্মে ইনি কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা অম্বা ছিলেন। ভীষ্মবধ কামনায় শিখণ্ডীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। শিখণ্ডী পূর্ব্বে কন্যা ছিল, এক্ষণে স্থূণাকর্ণ নামক যক্ষের বরে পুরুষ হইয়াছে। স্ত্রী ছিল বলিয়া ভীষ্ম ইহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না জানাইলেন।

উদ্যোগ পর্ব্বের শেষে আমরা দেখিতে পাই কৌরবগণ কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থান করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন পঞ্চ যোজন বিস্তৃত মণ্ডলাকার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নানাদ্রব্যসম্পন্ন শিবির সকল চারিধারে সন্নিবেশিত করিল। পাণ্ডবেরা পূর্ব্বাংশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

কুরুক্ষেত্র-মহাসমর।

প্রথম অংশ।

কুরুক্ষেত্র-সমরসজ্জা।

ভারত-সমরের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি দেখান হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কুরু-পাণ্ডবদিগের চরিত্র ও ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে।

মধ্যে বিশ ক্রোশ মণ্ডলাকার স্থান। যুদ্ধের জন্য ঐ স্থান পরিত্যক্ত। তাহার চারিদিকে কুরু ও পাণ্ডবদিগের সৈন্য ও শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে।

দুই মহাসমুদ্রের মত উভয় পক্ষ—পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছে। পাণ্ডবসৈন্য পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কুরুসৈন্য পশ্চিমমুখে অবস্থান করিতেছে।

হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি—এই লইয়া সৈন্যসমষ্টি। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনের চতুঃপার্শ্ব জুড়িয়া শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে।

উপস্থিত সময়েও বহুযাত্রী স্যমন্তপঞ্চক-তীর্থে স্নানার্থ গমন করিয়া থাকে। স্যমন্তপঞ্চকে এখনও যে সমস্ত হ্রদ দৃষ্ট হয় তাহাতে অল্প পরিমাণে জল থাকে। দিন দিন হ্রদ শুষ্ক হইতেছে। স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্নানের জন্য এখনও পৃথক পৃথক ঘাট দৃষ্ট হয়। ঘাট সমূহের স্থানে স্থানে শিবমন্দির আছে। স্যমন্তপঞ্চকে কুন্তীর প্রতিষ্ঠিত শিব আছেন, পাণ্ডাগণ এখনও ইহা দেখাইয়া থাকেন। স্যমন্তপঞ্চক হইতে পূর্ব্বদিকে কিছুদূরে থানেশ্বর। উপস্থিত সময়ের কুরুক্ষেত্র সহর স্যমন্তপঞ্চক ও থানেশ্বরের মধ্যদেশে। স্থাণু মহাদেবের স্থান বলিয়া উহার নাম থানেশ্বর। রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম কুরুক্ষেত্র-থানেশ্বর।

রাজা যুধিষ্ঠির স্যমন্তপঞ্চক তীর্থের বহির্ভাগে সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপন করিলেন। সমস্ত ভূবলয় (ভূমিপরিধি) হইতে সৈন্যগণ আগমন করিতে লাগিল। ব্যাসদেব বলিতেছেন মেদিনীমণ্ডলে বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য মনুষ্য রহিল না—"বালকবৃদ্ধাবশিষ্ট, পুরুষবিহীন, রথাশ্বকুঞ্জররহিত মেদিনীমণ্ডল যেন শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল।"

শুধু ক্ষত্রিয়গণ যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এমত নহে, "ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই সেই সৈন্যের অন্তর্গত ছিল"।

আজ কাল শিক্ষিত লোকের রীতি হইয়াছে অবিশ্বাস। যাহা চক্ষে দেখি নাই তাহা যে ছিল প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর, আত্মা, মন ইত্যাদি চক্ষে দেখা যায় না—ইঁহারা আছেন ইহার প্রমাণ নাই। আত্মা ইত্যাদি আমাদের মগজে যে শুভ্রবর্ণ এবং ঈষৎ লোহিত ধূসরবর্ণ পদার্থ আছে তাহার মিশ্রণে জাত। শিক্ষিতের মধ্যে যাহাদের হৃদয় বিশাল হইয়াছে তাঁহারা বলেন এ সমস্ত থাকিলেও থাকিতে পারে, আমরা ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই, কাজেই বলিতে পারিনা। এই রীতিতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা তাহার প্রমাণ নাই। লোকে কুরুক্ষেত্র শব্দের অর্থ দেখিয়া, এবং শাস্ত্র দেখিয়া—একটা স্থানকে কুরুক্ষেত্র নাম দিয়াছে মাত্র। কেহ বলেন কুরুক্ষেত্র এই

দেহ, যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনাদি আকাশ, বা, অগ্নি, ইত্যাদি। মহাভারত কবিকল্পনা মাত্র। তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য পঞ্চ যোজন অর্থাৎ বিশ ক্রোশ মধ্যে সঙ্কুলন হইতে পারে না। অক্ষৌহিণীতে কত সৈন্য থাকে, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। বিশ্বকোষ অভিধানে এবং দামোদর বাবুর গীতায় যে গণনা করা হইয়াছে তাহা ভ্রম মাত্র। মূল মহাভারতে উহাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সৈন্যের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু যে পাঁচ যোজনকে আধুনিক পণ্ডিতেরা কুরুক্ষেত্র বলিতেছেন সেই কুড়ি ক্রোশ যুদ্ধ-স্থান মাত্র। কুরু-পাণ্ডবদিগের সেনাপতিগণ এক এক দিনে এক অক্ষৌহিণী অপেক্ষা অধিক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। পাণ্ডব পক্ষের সাতজন সেনানায়ক এক সঙ্গে কৌরব সেনাধ্যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। বড় মাঠ দেখিয়া যাঁহারা কুরুক্ষেত্রের ধারণা করিতে চাহেন তাঁহাদের ঐ ধারণা কখন ঠিক হইতে পারে না। বিশ ক্রোশ মণ্ডল বাদ দিয়া যে যে স্থানে সৈন্য সমবেত হইয়াছিল সমস্তই কুরুক্ষেত্র। আমরা গীতাপরিশিষ্টে কুরুক্ষেত্রের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি। ব্যাসদেব ভীষ্মপর্ব্বের প্রথমেই লিখিতেছেন 'ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই সেই সৈন্যের অন্তর্গত ছিল। তাহারা একত্র হইয়া শৈল, কানন, দেশ ও নদী সকল আক্রমণ পূর্ব্বক বহু যোজন বিস্তৃত এক মণ্ডল প্রস্তুত করত অবস্থান করিতে লাগিল"। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল বর্ণকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানের আদেশ করিয়া বিশেষরূপে পাণ্ডবসৈন্যকে অবগত হইবার নিমিত্ত বিবিধ আখ্যা প্রদান করিলেন। পরে সংগ্রামকাল উপস্থিত হইলে সকলকে অভিজ্ঞান ও অলঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

যাঁহাদের ধারণা এসিয়ার লোকসমূহ একত্রিত হইলে কোন বন্দোবস্ত থাকেনা তাঁহাদের এই যুদ্ধব্যাপার একটু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এত অধিক লোকের কিরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারে ইহা কল্পনায় স্থির করা যায় না, বিশেষ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে এরূপভাবে বলা যায় না যদি চক্ষে না দেখা থাকে।

রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের ধ্বজাগ্র সন্দর্শনমাত্র ব্যূহ রচনার আদেশ প্রদান করিলেন। পাঞ্চালগণ ও পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ রথে অবস্থান করিয়া দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে শত শত শঙ্খ ও ভেরী নিনাদিত হইল। কৌরব পক্ষের যোদ্ধাগণ কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের গভীর নিনাদ শ্রবণে শঙ্কিত ও ভীত হইল। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিতে লাগিল।

ঠিক এই কালে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। আজ কালকার দিনেও কুরুক্ষেত্রে এই ব্যাপার মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে।

অকস্মাৎ ধূলিপটল উত্থিত হইল। চারিদিক সমাচ্ছন্ন। কিছুই আর অনুভূত হয় না। মনে হইল সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন। জলধর চতুর্দ্দিকে মাংস শোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সমীরণ কঙ্কর বর্ষণ করিয়া যেন সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। আর সেই সৈন্য রাশি! ক্ষুভিতসাগরসদৃশ উভয় পক্ষীয় সৈন্য প্রলয়কালীন সাগরদ্বয়সমাগমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

একদিকে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি মিলিত হইয়াছে। অন্যদিকে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন।

মন্যুময় ও ধর্ম্মময় দুই মহাবৃক্ষ পুষ্প ফলে সমৃদ্ধ হইয়াছে। উভয় পক্ষীয় সৈন্য সামন্ত দুই মহাবৃক্ষের বিস্তৃতি।

যুদ্ধের প্রাক্কালে এই দুই মহাবৃক্ষ বায়ুভরে দুলিতেছিল। বৃক্ষান্তর্গত অগ্নি ধূমায়িত হইয়াছে, ক্রমে বায়ুবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে—অগ্নি ধূম ত্যাগ করিয়া প্রজ্বলিত হইল—বায়ু দুই বৃক্ষকে পরস্পর পরস্পরের উপর ফেলিতেছে এবং সরাইতেছে। দুই অগ্নি মিলিত হইয়া দুই মহাবৃক্ষের প্রায় সমস্তই দগ্ধ করিয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মধ্যে সাত জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

যাহা হউক কৌরব ও পাণ্ডবেরা সময় নির্দ্দেশ করিলেন এবং যুদ্ধের নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন। যুদ্ধ নিন্দনীয়, তথাপি এখানেও আমরা ধর্ম্মভাব দেখিতে পাই। নিয়ম এই "আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পরস্পরের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে। তুল্য যোগ অতিক্রম, অন্যায় আচরণ ও প্রতারণা করা হইবে না। বাক্ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ চলিবে। সেনা হইতে নিস্ক্রান্ত হইলে কাহাকেও প্রহার করা হইবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে। বিত্রস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে আঘাত করা হইবে না। যে এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণশস্ত্র, ধর্ম্মরহিত ও সমরপরাঙ্মুখ হইবে, কদাচ তাহাকে প্রহার করা হইবে না। সারথি, ভারবাহক, শস্ত্রোপজীবী, ভেরী ও শঙ্খ বাদককে কদাচ আঘাত করা হইবে না ইত্যাদি।"

যদিও সর্ব্বকালে এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই—যুদ্ধকালে প্রতিপালিত হওয়াও সম্ভব নহে—তথাচ অর্জ্জুনাদি মহাযোদ্ধা প্রায়ই ধর্ম্মের দিকে

লক্ষ্য রাখিতেন। যাঁহারা যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন, তাঁহারা জন সমাজে নিন্দনীয় হইতেন।

দ্বিতীয় অংশ।

ব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়।

ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেব যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন তাঁহার পুত্রগণের মৃত্যুকাল আসন্নপ্রায়। "মহারাজ!"—ব্যাসদেব বলিতে লাগিলেন—"তুমি কালের বৈপরীত্য পর্য্যালোচনা কর। পুত্রগণের বিনাশদর্শনে শোকাকুল হইও না। যদি রণস্থলে উহাদিগকে অবলোকন করিতে অভিলাষী হও, আমি তোমায় দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ কর।

বঙ্গের কৃতী সন্তানও যখন দিব্য চক্ষুর ব্যাপার বুঝিতে অসমর্থ, তখন ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করাও যে অদ্ভুত সাহস প্রদর্শন ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে এই পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে বলা যায় যে, অষ্টাঙ্গযোগ বস্তুটি এখনও আছে, এখনও অনুষ্ঠিত হয়। ভগবান পতঞ্জলিকে আমরা দেখি নাই—তিনি শাস্ত্রকারগণের কল্পনা হইতে পারেন। ব্যাস বশিষ্ঠ কল্পনা বা রূপক হইতে পারেন। কিন্তু যোগ বস্তুটি রূপক নহে এবং এই যোগে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়াও থাকে। দিব্য চক্ষু প্রদান যোগীর পক্ষে অসম্ভব নহে। ভগবদ্গীতার ১১।৮ শ্লোকে দিব্যচক্ষুর বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে জগতে নূতন কিছুই হইতেছে না। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড মহাশূন্যে ঝুলিতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ড সমূহের কার্য্য হইয়া রহিয়াছে, কার্য্য সহ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার নিকট ভূত ভবিষ্যত নাই, সমস্তই বর্ত্তমান। ভগবান্ নিজে যেমন সমস্ত অবগত, জীবন্মুক্তও সেইরূপ। ভূত ভবিষ্যৎ লোকে যাহা বলে ভগবান্ বা জীবন্মুক্ত তাহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান দেখিতেছেন। ইহা অন্যকে দেখাইবার শক্তি তাঁহাদের আছে। অন্যের উপরে তাঁহারা এই শক্তি সঞ্চারিত

করিতে পারেন। দিব্য দৃষ্টি অর্থে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দর্শন শক্তি। জ্ঞানে সমস্তই দর্শন হয়। আর যাহা একের পক্ষে ভবিষ্যৎ তাহা আবার অন্যের পক্ষে ভূত বটে। দিব্যদৃষ্টি অসম্ভব নহে। অসম্ভব বলিতে যিনি তৃপ্তিলাভ করেন তিনি তাহাই করুন, আর কি করিবেন?

যাহা হউক ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন না—যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন ব্যাসদেব সঞ্জয়কে বর প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! এই সঞ্জয় তোমার নিকট অবিকল যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবেন। ইনি কি দিবা কি রাত্রি, সকল সময়েই কি প্রকাশ কি অপ্রকাশ সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন এবং অন্যে যাহা মনে মনে কল্পনা করিবে তাহাও অবগত হইবেন (ইঁহার শরীরে শস্ত্রস্পর্শ হইবে না এবং ইনি পরিশ্রমেও কদাচ ক্লান্ত বা শ্রান্ত হইবেন না)। একমাত্র সঞ্জয়ই এই যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবিত থাকিবেন। আমি কৌরব ও পাণ্ডব দিগের কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র প্রথিত করিব। তুমি শোকাকুল হইও না। ইহাদিগের অদৃষ্টে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে। তুমি ইহা নিবারণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয় জানিও।

ইহা দ্বারা জানা যায় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন।

ব্যাসদেব তৎপরে এই যুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবে তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণ সমূহ বর্ণনা করিলেন। যে সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপলক্ষিত হইতেছে তাহা নিতান্ত ভয়প্রদ।

আমরা দুর্নিমিত্তের কতক কতক উল্লেখ করিব—কাক শ্যেন গৃধ্রাদি সমবেত হইয়া বৃক্ষাগ্রে নিপতিত হইতেছে; কঙ্ক পক্ষী কঠোর চিৎকার করিয়া দক্ষিণ মুখে ধাবমান হইতেছে; সূর্য্যদেব উদয়াস্ত কালে কবন্ধপরিবৃত, সন্ধ্যা-কালে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেতলোহিত প্রান্ত, বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত পরিধিমণ্ডলে পরিবেষ্টিত; দিবাভাগেও চন্দ্র নক্ষত্র প্রজ্বলিত হইতেছে, দিন ও রাত্রির ভেদ নাই। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে নভোমণ্ডল পদ্মাভ—এবং আকাশে অলক্ষ্য প্রজ্বলিত অগ্নিবর্ণ চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে।

"মহারাজ! প্রজাক্ষয়ের বহু চিহ্ন দেখা যাইতেছে—রাত্রিকালে অন্তরীক্ষে বরাহ ও মার্জ্জারের তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। দেবমূর্ত্তি কম্পিত, স্বেদ-সিক্ত ও ভূতলে পতিত হইতেছে। ময়ূর, কোকিল, শুক, সারসাদি কঠোর

চিৎকার করিতেছে। প্রাতঃকালে শত সহস্র পঙ্গপাল দেখা দিতেছে। অরুন্ধতী নক্ষত্র বশিষ্ঠদেবকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়াছেন। শনৈশ্চর রোহিণীকে নিপীড়িত কবিতেছেন। চন্দ্রমার কলঙ্কচিহ্ন তিরোহিত হইয়াছে—আকাশ মেঘ শূন্য—অকস্মাৎ মহাগর্জ্জন শোনা যাইতেছে।”

আরও অনেক দুর্লক্ষণ ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন—শিশুগণ দণ্ডহস্তে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইতেছে। সমীরণ প্রবলবেগে বহিতেছে। অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে। মঙ্গল, বক্র হইয়া মঘানক্ষত্রে ও বৃহস্পতি শ্রবণাতে অবস্থিত। শনি, উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। রাহু সূর্য্যসন্নিধানে গমন করিতেছে। দ্বিতীয় উপগ্রহ কেতু সধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া জ্যেষ্ঠানক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়াছে। ধ্রুবনক্ষত্র প্রজ্বলিত হইয়া বামপার্শ্বে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ক্রূর গ্রহ চিত্রা ও স্বাতী নক্ষত্রের মধ্যভাগে আসিয়াছে। মঙ্গল গ্রহ বক্রভাবে বৃহস্পতি সমাক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্রকে আবরণ করিয়াছে।

মহারাজ! পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রকার শস্য জন্মিতেছে। সর্ব্ব শস্যের প্রধান ও বিশ্বব্যাপী যব পঞ্চশীর্ষশালী এবং ধান্য শতশীর্ষসম্পন্ন দেখা যাইতেছে। আরও দেখুন একমাসের ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, ও ষোড়শী তিথি এবং অপর্ব্ব দিনে চন্দ্র সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইতেছে—সমুদায় প্রজাক্ষয়ের এই সমস্ত চিহ্ন।

এই স্থানে ব্যাসদেব আর একবার ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সংশয়াকুলচিত্ত। যুদ্ধ না হয় ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা। পাণ্ডবদিগকে রাজ্য না দেওয়াই দুর্য্যোধনের ইচ্ছা—ধৃতরাষ্ট্র এ পুত্রকে শাসন করিতে অসমর্থ। যদি যুদ্ধ না হয় এবং পাণ্ডবেরা চিরদিন বনে বাস করে তবে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহা ত হইবে না—যুদ্ধ হইবেই, কুরুকুলও ধ্বংস হইবে। পুত্রগণ আমার বশ্য নহে।

ধৃতরাষ্ট্র তখন পাণ্ডবপক্ষের শুভলক্ষণ শুনিতে বাসনা করিলেন। ব্যাস বলিতে লাগিলেন—যখন হুতাশন বিমলপ্রভাসম্পন্ন, ধূম শূন্য ও দক্ষিণাবর্ত্ত হয়—শিখা ঊর্দ্ধে গমন করে—আহুতির গন্ধ অতি পবিত্র হয়, তখন জয় হইবে নিশ্চয়। যাহারা প্রস্থিত বা গমনে অভিলাষী তাহাদের পক্ষে কাকের শব্দ প্রিয়তর। বায়সেরা পশ্চাদ্ভাগে শব্দ করিয়া গমনোন্মুখ ব্যক্তিকে ত্বরান্বিত করে এবং সম্মুখে শব্দ করিয়া নিবারিত করে। শকুনি রাজহংসাদি দক্ষিণাভিমুখ হইলে রণ স্থলে জয় হয়। যাহাদের সৈন্য বড় সুশোভিত দেখায় তাহারা

জয়লাভ করে। সেনা অল্পই হউক আর অধিকই হউক হর্ষই যোদ্ধাগণের জয় লক্ষণ।

ব্যাসদেব এই সমস্ত বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সঞ্জয়কে তখন ধৃতরাষ্ট্র যে দেশ হইতে যে যে বীরপুরুষ আগমন করিয়াছেন তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এই উপলক্ষে সঞ্জয় ভারতবর্ষেব স্থান সমূহ ও নদী সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হৈমবৎবর্ষ ও হরিবর্ষেবও বিবরণ দিয়াছেন। এই সমস্ত ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ পর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র তখন জম্বুখণ্ডের বিস্তার পরিমাণ, সমুদ্রের প্রকৃত পরিমাণ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ ইত্যাদির বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভূমিপর্ব্বে ইহার উল্লেখ আছে। ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যে তৃতীয় পর্ব্বের নাম ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধায়।

তৃতীয় অংশ।

ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় সংবাদ।

ভীষ্মপর্ব্বের ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দ্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতা পর্ব্বাধ্যায়েব প্রথম অংশ। পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় হইতে গীতা উপনিষৎ আরম্ভ।

আমরা প্রথম অংশের ১২ টি অধ্যায় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। ধৃতরাষ্ট্রকে হস্তিনাপুরে রাখিয়া সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। স্বচক্ষে ভীষ্মের সহিত পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ দেখিয়াছেন। দশ দিন যুদ্ধের পর ভীষ্ম শর শয্যায় শয়ন করিলেন—আর সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইলেন।

সঞ্জয় চিন্তাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখে সহসা উপস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। সঞ্জয় প্রণাম করিয়া দীনবচনে বলিলেন আমি সঞ্জয়। মহারাজ! ভীষ্ম শরশয্যায় অবস্থিতি করিতেছেন—এই মহাবীর অস্ত্র অযোগ্য ব্যাক্তির ন্যায় নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন—নিতান্ত দুঃখিত ভাবে ভীষ্মের সংগ্রাম ও মৃত্যুর কথা শুনিতে চাহিতেছেন—মনের আবেগে কত কথাই শুনিতে চান—বলিতেছেন "সঞ্জয়! শুনিলাম দশদিনের যুদ্ধে ভীষ্ম দশ কোটি সৈন্য নিহত করিয়াছেন—হায়! আজ তিনি আমার দুর্মন্ত্রণায় অযোগ্যরূপে নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন। শিখণ্ডী কিরূপে ভীষ্মকে সংহার করিল? কৌরবগণ কি তখন ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? হায়! আমার হৃদয় কি প্রস্তরময়? হায়! ইহা কি কঠিন—পুরুষোত্তম ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ইহা বিদীর্ণ হইয়া গেলনা। হায়! হায়! যুধিষ্ঠির কি নিষ্ঠুর—সে ত ধার্ম্মিক—তার হৃদয়ত করুণাপরিপূর্ণ—সেও কি ইহা নিবারণ করিতে পারিল না?

হায়! যে ভীষ্মরূপ সমুন্নত মহামেঘ—মৌর্ব্বীনির্ঘোষরূপ গর্জ্জন ও ধনুর্ধ্বনি-রূপ বজ্রধ্বনি সহকারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের উপর বাণরূপ বারিধারা বর্ষণ করত দানবান্তকারী দেবরাজের ন্যায় অরাতিরথ সমুদায় নিপতিত করিয়াছেন, আজ সেই ভীষ্ম ধরাশায়ী হইয়াছেন—ইহাও আমাকে শুনিতে হইল? আজ বেলাভূমি সাগর রোধ করিল? সঞ্জয়! তুমি আমার কাছে বল কোন বীর ভীষ্মকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল? ভীষ্মকে আদিত্যের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া দুর্যোধন কিরূপ হইয়াছিল? দেখ সঞ্জয়! ভীষ্মনিধনবার্ত্তা শ্রবণে আমার শান্তি চিরদিনের জন্য দূর হইয়াছে। আমার হৃদয়ে পুত্রবিয়োগজনিত যে শোকানল সমুত্থিত হইয়াছে—তুমি যেন তাহা ঘৃত দ্বারা উদ্দীপিত করিতেছ। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বুদ্ধিতে নীতিযুক্ত বা নীতিবহির্ভূত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, কুরু পাণ্ডব সৈন্য যে যাহা করিয়াছে, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।

ভগবদ্গীতার প্রথমেই যে সঞ্জয়কে প্রশ্ন করা হইয়াছে ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রথম প্রশ্ন। সঞ্জয় তখন যুদ্ধ ভূমি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—ভীষ্মকে শরশয্যায় নিপতিত হইতে দেখিয়া আসিয়াছেন—এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র নিকটে প্রথম হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষ ও যোগবলে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রাজাদিগের অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে যেরূপ ঘটিতেছে তাহাও পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি।

আমি ব্যাসদেবকে নমস্কার করি—যাঁহার প্রসাদে আমি দিব্যজ্ঞান, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্তবিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট আকাশগতি, অতীত অনাগত বৃত্তান্তের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি—যাঁহার বরদানে অস্ত্রসমূহের অস্পৃশ্য হইয়াছি, সেই ব্যাসদেবকে পুনরায় নমস্কার করিতেছি।

কৌরবসেনা ব্যূহিত হইয়াছে। দুর্য্যোধন, দুঃশাসনকে ভীষ্মের রক্ষাকারী রথ-সকল যোজনা করিতে বলিলেন—সৈন্যগণ সজ্জীভূত হইল। দুর্য্যোধন বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন—ভীষ্মকে রক্ষা করাই এখনকার প্রধান কার্য্য—ভীষ্ম শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করিবেন না, কারণ শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীলোক ছিল। সকলে শিখণ্ডীকে বিনাশ করিবার চেষ্টা কর। অরক্ষিত হইলে সিংহও শৃগাল কর্তৃক বিনষ্ট হয় আমরা যেন সিংহরূপ ভীষ্মকে শৃগালরূপ শিখণ্ডীর হস্তে নিপাতিত না করি। হে দুঃশাসন! যুধামন্যু বাম চক্রে, উত্তমৌজা দক্ষিণ চক্রে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছে, আবার অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছে—এক্ষণে যাহাতে শিখণ্ডী ভীষ্মকে সংহার করিতে না পারে তোমরা তাহাই কর।

যুদ্ধের পূর্ব্ব রাত্রিতে চন্দ্রমা মঘানক্ষত্রে গমন করিলেন, দীপ্যমান সপ্ত মহাগ্রহ আকাশে পতিত হইল, দিবাভাগে দিবাকর যেন দ্বিধাভূত হইয়া উদিত হইয়াছিলেন।

রজনী প্রভাত হইতেছে। এখনও চারিদিক প্রকাশ হয় নাই। চারিদিকে একটা কোলাহল শ্রুত হইতেছে। ভূপালগণের সাজ সাজ শব্দ, শঙ্খ দুন্দুভির বাদ্য, সৈন্যগণের সিংহনাদ, তুরঙ্গের হ্রেষারব, রথনেমির ঘর্ঘরশব্দ, মাতঙ্গের বৃংহিত, যোদ্ধাগণের বাহ্বাস্ফালন—সমুদায় শব্দ মিলিত হইয়া দশদিক আকুল করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব আকাশে উদিত হইলেন—অস্ত্র শস্ত্র কবচে সূর্য্যকিরণ ঝকমক্ করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি—সমস্ত নয়ন-গোচর হইতেছে। কৌরবসেনামধ্যে পিতামহ ভীষ্ম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন। প্রধান প্রধান বীরপুরুষগণ আপন আপন সেনামুখে শোভা পাইতেছেন। সেনাপতি ভীষ্ম এক অক্ষৌহিণী মহাসেনা সমভিব্যাহারে সকলের অগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত ছত্র, শ্বেত কবচে ভীষ্ম সুন্দর শোভাবিশিষ্ট হইয়াছেন। যেমন ক্ষুদ্র মৃগগণ জৃম্ভমাণ মহাসিংহকে দেখিয়া ভীত হয়, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আর একদিকে একাদশ অক্ষৌহিণী, অন্যদিকে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা উন্মত্ত মকরাবর্ত্তযুক্ত মহাগ্রাহসমাকুল যুগান্ত-কালীন সমবেত সাগরদ্বয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ভীষ্ম প্রথমেই সমস্ত মহীপালকে আনয়ন করিলেন এবং সকলের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জ্ঞাপন করিলেন—নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ,

নগ প্রভৃতি নরপতিগণ যুদ্ধদ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিলেন—ব্যাধি দ্বারা গৃহে প্রাণ-ত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্ম—শস্ত্র দ্বারা মৃত্যুই তাহাদের সনাতন ধর্ম্ম।

উপদেশবাক্য শেষ হইলে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বাহ্লিক, কৃপাচার্য্য আপন আপন ব্যূহ রচনা করিলেন।

আবার হৃদয়কম্পন তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। হে রাজন্! আপনার পুত্রের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যমুনাসঙ্গত জাহ্নবীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল।

কৌরবসেনা ব্যূহিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনকে বৃহস্পতি উক্ত ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ রচনা করিতে বলিলেন। অল্প সেনা লইয়া অধিক সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এইরূপ ব্যূহই প্রশস্ত।

অর্জ্জুন সত্বর ব্যূহ রচনা করিলেন। তখন পরিপূর্ণ ও স্তিমিত ভাগীরথীর ন্যায় পাণ্ডবগণের মহতী সেনা কৌরবগণকে আগমন করিতে দেখিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল। ভীমসেন পাণ্ডবসৈন্যের অগ্রনেতা। ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টকেতু—ইহারাও অগ্রনেতা হইলেন। বিরাট এবং অক্ষৌহিণী পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠির এবং অন্যোন্য ভ্রাতা ও পুত্রগণ পৃষ্ঠগোপ্তা হইলেন। সূর্য্যোদয় হইলেই পাণ্ডব সৈন্যগণ সন্ধ্যা বন্দনা সমাপন করিল। আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নাই। গর্জ্জনশীল সমীরণ জলবিন্দুসহকারে প্রবাহিত হইল—প্রবল বায়ু কর্কর বর্ষণ করিল। অকস্মাৎ জগৎ অন্ধকারময় হইল। পূর্ব্বমুখে উল্কা নিপতিত হইয়া মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল। দিবাকর প্রভা শূন্য হইলেন।

প্রথমেই ভীমসেন গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে বিপক্ষসৈন্যমুখে চলিলেন। ব্যূহ কিরূপে রচনা করা হইত ইহা জানিতে পাঠকের ইচ্ছা হইতে পারে। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন—মহারাজ! একলক্ষ হস্তীর এক এক হস্তীর প্রতি এক এক রথ, এক এক রথের প্রতি এক এক শত অশ্ব, এক এক অশ্বের প্রতি দশ দশ ধনুর্দ্ধর, এক এক ধনুর্দ্ধরের প্রতি দশ দশ চর্ম্মী এইরূপে সৈন্য ব্যূহিত হইত।

আর অর্জ্জুন! অর্জ্জুন রুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছেন। কেশব পুনঃ পুনঃ ভীষ্মকে দেখাইয়া দিলেন। ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে দুর্গার স্তব করিতে বলিলেন।

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে দুর্গার স্তব করিলেন।

এই স্তব অতিশয় সুন্দর। যাঁহাদের ইহা প্রয়োজন তাঁহারা ভীষ্মপর্ব্বে গীতা পর্ব্বাধ্যায়ের ২৩ অধ্যায়ে ইহা প্রাপ্ত হইবেন।

অর্জ্জুনের স্তবে আদ্যাশক্তি প্রীত হইলেন। অর্জ্জুন ও বাসুদেব সমক্ষে ভগবতী আত্ম প্রকাশ করিলেন—বলিলেন অর্জ্জুন! যুদ্ধে তোমার জয় হইবে—তুমি নর, নারায়ণ তোমার সহায়—কেহই তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না।

ভগবতী অন্তর্হিত হইলেন। অর্জ্জুন বরলাভপূর্ব্বক জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন বাসুদেবের সহিত রথে আরোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। ইহার পরেই গীতা আরম্ভ হইয়াছে।

সমাপ্ত

ভারতসাবিত্রী। *

(ওঁ তং বেদশাস্ত্র-পরিনিষ্ঠিত-শুদ্ধবুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্র-নুতং কবীন্দ্রং।
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গ-জটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্॥ ১
ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ওঁ ব্রূহি সঞ্জয় যদবৃত্তং যুদ্ধে তেষাং মহাত্মনাং।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সম্প্রবৃত্তে মহাহবে॥
কে তত্র প্রমুখা যোধাঃ কে চ তত্র মহাবলাঃ।
মহারথাশ্চ কে তত্র কথং তে বিনিপাতিতাঃ॥ ৩

---

* সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রীর মধ্যে যেমন সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য আছে, সেইরূপ ইহার মধ্যে সমগ্র ভারতের তাৎপর্য্য আছে বলিয়া ইহাকে ভারতসাবিত্রী বলে। ইহা মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্ব্বের অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু প্রচলিত মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্ব্বে যে ভারতসাবিত্রী আছে, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তবে একটিমাত্র শ্লোক উভয়পুস্তকেই একরূপ দেখা যায়, যথা—"ইমাং ভারতসাবিত্রীং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। স ভারতফলং প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥" ইহাতে বোধ হয় যে, মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমতঃ যে ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছিলেন—যাহার ত্রিংশল্লক্ষ দেবলোকে, পঞ্চদশলক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশলক্ষ গন্ধর্ব্বলোকে ও একলক্ষ মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে,—তাহারই কোনপ্রকার (সম্ভবতঃ পিতৃলোকে প্রতিষ্ঠিত) মহাভারতের অন্তর্গতই ইহা হইবে। ইহা শ্রাদ্ধকালে (শবপাঠের পর) অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন।

যাঁহার নির্ম্মল বুদ্ধি বেদশাস্ত্রে পরিনিষ্ঠিত (অর্থাৎ যিনি বেদের তত্ত্বজ্ঞ), মৃগচর্ম্ম যাঁহার পরিধান, দেবতা ও মুনিগণ যাঁহাকে স্তব করেন, যিনি কবিশ্রেষ্ঠ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার জটাসমূহ সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। ১।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া, তার পর জয়নামক গ্রন্থ পাঠ করিবে। ২।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সঞ্জয়, সেই মহাত্মা পাণ্ডব ও কৌরবদিগের যুদ্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বল। সেই মহাযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে কে কে প্রধান যোদ্ধা, কে কে মহাবল, ও কে কে মহারথ ছিলেন? এবং কিরূপে তাঁহারা নিহত হইলেন? ।৩।

ভীষ্মদ্রোণৌ কথং ভগ্নৌ কর্ণশল্যৌ কথং হতৌ।
পুত্রশ্চ মম মন্দাত্মা কথং দুর্য্যোধনো হতঃ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ যথা বৃত্তং যথা দৃষ্টং ময়া প্রভো।
যথা তে নিহতাঃ শূরাঃ কুরুক্ষেত্রে মহাহবে॥
যে তত্র প্রমুখা যোধা যে চ তত্র মহাবলাঃ।
মহারথাশ্চ যে তত্র যথা তে বিনিপাতিতাঃ॥ ৫
ভীষ্মদ্রোণৌ যথা ভগ্নৌ কর্ণশল্যৌ যথা হতৌ।
পুত্রশ্চ তব মন্দাত্মা যথা দুর্য্যোধনো হতঃ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইন্দ্রপ্রস্থং তিলপ্রস্থং জয়ন্তং বারণাবতং।
দেহি মে চতুরো গ্রামান্ পঞ্চমং হস্তিনাপুরং॥ ৭
পঞ্চ গ্রামানিমান্ রাজন্ যাচ্যমানান্ সুযোধনঃ।
শ্রুত্বা চ তব মন্দাত্মা পুত্রঃ প্রোবাচ দুর্ম্মতিঃ॥ ৮

দুর্য্যোধন উবাচ।

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধন্তু ন দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥ ৯

ভীষ্ম ও দ্রোণ কিরূপে নিহত হইলেন? কর্ণ ও শল্য কিরূপে হত হইলেন? এবং আমার মূঢ়মতি পুত্র দুর্যোধনই বা কিরূপে হত হইল?। ৪।

সঞ্জয় কহিলেন—হে মহারাজ, হে প্রভো, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যেরূপ ঘটিয়াছিল, আমি যেরূপ দেখিয়াছি, এবং সেই বীরেরা যেরূপে নিহত হইয়াছেন, তাহা শুনুন। ঐ যুদ্ধে যাঁহারা প্রধান যোদ্ধা, মহাবল ও মহারথ ছিলেন, এবং যেরূপে তাঁহারা নিহত হইয়াছেন, শুনুন। ৫।

ভীষ্ম ও দ্রোণ যেরূপে নিহত হইয়াছেন, কর্ণ শল্য যেরূপে হত হইয়াছেন, এবং আপনার মূঢ়মতি পুত্র দুর্যোধন যেরূপে হত হইয়াছেন, তাহাও শুনুন। ৬।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত ও হস্তিনাপুর—এই পাঁচখানি গ্রাম (পঞ্চভ্রাতার জন্য) আমাকে প্রদান কর। ৭।

হে রাজন্, আপনার দুঃশীল দুর্ম্মতি পুত্র দুর্যোধন এই পাঁচখানি গ্রামের প্রার্থনা শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন। ৮।

হে কৃষ্ণ! যতটুকু ভূমি সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে বিদ্ধ হয়, তাহার অর্দ্ধেকও বিনা যুদ্ধে দিব না। ৯।

জীবিতো লভতে লক্ষ্মীং মৃতো যাতি সুরালয়ং।
রণমূর্দ্ধস্থিতঃ কায়ঃ কা চিন্তা মরণে রণে॥ ১০

এষ সন্ধিঃ কৃতো যত্তে লক্ষ্মীঃ কস্য ন রোচতে॥ ১১

শ্রীভগবানুবাচ।

যদা যদা দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং
ধনুর্দ্ধরং পাণ্ডব-মধ্যমং রণে।
গদাগ্রহস্তং ভ্রমিতং বৃকোদরং
তদা তদা দাস্যসি সর্ব্বমেদিনীং *॥ ১২

বিদুর উবাচ।

অকৃতার্থে গতে কৃষ্ণে সর্ব্বনাশো ভবিষ্যতি॥ ১৩

পাণ্ডবানাং রণে যোধাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুপরায়ণাঃ।
কৌরবাণাং রণে যোধাঃ সর্ব্বে বীরপরাক্রমাঃ॥ ১৪

অর্জ্জুনঃ সাত্যকিশ্চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নো ঘটোৎকচঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ ষোড়শৈতে মহারথাঃ॥ ১৫

দ্রোণো দ্রৌণিঃ কৃপঃ কর্ণো বৃষসেনস্ত্বলম্বুষঃ।
ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকো ভগদত্তস্তথৈব চ।
জয়দ্রথশ্চ শকুনিঃ শশবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ।
তথা দুঃশাসনশ্চৈব কৃতবর্ম্মা মহাবলঃ।

* যদা যদা—অবধারণে দ্বিত্বম্, যদৈব ইত্যর্থঃ। এবং তদা তদেতি। ভ্রমিতং—ভ্রমধাতোঃ "অন্যেঽপি ধাতবঃ ক্বচিৎ" ইতি চুরাদিত্বাৎ স্বার্থে ণিচ্। অথবা ভ্রমণং ভ্রমঃ, ততঃ করোত্যর্থে ণিচ্, ভ্রমি ইতি নামধাতো রূপম্।

মানবদেহ সম্মুখযুদ্ধে অবস্থিত হইয়া জীবিত থাকিলে রাজলক্ষ্মী লাভ করে, মরিলে স্বর্গলোকে গমন করে; অতএব যুদ্ধে মরিলেই বা ক্ষতি কি?। ১০।

তুমি এই যে সন্ধি করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছ, বল দেখি লক্ষ্মী কাহার না ভাল লাগে? (অর্থাৎ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিও অল্প-ঐশ্বর্য্যে উপেক্ষা করে না)। ১১।

ভগবান্ বলিলেন—যখনই কপিধ্বজ পাণ্ডবদিগের মধ্যম অর্জ্জুনকে রণে ধনুর্দ্ধারী দেখিবে, এবং উৎকৃষ্ট-গদাধারী ভীমসেনকে যুদ্ধে ভ্রমণ করিতে দেখিবে, তখনই সমগ্র পৃথিবী পাণ্ডবদিগকে দিতে হইবে। ১২।

সেই সময় বিদুর বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলে সর্ব্বনাশ হইবে। ১৩।

পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে যাঁহারা যোদ্ধা ছিলেন, সকলেই বিষ্ণুভক্ত; আর কৌরবদিগের যুদ্ধে যাঁহারা যোদ্ধা ছিলেন, সকলেই বীরের পরাক্রমশালী। ১৪

অর্জ্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—পাণ্ডবপক্ষে এই ষোলজন মহারথ। ১৫।

মহাপরাক্রমো ভীষ্মঃ শল্যশ্চৈব তু ষোড়শঃ ॥ ১৬
এতৈর্দ্বাত্রিংশতা যোদ্ধা ভারতে তু সমন্বিতাঃ ॥ ১৭
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈ-রসুরৈর্যক্ষরাক্ষসৈঃ।
অজেয়াস্ত্রিষু লোকেষু তেন তে তু মহারথাঃ ॥ ১৮
অর্জ্জুনঃ সহ পুত্রেণ দ্রোণঃ সহ সুতেন চ।
কর্ণো মহারথো ভীষ্মঃ ষড়েতেঽতিমহারথাঃ ॥ ১৯
সমশীলাঃ সমস্পর্দ্ধাঃ সমসত্ত্বা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সমযুদ্ধেষু যুধ্যন্তে * তেন তে চ মহারথাঃ ॥ ২০
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ কাশিরাজো জয়দ্রথঃ।
দুঃশাসনশ্চ শকুনিঃ ষড়েতেঽর্দ্ধরথাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১
অন্যে চ বহবঃ শূরা-স্তদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
মহারথা মহাবীর্য্যাঃ সর্ব্বে বীরপরাক্রমাঃ ॥ ২২
অষ্টৌ রথ সহস্রাণি নব দন্তি-শতানি চ।
হত্বা ভীষ্মো নিবর্ত্তেত † যুদ্ধে তস্মিন্ মহাবলঃ ॥ ২৩

* যুধ্যন্তে—বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। এবমন্যত্রাপি।

† নিবর্ত্তেত—নিবর্ত্ততে স্ম (বিধিলিঙ্ আর্ষঃ)। এবমন্যত্রাপি।

দ্রোণ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, বৃষসেন, অলম্বুষ, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, ভগদত্ত, জয়দ্রথ, শকুনি, রাজা শশবিন্দু, দুঃশাসন, মহারথ কৃতবর্ম্মা, মহাপরাক্রমশালী ভীষ্ম ও শল্য—কৌরবপক্ষে এই ষোলজন প্রধান বীর। ১৬।

এই বত্রিশজনের সহিত অন্যান্য যোদ্ধারা ভারতযুদ্ধে মিলিত হইয়াছিলেন। ১৭।

ইঁহারা ত্রিভুবনে দেব, মানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ ও রাক্ষসদিগেরও দুর্জ্জয়, সেই হেতু তাঁহারা মহারথ। ১৮।

পুত্র অভিমন্যুর সহিত অর্জ্জুন, পুত্র অশ্বত্থামার সহিত দ্রোণ, কর্ণ ও মহারথ ভীষ্ম—এ ছয় জন অতিরথই। ১৯।

তাঁহাদের একইরূপ স্বভাব, একইরূপ স্পর্দ্ধা, একইরূপ পরাক্রম, তাঁহারা একইরূপ জিতেন্দ্রিয়, এবং তাঁহারা সমানে সমানে যুদ্ধে করিতেন; সেইহেতু তাঁহারা মহাবল। ২০।

কৃপ, কৃতবর্ম্মা, কাশিরাজ, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, শকুনি—এই ছয়জন অর্দ্ধরথ বলিয়া জানিবেন। ২১।

অন্য অসংখ্য যোদ্ধা আপনার জন্য জীবন ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই মহারথ, মহাবীর্য্য ও মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। ২২।

সেই যুদ্ধে মহারথ ভীষ্ম প্রত্যহ আট হাজার রথ ও নয় শত হস্তী বিনাশ করিয়া বিরত হইতেন। ২৩।

আদিপর্ব্ব সভাপর্ব্ব পর্ব্বারণ্যকমেব চ।
বিরাটপর্ব্ব বিজ্ঞেয়ং চতুর্থং তদনন্তরং ॥
উদ্‌যোগঃ পঞ্চমং পর্ব্ব ভীষ্মপর্ব্ব ততঃ পরং।
সপ্তমং দ্রোণপর্ব্ব স্যাৎ কর্ণ পর্ব্ব তথাষ্টমং ॥
নবমং শল্যপর্ব্ব স্যাদ্ দশমং সৌপ্তিকং তথা।
স্ত্রীপর্ব্বৈকাদশং জ্ঞেয়ং শান্তিপর্ব্ব ততঃ পরং ॥
আনুশাসিকপর্ব্ব স্যা দাশ্বমেধিকমেব চ।
আশ্রমঃ পর্ব্ব বিজ্ঞেয়ং মৌষলং তদনন্তরং ॥
অরণিঃ সপ্তদশঃ প্রোক্তঃ * স্বর্গারোহণমেব চ।
ইত্যষ্টাদশ পর্ব্বাণি ভারতে সংস্থিতানি বৈ ॥ ২৪
হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী + ।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ॥ ২৫
অর্জ্জুনে দৃঢ়পাতিত্ব-মাচার্য্যে লঘুহস্ততা।
কর্ণে দৃঢ়প্রহাবিত্বং ত্রীণ্যেতানি সমানি চ ॥ ২৬
একদা গ্রহণে চৈব সন্ধানে দশধা শরাঃ।
প্রক্ষিপ্তাঃ শতধা যান্তি নিপতন্তি সহস্রধা।
এবং পার্থশরা যান্তি দানং বেদবিদে যথা ॥ ২৭
শ্রূয়তেঽধ্যবসায়েন ধৃতরাষ্ট্র রণেন চ।
ভীমসেন-সমো নাস্তি সেনয়ো-রুভয়োরপি ॥ ২৮

* অরণিঃ—(ঋ গতৌ ঔণাদিকঃ অণিঃ) মহাপ্রস্থানমিত্যর্থঃ। অস্মিন্ পাদে বর্ণাধিকামাষম।
\+ শুক্লপক্ষে যা ত্রয়োদশী তস্যামিতি শেষঃ।

আদিপর্ব্ব, সভাপর্ব্ব, বনপর্ব্ব, চতুর্থ বিরাটপর্ব্ব, পঞ্চম উদযোগপর্ব্ব, তার পর ভীষ্মপর্ব্ব, সপ্তম দ্রোণপর্ব্ব, অষ্টম কর্ণপর্ব্ব, নবম শল্যপর্ব্ব, দশম সৌপ্তিকপর্ব্ব, একাদশ স্ত্রীপর্ব্ব, তার পর শান্তিপর্ব্ব, অনুশাসনপর্ব্ব, অশ্বমেধপর্ব্ব, আশ্রমপর্ব্ব, তৎপরে মৌষলপর্ব্ব, সপ্তদশ মহাপ্রস্থানপর্ব্ব, ও স্বর্গারোহণপর্ব্ব—মহাভারতে এই অষ্টাদশ পর্ব্ব আছে। ২৪।

হেমন্তকালে প্রথম মাসে (অর্থাৎ অগ্রহায়ণমাসে) শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে ভরণীনক্ষত্রে ভারতযুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছিল। ২৫।

অর্জ্জুনের অব্যর্থ শরক্ষেপ, দ্রোণাচার্য্যের ক্ষিপ্রহস্ততা (অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র শরযোজনা), এবং কর্ণের অব্যর্থ প্রহার—এই তিনই সমান। ২৬।

অর্জ্জুনের বাণ গ্রহণকালে একটি, ধনুকে সন্ধানকালে দশটি, নিক্ষেপকালে একশতটি, এবং লক্ষ্যে পতনকালে সহস্রটি হইয়া যাইত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে একগুণ দান করিলে যেমন বহুগুণ হয়, অর্জ্জুনের শরও সেইরূপ। ২৭।

হে ধৃতরাষ্ট্র, শুনিয়াছি যে উভয় সেনার মধ্যে অধ্যবসায়ে ও যুদ্ধে ভীমসেনের তুল্য কেহ নাই। ২৮

রথং রথেন যো হন্যাৎ কুঞ্জরং কুঞ্জরেণ চ।
কস্তস্য সমরে স্থাতা সাক্ষাদিব পুরন্দরঃ ॥ ২৯
মার্গে মাসি হতো ভীষ্মঃ কৃষ্ণপক্ষে যথাষ্টমি। *
নবম্যাং বৃষসেনস্তু হতো রাজা মহাবলঃ ॥
দশম্যাং ভগদত্তশ্চ একাদশ্যাং জয়দ্রথঃ।
দ্বাদশ্যামর্দ্ধরাত্রে চ হতো বীরো ঘটোৎকচঃ ॥
ত্রয়োদশ্যান্তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ ॥ ৩০
আকর্ণপলিতঃ ক্ষামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ।
রণে পর্য্যটতি দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ ॥ ৩১
চতুর্দ্দশ্যান্তু সন্ধ্যায়াং কর্ণো বৈকর্ত্তনো হতঃ ॥ ৩২
সূর্য্যপুত্রো যদা কর্ণো হ্যর্জ্জুনেন নিপাতিতঃ।
তদা চোচ্ছ্বসিতা ভূমি-রঙ্গুলান্যেক বিংশতিং * * ॥ ৩৩

নিঃশব্দভূতং হতবীরকর্ণং
প্রশান্তদর্পং ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যং।
ন শোভতে সূর্য্যসুতেন হীনং
চন্দ্রেণ হীনং গগনং যথৈব ॥ ৩৪

মুখং কমলপত্রাক্ষং + নেত্রহীনং ভবেদ্ যথা।
তথৈব কৌরবং সৈন্যং কর্ণহীনং ন শোভতে ॥ ৩৫

* যথাষ্টমি—অষ্টমামনতিক্রম্যেতি অব্যয়ীভাবঃ, অষ্টম্যামেব ইত্যর্থঃ।

* * "যবোদরৈরঙ্গুল-মষ্টসংখ্যৈঃ" ইতি ভাস্করাচার্য্য। ৮ যবোদরে এক অঙ্গুল (ক্লীবলিঙ্গ) হয়। + কমলপত্রাক্ষং—পদ্মপত্রসদৃশ-নেত্রকোষযুক্তমিত্যর্থঃ।

যিনি রথের দ্বারা রথ, ও হস্তী দ্বারা হস্তীকে বিনাশ করিতে পারেন, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য হইলেও কোন্ ব্যক্তি তাঁহার যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারে?। ২৯।

অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে ভীষ্ম হতপ্রায় হইয়াছিলেন। নবমীতে মহাবল রাজা বৃষসেন নিহত হন। দশমীতে ভগদত্ত, একাদশীতে জয়দ্রথ, এবং দ্বাদশীর অর্দ্ধরাত্রে বীর ঘটোৎকচ হত হন। ত্রয়োদশীর মধ্যাহ্নে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলেন। ৩০।

যাঁহার কর্ণের রোম পর্য্যন্ত শুভ্রবর্ণ হইয়াছিল, যিনি ক্ষীণদেহ, যাঁহার বয়ঃক্রম পঁচাশী বৎসর সেই বৃদ্ধ দ্রোণ ষোড়শবর্ষবয়স্ক যুবার ন্যায় যুদ্ধে বিচরণ করিতেন। ৩১।

চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যায় সূর্য্যপুত্র কর্ণ নিহত হন। ৩২।

সূর্য্যপুত্র কর্ণ যখন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইলেন, তখন পৃথিবী একুশ আঙ্গুল উঠিয়া পড়িয়াছিল (যুদ্ধকালে কর্ণের পদভরে পৃথিবী একুশ আঙ্গুল অবনত হইয়াছিল)। ৩৩।

কর্ণবীর হত হইলে ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্য নিঃশব্দ ও দর্পশূন্য হইল। চন্দ্রহীন হইলে গগন যেমন শোভা পায় না, সেইরূপ কর্ণহীন হইয়া ঐ সৈন্যও শোভা পায় নাই। ৩৪।

যে মুখে পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুর কোষ আছে, তাহাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় না থাকিলে যেমন সে মুখের শোভা হয় না, সেইরূপ কর্ণহীন হইয়া কৌরবসৈন্য শোভা পায় নাই। ৩৫।

ততঃ প্রভাতসময়ে বিরাটদ্রুপদৌ হতৌ।
ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকঃ শকুনিশ্চ হতো যথা ॥ ৩৬
অমাবস্যান্তু * মধ্যাহ্নে নিহতঃ শল্য এব চ।
অমাবস্যান্তু সন্ধ্যায়াং রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ ॥ ৩৭
অমাবস্যা-মতীতায়াং দ্রৌণিনা সৌপ্তিকা হতাঃ †।
ধৃষ্টদ্যুম্নো হতো রাত্রৌ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥ ৩৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং দুর্য্যোধনো রাজা ভীমসেনেন পাতিতঃ।
ষষ্ঠী রথসহস্রাণি মম পুত্রস্য বাহিনী।
রথে রথে সহস্রেভাঃ শতমশ্বা গজে গজে।
প্রত্যশ্বে দশ ধানুষ্কা ধানুষ্কে দশ চর্ম্মিণঃ।
এতস্যাং সৈন্যসংখ্যায়াং কথং দুর্য্যোধনো হতঃ ॥ ৩৯
দিবাশয়া ন মে পুত্রা ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ।
গুর্ব্বিণীং § নানুসেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজস্বলাং।
সন্ধ্যাত্রয়মুপাসন্তে ¶ কথং মৃত্যোর্ব্বশং গতাঃ ॥ ৪০

---

* অমাবসী শব্দঃ। "দশোঽমামাবসী চ সা" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। অমাবাসীশব্দোঽপ্যস্তি যথা "অমাবস্যাপামাবাসী অমামস্যাপামামসী" ইতি শব্দার্ণবঃ।

† সৌপ্তিকাঃ—সুপ্তিং নিদ্রামনুভবন্তীতি সৌপ্তিকাঃ বীরাঃ।

§ "আপন্নসত্ত্বা স্যাদগুর্ব্বিণ্যন্তর্ব্বত্নী চ গর্ভিণী" ইত্যমরঃ।

¶ উপাসন্তে—শিষ্টপ্রয়োগে গণপাঠস্থানিত্যত্বাৎ আসধাতুর্ণ ভৌবাদিকঃ।

পরদিন (অমাবস্যায়) প্রাতঃকালে বিরাট ও দ্রুপদ হত হইলেন, এবং ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক ও শকুনিও হত হইয়াছিলেন। ৩৬।

অমাবস্যার মধ্যাহ্নকালে শল্য নিহিত হইলেন। অমাবস্যার সন্ধ্যাকালে রাজা দুর্য্যোধন হত হইয়াছিলেন। ৩৭।

অমাবস্যা অতীত হইলে, রাত্রিকালে অশ্বত্থামা সুষুপ্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে বিনাশ করিলেন। ৩৮।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—ভীমসেন কিরূপে রাজা দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিল? ষাটহাজার রথ আমার পুত্রের সেনা। প্রত্যেক রথের সঙ্গে সহস্র হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর সঙ্গে শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের সঙ্গে দশজন করিয়া ধনুর্দ্ধারী, এবং প্রত্যেক ধনুর্দ্ধারীর সঙ্গে দশজন করিয়া চর্ম্মী (ঢালী)। এত সৈন্য থাকিতে দুর্য্যোধন কিরূপে হত হইল?। ৩৯।

আমার পুত্রেরা দিবসে শয়ন করে নাই, রাত্রে দধি খায় নাই, গর্ভিণী পত্নীর সহবাস করে নাই, ঋতুমতীকে স্পর্শ করে নাই, এবং ত্রিকালে সন্ধ্যা করিত; তবু তাহারা অকালে মৃত্যুবশ হইল কেন?। ৪০।

সঞ্জয় উবাচ।

তামাপতন্তীং কুরুরাজসেনাং
সমুদ্রবেলামিব দুর্নিবাবাং।
নিবারয়ত্যেকরথেন পার্থ-
শ্চিত্রাং গতঃ সূর্য্য ইবাম্বুবৃষ্টিং॥ ৪১

ব্রাহ্মণেষু চ যে শূবাঃ স্ত্রীষু গোষু চ নির্দ্দয়াঃ।
বৃন্তাদিব ফলং পক্বং ধৃতরাষ্ট্র পতন্তি তে॥ ৪২
ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব পিষ্টাস্তে গজ-বাজি-পদাতয়ঃ।
যুদ্ধকালে প্রলীয়ন্তে আমপাত্রমিবাম্ভসি॥ ৪৩
অধর্ম্মেণ হি রাজেন্দ্র পুত্রাস্তে বিনিপাতিতাঃ॥ ৪৪
ন চেদৃশং ভবেদ্ যুদ্ধং ক্ষত্রিয়াণাং জয়ৈষিণাং।
যাদৃশং ভীমসেনেন বৃত্তং দুর্য্যোধনস্য চ।
প্রত্যক্ষং বাসুদেবস্য ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ॥ ৪৫
ন ধনুষা ন চক্রেণ ন খড়্গেন ন চায়ুধৈঃ।
গদামুষ্টি প্রহারেণ তলৈশ্চ বিনিপাতিতঃ॥ ৪৬
নির্জ্জিতশ্চ জিতো রাজা শত্রুভিঃ স্বাপকারিভিঃ।

সঞ্জয় বলিলেন—সূর্য্য চিত্রা-নক্ষত্রে উপস্থিত থাকিয়া যেমন বৃষ্টি নিবারণ করেন, সেইরূপ সমুদ্রের বন্যার ন্যায় সেই দুর্নিবার কুরুসেনাকে আসিতে দেখিয়া অর্জ্জুন একমাত্র রথে অবস্থিত হইয়া (একাকী) তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন। ৪১।

হে ধৃতরাষ্ট্র, যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচারী হয়, এবং নারী ও গাভীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করে, বৃন্ত হইতে পক্বফল যেমন সহসা পতিত হয়, তাহারাও সেইরূপ পতিত হইয়া থাকে। ৪২।

আপনার হস্তী, অশ্ব ও পদাতিরা ব্রহ্মাস্ত্রেই (অর্থাৎ ব্রহ্মমন্ত্রেতেই) চূর্ণ হইয়া ছিল; কাঁচা মৃৎপাত্র যেমন জলে গলিয়া যায়, তাহারাও সেইরূপ যুদ্ধকালে গলিয়া গেল। ৪৩।

হে মহারাজ, আপনার পুত্রেরা অধর্ম্মাচরণ হেতুই নিহত হইয়াছেন। ৪৪।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে ভীমসেনের সহিত দুর্য্যোধনের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, জয়েচ্ছু ক্ষত্রিয়দিগের এরূপ যুদ্ধ হইতেই পারে না। ৪৫।

ধনুতে নয়, চক্রে নয়, খড়্গে নয়, অন্য কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্রেও নয়; কেবল গদা ও মুষ্টিপ্রহারে এবং চপেটাঘাতেই রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন। তিনি নিজে যাহাদের অপকার করিয়াছিলেন, সেই শত্রুরা তাঁহাকে দর্পহীন করিয়া পরাজয় করিয়াছেন। এইরূপে দিন দিন এক এক অক্ষৌহিণী করিয়া আঠার দিনে আঠার অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে। ৪৬।

এবমষ্টাদশাহেঽন্তা অক্ষৌহিণ্যো দিনে দিনে * ॥ ৪৭

দিনানি দশ ভীষ্মেণ † ভারদ্বাজেন পঞ্চ চ।

দিনদ্বয়ন্তু কর্ণেন শল্যেনার্দ্ধদিনং তথা।

দিনার্দ্ধন্তু গদাযুদ্ধ-মেতদ্ভারত-মুচ্যতে ‡ ॥ ৪৮

ধর্ম্মক্ষেত্রেঽসমে তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রে চ ভারত।

পার্থ আরোপয়দ্ যুদ্ধং রাজপুত্রৈর্জয়ৈষিভিঃ ॥ ৪৯

রণযজ্ঞেঽধিযজ্ঞেন দীক্ষিতোঽত্র ধনঞ্জয়ঃ।

কর্ত্তৃবসা চ কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে যেন নিত্যশঃ ॥

যুদ্ধস্থানং মহাপুণ্যং কুরুক্ষেত্রং প্রচক্ষতে।

বেদিং কৃত্বা কুরুক্ষেত্রং যূপং কৃত্বা জনার্দ্দনং।

দুর্য্যোধনং পশুং কৃত্বা কর্ণং কৃত্বা মহাহবিঃ।

গাণ্ডীবং চমসং কৃত্বা শর-মাহুতিমেব চ § ॥ ৫০

হোতা চাপ্যর্জ্জুনোঽত্রাসীদ্ যজমানো যুধিষ্ঠিরঃ।

যানি যানি পবিত্রাণি হূয়ন্তে তানি নিত্যশঃ ॥ ৫১

এষ যজ্ঞঃ সমাহূতো বিধিনা সাত্ত্বিকেন বৈ।

সদযাজ্ঞিক-মতদ্রব্যঃ স্বাহামন্ত্র-বিবর্জ্জিতঃ ¶ ৫২

* স্বম আত্ম এব অপকারি যেষাং তৈঃ স্বাপকারিভিঃ।

† দিনে দিনে একৈকা অক্ষৌহিণী হতা ইতি কৃত্বা ইত্যর্থঃ। ‡ যুদ্ধমিতি শেষঃ।

§ যেন কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। আহূয়তে অনয়া ইতি আহুতিঃ, [illegible]

পাত্রবিশেষঃ)।

¶ সন্তি (বিদ্যমানানি) যাজ্ঞিকৈর্ম্মতানি দ্রব্যাণি যত্র সঃ।

দশদিন ভীষ্মের যুদ্ধ, পাঁচ দিন দ্রোণের যুদ্ধ, দুই দিন কর্ণের যুদ্ধ, অর্দ্ধদিন শল্যের যুদ্ধ এবং অর্দ্ধদিন গদাযুদ্ধ—ইহাই ভারতযুদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৪৭।

হে ভারত, সেই অতুলন পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে জয়েচ্ছু রাজপুত্রদিগের সহিত অর্জ্জুন যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৪৮।

সেই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করেন। তিনিই সর্ব্বকার্য্যের কর্ত্তা; অর্জ্জুন নিমিত্তমাত্র হইয়া তাঁহারই কর্ম্ম নিয়ত সম্পাদন করিয়াছেন। ৪৯।

অতি পবিত্র কুরুক্ষেত্রকেই সকলে যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান বলিয়াছিলেন। সেই কুরুক্ষেত্রকে বেদি করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে যূপ (পশুবন্ধনকাষ্ঠ) করিয়া, দুর্য্যোধনকে পশু করিয়া, কর্ণকে ঘৃত করিয়া, গাণ্ডীব ধনুকে চমস (প্রোক্ষণীপাত্র) করিয়া এবং বাণকে আহুতি (স্রুক্) করিয়া অর্জ্জুন যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ৫০।

ঐ যুদ্ধে অর্জ্জুন হোতা ও যুধিষ্ঠির যজমান হইয়াছিলেন। সত পবিত্র বস্তু (অর্থাৎ বীরগণ), তৎসমস্তকেই নিয়ত আহুতি দেওয়া হইয়াছে। ৫১।

সাত্ত্বিক বিধানে (অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে) এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে। যাজ্ঞিকদিগের অভিমত সমস্ত দ্রব্যই ইহাতে ছিল; কেবল সাত্ত্বিক মন্ত্র ছিল না। ৫২।

ইমাং ভারতসাবিত্রীং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
স ভারতফলং প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ৫৩
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ দুর্গে চ বিষমেঽপি চ।
ন তস্য প্রাণসন্দেহঃ কার্য্যসিদ্ধিশ্চ জায়তে॥ ৫৪
অহোরাত্রকৃতং পাপং শ্রবণাদেব নশ্যতি।
সংবৎসরকৃতং পাপং পঠনাদেব নশ্যতি॥ ৫৫
স্নানং * পুষ্করতীর্থে চ হেমশৃঙ্গযুতস্য চ।
গবাং কোটিসহস্রস্য ভূমিদানশতস্য চ †।
দত্তস্য ফলমাপ্নোতি ‡ সদ্যস্তুষ্যতি কেশবঃ §॥ ৫৬
অবগাহেত যো গঙ্গাং পিতরং মাতরং স্মরন্ ¶।
ক্ষপ্য। পাপং দিবং যাতি দ্বৈপায়নবচো যথা॥ ৫৭
প্রাণিনাং পাপশুদ্ধ্যর্থাং পুণ্যস্য চ বিবর্দ্ধিনীং।
ইমাং ভারতসাবিত্রীং শ্রাদ্ধকালে পঠেত্তু যঃ।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ॥ ৫৮

ওঁ। ইতি শ্রীমহাভারতে স্বর্গারোহণপর্ব্বণি ভারতসাবিত্রী সমাপ্তা

---

* পুষ্করতীর্থে যৎ স্নানং তস্যেতি শেষ। অথবা স্নানেন নির্ব্বর্ত্তামিতি স্নানং (নিরুক্ত্যার্থে ন.), স্নানজন্যমিত্যর্থ।

† দীয়তে যৎ তৎ দানং (কর্ম্মণি অনট্)।

‡ এতৎপাঠক ইতি শেষঃ। § এতৎপাঠকস্যেতি শেষঃ।

¶ তথা এতৎপাঠকোঽপি দিবং যাতীতি শেষঃ।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই ভারতসাবিত্রী পাঠ করে, সে ভারতপাঠের ফল প্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ৫৩।

দিবসে বা রাত্রে, দুর্গম বা বিষম স্থানে তাহার প্রাণের আশঙ্কা থাকে না, এবং সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। ৫৪।

শ্রবণ করিলে অহোরাত্রকৃত পাপ নষ্ট হয়, এবং পাঠ করিলে সংবৎসরকৃত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ৫৫।

পুষ্কর তীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত সহস্রকোটি গো দান করিলে যে ফল হয় এবং শত ভূমিদান করিলে যে ফল হয় ইহা পাঠ করিলে সেই ফল পাইয়া থাকে এবং নারায়ণ তাহার প্রতি তৎক্ষণাৎ তুষ্ট হন। ৫৬।

যে পিতা মাতাকে স্মরণ করিয়া গঙ্গায় স্নান করে বেদব্যাসের বাক্যানুসারে সে যেমন পাতক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যায় ইহা পাঠ করিলেও সেইরূপ ফল হয়। ৫৭।

প্রাণীদিগের পাপক্ষয়কারিণী এবং পুণ্যবৃদ্ধিকারিণী এই ভারতসাবিত্রী শ্রাদ্ধকালে যে পাঠ করে তাহার পিতৃগণ পনর বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। ৫৮।

গ্রন্থকারের অন্যোন্য পুস্তক।

* এই চিহ্নিত পুস্তক ফুরাইয়া গিয়াছে

Opinions of the Press and the Public about.

Sri-gita.

In Three Volumes.

BY

SREEJUT RAMADAYAL MAZUMDAR M. A.

৺কাশীধামের পরমহংস শ্রীমৎপ্রণবানন্দ স্বামী—

রাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারূপে যে অমূল্য নিধি আমায় দি'চ্চ এর তুলনা নাই। পূজ্যপাদ আচার্য্যদের যত রকম ভাষা টীকা আর মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা যা আমার চ'খে পড়েচে—তোর দয়ার কাছে তাঁদের দয়া আমাব অন্তরে হীনপ্রভ হয়েচে। তাঁরা সংস্কৃত লিখে আমার বোধের অগম্য করে রেখেচেন; কিন্তু তোমার গীতা যেমন সরল তেমনি চিত্তাকর্ষণী শক্তিতে ভরা। এক কথায় ব'লতে গেলে তোমার গীতাই গুরুরূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসচেন। যত দিন তুমি আমারা হাতে "ধ্রুবানীতির্মতির্ম্মম" না দি'চ্চ তত দিন তোমায় দয়াল বল্‌তে আমার জিহ্বা আপনা আপনি সংকোচ হ'চ্চে।

রাম! তোমার দেহটা চির দিনের নয়, এই ভেবে গীতাকে শীঘ্র আমার হাতে দাও—এই আমার বল্‌তে ইচ্ছা হ'চ্চে।

মহারাজা শ্রীকুমুদ চন্দ্র সিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর।

Your edition of গীতা in the উৎসব will be a jewel to the crown of ou Literature.

Kumud Chand Singha.
Maharaja, Durgapore, Susang.

—:•:—

The Hon'ble Justice Digambar Chatterjee M. A, B. L.,—

মহাশয়,

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের মত একজন অধ্যাত্মশাস্ত্রবিশারদ সাধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার সমালোচ করিবার অধিকার বা সামর্থ্য আমাদের মত সাংসারিক লোকের নাই। তবে আমরা এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে রামদয়াল বাবু আমাদের জন্য গীতার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন যাঁহারা সামান্য মাত্র সংস্কৃত ভাষা জানেন, তাঁহারাও স্বল্পায়াসেই এই মহাগ্রন্থের মর্ম্ম বুঝি পারিবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষা ও ভাবের এরূপ বিশদ বিশ্লেষণ, ভিন্ন ভিন্ন টীকাকা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার এরূপ সমন্বয় এবং প্রশ্নোত্তরচ্ছলে পাঠকের নানাবিধ সম্ভাবিত সংশ এরূপ সহজবোধ্য সমাধান আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই ব্যাখ্যা প্র করিয়া রামদয়াল বাবু যে সমগ্র বঙ্গবাসীর বহুল উপকার করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র স নাই।

শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায়
৬ হঙ্গরফোর্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Rai Gopal Ch. Banerjee Bahadoor. M, A, B, L. Retired Dist & Session Judge—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ননীলাল রায় চৌধুরী

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়! শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা পড়িতেছি, আর মনে হইতেছে যে এমন জিনিস পূর্ব্বে কখন পড়ি নাই। আজ ২০ বৎসরের অধিক আমি শ্রীগীতার নানা ব্যাখ্যা পড়িতেছি; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ভাল রকম ব্যুৎপত্তি না থাকায় এবং শাস্ত্রজ্ঞান যৎসামান্য থাকায় এই অমূল্য গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। মজুমদার মহাশয়ের গীতাব্যাখ্যার মত বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় আমি দেখি নাই। এই হতভাগ্য দেশে হিন্দু ধর্ম্মের কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। দেশের লোকের আচার ব্যবহার ও কর্ম্ম দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থ যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ একবার পাঠ করেন তবে তাঁহাদের মতিগতি ফিরিবে বলিয়া মনে আশা হয়। অনুগ্রহ করিয়া কি তাঁহারা একবার পড়িবেন? আমি ইহা পড়িয়া বড়ই শান্তি পাইতেছি। এই গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মা।

৩১ এ মে ১৯১৪। মোঃ চক্রধরপুর।

Mr. C. S. Sen. Bar-at law –

একটু একটু মনে পড়ে ৺পিতৃদেব বহু চেষ্টা করিয়া একখানি হাতের লেখা গীতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে আজ পঞ্চান্ন বৎসরের কথা। ইদানীং পৃথিবীময় গীতার ছড়াছড়ি, এমন সভ্য ভাষা নাই, যাহাতে গীতা অনূদিত না হইয়াছে। সভ্যজগতের বহু স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত সংখ্যক সংস্করণ দেখিতে পাই নাই। তন্মধ্যে পণ্ডিতবর দামোদর মুখোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতাই যেন এতদিন বেশ সুগোছ ও বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল; এবং এই দুইখানি পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু কাশীর 'উৎসব' অফিস হইতে মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার কৃত যে গীতার সংস্করণ বাহির হইতেছে তাহার নিকট সকলকেই হেঁটমুণ্ড হইতে হইবে। এই বিরাট গ্রন্থে যে প্রকার সুপ্রশস্ত ব্যাখ্যা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে বাহির হইতেছে তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধন্য মজুমদার মহাশয়! হৃদয়ে ভক্তির প্রাখর্য্য না থাকিলে লেখনী হইতে এবংবিধ অমৃতময় কথা লহরী বাহির হইতে পারে না। এরূপ পুণ্যবান্ লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কখন সাক্ষাৎ পাইলে নিশ্চয় পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

(ভূ প্রদক্ষিণ প্রণেতা—ব্যারিষ্টার)।

The Honble Late Justice Sarada Charan Mittra M,A,B,L,

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম। নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম অতি সুন্দর, অনুবাদের ভাষা সরল ও সুপাঠ্য। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীসারদা চরণ মিত্র।

গ্রে ষ্ট্রীট।

The Bengalee

It gives us great plensaure to accord a very warm welcome to the publication of Srimad Bhagavad Gita by Babu Rmadayal Mazumdar. M. A. The "Bhagavad Gita" is in itself an infinite treasure of the deepest, mightiest and sublimest spiritual wealth that the world has ever conceived or created and as such, it is ever clear and ever welcome to the Indian mind and it is but in the fitness of thing that a man like Babu Ramdyal Mazumdar should take upon himself the difficult and delicate task of editing the Gita with his own expositions. The author is known to us all, as an expert educationist, as the editor of the monthly magazine Utsab and also the author of such weil known books in the Bengali literature as "Bhadra," Sabirti" etc.

The lucid, and exhaustive exposition that the author has added to the book and which indeed has given a special interest and value to the present publication are the outcome of the author's best labours and deepst meditation for 20 long years of his life and this fact alone has given an additional charm to the book. The author has also taken pains to include in his publication all the different commentaries together with easy Bengali translations of the same. His interpretation of the Gita in regard to "Barnasram Dharma" is quite original. Another special feature of his book which has drawn our attention is that under the garb of dialogues he has attempted to explain the most intricate passages and ideas of the text supporting himself at almost every step by references from the ancient Shastras. And lastly we find the whole of the Yoga Basista Gita appended to it with the author's lucid and happy method of elucidation. These, we are sure, will enable each and every rea der to grasp the inner spirit and import of the Gita We may men tion here also that the get up of the book is quite attractive and excellent and the price reasonably moderate. The book will be had at 162, Bowbazar Street in 3 volumes—vol. I price Rs. 4 8 -0 ; vol. II price Rs 4-8-0 ; vol. III price Rs. 4-8 0, They can be had separately. The Bengalee, 9-1-14.

The Amrita Baz: r Patrika

In these days of Gita, unfortunately rather run wild, the compilation of one by Sj R. D. Mozumdar, with its time honored commentaries and interpretations of different annotators from Sankaracharya downwards, along with the author's translations of the same and elaborate elucidation of the texts in his plain healthy and placid Bengali in the form of a dialogue between Sree Krishna and Arjun, is most opportune. It is not a book seller's book labelled "cheap" with all the modern claptraps to call attention of the public, but the result of life-long devotion of one to the cause of religious literature of Bengal and the embodiment of the realisation of the highest truth involving the difficult problems of Life here and hereafter, which the author being himself a sincere worker in the fields of religion, knows well how to put into the mouth of Arjun and have his queries answered by Sree Krishna. It is really the book of the day—of the month, nay of years to come, far superior to its kind in respect of vast information it affords, of the varied matters it contains and of the light it throws in the way of right understanding of them, and above all of certain spirit of earnestness and faith—a genuine pious feeling" that he has introduced all along the line to make the abstrusest of subjects, so light, pleasant and interesting a reading. Herein lies the speciality of the book. As a religious book, containing as it does the sublimest of thoughts that Hindu philosophy can conceive of, coupled with the highest practical moral truths that it inculcates the position of the Gita is very unique. "It is a harmony of the doctrines of Yoga, the Sankhya and Vedanta, combining with them the doctrine of faith in Sree Krishna and of stern devotion to caste rules." The author of the three volumes has fully realished this position and has explained in his masterly way and in the true light of our shastras, the principles underlying the doctrine of Karma, Bhakti and Jnan without entertaining the possibility of the idea that they can be explained in any other way simply to suit the varying fashions and needs of the time. This is his orthodoxy. Sj Ramdayal Mozumdar, though not altogether unknown to the devotees of our religious literature, has, however, no glittering testimonials to present to the eyes of the public. Yet the silent way in which he has worked all along his life, the education he has received and imparted, the strict-

ly religious life he leads and lastly the series of bereavements in life which, to him a blessing in disguise, he has experienced, will sufficiently speak for this monumental work and both the orthodox and modernised sections of our community will, we have no doubt, find within a short compass, food enough to satisfy their religious cravings. The preface he has added to the last volume of his work is highly instructive and no less interesting. It shows the man and the source from which he has drawn his inspiration, as also his resignation to and dependence on the Divine will. And the last concluding lines of the para have a pathos quite in keeping with the true spirit of the Gita.

Amrita Bazar Patrika, 16 12-13.

দীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এ।

সমস্ত গীতা সমুদ্র এই পুস্তকে মথিত হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অপূর্ব্ব গীতা ভাষ্য যখন খণ্ডে খণ্ডে উৎসব পত্রিকায় * * * সাধারণ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে এই সকল জিনিষের এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বাহাদুর, ডিলিট

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার।

বঙ্গবাসী। ৫ই পৌষ ১৩২০ সাল।

চিরপবিত্র গীতার নাম শুনিলে আজ কাল সহসা শরীর শিহরিয়া উঠে কেন? গীতা যে কি বহুমূল্য রত্ন, সাধক-ভক্ত তাহা বুঝেন। প্রকৃত গুরুর নিকটে গীতার পাঠ গ্রহণ করিয়া যিনি ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই গীতার মাহাত্ম্য বুঝেন; পরন্তু ভগবানই বলিয়াছেন,—

"যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি॥"

"যেখানে গীতার বিচার হয়, পাঠ, অধ্যাপনা হয় এবং শ্রবণ হয়, হে পৃথ্বি! নিশ্চয়ই আমি সেখানে সর্ব্বদা বাস করি।"

এহেন গীতার নাম শ্রবণে অধুনা শরীর শিহরিয়া উঠে কেন? আজ কাল পথে ঘাটে মাঠে অন্দরে বাহিরে স্কুলে কলেজে পকেটে বগলে সর্ব্বত্রই গীতার ছড়াছড়ি। ইহাতে অবশ্য বুঝিতে হয়, গীতার মাহাত্ম্য বাড়িয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাহা? না, তাহা নহে; পরন্তু গীতার মাহাত্ম্য ডুবিতেছে। অধুনা বহু ক্ষেত্রে অনধিকারীর হাতে গীতার অনুশীলন হইয়া থাকে। অনেক স্কুল কলেজের ছেলেরা গীতা পড়ে। গীতার মর্ম্ম সবাই কি বুঝেন? সকল ছেলেরা কি যথারীতি গুরুর নিকট গীতা শিক্ষা পায়? অধুনা অনধিকারীর গীতাচর্চ্চা ফলে আমাদের রাজপক্ষের অনেকেই শঙ্কিত হন; পরন্তু কদার্থ বা সগ্‌ভাবে তাঁহাদের অনেকেই ভাবেন, গীতার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে "সিডিসনের" বীজাণু বিজবিজ করিতেছে।

দেশের দুরদৃষ্টে অধুনা অনেক ক্ষেত্রেই অনধিকারীর অনুশীলনে গীতা বিকৃতার্থে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে গীতাচর্চ্চার প্রকৃত অধিকারী অধুনা বিরল। মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত গীতালোচক ভগবানের প্রিয়। ভগবান্ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।"

এমন গীতালোচক এখন কয় জন? বড় সৌভাগ্যে এরূপ গীতালোচক পাওয়া যায়। অনেক দিনের পর আমরা এইরূপ একটি গীতালোচক পাইয়াছি। ইনি শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার। মজুমদার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিধারী। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিতের কাছে ইহার কিরূপ গৌরব, তাহা অবশ্য বুঝাইতে হইবে না; কিন্তু ইংরেজি বিদ্যার জন্য সংসারের পবিত্র পীঠে তাঁহার উচ্চ স্থান নহে। তিনি নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ-সন্তান; পরন্তু বহু শাস্ত্রাধ্যায়ী শাস্ত্রদর্শী শাস্ত্র মতে শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থার পোষক ও পালক। তিনি শাস্ত্রানুসারে আচারাদিপূত ও নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। প্রকৃত গুরুর নিকট তিনি গীতার উপদেশ পাইয়াছেন; পরন্তু তিনি ভগবদ্ভক্ত। তিনি গীতার সদুপদেশ পাইয়া আপনার উজ্জ্বল ধীর বুদ্ধির প্রভাবে গীতাধর্ম্মের গূঢ় রহস্যোদ্ঘাটনে এবং আধ্যাত্মিক দার্শনিক ভাবোল্লাসনে সত্যই সামর্থ্যবান্ হইয়াছেন। তিনি গীতার মর্ম্ম বুঝেন এবং গীতার বহু টীকা-ভাষ্যের গূঢ়তত্ত্ব জানেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তি। তিনি জ্ঞানী ও ভক্ত। এ কল্মষময় কলিযুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি যে ভাবে ধর্ম্মের ভাব প্রচার করিতেছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাহার উপর তিনি সরল সহজ মার্জ্জিত বিশুদ্ধ বোধগম্য ভাষায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারবিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত। তাই তাঁহার রচিত সাবিত্রী ও ভদ্রা, কৈকেয়ী ও ভারত সমর, বিচার চন্দ্রোদয় যখন পড়ি, তখন অবসাদে প্রফুল্লতার বিদ্যুদ্দাম ফুটিয়া উঠে। তখন মনে হয়, বঙ্গ-সাহিত্যে এখনও ধর্ম্ম আছে এবং ধার্ম্মিক আছেন।

বহু বৎসর ধরিয়া মজুমদার মহাশয় গীতার আলোচনা করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তাঁহার গীতা প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে দুই খণ্ড পাইয়াছিলাম। এবার তৃতীয় খণ্ড পাইলাম। ইহাতে গীতার শেষ। কি অপূর্ব্ব রত্ন পাইলাম। বঙ্গভূমি এবং বঙ্গসাহিত্য আজ ধন্য হইল। এমন সুন্দর গীতার আর সংস্করণ আর কৈ? সুদৃঢ় সাধনায় মজুমদার মহাশয়ের চিত্তমুকুরে যে অপূর্ব্ব ভাব নিহিত, তাঁহার গীতায় তাহা স্বভাবজ সুন্দর ভাষায় প্রকটিত।

তিনি গীতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রথম অন্বয়মুখে ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর, মধুসূদন, আনন্দগিরি, বলদেব প্রভৃতি টীকাকারের মত সঙ্কলন করিয়া সংস্কৃত ব্যাখ্যাটিকে এরূপ সর্ব্বতোমুখী করিয়াছেন যে এই একটি মাত্র টীকা প্রশ্নোত্তর সহ পাঠ করিলে সকল টীকা পড়িবার ফল লাভ হয়। তৎপরে সরল বঙ্গানুবাদ এবং সবিশেষ সুবৃহৎ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন প্রশ্নোত্তর চ্ছলে ধর্ম্ম ও সাধন বিষয়ক যাবতীয় সংশয়ের অপনোদনার্থে যে প্রশ্নগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় বর্ত্তমান সময়ে এত সঙ্কুল যে, উহার অপনোদন ভিন্ন হিন্দুর কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় না এবং দার্শনিক মত সমূহের সামঞ্জস্য হয় না; এমন কি সাধনাতেও সজীবতা ও সরলতা আসে না। মজুমদার মহাশয়ের অদ্ভুত সাধন মহিমা ও লিপিকৌশলে এই প্রশ্নসমূহ এমন ভাবে নিরাকৃত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিলে গীতার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়। যঁহারা কাব্যরসে চিত্ত ডুবাইয়া দিয়া অনায়াসে ভগবদ্ভক্তি ও বেদান্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে চাহেন; ভারতীয় কর্ম্মের জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা গীতার এই অমূল্য বাঙ্গ সংস্করণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ধন্য মজুমদার মহাশয়! গ্রন্থের অন্তর্বহিঃ সুন্দর। তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাণ্ড ব্যাপার। প্রতিখণ্ডের মূল্য ৪৷৹ চারি টাকা আট আনা মাত্র। তিন খণ্ডে সমাপ্ত। কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে উৎসব আফিসে প্রাপ্তব্য।

বসুমতী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় হিন্দুধর্ম্মের সার উপদেশ অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা এই গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। মহাভারত পঞ্চম বেদ। যাঁহারা বেদে অনধিকারী, তাঁহাদের জন্যই ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই পঞ্চম বেদ মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন। গীতা সেই মহাভারতের উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ড। অত্রোপনিষদং পুণ্যং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোহব্রবীৎ।"—এই ব্যাসোক্ত উপনিষদে সকলেরই অধিকার আছে। ইহাতে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ এই তিন যোগই সুন্দরভাবে বিবৃত। কিন্তু আজকাল আমরা বুদ্ধির দোষে গীতার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া থাকি। আজকাল অনেকের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যায় গীতা দুষ্ট হইয়া পড়িতেছে,—আর লোক সেই ব্যাখ্যা পড়িয়া বিপথগামী হইতেছে। এই দুঃসময়ে আমরা শ্রীযুত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। ইহাতে মূল আছে, সারসংগ্রহ সংস্কৃত টীকা আছে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ আছে,—আর আছে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। এই শেষোক্ত ব্যাপারই মনস্বী রামদয়ালবাবুর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। সংস্কৃত টীকায় শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, বলদেব বিদ্যাভূষণ, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ, হনুমৎস্বামী, যামুনাচার্য্যের ভাষ্য ও টীকার সারাংশ চয়ন করিয়া রামদয়াল বাবু এক অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়াছেন। অন্বয়টি ঐরূপ কশি টানিয়া না দিয়া স্বতন্ত্রভাবে দিলে অনেক পাঠকের সুবিধা হইত। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে রামদয়াল বাবু ঐরূপই ব্যবস্থা করিবেন। বঙ্গানুবাদ বেশ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে নানা শাস্ত্রবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মজুমদার মহাশয় প্রত্যেক শ্লোকের যে তাৎপর্য্য প্রদান করিয়াছেন,—তাহাই তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। ইহাতে নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রকার আপত্তিরই নিরসন করা হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদেরই এই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠকরা কর্ত্তব্য। এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি; কেবল উপর উপর ভাসা ভাসা ভাবে খোসখেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে চলিবে না। রীতিমত মনঃসংযোগ করিয়া পাঠ করিলে তবে ইহার সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হইবে। গীতা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত সহজ নহে, বালকেরও কার্য্য নহে। ইহার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে অনন্যমনে ইহার তাৎপর্য্য জানিবার জন্য আত্মনিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ইহা পাঠ করিতে হয়। রামদয়াল বাবু সেই পথটি অত্যন্ত সুগম করিয়া দিয়াছেন; অর্জ্জুন নানাবিধ আপত্তি উপস্থিত করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন ভগবান্ নানা শাস্ত্রের প্রমাণ তুলিয়া সেই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন,—ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। আমরা হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রকেই এই অমূল্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। রামদয়াল বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে। ইহা ভিন্ন তিনি হিন্দু শাস্ত্র পাঠে এখন বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে। সুতরাং তাঁহার গীতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা যে সুন্দর হইয়াছে,—তাহা বলাই বাহুল্য। এই গীতা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার প্রতিখণ্ডের মূল্য ৪॥০ টাকা। অনেকের এই মূল্য অধিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে যাঁহারা এই গীতা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই ঐ অমূল্য গ্রন্থের তুলনায় এই মূল্য অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিবেন। এই গ্রন্থ হিন্দুর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা। গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থান উৎসব অফিস ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—বসুমতী। ৪ঠা মাঘ, সন ১৩১০

গ্রন্থকার প্রণীত—

ভারত সমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়।

ডিমাই ৮ পেজী প্রায় ২০ ফর্ম্মায় অন্যূন ৩০০ পৃষ্ঠায় দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ।

মূল্য আবাধা ২৲ টাকা।

উত্তম বাধান ২॥০ টাকা।

বঙ্গবাসী বলেন—"ভারত সমর" **শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ,** লিখিত। সুললিত গল্পচ্ছলে মহাভারতীয় কথা এমন সুন্দর করিয়া লিখিতে পারেন এমন লোক দেখি নাই। প্রবন্ধ ক্রমশঃ চলিতেছে, সম্পূর্ণ হইলে একটী নূতন জিনিষ হইবে ..."ভারত সমর" প্রবন্ধে মহাভারতেরই কথা প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়া আসিতেছে। আলোচনা টুকু বেশ হইতেছে।

অর্চ্চনা,—জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, 'ভারত সমরের' প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন। রামদয়াল বাবু পণ্ডিত এবং জ্ঞানী উভয়ই, তাঁহার এই সন্দর্ভটি তাঁহার চিন্তার গতি নির্ণয় করিতেছে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার বলেন—"ভারত সমর" প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য।

রত্নাকর বলেন—"ভারত সমর" নামক পৌরাণিক প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদারের লেখনীপ্রসূত। রামদয়াল বাবুর লেখনীর গুণে গল্পটী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে বাবু রামদয়াল মজুমদারের "ভারত সমর" গীতা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

টেলিগ্রাফ বলেন—Babu Ramdoyal Majumdera's "Bharat Samar" is highly appreciative.

ভারত সমর প্রথমখণ্ড (মূল্য ৸০ আনা)

Very interesting Book ভারত সমর - * will' occupy a very high place * * Great Epic in a concise form garbed in a beautiful and pleasant style.

KUMUD CHANDRA SIGAA B. A.
MAHARAJA. DURGAPUR, SUGANG.

গ্রন্থকার প্রণীত **সাবিত্রী।** মূল্য ।০ আনা।

সমালোচনার জন্য এই পুস্তক কোথাও প্রেরণ করা হয় নাই। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের দুই এক জনের অভিপ্রায় প্রকাশ করা গেল—

•"আমি প্রতি বৎসর সাবিত্রী ব্রত করিয়া থাকি আমার পরম দেবতা স্বর্গীয় শ্বশুর ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশমতে আমি মহাভারত গ্রন্থ হইতে সাবিত্রী উপাখ্যান পাঠ করিতাম

আপনার সাবিত্রী পাইয়া ঐ উপাখ্যান পড়িবার একটী সহায় হইল। মহাভারতের উক্ত উপাখ্যান পড়িয়া যত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, আপনার বই পড়িয়া তদপেক্ষা অধিকতর সুখী হইলাম। বিশেষতঃ ২৩, ২৪, ২৫, পৃষ্ঠা পাঠে আমি আত্মহারা হইয়াছি। শেষ নিবেদন বঙ্গমহিলাগণের ঘরে ঘরে আপনার সাবিত্রী যাইয়া সকলের অন্তরকে নিষ্কলুষ করুন এই প্রার্থনা। ১০ই বৈশাখ ১৩১০ সন।

শ্রীমতী মৃণালিনী গুহ
কেজুড়া টাঙ্গাইল।

সোণামুখী মধ্য ইংরাজী স্কুল, ৮ই শ্রাবণ ১৩১০

আপনার সাবিত্রী পাঠ করিলাম। ভাবের স্রোতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তরঙ্গগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এক হইয়াও আকাঙ্ক্ষা থাকে; সেবা করিবার সাধ হয় এটি আরও সুন্দর। যাহাদের জন্য লিখিত হইল তাহাদের মধ্যে একজনও সাবিত্রীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে শ্রম সফল হয়। যাহা হউক সাবিত্রী পড়িয়া সাবিত্রীর কথা মনে হইল চক্ষে একটু জলও আসিল। যেটি অন্তরে আঘাত করে সেটী অবশ্যই অন্তর হইতে বাহির হইয়া থাকে। সাবিত্রী আপনার অন্তরের ধন; প্রবল ভাবের আবেগে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। সাবিত্রী শীঘ্র দিতে পারিবে।

গ্রন্থকার প্রণীত

বিচার চন্দ্রোদয়

বেদান্ত বিচার, গীতোক্ত সাধন ও উপনিষদাদির অভ্রান্ত গ্রন্থ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিতের উজ্জ্বল মেধা আর্য্য শাস্ত্রের তত্ত্বান্বেষণে নিয়োজিত হইয়া আজিকাল কিরূপ বহুমূল্য রত্ন আবিষ্কার করিতেছে এই গ্রন্থখানি তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই গ্রন্থে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় যেরূপ অপূর্ব্ব উপায়ে বেদান্ত প্রভৃতির জটিল তত্ত্ব প্রদান হইয়াছে, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। দেশের দশজন শিক্ষিত ব্যক্তি একপ ভাবে আর্য্য শাস্ত্রালোচনে মনোনিবেশ করিলে দেশের উপকার হয়। আজি কালি লোক ফিরিয়াছে, আর্য্যশাস্ত্র সিন্ধুতলে রত্নলাভ প্রয়াসে আয়াস ও যত্ন হইতেছে যথেষ্ট সুতরাং অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুধা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯।

গ্রন্থকার প্রণীত—

গীতা-পরিচয় প্রথম সংস্করণের সমালোচনা।

বঙ্গবাসী (৭।৭।১০) বলেন—গীতার বিশেষত্ব, গীতার শক্তিসঞ্চার, গীতার স্থূল পরিচয়, গীতার লক্ষ্যসঙ্কেত, গীতার কর্ম্মসঙ্কেত, গীতার স্থান কাল পাত্র,—পুস্তকে এই ছয়টী প্রবন্ধ আছে। রামদয়াল বাবু কৃতবিদ্য ও প্রগাঢ় দার্শনিক; পাশ্চাত্য ও আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। গীতার তিনি যে দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। আজ কাল দেখিতে পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী অধিকাংশ

দার্শনিক লেখকগণ আর্য্য ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বসিলেই, প্লেটো, আরিষ্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনসার মার্টিনো পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণকে আসরে না নামাইয়া ছাড়েন না। পাশ্চাত্য-দর্শনের মীমাংসা দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ বা খণ্ডন হউক বা না হউক, পাশ্চাত্য দর্শনের ভূরি ভূরি অনাবশ্যকীয় মত উদ্ধৃত করিতেই হইবে। রামদয়াল বাবুর "গীতা-পরিচয়" গ্রন্থে এ পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই দেখিয়া আমরা সুখী; পরন্তু ইহা রামদয়াল বাবুর একান্ত ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও শাস্ত্রভক্তিরই ফল। রামদয়াল বাবু প্রগাঢ় দার্শনিক হইলেও তিনি যে একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, আলোচ্য পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, - 'পুস্তক প্রকাশ নামের জন্য নহে, প্রকাশের প্রধান কারণ—একটু ভিক্ষা। ভগবান্ প্রসন্ন হও' এই লক্ষ্যে কর্ম্ম করাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। ভগবানের প্রসন্নতা ও ভক্তের প্রসন্নতা প্রায় তুল্য,—যদি কোন সাধু মহাত্মা গীতা বুঝিবার প্রয়াস দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন—পূর্ব্ববিস্মৃত ভাব স্মৃতিপথে উদয় জন্য গ্রন্থকারের প্রতি ক্ষণকালের জন্য কৃপাকটাক্ষপাত করেন, মনে মনে যদি ক্ষণকালের জন্য একবার গ্রন্থকারকে স্মরণ করেন, তবে গ্রন্থকার—যদি মোহমায়ায় ভগবানকে ভুলিয়াও থাকেন—সাধু মহাত্মার স্মরণমাত্রে হৃদয়ে ভগবদ্ভাব জাগরূক দেখিবেনই। সাধু কৃপায় ভগবৎ কৃপা লাভ হইবে। ভগবৎ কৃপাদৃষ্টিই প্রার্থনা।" হিন্দু শাস্ত্র ও গীতা হইতে বিবিধ বচন উদ্ধৃত করিয়া রামদয়াল বাবু গীতা শাস্ত্র সরল ও সহজবোধ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রয়াস সফল হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রচনাও প্রাঞ্জল ও অতিশয়োক্তি বিহীন। বহু অসার উপন্যাস গল্প ও কবিতায় বাঙ্গালা ভাষা এখন কণ্টকাকীর্ণ। ভাষায় এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী কি এই মহাগ্রন্থের সম্যক্ আদর করিতে পারিবে? ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিমাত্রকেই এই পুস্তক একবার নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি।

শ্রীকেশবলাল গুপ্ত এম্, এ, বি, এল।

গ্রন্থারম্ভে প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন—"গ্রন্থকারের সেই হৃদয়-রত্নগুলি আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম—"গীতা-পরিচয়" তাহারই অংশ মাত্র।" পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে এ কথাটী কেহ আগ্রহের সহিত পাঠ করেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু "গীতা পরিচয়" পাঠ করিবারপর উপনিবদ্ধ আশ্বাস-বাণী পাঠকের হৃদয়ে বল আনয়ন করে, তাহার হৃদয় আশায় পূর্ণ করিয়া দেয়। এই "অমৃতময়ী" লেখনী প্রসূত জ্ঞানগর্ভ, সরল বাক্য বর্ণিত গূঢ়তত্ত্ব আবার শুনিতে পাঠের এ আশ্বাসবাণী বড়ই শান্তিপ্রদ, বড়ই আশাবৰ্দ্ধক।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল বাবুর পরিচয় "অর্চ্চনা" পাঠকের নিকট অনাবশ্যক। তাঁহার বাক্যামৃত প্রতি মাসেই অর্চ্চনার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশী শাস্ত্রাদি লইয়া পরিশ্রম করিলে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের মত জীবন যাপন করিলে, আর্য্যসন্তানের কিরূপ দিব্যজ্ঞান জন্মে "গীতা-পরিচয়" পাঠ করিলে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। পুস্তক পাঠকালে মনে হয় এ লেখা সামান্য রামদয়াল বাবুর সাধ্যাতীত। ইহা তাঁহার অন্তর্নিহিত সকলনবনারী বিজড়িত বিশ্ব মূর্ত্তির বাক্য, লেখক ব্রাহ্মণ উপলক্ষ্য মাত্র।

গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক কূটতর্ক-সমন্বিত শাস্ত্রগ্রন্থ বলিলে আজ কাল আমাদের যুবকদের নিকট একটা ভীতিপ্রদ সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। "গীতা-পরিচয়" ও ঐ শ্রেণীর শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক আছে, সমাসান্ত শব্দ আছে তথাপি ইহার সরলতা, ইহার মাধুরী বর্ণনা করা দুরূহ। গীতা পরিচয় শুধু পণ্ডিতের জন্য নহে, ইহা পাঠে সকল শ্রেণীরই পাঠক সুখ ও

তত্ত্বলাভ করিতে পারে, হৃদয়ের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইতে পারে। এত বড় দুরূহ বিষয় এত কথায় বুঝাইয়া দেওয়া সামান্য কৃতিত্ব নহে।

গীতা-পরিচয় আট অধ্যায়ে বিভক্ত। ১। মঙ্গলাচরণ ২। উৎসর্গ ৩। গীতার বিশেষত্ব ৪। গীতার শক্তিসঞ্চার। ৫। গীতার স্থূল পরিচয় ৬। গীতার লক্ষ্যসঙ্কেত ৭। গীতার কর্ম্মসঙ্কেত ৮ গীতার স্থান, কাল, পাত্র।

লেখক কেবল গ্রন্থকর্ত্তা নহেন। তিনি সাধক যোগী। যোগবলে মানসচক্ষে যেমন যেমন তত্ত্ব দেখিয়াছেন, তিনি তেমনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ গ্রন্থকারের রচনাশিল্প আশ্রয় করিলে তিনি প্রথমে "গীতার স্থূল পরিচয়" দিতেন, তাহার পর "গীতার স্থান কাল পাত্র" নির্দ্দেশ করিতেন পরে গ্রন্থমধ্যে অন্যান্য অধ্যায় সন্নিবেশিত করিতেন। লেখক সামান্য গ্রন্থকার হইলে আমরা অধ্যায়গুলির এরূপ বিপর্য্যয়কে দূষণীয় বলিতাম। ধর্মদয়াল বাবুর পক্ষে এদোষ সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।

গ্রন্থকারের সকলই আধ্যাত্মিক, তাঁহার গ্রন্থোৎসর্গেও সাধনার পরিচয় পাই। লেখক বলিয়াছেন—

"হে গুরো! হে মহাদেব আলিঙ্গিত মহাদেবি! হে সর্ব্ব নরনারী বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তে!" এই চিরপ্রফুল্ল কুসুম-স্তবক তুমিই—উৎসর্গও তোমাকেই করা হইল।" কি স্বর্গীয় কামনা! কি স্বর্গীয় বৃত্তি! আমরা কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থকার তাঁহারই শক্তিতে বলীয়ান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অবশিষ্টাংশ প্রণয়ন করুন।

গীতা-পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ভাই,—

যে বস্তুটি যাহার হৃদয়ের ধন তাহার [illegible] তিনিই সম্যক অবধারণ করিতে পারেন তাই অনন্ত করুণানিধান, অনন্ত জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার, স্থাবর জঙ্গম—সজীব নির্জ্জীব—সাধু অসাধু নির্ব্বিশেষে 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' ভগবান "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীগীতার প্রকৃত মূল্য অবধারণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবদুক্ত এই মহা বাক্যটিরই যে মূল্য, তাহা অবধারণ করিবার লোক কোথায়? তবে যে মহাত্মা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন—ভিতরে বাহিরে—আশে পাশে—সর্ব্বত্র সেই সুন্দরাদপি সুন্দর প্রেমময় মূর্ত্তি সন্দর্শনে অনুক্ষণ কৃতার্থ হইতেছেন, তিনিই উক্ত বাণীর মূল্য বুঝেন—সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণের প্রাণ, সারাৎসার, গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ শ্রীভগবানের হৃদয়বিহারিণী শ্রীগীতার মূল্যেরও পরিচয় পাইয়াছেন—পরন্তু যিনি যতটুকু তদীয় অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তিনি ততটুকু পরিচয় পাইয়াছেন—তাই ঋষি বলিতেছেন—কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্। ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ।

প্রবাদ আছে—

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ্‌ভিল্লস্য পত্নী মুদা।
আদায়াথ করেণ গুরুকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহৌ
অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ।

যাঁহারা রত্নবণিক, তাঁহাদের নিকট মণির পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা তা চিনেন—সুতরাং প্রাপ্তিমাত্র পরম সমাদরে তাহা কণ্ঠে ধারণ করেন। শ্রীগীতা কৌস্তুভ মণি অপেক্ষাও মূল্যবান্; তাই, শ্রীভগবান্ উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন—আর গীতা তাঁহার হৃদয়। একটি বাহিরের - অপরটি ভিতরের। পাছে শ্রীগীতা ভিল্লপত্নীর হস্তে গজমুক্তার ন্যায় অপাত্রের হস্তে বিড়ম্বনা ভোগ করেন, এই আশঙ্কায় তোমার এই প্রয়াস। তোমার এই প্রয়াস কীদৃশ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে, যাঁহারা "গীতা পরিচয়" পাঠ করিবেন, তাঁহারাই তাহা সম্যক বুঝিতে পারিবেন।

ঈদৃশ সদনুষ্ঠান যতই হয়, দেশের ধর্ম্মের—সমাজের ততই মঙ্গল। অধুনা আমাদের মাতৃভূমি দিন দিন শ্রীগীতার অনুশীলনে ধন্য হইতেছেন। বঙ্গমাতার কৃতী সুসন্তানগণের অনেকেই অভিনব পরিচ্ছদে শ্রীগীতাকে সুশোভিত করিতেছেন। কিন্তু শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় দানে এপর্য্যন্ত কেহ প্রয়াস পাইয়াছেন কিনা, আমি অবগত নহি। এই প্রকার পুস্তক যে দুই একখানি দেখি নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমার বোধ হয়, তুমিই সর্ব্বপ্রথম শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ—আমার ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় তুমি ইহার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছ এবং যাঁহারা গীতায় অনুশীলনে আনন্দ বোধ করেন, তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিয়াছ। অতএব তুমি ধন্য—তোমার জীবন সার্থক।

যে গ্রন্থ ভগবানের অতি আদরের বস্তু,—যাহা যোগীদিগের কণ্ঠহার—যাহা গৃহীদিগের চরিত্র প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি যাহা গৃহমেধিগণেরও মোক্ষপ্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক—যাহা দেশকাল পাত্র, সমাজ ও জাতি নির্ব্বিশেষে মানবমাত্রেরই সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও নীতির অদ্বিতীয় শিক্ষক—সেই ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষপ্রদ শ্রীগীতার পরিচয় সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। তোমার "গীতাপরিচয়" খানি ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে শ্রীগীতার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বোধ তত্ত্বগুলি যে বহুপরিমাণে সুখবোধ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি শ্রীগীতা অধ্যয়ন করিতে চাহেন তিনি তোমার এই "গীতা পরিচয়" হইতে যে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তোমার দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী কঠোর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। তোমার সাধনার ফলে আজ গীতা পাঠার্থী পবিত্রচেতা সাধুগণ মহোপকার লাভ করিলেন-ইহা অল্পসৌভাগ্যের বিষয় নহে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি।